করিতে আরম্ভ করিলে, তুমুল শব্দ উত্থিত হইয়া, স্বর্গ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিল। ঐ সময়ে ধীবরগণ স্বয়ং অধিষ্ঠান পূর্ব্বক শত শত দণ্ড যুক্ত নৌকা সকল চালাইয়া দিলে, সেই সমস্ত নৌকা আরোহিদিগকে বহন করিয়া, মহাবেগে অতি দ্রুত ধাবমান হইল। তাহাদের মধ্যে কোন নৌকা স্ত্রী সকলে পূর্ণ, কোন নৌকা অশ্বসমূহে সমাকীর্ণ এবং কোন নৌকা বা বহুমূল্য যান বাহনাদি বহন করিয়া চলিল। অনন্তর, ঐ সকল নৌকা পর পারে গমন করিয়া, আরোহিদিগকে নামাইয়া দিয়া, ক্ষান্ত হইলে, ধীবর-বন্ধুগণ জলমধ্যে স্ব স্ব ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিবিধ বিচিত্র গতিতে তৎসমস্ত ইতস্তত: চালাইতে লাগিল। ঐ সময়ে, গজারোহিগণ বেগভরে চালাইয়া দিলে, ধ্বজ-ভূষিত হস্তী সকল, পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিয়া, নদী পার হইতে লাগিল। কেহ নৌকায় আরোহণ ও কেহ বা ভেলা করিয়া পার হইতে লাগিল, কেহ কুম্ভ ও ঘট ধরিয়া সন্তরণ দিল, এবং অন্যেরা বাহুমাত্রেই নির্ভর করিয়া পার হইতে আরম্ভ করিল।

এই রূপে স্বয়ং ধীবরগণ গঙ্গা পার করাইয়া দিলে, হৃষ্ট-পুষ্ট-জন-ভূয়িষ্ঠ চতুরঙ্গিণী সেনা সূর্য্যোদয়ের পর তৃতীয় মুহূর্ত্তে পরম মনোহর প্রয়াগ-বনে প্রয়াণ করিল। তখন মহাত্মা ভরত সৈন্য-দিগকে অভিলাষানুরূপে বিশ্রাম দিয়া, উল্লিখিত প্রয়াগবনে স্থাপন পূর্ব্বক ঋষিবর ভরদ্বাজের দর্শনকামনায় ঋত্বিক্ ও সদস্য গণ সমভিব্যাহারে স্বয়ং প্রস্থান করিলেন। ভরদ্বাজ অতি উন্নত চিত্ত, দেবগণের পুরোহিত, ব্রহ্মপরায়ণ ও ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠ। ভরত তাঁহার আশ্রম-সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ঐ আশ্রম-কানন অতি বৃহৎ ও রমণীয় এবং তাহার উটজ, বৃক্ষ ও অধিষ্ঠান-ভূমি, সকলই মনোহর।

—:•—

নবতিতম সর্গ।

পুরুষোত্তম ভরত ভরদ্বাজের আশ্রম-সান্নিধ্যে গমন করিয়া, আশ্রম-পীড়া-পরিহার-বাসনায় সমুদায় সৈন্য এক ক্রোশ অন্তরে স্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত পদব্রজেই চলিলেন। তিনি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত ছিলেন। এইজন্য, সমুদায় শস্ত্র ও পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া, পট্ট দুকূলের পরিধেয় ও উত্তরীয়মাত্র ধারণ এবং পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া লইলেন। অনন্তর দূব হইতে ভরদ্বাজকে দেখিতে পাইয়া, তিনি মন্ত্রীদিগকে রাখিয়া স্বয়ং পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মহাতপা ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দর্শন করিয়াই, শিষ্যদিগকে অর্ঘ্য আনিতে বলিয়া, তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত ও বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইলেন। এবং ভবত যথাবীতি প্রণাম পূর্ব্বক বন্দনা করিলে, তিনি তাঁহাকে বশিষ্ঠেব সহিত আসিতে দেখিয়া রাজার দশরথেব পুত্র বলিয়া বুঝিতে পাবিলেন। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ভরদ্বাজ উভয়কেই পাদ্য, অর্ঘ্য ও ফল দান করিয়া, পরে প্রথমে-বশিষ্ঠের কুশল জিজ্ঞাসিয়া, পশ্চাৎ ভরতকে তাঁহার গৃহ, রাজধানী, সৈন্য, কোশ, মিত্রবর্গ ও মন্ত্রিগণ সকলেরই কুশল প্রশ্ন করিলেন; দশরথের পবলোক হইয়াছে জানিয়া, তাঁহার নাম উল্লেখ করিলেন না। বশিষ্ঠ ও ভরতও তাঁহার শরীর, অগ্নি, বৃক্ষ, মৃগ ও পক্ষিগণের অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরম যশস্বী ভরদ্বাজ, আমার সর্ব্বত্রই কুশল, এই কথা বলিয়া, ভরতকে কহিলেন, তুমি রাজ্য শাসন করিতে করিতে, এখানে এখন কি উদ্দেশে আসিলে, সমুদায় বল; আমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। কৌশল্যা যে শত্রুহন্তা ও কুলের উন্নতিকরকে প্রসব করিয়াছেন, পিতা সামান্য স্ত্রীর জন্য, চৌদ্দবৎসর বনে থাকিতে

হইবে, এইপ্রকার আজ্ঞা দেওয়াতে, যে মহাযশাঃ ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বহুকালের জন্য বনে গিয়াছেন ; এবং যাঁহার কোন অংশেই কিছুমাত্র পাপ নাই, সেই রামের রাজ্য অকণ্টকে ভোগ করিবার জন্য, লক্ষ্মণের সহিত এই বেলা তাঁহার অনিষ্ট করিতে তোমার ত অভিলাষ হয় নাই ?

ভরদ্বাজের কথা শুনিয়া শোকে ভরতের লোচনযুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। তিনি গদ্গদ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্! আপনিও যদি আমাকে এইপ্রকার পাষণ্ড ভাবেন, তাহা হইলে, আমার জীবন ও জন্ম, ফলতঃ, সকলই বৃথা। যাহা হউক, আমা হইতে যে উপস্থিত বিপদ ঘটনা হয় নাই, ইহা আমি নিজের অনুভবে বেশ জানি। অতএব, আমার প্রতি এরূপ শ্রুতিকটু আজ্ঞা করিবেন না। আমার বিষয়ে মা যাহা রাজাকে বলিয়াছেন, তাহা কোন মতেই আমার অভিমত নহে ; এবং তাহাতে আমি কোন অংশেই সন্তুষ্ট বা সম্মতও নহি। এই জন্য আমি সেই পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন করিয়া, অযোধ্যায় প্রত্যানয়ন পূর্ব্বক পাদবন্দনা করিতে আসিয়াছি। ভগবন্! ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, জানিয়া, আপনি প্রসন্ন হউন এবং বলুন, মহীপতি রাম সম্প্রতি কোথায় আছেন ?

অনন্তর বশিষ্ঠাদি ঋত্বিকগণের প্রার্থনায় ভগবান্ ভরদ্বাজ প্রসন্ন হইয়া, ভরতকে বলিলেন, হে পুরুষসিংহ! সুপ্রসিদ্ধ রঘুকুলে তোমার জন্ম হইয়াছে। তোমার মুখে এইরূপ কথাই শোভা পায়। অথবা, গুরুসেবা, দম এবং সাধুগণের আনুগত্য এই তিনটী, রঘুবংশীয় ব্যক্তিমাত্রেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। আর, তুমি যে ঐ মানসেই আসিয়াছ, তাহাও আমি জানি। তবে, পাছে কোনরূপে আবার অন্যমত কর, এইজন্য ঐপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলাম। ইহাতে লোকসমাজে তোমার কীর্ত্তিও সম্যক্রূপে বর্দ্ধিত হইবে ; ইহাও আমার অন্যতর উদ্দেশ্য। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বিরাজমান ধর্ম্মজ্ঞ রামের অনুসার, ক্রুদ্ধ-

তাই আমি জানি। তিনি এখন মহাগিরি চিত্রকূটে বাস করিতেছেন। কল্য তথায় যাইও; আজি মন্ত্রিগণের সহিত এই স্থানে অবস্থান কর। তুমি পরম জ্ঞানী এবং অভীষ্ট বিষয় প্রদান করিতে সমর্থ। আমার এই অভীষ্ট সাধন করিতে হইবে।

তখন উদার-দর্শন প্রসিদ্ধযশাঃ রাজনন্দন ভরত, যে আজ্ঞা, বলিয়া, মহর্ষির মহাশ্রমে রাত্রিবাস করিতে সংকল্প করিলেন।

—•—

একনবতিতম সর্গ।

কৈকেয়ীনন্দন ভরত এই রূপে রাত্রিবাসে কৃতমতি হইলে, মহর্ষি তাঁহাকে আতিথ্য-সৎকারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! বনে যে পাদ্য অর্ঘ্য পাওয়া যায়, আপনি তদ্দারাই আমার যথেষ্ট আতিথ্য করিয়াছেন। ভরদ্বাজ সহাস্য আস্যে কহিলেন, বুঝিলাম, তুমি অল্পেই তুষ্ট হইয়া থাক। এইজন্য, সামান্য বন্য আতিথ্যেও তোমার প্রীতি জন্মিয়াছে, ইহা জানিলেও, তোমার সেনাদিগকে ভোজন করাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। হে নরেশ্বর! আমি যেরূপ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি, তোমাকে সেইরূপই করিতে হইবে। তুমি কিজন্য সৈন্যদিগকে দূরে রাখিয়া, একাকী আমার আশ্রমে আসিলে; সসৈন্যে না আসিবার কারণ কি? ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া, মহর্ষিকে প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্! আপনার ভয়েই সসৈন্যে আসি নাই। দেখুন, রাজা বা রাজপুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য যে, যত্নপূর্ব্বক নিজ রাজ্যবর্ত্তী তপস্বিগণের আশ্রম-পীড়া-পরিহার করেন। ভগবন্! প্রধান প্রধান অশ্ব, মনুষ্য এবং উৎকৃষ্ট মত্ত হস্তীসকল একবারে অনেকস্থান ব্যাপ্ত করিয়া, আমার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। তাহারা আশ্রমের বৃক্ষ, জলাশয়, ভূমি ও উটজ সকল

নষ্ট না করে, এই ভাবিয়াই আমি একাকী আসিয়াছি। মহর্ষি কহিলেন, এখন সেনাদিগকে আনয়ন কর। ভরত এই আজ্ঞা পাইয়া, সৈন্যদিগকে নিকটে আনয়ন করাইলেন।

তখন মহর্ষি অগ্নিগৃহে প্রবেশ এবং যথাবিধানে জলপান ও আচমন করিয়া, আতিথ্য করিবার জন্য, এই বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, ভরতের আতিথ্য করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, এইজন্য আমি ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি; তিনি আমার আতিথ্যের উপযোগী গৃহাদি সমুদায় সিদ্ধ করিয়া দিন। ইন্দ্র যম বরুণ কুবের এই চারি লোকপাল দেবতাকেও আমি আতিথ্যের জন্য আহ্বান করিতেছি; তাঁহারাও সমুদায় সম্যকরূপে বিধান করুন। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে গঙ্গাদি যে সকল বক্র বা প্রতিকূল-প্রবাহিনী নদী আছে, তাহারাও সকলে অদ্য সমাগত হইয়া, কেহ মৈরেয় (মদ্য বিশেষ), কেহ সুনিষ্পাদিত সুরা এবং কেহ বা ইক্ষুরসের ন্যায় মধুর ও শীতল সলিল ক্ষরণ করুন। দেব, গন্ধর্ব্ব, বিশ্বাবসু, হাহা হুহু, দিব্য অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বীগণ ইহাদের সকলকেও আমি আহ্বান করিতেছি। এতদ্ভিন্ন, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা, পর্ব্বতবাসিনী সোমা, এবং যাহারা ইন্দ্রের ও যাহারা ব্রহ্মার পরিচর্য্যা করে, সেই সকল পরিচ্ছদধারিণী রমণী, সকলকেই তুম্বুরুর সহিত আমি আহ্বান করিতেছি। উত্তর কুরুতে কুবেরের যে চৈত্ররথ নামে দিব্য বন আছে, যাহার বৃক্ষসকল বস্ত্র ও অলঙ্কার-রূপ পত্র এবং দিব্য স্ত্রী-রূপ ফলসমূহে ভূষিত, সেই বনও এই আশ্রমে সমাগত হউক। এতদ্ভিন্ন ভগবান্ সোমদেব উৎকৃষ্ট অন্ন, বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোষ্য ও লেহ্য, বৃক্ষ হইতে স্বয়ং উদ্ভূত বিচিত্র মাল্য, সুরাদি নানাপ্রকার পেয় এবং বিবিধ মাংস, এই সকল বিধান করুন। অপরিসীম-তেজস্বী মহর্ষি ভরদ্বাজ সমাধিযুক্ত হইয়া, এইপ্রকার শিক্ষা ও স্বরসম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলি ও পূর্ব্বমুখে আসীন

হইয়া, মনে মনে ধ্যান করিবামাত্র, একে একে সেই সকল দেবতা আসিতে আরম্ভ করিলেন। তখন, পরম আনন্দজনক সুখদ সমীরণ মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত আলিঙ্গন করিয়া, ঘর্ম্ম নাশ পূর্ব্বক যথাবিধানে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর কুসুম-বর্ষী দিব্য মেঘ সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সকল দিকেই দেব-দুন্দুভি সকলের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। মনোহর বায়ু-রাশি প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। দেব ও গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল। বীণা সকল মধুর স্বরে বাজিয়া উঠিল। এই রূপে লয়গুণান্বিত নানাপ্রকার মনো-হর সম শব্দে স্বর্গ, পৃথিবী ও প্রাণিগণের শ্রবণরন্ধ্র পূর্ণ হইয়া গেল। মনুষ্যগণের শ্রুতিসুখাবহ তাদৃশ দিব্য শব্দ সমুত্থিত হইলে, ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি দর্শন করিল। তাহারা দেখিল, চতুর্দ্দিকে পাঁচ যোজন ব্যাপিয়া সমতল ভূমি আবির্ভূত হইল। নীল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শাদ্বল-সমূহে ঐ ভূমি আচ্ছন্ন। উহাতে ফলশালী বিল্ব, কপিত্থ, পনস, বীজপূরক, আমলকী ও আম্র বৃক্ষ সকল উদ্ভূত হইল। অনন্তর উত্তর কুরুদেশ হইতে দিব্য-ভোগবিশিষ্ট চৈত্ররথ বন এবং তীর-জাত নানাবিধ বৃক্ষে বেষ্টিত মনোহারিণী নদী সকল তথায় আগমন করিল। বহুসংখ্য সুন্দর চতুঃশাল গৃহ, হস্তিশালা ও অশ্বশালা এবং হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ সংযুক্ত মনোহর পুরদ্বার সকল সমুৎপন্ন হইল। এতদ্ভিন্ন, শুক্লবর্ণ মাল্যদামে গঠিত, সুগন্ধি সলিলে অভিষিক্ত, সুন্দর-তোরণবিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ জলধর সদৃশ রাজগৃহ তথায় প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ গৃহ চতুরস্র, পরম প্রশস্ত, শয়ন আসন ও যান সমূহে অলঙ্কৃত; সর্ব্বপ্রকার দিব্য রস, দিব্য বস্ত্র ও দিব্য ভোজন দ্রব্যে পূর্ণ; সর্ব্বপ্রকার অন্ন ও সর্ব্বপ্রকার আসনে সুসজ্জিত এবং অতিমাত্র শোভা সম্পন্ন। উহাতে যে সকল পান ও ভোজনাদি পাত্র আছে, তৎসমস্তই ধৌত ও নির্ম্মল এবং উহার শয্যা সকল উৎকৃষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত। কৈকেয়ী-

নন্দন মহাবাহু ভরত মহর্ষির অনুজ্ঞায় সেই রত্ন-পরিপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রীগণ সকলেই পুরোহিত বশিষ্ঠ দেবের সহিত তাঁহার অনুগামী হইলেন এবং সেই গৃহের গঠনাদি দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তথায় যে রাজযোগ্য সিংহাসন, ছত্র ও চামর ছিল, ভরত মন্ত্রিদিগের সহিত তৎসমস্ত প্রদক্ষিণ করিলেন। এবং রামকে সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ভাবিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক তাহার পূজা করিলেন; পরে বাল ব্যজন গ্রহণ করিয়া, মন্ত্রিগণের জন্য কল্পিত আসনে স্বয়ং আসীন হইলেন। তখন মন্ত্রিগণ ও পুরোহিত বশিষ্ঠদেব, যাঁহার যে আসন তাহাতে উপবেশন করিলে, প্রথমে সেনাপতি, তৎপশ্চাৎ শিবিররক্ষক উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মুহূর্ত্ত মধ্যেই তথায় পায়সরূপ কর্দ্দমশালিনী নদী সকল মহর্ষির আদেশে ভরতের নিকট সমাগত হইল। ঐ নদী-সমূহের উভয় কূলে শ্বেত মৃত্তিকার (চূণের) প্রলেপযুক্ত দিব্য রমণীয় গৃহ সকল শোভা পাইতেছে। ঐ গৃহসমূহ ভরদ্বাজের প্রাসাদে সমুদ্ভূত হইয়াছে। অনন্তর সেই মুহূর্ত্তেই দিব্যাভরণ-ভূষিত বিংশতিসহস্র স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মার প্রেরণায় তথায় সমাগত হইল। তদ্ভিন্ন, স্বয়ং কুবের কর্ত্তৃক প্রেরিত বিংশতি সহস্র স্ত্রী আগমন করিল। তাহারা সকলেই মণি, মুক্তা, প্রবাল ও সুবর্ণে ভূষিত। যাহাদের দর্শনাদি মাত্রেই লোকে বশীভূত ও উন্মত্তের-ন্যায় লক্ষিত হয়, তাদৃশী অপ্সরা সকলও নন্দন-কানন হইতে তথায় উপস্থিত হইল। অনন্তর সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট নারদ, তুম্বুরু ও গোপ, এই সকল গন্ধর্ব্বরাজ ভরতের সম্মুখে আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এবং অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা, ইহারা মহর্ষির আদেশে নিকটে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রয়াগক্ষেত্র, চৈত্ররথ বন, এবং নন্দন এই সকল স্থলে যে মাল্যদাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমস্ত মহর্ষির তেজে তথায় দেখিতে পাওয়া গেল। বিল্ব বৃক্ষ সকল মৃদঙ্গ-

বাদকের রূপ ধারণ, বিভীতক সকল তাল গ্রহণ ও অশ্বত্থ সকল নর্ত্তকের বেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তথায় বিরাজমান হইল। অনন্তর তাল, তমাল, তিলক ও দেবদারু সকল, কেহ কুব্জ ও কেহ বা বামন সাজিয়া, পরমহর্ষে তথায় সমাগত হইল। শিংশপা, আমলকী, জম্বূ এবং কাননস্থিত অন্যান্য লতা সকল স্ত্রীবেশে সেই আশ্রমে আগমন করিয়া, বলিতে লাগিল, যাহারা মদ্য খাইয়া থাক, তাহারা মদ্য পান কর; এবং যাহাদের ক্ষুধা হইয়াছে, তাহারা পায়স ও পরম পবিত্র মাংস সকল, অথবা, যাহার যে ইচ্ছা, সে তাহাই ভক্ষণ করুক। অনন্তর সাত আট জন স্ত্রী, এক এক জন পুরুষকে উত্তম রূপে তৈলাদি মাখাইয়া, মনোহর নদীতীরে লইয়া গিয়া, স্নান করাইয়া দিল। পরে বিশাললোচনা বরাঙ্গনা সকল পরস্পর মিলিয়া, তাহাদের অঙ্গ মর্দ্দন ও পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক তাহাদিগকে পান করাইতে লাগিল। বাহনদিগের পালক সকল অশ্ব, গজ, উষ্ট্র ও বৃষদিগকে যথাবিধানে তাহাদের স্বাভাবিক খাদ্য খাওয়াইতে আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণের যে সকল বাহন ছিল, মহাবল পালকগণ তাহাদিগকে খাবার জন্য প্রবর্ত্তিত করিয়া, ইক্ষু, মধু ও লাজ ভক্ষণ করাইল। তৎকালে ভরতের সৈন্যগণ নানাপ্রকার মাদক দ্রব্যের সেবা করিয়া মত্ত, মধু পান করিয়া কার্য্যাকার্য্যবিচারশূন্য এবং স্রক চন্দনাদি উপভোগ করিয়া, নিতান্ত আহ্লাদিত হইল। ইহাতে, তাহাদের অতিশয় শোভা হইল। তাহাদের মধ্যে যাহারা অশ্ব ও হস্তীর রক্ষা করিত, তাহারা এরূপ মত্ত হইয়া উঠিল, যে, স্ব স্ব অধীন হস্তী ও অশ্বকেও জানিতে পারিল না।

এই রূপে সৈন্যগণ সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ভোগ লাভে পরিতুষ্ট, রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বলিতে লাগিল, আমরা আর অযোধ্যায় যাইব না এবং দণ্ডকেও গমন করিব না। ভরত কুশলে থাকুন এবং রামও সুখে রহুন।

রথারোহী, অশ্বারোহী, হস্তিরক্ষক ও অশ্বরক্ষক এবং পদাতি যোধগণ সকলেই তাদৃশ-সৎকার-লাভে নিতান্ত স্বাধীন-ভাবাপন্ন হইয়া, ঐপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিল। এতদ্ভিন্ন, ভরতের অনুচর সহস্র সহস্র লোক নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, ইহাই স্বর্গ, বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। সৈনিকগণ মাল্য ধারণ করিয়া, সহস্র সহস্র সংখ্যায় মিলিত হইয়া, নৃত্য, গান, হাস্য এবং ইতস্ততঃ ধাবন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অমৃতোপম অন্ন ভক্ষণ করিয়া, যদিও তাহারা পরম তৃপ্ত হইয়াছিল, তথাপি, পরম উপাদেয় খাদ্য সকল দর্শন করিয়া, পুনরায় তৎসমস্ত ভক্ষণ করিতে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। সৈনিক-মণ্ডলে যে দাস, দাসী ও স্ত্রী ছিল, তাহারা সকলেই নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া, অতিমাত্র প্রীতি লাভ করিল। এবং অশ্ব, গজ, খোঁ, গর্দ্দভ, মৃগ ও পক্ষিগণ সকলেই প্রচুর পরিমাণে আহার করাতে, আর কোন দ্রব্যে মুখও দিল না। ফলতঃ, তথায় ক্ষুধার্ত্ত, মলিন, ধূলি-ধ্বস্ত-কেশ, অথবা অশুক্ল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছে, এমন কোন ব্যক্তিই লক্ষিত হইল না। চতুর্দ্দিকেই উপাদেয় অন্নে পরিপূর্ণ, স্বর্ণ-রজতাদি-বিবিধ-ধাতু-বিনির্ম্মিত সহস্র সহস্র পাত্রী পতিত রহিয়াছে, দেখিয়া লোক সকল বিস্ময়-রসে পূর্ণ হইল। শোভা-সংসাধনার্থ পুষ্পের ধ্বজ রচনা করিয়া, সেই সকল পাত্রীতে সংলগ্ন করা হইয়াছে। এবং আম্রাদি ফলের কাথ-রসে সিক্ত করিয়া অজ ও বরাহের মাংসে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন ও বিবিধ-গন্ধরসপূর্ণ সূপ প্রস্তুত করত রাশি রাশি সজ্জিত করা রহিয়াছে।

সেই পঞ্চ-যোজন-পরিমিত বন-ভূমির চতুঃপার্শ্বস্থ যাবতীয় গাভী কামধেনু হইল এবং যাবতীয় বৃক্ষ অনবরত মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল। তদ্ভিন্ন, বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় সকল মৈরেয়-মাদক দ্রব্যে পূর্ণ এবং সম্যক্‌রূপে উত্তপ্ত পাত্র সকলে সুপক্ব ও পরম পরিষ্কৃত মৃগ-ময়ূর-ও-কুক্কুট-মাংসে পরিব্যাপ্ত হইয়া

উঠিল। সহস্র সহস্র অন্নাধার পাত্রী, নিযুত নিযুত ব্যঞ্জনপূর্ণ স্থালী, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ স্বর্ণময় ভোজন-পাত্র, কুম্ভী স্থালী (জল-পান পাত্র বিশেষ) এবং সুগন্ধযুক্ত পীতবর্ণ সুপক্ব তক্র ও দধি পূর্ণ করম্ভী (দধি মন্থন পাত্র) সকল তথায় প্রাদুর্ভূত হইল। তত্রত্য হ্রদ সকলের মধ্যে কোন কোনটী তক্রে, কোন কোনটী দধিতে, কোন কোনটী দুগ্ধে, এবং কোন কোনটী শর্করা-রাশিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। লোক সকল নদীসমূহের স্নান-ঘটে গিয়া দেখিতে পাইল, পাত্রমধ্যে আমলকাদির কল্ক, সুগন্ধি চূর্ণ, স্নানার্থ উষ্ণোদক ও অন্যান্য দ্রব্য, চাকচিক্যময় দন্তধাবন কাষ্ঠ, সমুদ্গ (কৌটাবিশেষ) মধ্যে বিশুদ্ধ ঘৃষ্ট (ঘোঁটা) চন্দন, সুমার্জ্জিত দর্পণ; বস্ত্র, যুগ্ম যুগ্ম চর্ম্মপাদুকা ও কাষ্ঠপাদুকা, অঞ্জনযুক্ত করণ্ডিকা, কঙ্কত (কাঁকুই), কূর্চ্চ (যাহা দ্বারা শ্মশ্রু মার্জ্জন করা যায়), ছত্র, ধনু; কবচ, বিচিত্র শয্যা ও আসন এবং ভুক্ত বস্তু জীর্ণ করিবার জন্য যাহা পান করা যায়, তাদৃশ রসপূর্ণ হ্রদ, এই সকল রাশি রাশি সজ্জিত ও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহারা তথায় আরও দেখিল; অশ্ব, গজ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র সকল সুখে অবতরণ ও অবগাহন করিতে পারে, ঈদৃশ হ্রদসমূহ শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত হ্রদ পদ্ম ও উৎপলে অলঙ্কৃত, আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ, নির্ম্মল সলিলে পূর্ণ, এবং উহাতে অক্লেশেই স্নান করা যায়। তদ্ভিন্ন তথায় পশুগণের ভক্ষণার্থ নীল-বৈদূর্য্য-বর্ণ সুকোমল তৃণরাশি প্রচুর পরিমাণে সজ্জিত রহিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। মহর্ষি এই রূপে ভরতের যে আতিথ্য করিলেন, তাহা স্বপ্ন সদৃশ; নিতান্ত বিস্ময়াবহ; দর্শন করিয়া লোকমাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। নন্দন-বনে দেবতারা যেমন বিহার করেন, তদ্রূপ রমণীয় ভরদ্বাজাশ্রমে এইপ্রকার আমোদ আহ্লাদ করিতে করিতে তাহাদের সেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন সমাগত অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ এবং বরবর্ণিনী রমণী সকল ভরদ্বাজের অনুমতি লইয়া, যাহার যেস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিল। কিন্তু

ভরতের অনুযায়ী লোক সকল সেইরূপই মত্ত ও মদিরোন্মত্ত এবং সেইরূপই দিব্য অগুরু চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া রহিল। নানা-প্রকার উৎকৃষ্ট ও দিব্য মাল্য সকলও তাহাদের উপভোগবশে সেইরূপই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও প্রমর্দ্দিত হইতে লাগিল।

—০✱০—

দ্বিনবতিতম সর্গ।

অনন্তর, ভরদ্বাজ আতিথ্য বিধান করিলে, ভরত সপরিবারে সেই রজনী যাপন করিয়া, রাম-দর্শনবাসনায় মহর্ষির সমীপে গমন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপস্থ হইয়াছেন, দেখিয়া, ভরদ্বাজ হোমাবসানে তাঁহাকে কহিলেন, অনঘ! আমার এই আশ্রমে সুখে তোমার রাত্রি যাপন হইয়াছে? এবং তোমার লোক সকলও আতিথ্য লাভে সম্যক্ তৃপ্ত হইয়াছে? এই বলিয়া পরম তেজস্বী মহর্ষি আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, ভরত কৃতাঞ্জলি করে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি সমস্ত বল ও বাহনের সহিত সুখে রাত্রি বাস করিয়াছি এবং আপনিও সমস্ত সেনার সহিত আমাকে বিশেষ রূপেই তৃপ্ত করিয়াছেন। ফলতঃ, সমুদায় ভৃত্যের সহিত আমরা সকলেই সুখে রাত্রি যাপন, সুখে বাস ও সুখে পান ভোজন করিয়াছি এবং আমাদের সকলেরই সন্তাপ ও গ্লানি দূর হইয়াছে। হে ভগবন্ ঋষিসত্তম! এক্ষণে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, ভ্রাতার নিকট যাইতে উদ্যত হইয়াছি; আপনি আমার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! মহাত্মা ধার্ম্মিক রামের আশ্রম কোথায়, বলুন। এবং কোন্ পথে কত দূরে তথায় যাইতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিন্।

ভরত ভ্রাতৃদর্শন-লালসায় এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, পরম তেজস্বী ও পরম তপস্বী ভরদ্বাজ প্রত্যুত্তর করিলেন, ভরত! এখান হইতে সার্দ্ধ-দ্বিযোজন অন্তরে নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে চিত্রকূট

নামে রমণীয় খণ্ড-পাষাণ ও কানন-সমূহে বিরাজিত পর্ব্বত আছে। তাহার উত্তর পার্শ্ব দিয়া মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদী কুসুমিত পাদপসমূহে আচ্ছন্ন এবং রমণীয় পুষ্পিত কাননে সুশোভিত। হে তাত! উহারই পর পার্শ্বে চিত্রকূট পর্ব্বত এবং রাম লক্ষ্মণের পর্ণকুটীর, দেখিতে পাইবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই তথায় বাস করিয়া আছেন। হে মহাভাগ বাহিনীপতে! যমুনার দক্ষিণতীরস্থ পথে কিয়দ্দূর গমন করিয়া, সেই পথের শাখা-মার্গদ্বয়ের বামভাগে যে পথ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে, ঐ পথে গজবাজিপূর্ণ বাহিনী চালনা কর, রামের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

তখন রাজ-রাজ দশরথের যানারোহণ-যোগ্য মহিষীগণ, প্রস্থান করিতে হইবে শুনিয়া, যান সকল ত্যাগ করিয়া, মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদনার্থ পরিবেষ্টন করিলেন। তন্মধ্যে পতি-পুত্রবিরহে নিতান্ত ব্যাকুলা ও শীর্ণদেহা কৌশল্যা দেবী সুমিত্রার সহিত কাঁপিতে কাঁপিতে করযুগল দ্বারা মহর্ষির চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। যিনি অতীব নিষ্ফল কামনা করিয়া, সকল লোকেরই নিন্দনীয়া ও তজ্জন্য লজ্জিতা হইয়া আছেন, সেই কৈকেয়ীও মহর্ষির পাদবন্দনা করিলেন।

এই রূপে তিনি ভগবান্ ভরদ্বাজকে প্রদক্ষিণ করিয়া, ক্ষুণ্ণ চিত্তে ভরতের নিকট অবস্থিতি করিলে, মহামুনি ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রঘুনন্দন! তোমার মাতৃগণের মধ্যে কাহার কি নাম, জানিতে ইচ্ছা করি।

বাক্যবিন্যাসবিশারদ ধার্ম্মিক ভরত মহর্ষির এই কথায় কৃতাঞ্জলি হইয়া, কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! শোকে ও উপবাসে শীর্ণদেহা ও নিতান্ত ব্যাকুল-ভাবাপন্না, পিতৃদেবের মহিষী এই যে দেবীকে, সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায়, দেখিতেছেন, এই কৌশল্যাই, অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে, তেমনি সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত-গতিসম্পন্ন পুরুষোত্তম রামকে, প্রসব করিয়াছেন। ইহাঁর বাম

বাহু আশ্রয় করিয়া এই যিনি ক্ষুণ্ণ চিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইনি রাজার মধ্যমা মহিষী দেবী সুমিত্রা। পতিপুত্রবিরহে ইনি দুঃখে নিতান্ত অভিভূতা হইয়া, বনমধ্যে পুষ্পহীন কর্ণিকার-শাখার ন্যায়, শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। দেবতার ন্যায় রূপবান্, সুকুমার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই দেবী সুমিত্রার কুমার রূপে অবতরণ করিয়াছেন। তাঁহারা দুই জনেই বীর এবং দুই জনেই সত্যপরাক্রম। আর, যাঁহার জন্য পুরুষোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ মৃত্যুসম বিপদে পতিত হইয়াছেন এবং রাজা দশরথ পুত্র-হীন হইয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন; যাঁহার ক্রোধের সীমা নাই, বুদ্ধির কিছুমাত্র পরিপক্কতা জন্মে নাই; আপনাকে সর্ব্বাংশেই স্বামীর আদরভাগিনী বা সৌভাগ্যশালিনী বলিয়া যাঁহার বোধ আছে; যিনি অতিশয় অহঙ্কারিণী ও সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্যের অভিলাষিণী; এবং যিনি দুষ্টা হইয়াও শিষ্টার ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন, সেই এই পাপাশয়া দয়াহীনা কৈকেয়ী আমার জননী, জানিবেন। আমি যে বর্ত্তমানে বিষম সংকটে পতিত হইয়াছি, ইনিই তাহার মূল। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত বাষ্প-গদ্গদ বাক্যে এইপ্রকার কহিয়া, রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায়, লোহিত লোচনে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে অর্থবিৎ মহামতি মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে কহিলেন, ভরত! তুমি কৈকেয়ীকে সর্ব্বথা নির্দ্দোষ জানিবে। কেননা, ভবিষ্যতে সংসারের সুখসংঘটনজন্যই রামের বনবাস হইয়াছে। ফলতঃ, রামের এই বনবাস উপলক্ষে দেব, দানব ও মহাত্মা ঋষিগণ, সকলেরই হিত সাধন হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি আশীর্ব্বাদ করিলে, ভরত তদীয় অনুগ্রহলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন, প্রদক্ষিণ ও আমন্ত্রণ করিয়া, সৈন্য-দিগকে সজ্জিত হইতে আজ্ঞা করিলেন। তখন বহুবিধ লোক বহুবিধ সুবর্ণভূষিত দিব্য অশ্ব-রথ যোজনা করিয়া, প্রস্থানার্থ তাহাতে আরোহণ করিল। স্বর্ণময় গলবন্ধন রজ্জু ও পতাকা-

বিশিষ্ট হস্তী ও হস্তিনী সকল, বর্ষাকালীন জলদমণ্ডলীর ন্যায়, সঘোষে প্রস্থান করিল। ক্ষুদ্র মহৎ নানা প্রকারের বহুমূল্য যান সকল, এবং পদাতিগণ পদব্রজে, গমন করিতে লাগিল। অনন্তর কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ উৎকৃষ্ট যানসমূহে আরোহণ করিয়া, রামদর্শন আকাঙ্ক্ষায় সহর্ষে প্রস্থান করিলেন। শ্রীমান্ ভরত সপরিবারে নবোদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় দ্যুতি-মান্, বাহকগণে বাহিত, পরম সুন্দর শিবিকায় আরোহণ করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন। সেই গজবাজিসমাকুল সুবিপুল বাহিনী, সমুত্থিত মহামেঘের ন্যায়, দক্ষিণ দিক্ আবৃত করিয়া, প্রস্থান করিল। এই রূপে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে সন্নিবিষ্ট ঐ মহতী সেনা প্রস্থান-সময়ে পর্ব্বত ও নদী সকলে বিদ্যমান মৃগ-পক্ষি সেবিত অরণ্য সকল অতিক্রম করিয়া চলিল। সৈন্য-মধ্যে যে সকল হস্তী ও অশ্ব ছিল, তাহারা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল। এবং বনান্তর্ব্বর্ত্তী মৃগ ও পক্ষিসমূহ ঐ সৈন্য দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইল। তৎকালে ভরতের সুবিপুলবাহিনী মহা-বনে প্রবেশ করিয়া, পরম শোভা বিস্তার করিল।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

সেই মহতী সেনা ঐরূপে প্রস্থান করিলে, বনবাসী যূথপতি মত্ত হস্তী সকল তৎকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া, সদলে ইতস্ততঃ ধাব-মান হইল। নদীতীরে, পর্ব্বতে ও বনবাটে যে সকল ঋক্ষ, পৃষ, ও রুরু ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, তাহাদেরও ঐপ্রকার অবস্থা লক্ষিত হইল। দশরথনন্দন ধর্ম্মাত্মা ভরত, সগর্জ্জে ধাব-মান সুবিপুল চতুরঙ্গিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া, প্রীতিভরে গমন করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে জলদপটলে গগনমণ্ডল যেরূপ আবৃত হয়, সেইরূপ মহাত্মা ভরতের সাগরৌঘসদৃশ মহতী সেনায় পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া গেলেন। তৎকালে, মহাবল হস্তী ও অশ্ব-

সমূহে সম্যক্‌রূপে পরিবৃত হওয়াতে, মেদিনী অনেকক্ষণ অদৃশ্য হইয়া রহিলেন।

এইরূপে বহুদূর গমন করিয়া, বাহন সকল নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া উঠিলে, শ্রীমান্ ভরত মন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, ভগবন্! আমি যেমন শুনিয়াছি, এবং স্বয়ং ভরদ্বাজও যেপ্রকার বলিয়াছেন, এই স্থান সেইপ্রকারই দেখিতেছি। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমরা অভিমত স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখুন, ঐ সেই চিত্রকূট পর্ব্বত, এই সেই মন্দাকিনী নদী এবং ঐ সেই বন, দূর হইতে নীল মেঘের ন্যায়, প্রতিভাত হইতেছে। সম্প্রতি আমার পর্ব্বতাকৃতি হস্তীগণেও চিত্রকূটের রমণীয় সানু-সমূহ নিপীড়িত হইতেছে। ঐ দেখুন, বর্ষাকালে সজল শ্যামল জলধরমণ্ডল যেমন তোয়রাশি বর্ষণ করে, বৃক্ষ সকল তেমনি মাতঙ্গগণের শুণ্ডাঘাতে আন্দোলিত হইয়া, পর্ব্বতের সানুসমূহে কুসুমরাশি বর্ষণ করিতেছে। শত্রুঘ্ন! অবলোকন কর, কিন্নরগণ ঐ পর্ব্বতের যে স্থানে বিচরণ করিয়া থাকে, আমাদের অশ্বগণে চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, ঐ স্থান, মকরগণ-সমাকীর্ণ সাগরের ন্যায়, শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, সেনাসকলের কোলাহলে মৃগগণ দ্রুত বেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া, শরৎকালে সমীরণ-সঞ্চালিত মেঘমণ্ডলীর শোভা ধারণ করিয়াছে। জলধর-সদৃশ-প্রকাশমান ফলকে (ঢাল) ভূষিত দাক্ষিণাত্যগণ যেরূপ মস্তকে সুগন্ধি কুসুমের কিরীট ধারণ করে, ঐ সকল বৃক্ষও সেই-রূপ শিখরাগ্রে কুসুম-স্তবক ধারণ করিয়াছে। এই বন স্বভাবতঃ নির্জ্জন নিস্তব্ধ এবং দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর হইলেও, সংপ্রতি আমাদের আগমনে জনাকীর্ণ অযোধ্যার ন্যায়, প্রতিভাত হইতেছে। অশ্বগণের খুরাঘাতে সমুত্থিত রেণুরাশি স্বর্গ পর্য্যন্ত প্রচ্ছাদন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু সমীরণ আমার প্রীতিসাধন-সমুদ্দেশেই যেন উহাকে শীঘ্র অপনীত করিয়া দিতেছে। শত্রুঘ্ন! অবলোকন কর, প্রধান প্রধান সারথিগণ

আরোহণ করাতে, ঐ অশ্বযোজিত রথ সকল বনমধ্যে অতি দ্রুত গমন করিতেছে। ঐ দেখ, দেখিতে অতি সুন্দর এই ময়ূর সকল নিতান্ত ভীত হইয়া, বিহঙ্গমগণের আবাসভূমি এই চিত্রকূটেই আগমন করিতেছে। এই স্থান অতিমাত্র মনোজ্ঞ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তাপসগণ এখানে বাস করেন; এই কারণে ইহা সাক্ষাৎ স্বর্গপথের সমান। ঐ দেখ, অরণ্যমধ্যে চিত্র-মৃগ সকল মৃগীর সহিত মিলিত হইয়া, কুসুমসমূহে চিত্রিতের ন্যায়, অতীব মনোহর দেখাইতেছে। সৈন্যগণ! তোমরা এক্ষণে সমুচিত বিধানে গমন করিয়া, যাহাতে পুরুষোত্তম রাম লক্ষ্মণের দেখা পাওয়া যায়, তজ্জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদায় বন অন্বেষণ কর।

শস্ত্রপাণি শূর পুরুষগণ ভরতের কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ধূমশিখা দেখিতে পাইল। ধূমশিখা দর্শন পূর্ব্বক তাহারা প্রত্যাগত হইয়া, ভরতকে নিবেদন করিল, যেখানে মনুষ্যের সমাগম নাই, সেখানে কখন অগ্নি থাকে না। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, রামলক্ষ্মণ নিশ্চয়ই এখানে আছেন। অথবা, সেই শত্রুদমন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন রাম লক্ষ্মণ যদি না থাকেন, রামের তুল্য অন্যান্য তপস্বিগণ এখানে আছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শত্রুবল-বিনাশন ভরত এই সাধুসম্মত বাক্য শ্রবণে তাহাদের সকলকেই বলিলেন, তোমরা আর গোল না করিয়া সাবধানে এই খানেই থাক, এখান হইতে কোনমতেই অগ্রসর হইও না। মন্ত্রী সুমন্ত্র ও ধৃতির সহিত আমিই নিজে গমন করিব। সৈন্যগণ এই কথায় সেই স্থানেই ইতস্ততঃ অবস্থিতি করিল। তখন ভরত, যেখানে ধূমশিখা লক্ষিত হইতেছিল, তৎপ্রদেশে দৃষ্টি সমাধান করিলেন।

তৎকালে ভরতের আদেশে সৈন্যগণ যথাবিধানে অবস্থান পূর্ব্বক সম্মুখে ধূমশিখা লক্ষ্য করিয়া, বুঝিতে পারিল পরম

প্রীতিভাজন রামের সহিত সাক্ষাৎ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই ভাবিয়া তাহারা পরম আহ্লাদিত হইল।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

দশরথ-নন্দন রাম সাক্ষাৎ দেবতুল্য এবং গিরি-বনে বিহার করিতে অতিশয় ভাল বাসেন। তিনি অনেক দিন চিত্রকূটে যাপন করিয়া, ঐ সময়ে প্রিয়ার প্রিয়কামনায় ও আপনারও চিত্তবিনোদনবাসনায়, ইন্দ্র যেমন শচীকে, তেমনি সীতাকে ঐ চিত্রকূট দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, ভদ্রে! এই রমণীয় চিত্রকূট দর্শন করিয়া, কি রাজ্য-নাশ, কি বন্ধু-বিরহ, কিছুতেই আমার মন আর কোন অংশেই ব্যথিত নহে। কল্যাণি! অবলোকন কর, নানাজাতীয় বিহঙ্গম এই গিরিবনে বাস করিতেছে এবং বিবিধ-ধাতুরঞ্জিত শিখর সকল যেন আকাশ ভেদ করিয়া, ইহার শোভা সাধন করিতেছে। ঐ দেখ, অচলরাজ চিত্রকূটের পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ সকল নানাপ্রকার ধাতুরাগে মণ্ডিত হইয়া, কেমন শোভা পাইতেছে! ঐ সকল বিভাগের মধ্যে কোনটী রজত-সদৃশ; কোনটী রক্ত-সন্নিভ; কোনটী পীত মাঞ্জিষ্ঠবর্ণ; কোনটী ইন্দ্রনীল-মণি-প্রভ; কোনটি পুষ্পরাগ স্ফটিক ও কেতককুসুমের ন্যায় আভাবিশিষ্ট এবং কোনটির প্রভা নক্ষত্র ও পারদের প্রভাতুল্য। শান্তস্বভাব নানাজাতীয় মৃগ, মহাব্যাঘ্র, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ও ভল্লূকসমূহ এবং বহুবিধ বিহঙ্গমে সমাকীর্ণ হওয়াতে, এই গিরিরাজ অতীব শোভা ধারণ করিয়াছে। অধিকন্তু, আম্র, জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, অঙ্কোল, ভব্য, তিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, অরিষ্ট, বাণ, মধূক, তিলক, বদরী, আমলক, নীপ, বেত্র, ইন্দ্রজব ও বীজক ইত্যাদি ফল, পুষ্প ও ছায়াসম্পন্ন মনোহর বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, এই চিত্রকূট শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ভদ্রে!

ঐ দেখ, পর্ব্বতের রমণীয় প্রস্থ-দেশে মনস্বী কিন্নরমিথুন সকল কামরাগ বর্দ্ধিত করিয়া, বিহার করিতেছে। এবং তাহাদের খড়্গ সকল বৃক্ষের শাখায় সংসক্ত রহিয়াছে। ঐ দেখ, বিদ্যাধর-রমণীগণের মনোরম ক্রীড়া-স্থান সকল শোভা পাইতেছে এবং তাহাদের বিচিত্র বস্ত্র সকল শাখায় লম্বিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে জলপ্রপাতসমূহ পতিত, এবং নির্ঝর সকল ভূমিভেদ করিয়া নির্গত হইয়া প্রবাহিত হওয়াতে, এই গিরিবর মদস্রাবী মহাগজের শোভা বিস্তার করিতেছে। ঐ দেখ, সমীরণ গুহামুখ হইতে বিনির্গত হইয়া, বিবিধ পুষ্পের বিবিধ গন্ধ আহরণ পূর্ব্বক ঘ্রাণরন্ধ্র তর্পিত করিয়া, কাহার না অতিমাত্র হর্ষ সঞ্চারিত করিতেছে? অয়ি অনিন্দিতে! আমি যদি তোমার সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত এই পর্ব্বতে বহু-বৎসরও বাস করি, শোকে আমার অন্তর্দ্দাহ হইবে না। ফলতঃ বহুবিধ-পুষ্প-ফল-সম্পন্ন, নানাজাতীয়-বিহঙ্গম-পূর্ণ ও বিচিত্র-শিখর-রাজি-রাজিত এই রমণীয় চিত্রকূটে আমার অতিমাত্র প্রীতি জন্মিয়াছে। অয়ি ভামিনি! এইপ্রকার জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনে বাস করিয়া, আমার দ্বিবিধ ফললাভ হইয়াছে; প্রথম, সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া পিতার ঋণশোধ, দ্বিতীয়, ভরতের পরম প্রীতিসাধন। যাহা হউক, জানকি! আমার সহিত এই চিত্রকূটে, মন বাক্য ও দেহ, সকলেরই পরম প্রীতিকর নানা-প্রকার নূতন নূতন পদার্থ দর্শন করিয়া, তোমার ত চিত্তবিনোদন হইতেছে? রাজ্ঞি! মনু প্রভৃতি মদীয় প্রপিতামহগণ বলিয়াছেন, বনে বাস করিলে, শরীরত্যাগানন্তর শিবলোক-প্রাপ্তিরূপ পরম অভীষ্ট লাভ হয়। অন্যান্য রাজর্ষিগণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইপ্রকার নিয়ম পূর্ব্বক বনে অবস্থান করিলে, চরমে মুক্তিপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকে শৈলরাজ চিত্রকূটের শত শত বিশাল বহুল শিলা সকল শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত বিবিধ বর্ণে শোভা পাইতেছে। রাত্রিতে এই শৈলেন্দ্রে সহস্র

সহস্র ঔষধি লতা স্বীয় স্বাভাবিক প্রভাতিশয়ে লোকলোচনের বিষয়ীভূত ও বিরাজমান হইয়া, হুতাশন-শিখার ন্যায়, নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। ভামিনি! ঐ দেখ, এই পর্ব্বতের কোন স্থান গৃহসদৃশ, কোন স্থান উদ্যানসদৃশ, এবং কোন স্থান, অনেক লোকে অবস্থান করিতে পারে ঈদৃশ শিলা সকলে অলঙ্কৃত হইয়া, পরম সুষমা সমুৎপাদন করিতেছে। স্বয়ং চিত্রকূটও ভূমভেদ করিয়া, ঊর্দ্ধে উত্থান পূর্ব্বক বিরাজমান হইতেছে। ঐ দেখ, এই চিত্রকূটের পরম সুন্দর শিখরাগ্র, সমুদায় দিগ্বিভাগেই লক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ, কামিগণের পদ্মদল-সমলঙ্কৃত সুকোমল আস্তরণ সকল শোভা পাইতেছে। উৎপল, স্থগর, পুন্নাগ ও ভূর্জ্জপত্র ইত্যাদি পাদপগণের পত্র-সমূহে উহাদের আচ্ছাদন প্রস্তুত হইয়াছে। জানকি! ঐ দেখ, কমল কুসুমের মালা সকল মর্দ্দিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এবং নানাজাতীয় ফল সকলও পড়িয়া আছে। কুবের-নগরী বস্বৌকসারা ও ইন্দ্রনগরী নলিনী এবং উত্তর কুরুমণ্ডল, এই সকলেরও শোভা সৌভাগ্য অতিক্রম করিয়াও ফল মূল ও উদক-ভূয়িষ্ঠ এই শৈলশ্রেষ্ঠ চিত্রকূট বিরাজমান হইতেছে। অয়ি বনিতে সীতে! যদি আমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত স্বকীয় উৎকৃষ্ট নিয়মানুসারে সাধুপদবী আশ্রয় পূর্ব্বক এই চিত্রকূটে বিহার করিতে পাই, তাহা হইলে, কুল ও ধর্ম্ম উভয়েরই পরম উন্নতি সাধন করিয়া সুখী হইতে পারি।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

অনন্তর কোশল-পতি রাজীব-লোচন রাম পর্ব্বত হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া, পবিত্র-সলিলা রমণীয় মন্দাকিনী নদী প্রদর্শন পূর্ব্বক চারুচন্দ্রাননা বরাঙ্গনা জনকদুহিতাকে বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! কমল-কুবলয়াদি-কুসুম কুলভূষিত, বিচিত্র-পুলিন-লাঞ্ছিত

এই হংস-সারস-নিষেবিত রমণীয় মন্দাকিনী নদী অবলোকন কর। তীরদেশে নানাবিধ পুষ্প-ফল-বৃক্ষ সমুদ্ভূত হইয়া, ইহাকে আবৃত করিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন, যক্ষাধিপতি কুবেরের সৌগন্ধিকনাম্নী পুষ্করিণী বিরাজ করিতেছে। এই নদীর ঘাট সকল নিতান্ত মনোহর; আমার অতিমাত্র প্রীতি সমুৎপাদন করিতেছে। ঐ দেখ, মৃগযূথ উহাতে জল পান করিতেছে এবং উহাতে যে জল রহিয়াছে, তাহাও কলুষিত হইয়াছে প্রিয়ে! ঐ দেখ, জটাজিনধারী ঋষিগণ বল্কলের উত্তরীয় পরিধান পূর্ব্বক যথাকালে এই মন্দাকিনীসলিলে অবগাহন করিতেছেন। হে বিশালাক্ষী! এদিকে আবার এই সকল দৃঢ়ব্রত মুনি নিয়ম বশতঃ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, সূর্য্যের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মৃদুমন্দ সমীরহিল্লোলে শিখরসমূহ আন্দোলিত হওয়াতে, চিত্রকূটস্থ পাদপরাজি এই নদীর ইতস্ততঃ কুসুমরাশি বিকিরণ করাতে, বোধ হইতেছে, যেন ঐ চিত্রকূট নৃত্য করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। এই মন্দাকিনী কোথাও মণির ন্যায় স্বচ্ছ সলিলে পূর্ণ, কোথাও বিচিত্র পুলিন দেশে অলঙ্কৃত এবং কোথাও বা সিদ্ধগণে পরিব্যাপ্ত, অবলোকন কর। অয়ি তনু-মধ্যমে! এই সুবিপুল কুসুমরাশি বায়ুভরে সঞ্চালিত ও মন্দাকিনীসলিলে পতিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ ভাসমান হইতেছে, দেখ। কল্যাণি! এদিকে অবলোকন কর, চক্রবাকনামক কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে শব্দ করিয়া, পুলিনদেশে অধিরোহণ করিতেছে। অয়ি শোভনে! নগরে বাস এবং তোমায় দর্শন করিয়াও, আমার যত না সুখ বোধ হয়, এই চিত্রকূট ও মন্দাকিনীর দর্শনে আমার ততোধিক সুখ উপলব্ধি হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত মন্দাকিনীতে অবগাহন কর। শান্তি, দান্তি, ও তপঃ সম্পন্ন, নিষ্পাপ সিদ্ধগণ সর্ব্বদাই অবগাহন করাতে, ইহার সলিলরাশি বিক্ষোভিত হইয়া রহিয়াছে। ভামিনি! রক্তোৎপল ও শ্বেতপদ্ম সকল প্রক্ষেপ করত তুমি সখীর ন্যায় এই মন্দা-

কিনীতে নির্ভয়ে অবগাহন কর। সীতে! তুমি ঐ হিংস্রজন্তু-দিগকে নগরবাসীর স্থায়, চিত্রকূটকে অযোধ্যার স্থায় এবং এই মন্দাকিনীকে সরযূর স্থায়, সর্ব্বদাই মনে করিবে। বৈদেহি! লক্ষ্মণ যেমন পরম ধার্ম্মিক, তেমনি আমার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। তুমিও আমার অনুকূল ভার্য্যা, সর্ব্বদাই প্রীতি সাধন করিয়া থাক। এই রূপে তোমার সহবাসে থাকিয়া, ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং ফলমূল ভক্ষণ করত, আর আমার অযোধ্যায় বা রাজ্যে কিছুমাত্র স্পৃহা হয় না। এই মন্দাকিনী অতি মনোহর, কুসুমসমূহে অলঙ্কৃত এবং বিকসিত-কানন-নিচয়ে বিরাজমান। গজ, বানর ও সিংহসমূহ ইহাতে জলপান এবং হস্তিযূথ ইহা আলোড়ন করিয়া থাকে। ইহাতে অবগাহন করিয়া, সমুদায় শ্রম দূর ও আরাম উপলব্ধি না হয়, এমন ব্যক্তিই নাই। রঘুবংশবর্দ্ধন রাম মন্দাকিনীর উদ্দেশে এইরূপ নানারূপ বাক্য বিন্যাস করিয়া, নয়ন-রঞ্জনযোগ্য অঞ্জনরাশির ন্যায় নীলবর্ণ রমণীয় চিত্রকূটে প্রিয়া সমভিব্যাহারে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

—০:০—

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

তৎকালে রাম জনকনন্দিনী সীতাকে গিরি-নদী মন্দাকিনী দর্শন করাইয়া, মাংসবিশেষ প্রদর্শন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করত গিরিপ্রস্থে বসিয়া রহিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, জানকি! এই মাংস অতি পবিত্র; এই মাংস অতি স্বাদু এবং এই মাংস অগ্নিতে উত্তমরূপে পাক করা হইয়াছে। ধর্ম্মাত্মা রাম সীতার সহিত এই রূপে গিরিপ্রদেশে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহারই সমীপে-গমনোন্মুখ ভরতের সৈন্যগণের পাদরেণু ও কোলাহল আকাশ ব্যাপিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। এই অবসরে, সেই সুবিপুল শব্দ শ্রবণে যূথপতি মত্ত হস্তী সকল ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া, দলে দলে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম

সৈন্যগণের সমুৎপাদিত সেই শব্দ শ্রবণ এবং যূথপতি গজদিগকে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে অবলোকন করিলেন। ঐরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, তিনি পরম তেজস্বী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে সখেদে কহিলেন, লক্ষ্মণ! সুমিত্রা তোমাকে প্রসব করিয়াঃ রত্নগর্ভা হইয়াছেন। এক্ষণে অবলোকন কর, ঐ ভয়ঙ্কর মেঘ-গর্জ্জনসদৃশ সুগভীর তুমুল শব্দ শুনা যাইতেছে। ঐ দেখ, এই গহন-কানন-সঞ্চারী মৃগ, মহিষ ও গজযুথ সিংহগণের সহিত নিতান্ত ভীত হইয়া, সহসা দশ দিকে পলায়ন করিতেছে। হে সৌমিত্রে! রাজা বা রাজপুত্র বনমধ্যে মৃগয়ায় আসিয়াছেন, কিংবা অন্য কোন দুষ্ট জন্তু উৎপাত করিতেছে, তোমাকে জানিতে হইতেছে। হে লক্ষ্মণ! এই চিত্রকূট পক্ষিগণেরও সুদুশ্চর। অতএব তুমি সমুদায় ঘটনা যথাতথ্য জানিয়া আইস।

তখন লক্ষ্মণ অতি সত্বর কুসুমিত শাল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তিনি ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টি সঞ্চারণ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, গজ-বাজি-রথ-সমাকুল ও সুসজ্জিত-পদাতি-যুক্ত সুবিপুল সৈন্য আগমন করিতেছে। তিনি রামকে সেই অশ্ব গজ-পূর্ণ রথধ্বজ-বিভূষিত সেনার কথা নিবেদন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, আপনি সত্বর অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া, ধনু শর ও কবচ সজ্জিত করুন এবং সীতাও গুহায় প্রবেশ করুন।

পুরুষোত্তম রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, বৎস সৌমিত্রে! তোমার বিবেচনায় এই সৈন্য কাহার? উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখ।

লক্ষ্মণ এই কথা শুনিয়া, অগ্নির ন্যায়, সেই সেনা যেন দগ্ধ করিবার মানসে সরোষে কহিলেন, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কৈকেয়ীনন্দন ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, এক্ষণে তাহা অকণ্টকে ভোগ করিবার জন্য, আমাদের দুই জনকে সংহার করিবার

আশ্রমে আগমন করিতেছে। দেখুন, এই যে সুমহান্ ও সুন্দর বৃক্ষ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, উহারই সমীপে রথোপরি ঐ সমুন্নত-স্কন্ধবিশিষ্ট কোবিদার-ধ্বজ বিরাজ করিতেছে। ঐ দেখুন, অশ্বারোহিগণও দ্রুতগামী অশ্ব সকলে আরোহণ করিয়া, এখানে আসিতেছে এবং হস্ত্যারোহী সকল পরম হর্ষে স্ব স্ব চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক গজসমূহে আরোহণ করিয়া, বিরাজমান হইতেছে। হে বীর! আমরা এখন দুই জনেই ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বত আশ্রয় করি, চলুন। যাহার জন্য আমাদের দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, সেই ভরত কেমন, দেখিব। অথবা, দুই জনে কবচ ধারণ ও আয়ুধ উদ্যত করিয়া, এই খানেই অবস্থিতি করিব। কোবিদার-ধ্বজ ভরত যুদ্ধে আমাদের অবশ্যই বশীভূত হইবে। হে রঘুনন্দন! আপনি, আমি ও সীতা, সকলেই ভরতের জন্য দারুণ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি। বিশেষতঃ, আপনি এই ভরতেরই জন্য চিরস্থায়ী রাজপদে বঞ্চিত হইয়াছেন। হে বীর! এক্ষণে সেই পরম শত্রু ভরত উপস্থিত, আমি তাহাকে অবশ্য বধ করিব। হে রঘুনন্দন! ভরতের বধে আমি কোন দোষই দেখিতেছি না। যে ব্যক্তি পূর্ব্বাপকারী, তাহাকে বধ করিলে, কোন পাপই হয় না। হে রঘুনন্দন! ভরতও আমাদের পূর্ব্বাপকারী, সুতরাং তাহাকে বধ করিলে, অধর্ম্ম হইবে না। ভরত নিহত হইলে, আপনি নির্ব্বিঘ্নে সমগ্র মেদিনী শাসন করুন। রাজ্যাভিলাষিণী কৈকেয়ী অদ্য পুত্রকে সংগ্রামে আমার হস্তে গজভগ্ন বৃক্ষের ন্যায়, নিহত দেখিয়া, নিতান্ত দুঃখিতা হইবে। ভরতকে নিপাতিত করিয়া, পশ্চাৎ আমি কৈকেয়ীকেও সবান্ধবে কুব্জার সহিত বিনাশ করিব। অদ্য পৃথিবী মহাপাপে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হউন। হে মানদ! অদ্য আমি শুষ্ক তৃণরাশিতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়, শত্রুসৈন্যমধ্যে বহু দিনের সঞ্চিত ক্রোধ ও অসৎকার নিক্ষেপ করিব। অদ্যই আমি সুশাণিত সায়কসমূহে শত্রুপক্ষের শরীর সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া,

তাহাদের শোণিতে চিত্রকূটের কানন প্রক্ষালিত করিব। অদ্য আমার শরজালে হৃদয়দেশ নিতান্ত বিদীর্ণ হইয়া, গজ, অশ্ব ও মনুষ্য সকল নিহত হইলে, শ্বাপদ সকল তাহাদিগকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিবে। অদ্য আমি এই মহাবনে ভরতকে সসৈন্য নিহত করিয়া, নিঃসন্দেহই ধনু ও শরের নিকট অঋণী হইব।

—:০:—

সপ্তনবতিতম সর্গ।

রাম সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণকে নিতান্তই যুদ্ধোদ্যত ও একান্ত রোষাভিভূত দেখিয়া, বিশেষরূপে সান্ত্বনা করত বলিতে লাগিলেন, মহাবল মহোৎসাহ ভরত যখন স্বয়ং আসিয়াছেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে এই ধনু, খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া কি হইবে? লক্ষ্মণ! আমি পিতৃসত্য পালন কবিব, ইহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ভরতকে যদি যুদ্ধে জয় করিয়া, রাজ্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে, মহা অপযশ হইবে। এইপ্রকাব কলঙ্কপূর্ণ রাজ্য লইয়া আমি কি করিব। যে বস্তু গ্রহণ করিলে, বান্ধব বা মিত্র পক্ষের ক্ষয় সম্ভাবনা, বিষময় খাদ্যের ন্যায় সে বস্তুতে কখনই আমি অভিলাষ করি না। লক্ষ্মণ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, শুদ্ধ তোমাদেরই জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবী গ্রহণে ইচ্ছা করিয়া থাকি। নতুবা, আমার নিজের স্বার্থ কিছুই নাই। আমি সত্যবদ্ধ পুর্ব্বক আয়ুধ স্পর্শ করিয়া, দিব্য করিতেছি, ভ্রাতৃগণের সম্যকরূপে পালন ও সুখ সাধন জন্যই রাজ্যের অভিলাষ করি। হে সৌম্য! এই সাগরাম্বরা পৃথিবী যদিও আমার দুর্লভ নহে, কিন্তু অধর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রপদগ্রহণেও আমি অভিলাষ করি না। হে মানদ! তোমাকে, ভরতকে ও শত্রুঘ্নকে ত্যাগ করিয়া, আমার যদি কিছু সুখ জন্মে, হুতাশন তাহা ভস্ম করুন। হে পুরুষোত্তম! হে বীর! আমার বোধ হয়, প্রাণাধিক প্রিয়তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত অযোধ্যায় আসিয়া, কুল-

ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, আমি তোমার ও জানকীর সহিত জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনে প্রব্রাজিত হইয়াছি, শুনিয়া, স্নেহে আবিষ্ট-হৃদয় ও শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন; অন্য কোন উদ্দেশে আগমন করেন নাই। সেই শ্রীমান্ ভরত জননী কৈকেয়ীর প্রতি রোষ প্রকাশ ও পরুষবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পিতাকে প্রসন্ন করিয়া, আমাকে রাজ্য দিতে আসিয়াছেন। তিনি কখন মনে মনেও আমাদের প্রতি অহিত আচরণ করেন না। অতএব আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সম্পূর্ণই অধিকার আছে। এক্ষণে তিনি আমাদিগকে দর্শন করিতে পারেন। দেখ, ভরত পূর্ব্বে কবে কি অনিষ্ট করিয়াছেন, যে,তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে ভয় করিয়া, এই প্রকার ভয়েরই কথা বলিতেছ? ভরতকে কোনরূপ নিষ্ঠুর বা অপ্রিয় কথা বলা তোমার উচিত হয় না। তাহাকে অপ্রিয় কথা বলিলে, আমাকেও অপ্রিয় বলা হয়। ভাবিয়া দেখ, কোনরূপ আপদে পড়িলেও পিতা কখনই পুত্রকে অথবা ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে বধ করিতে পারেন না। রাজ্যের জন্যই যদি তুমি এইপ্রকার কথা বলিয়া থাক, ভরতের সহিত দেখা হইলেই, আমি বলিব, লক্ষ্মণকে রাজ্য প্রদান কর। লক্ষ্মণ! আমি সত্যই তোমাকে রাজ্য দিতে বলিলে, ভরত নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন।

ধর্ম্মশীল ভ্রাতা রাম এইপ্রকার কহিলে, তদীয় হিতৈষী লক্ষ্মণ লজ্জায় যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি ঐ কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার বোধ হয়, স্বয়ং পিতৃদেব দশরথ আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন। লক্ষ্মণকে লজ্জিত দেখিয়া রঘুনন্দন মহাবাহু রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, আমারও বোধ হইতেছে, পিতৃদেব আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন। অথবা, আমার মনে হইতেছে, তিনি আমাদিগকে সুখোচিত ভাবিয়া, বনবাস-ক্লেশ স্মরণ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই আমাদিগকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। কিংবা, সেই শ্রীমান্ রঘুনন্দন পিতৃদেব

অত্যন্ত সুখ-সেবিনী এইজনকনন্দিনীকেই বন হইতে লইয়া যাই-বেন। ঐ দেখ, প্রশস্তজাতিতে সমুৎপন্ন, বায়ুবেগসম দ্রুতগামী অত্যন্ত বলশালী তদীয় মনোরম দুই তুরগোত্তম সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ঐ দেখ. ধীমান্ পিতৃদেবের সেই পরম প্রকাণ্ডাকৃতি শত্রুঞ্জয় নামে বৃদ্ধ হস্তীও সেনার অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। কিন্তু হে মহাভাগ! পিতৃদেবের লোকবিখ্যাত দিব্য শ্বেত ছত্র দেখিতে না পাইয়া, আমার সন্দেহ হইতেছে। অতএব লক্ষ্মণ! তুমি বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া, যাহা বলি, কর। ধর্ম্মাত্মা রাম লক্ষ্মণকে এইপ্রকার কহিলেন। তখন যুদ্ধবিজয়ী লক্ষ্মণ শালতরুর শিখর হইতে অবতরণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, রামের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

এদিকে, রামাশ্রমের কোনরূপ পীড়ন না হয় এইজন্য ভর-তের আদেশে সেনা সকল চিত্রকূটপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে দূর ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিল। সেই গজ-বাজি-জনাকীর্ণ ইক্ষ্বাকুসৈন্য এই রূপে পর্ব্বতের পার্শ্বে সার্দ্ধযোজন ব্যাপিয়া সন্নিবিষ্ট হইল। তৎকালে নীতিমান্ ভরত রঘুনন্দন রামের প্রসাদনার্থ ধর্ম্মের পুরস্কার ও দর্প পরিহার পূর্ব্বক উল্লিখিত প্রকারে সৈন্যস্থাপন করিলে, সেই সেনা অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিল।

—•—

অষ্টনবতিতম সর্গ।

সমুদায় পদবিশিষ্ট প্রাণির শ্রেষ্ঠ ও পরম শক্তিমান্ ভরত সেনা সন্নিবিষ্ট করিয়া, গুরু-সেবাতৎপর ককুৎস্থনন্দন রামের নিকট-গমনে উৎসুক হইলেন। এইজন্য, সুশিক্ষিত সৈন্য সকল অভি-প্রেতানুরূপে সন্নিবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে কহি-লেন, সৌম্য! তোমাকে শীঘ্রই এই সকল লোক ও এই সকল ব্যাধের সহিত মিলিত হইয়া, এই বনের চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিতে হইতেছে। স্বয়ং গুহও শর, ধনু ও খড়্গধারী জ্ঞাতিসহস্রে

পরিবেষ্টিত হইয়া, এই বনে রামলক্ষ্মণের সন্ধান করুন। আমিও নিজে সমুদায় অমাত্য, নগরবাসী, গুরু ও দ্বিজাতিগণের সহিত পদব্রজে সমুদায় বন বিচরণ করিব। যতক্ষণ না রাম, মহাবল লক্ষ্মণ অথবা মহাভাগা সীতাকে দেখিতে পাইব, ততক্ষণ আমার মন স্থির হইবে না। যতক্ষণ না ভ্রাতা রামের কমল-তুল্য-বিশাল-লোচন-যুগল-সমলঙ্কৃত চন্দ্র তুল্য সুকুমার বদনমণ্ডল দর্শন করিব, ততক্ষণ আমার শান্তিলাভ হইবে না। বুঝিলাম, লক্ষ্মণই একমাত্র সিদ্ধকাম পুরুষ; দেখ, তিনি সর্ব্বদাই রামের সুনির্ম্মল শশাঙ্কসদৃশ পরম ভাস্বর ও পদ্মায়ত-লোচন-লাঞ্ছিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। যতক্ষণ না রামের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি রাজ-লক্ষণ-লক্ষিত চরণযুগলে মস্তক অবনত করিব, ততক্ষণ আমার মন স্থির হইবে না। রাজপদের যথার্থ যোগ্যপাত্র রাম পিতৃপৈতা-মহিক সিংহাসনে আসীন হইয়া, যাবৎ অভিষেকসলিলে সিক্ত না হয়েন, তাবৎ আমার শান্তিলাভ হইবে না। অসীমভাগ্য-শালিনী জনকনন্দিনী বৈদেহীই কৃতকৃত্যা হইলেন। দেখ, তিনি সাগরান্তা পৃথিবীর পতি পতি রামের অনুগামিনী হইয়াছেন। হিমালয় তুল্য এই চিত্রকূট পর্ব্বতও যথার্থ ভাগ্যবান্, যে পর্ব্বতে কাকুৎস্থ রাম, নন্দনে কুবেরের ন্যায়, বাস করিতেছেন। দুষ্ট-জন্তুপূর্ণ এই দুর্গম অরণ্যও কৃতকার্য্য হইয়াছে; যে অরণ্যে সমু-দায় শস্ত্রধর-শ্রেষ্ঠ মহারাজ রাম বাস করিতেছেন। মহাতেজা মহাবাহু পুরুষোত্তম ভরত এই কথা বলিয়া, পদব্রজেই মহাবনে প্রবেশ করিলেন। এবং গিরিসানুসমূহে সমুদ্ভূত পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষ সকলের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সত্বর চিত্রকূট পর্ব্বতের শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া, অবলোকন করি-লেন, রামের আশ্রমস্থিত অগ্নির ধূম ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে, রাম এইখানেই আছেন, জানিয়া, তিনি যেন মহা-সাগরের পার প্রাপ্ত হইয়া, সমুদায় বান্ধবের সহিত, হর্ষিত হইলেন। এই রূপে গিরিরাজ চিত্রকূটে তপস্বি-সেবিত রামাশ্রম

অবধারণ করিয়া, সেই মহাত্মা ভরত পুনরায় সৈন্যনিবেশ পূর্ব্বক গুহের সহিত সত্বর তথায় প্রস্থান করিলেন।

একোনশততম সর্গ।

সেনা সন্নিবিষ্ট হইলে, ভরত উৎসুক হইয়া, শত্রুঘ্নকে রামাশ্রমের প্রত্যাসত্তি-চিহ্নাদি দেখাইতে দেখাইতে, তদীয় দর্শনবাসনায় গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি ঋষি বশিষ্ঠকে আদেশ করিলেন, আমার জননীদিগকে শীঘ্রই আনয়ন করুন। এই বলিয়া গুরুবৎসল ভরত ত্বরিত পদে প্রস্থান করিলেন। রামকে দেখিবার জন্য ভরত যেমন উৎসুক হইয়াছিলেন, সুমন্ত্র ও শত্রুঘ্ন উভয়েরও তদ্রূপ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। সুতরাং শত্রুঘ্ন ভরতের অনুগামী হইলে, সুমন্ত্রও তাঁহার অতি নিকটে থাকিয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীমান্ ভরত গমন করিতে করিতে ভ্রাতা রামের পর্ণকুটী এবং উটজ দর্শন করিলেন। মুনিগণের গৃহ যেমন, সেই ভাবে ঐ পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তৎকালে তিনি ইহাও দর্শন করিলেন, পর্ণশালার সম্মুখদেশে হোমজন্য কাষ্ঠ সকল ভগ্ন এবং কুসুম সকল চয়ন করিয়া আনিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, পাছে পথ চিনিতে না পারা যায়, এজন্য আশ্রমবাসী রাম লক্ষ্মণ কোন কোন স্থলে কুশ ও বল্কল দ্বারা বৃক্ষসমূহে চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। আরও দেখিলেন, সেই পর্ণগৃহে শীতনিবারণার্থ মৃগ ও মহিষের রাশি রাশি করীষ সঞ্চিত রহিয়াছে।

মহাবাহু ধৃতিমান্ ভরত তৎকালে উল্লিখিত পদার্থ সকল দর্শন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে, সহর্ষে শত্রুঘ্ন ও অমাত্যগণ, সকলকেই বলিলেন, মহর্ষি ভরদ্বাজ যাহার কথা বলিয়াছিলেন, বোধ হয়; আমরা সেই স্থানেই পৌছিয়াছি। মন্দাকিনী নদীও

এখান হইতে অধিক দূর নহে, বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, বল্কল সকল উচ্চ স্থানে বদ্ধ রহিয়াছে; অতএব, যে সময়ে পথ স্পষ্ট দেখিতে না পাওয়া যায়, সেই সময়ে অনায়াসে গমন করিবার আশয়ে লক্ষ্মণ যে পথে চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই, সেই পথ হইবে। বেগবান্ বৃহদ্দন্ত হস্তী সকল পরস্পর প্রতি-গর্জ্জন করিয়া, পর্ব্বতপার্শ্বস্থ এই পথে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকে। তপস্বিগণ বনমধ্যে সর্ব্বদাই হোম করিবার জন্য যে অগ্নির প্রার্থনা করেন, ঐ সেই অগ্নির সুবিপুল ধূমস্তর লক্ষিত হইতেছে। অতএব এইখানেই আমি সাক্ষাৎ মহর্ষির ন্যায়, গুরুসেবাপরায়ণ পুরুষশ্রেষ্ঠ আর্য্য রামকে দর্শন করিয়া, পরম প্রীতি অনুভব করিব।

অনন্তর রঘুনন্দন ভরত মুহূর্ত্তকাল গমন করিয়া, মন্দাকিনীর সমীপবর্ত্তী চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া, অমাত্যাদি পরিজনবর্গকে কহিলেন, যিনি সংসারে সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ, সেই লোকপতি রাম নির্জ্জন অরণ্যে আসিয়া, যোগিগণের আসনে রত হইয়া আছেন; আমার জীবনে ও জন্মে ধিক্! দেখ, যিনি সকল লোকের নাথ, সেই পরম তেজস্বী রাম আমারই জন্য দারুণ দুরবস্থায় পতিত ও সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ভোগে বঞ্চিত হইয়া, বনে বাস করিতেছেন; এইজন্য লোকে আমার যারপরনাই নিন্দা হইয়াছে। অদ্য আমি সেই কলঙ্ক ক্ষালন জন্য আর্য্য রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার, সীতার ও লক্ষ্মণের চরণে পতিত হইব। দশরথনন্দন ভরত অরণ্যমধ্যে এইপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে, পরম পবিত্র সুবিস্তৃত মনোরম পর্ণশালা দর্শন করিলেন। সাল, তাল ও অশ্বকর্ণ ইত্যাদি বৃক্ষসমূহের রাশি রাশি পত্রে ঐ পর্ণশালা আচ্ছাদিত; দেখিলে বোধ হয় যেন, মৃদুবিস্তীর্ণ বিশাল যজ্ঞবেদি কুশসমূহে আকীর্ণ রহিয়াছে। যাহার পৃষ্ঠদেশ স্বর্ণময়, যাহা দেখিতে ইন্দ্রধনুর ন্যায়, যাহা দ্বারা গুরুতর কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, এবং যাহার প্রভাবে

শত্রুগণ অনায়াসেই প্রতিহত হয়. তাদৃশ সুবিপুল-সার-বিশিষ্ট কার্ম্মুক-সমূহের সান্নিধ্য বশতঃ ঐ পর্ণশালার শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, তথায় তূণীরমধ্যে সূর্য্যকিরণ সদৃশ যে সমস্ত ভয়ঙ্কর শর রহিয়াছে, তদ্দ্বারা, দীপ্তাস্য-ভুজঙ্গ-বেষ্টিত নাগ-লোকের ন্যায়, উহা শোভা পাইতেছে। এবং স্বর্ণময়-কোশবিশিষ্ট খড়্গাদ্বয় ও স্বর্ণবিন্দু-বিচিত্রিত চর্ম্মযুগলেও উহার শোভার সীমা নাই। মৃগগণ যেমন কোন ক্রমেই সিংহের গুহা আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ, কাঞ্চনভূষিত বিচিত্র গোধাঙ্গুলিত্র সকল ইতস্ততঃ লম্বমান থাকাতে, শত্রুগণও ঐ পর্ণশালা পরাজয় করিতে পারে না।

অনন্তর ভরত সেই রামের আবাসে পরম পবিত্র সুপ্রশস্ত বেদি অবলোকন করিলেন। ঐ বেদি ঈশান ভাগে নিম্ন এবং উহাতে পাবক প্রজ্বলিত হইতেছে। এইরূপ অগ্নি দর্শনানন্তর মুহূর্ত্তপরেই তিনি উটজে উপবিষ্ট জটামণ্ডল-মণ্ডিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে প্রত্যক্ষ করিলেন। এবং নিকটে গিয়া দেখিলেন, রাম চীর, বল্কল ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়া, সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায়, আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, স্কন্ধ সিংহের স্কন্ধের ন্যায় বর্দ্ধিত, লোচনযুগল পুণ্ডরীক সদৃশ এবং তিনি সাগরান্তা পৃথিবীর ভর্ত্তা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর। চর্ম্মাচ্ছাদিত স্থণ্ডিলে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্মার ন্যায়, উপবেশন করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মা ভরত দুঃখমোহে অভিভূত হইয়া, দৌড়িয়া তাঁহার নিকটে গেলেন। এবং তাঁহার দর্শনমাত্র অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কোন মতেই ধৈর্য্য ধারন করিতে পারিলেন না। অনন্তর কোন কথা না বলিয়াই, বাষ্পগদ্গদ বাক্যে এই-রূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, সভামধ্যেই যাঁহার উপাসনা করা প্রকৃতিপুঞ্জের একমাত্র কর্ত্তব্য বা উপযুক্ত হইয়া থাকে, অরণ্যমধ্যে মৃগগণ সেই এই মদীয় অগ্রজের উপাসনা করি-

ত্তেছে। নগরমধ্যে বহুলহস্র-দ্রব্য-মূল্যের বসনসমূহেই অলঙ্কৃত হওয়া যে মহাত্মার শোভা পায়, সেই এই মদীয় অগ্রজ ধর্ম্মানুষ্ঠান উদ্দেশে মৃগচর্ম্মে আসীন রহিয়াছেন! যিনি সর্ব্বদা বিবিধ বিচিত্র পুষ্প ধারণ করিতেন, সেই এই রঘুকুমার কি রূপে এই জটাভার সহ্য করিতেছেন! ঋত্বিকগণ দ্বারাই যথা বিধানে যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক ধর্ম্ম সঞ্চয় করা যাঁহার বিহিত হইয়া থাকে, তিনি নিজেই শরীরকে কষ্ট দিয়া ধর্ম্মসঞ্চয় করিতেছেন! মহামূল্য চন্দন দ্বারা যাঁহার শরীর চর্চ্চিত হইত, সেই আর্য্য রামের দেহ এখন কি রূপে মলভারে লিপ্ত হইতেছে! ফলতঃ, সর্ব্বদা সুখভোগ করাই রামের শোভা পায়। কিন্তু তিনি আমার জন্যই এই দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন। অতএব আমার এই সর্ব্ব-লোক-বিগর্হিত নির্দ্দয় জীবনে ধিক্! এই রূপে নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে ভরত দুঃখাতিশয়বশতঃ আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া, রামের চরণসমীপে পতিত হইলেন। তাঁহার মুখ-কমল স্বেদ-সলিলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে, দুঃখে অতিমাত্র সন্তপ্ত হওয়াতে, মহাবল রাজকুমার ভরত একবারমাত্র, আর্য্য! এই কথা বলিয়াই, পুনরায় আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। বাষ্পভরে কণ্ঠদেশ রুদ্ধ হইয়া আসাতে, যশস্বী রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আর্য্য, এই কথা বলিয়াই তাঁহার বাকশক্তি শূন্য হইয়া গেল। ঐ সময় শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে রামের চরণযুগল বন্দনা করিলে, তিনি তাঁহাদের দুই জনকেই আলিঙ্গন করিয়া, অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত সমাগত হন, রাম ও লক্ষ্মণ তেমনি সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সংমিলিত হইলেন। তৎকালে হস্তীযূথ সদৃশ রাজকুমারদিগকে সেই মহাবনে পরস্পর মিলিত হইতে দেখিয়া, বনবাসীমাত্রেই নিরানন্দ হইয়া, অশ্রুবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

—০:০—

শততম সর্গ।

জটা-জুট-মণ্ডিত চীবধারী ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে ভূপতিত হইলে, রাম দেখিলেন, যেন যুগান্তে ভাস্কর দেব ধরাশায়ী হইয়াছেন। তাঁহার শরীর এরূপ তেজঃপুঞ্জ, যে সহসা দৃষ্টিপাত করা সাধ্য হয় না। অনন্তর রাম মলিন-বদন শীর্ণ-দেহ ভ্রাতা ভরতকে কোন রূপে লক্ষ্য করিয়া, পাণি-যুগলে ধারণ করিলেন। পরে মস্তক আঘ্রাণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া সাদর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! তুমি যে বনে আসিলে; তোমার পিতা কোথায়? দেখ, পিতা বর্ত্তমান থাকিতে, তোমাব বনে আসা উচিত হয় না যাহা হউক, অনেক দিনের পব তুমি মাতামহের গৃহ হইতে আসিয়াছ, দেখিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু ভাই! তুমি কিজন্য এই ভয়ঙ্করাকৃতি অবণ্যে আসিলে? তাত! তুমি বনে আসিয়াছ। পিতা ত বাঁচিয়া আছেন? শোকে অভিভূত হইয়া তাঁহার ত সহসা পরলোক হয নাই? হে সৌম্য! তুমি বালক; তোমার ত চিরস্থাযী রাজপদ কোন রূপে ভ্রষ্ট হয় নাই? হে সত্যপরাক্রম! তুমি ত পিতাব সেবায় তৎপর আছ? যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ সকলেব সম্পাদন করিয়া থাকেন, ধর্ম্মে কৃতমতি সত্যপ্রতিজ্ঞ সেই বাজা দশবথ ত কুশলে আছেন? হে তাত! যিনি বিদ্বান্, নিত্যধর্ম্মপরায়ণ ও পরম তেজস্বী, এবং ইক্ষ্বাকুগণের উপাধ্যায়, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ বশিষ্ঠদেবের ত তুমি যথাযোগ্য সংকাব করিয়া থাক? তাত! পুত্ররত্নের জননী আর্য্যা সুমিত্রা, কৌশল্যা ও দেবী কৈকেয়ী, ইহাঁরা সকলেই সুখে ও সচ্ছন্দে আছেন? যিনি অতিশয় বিনযী, শাস্ত্রজ্ঞ ও অসূয়াহীন এবং যিনি মহৎবংশে জন্মিযাছেন ও সর্ব্বদা তোমার পর্য্যবেক্ষণ করেন, তুমি ত সেই পুরোহিতের সংকার করিয়া থাক? যিনি সকল-লোক-বিধি অবগত আছেন, তাদৃশ বুদ্ধিমান্ ও

সরল-প্রকৃতি ব্রাহ্মণ ত তোমার অগ্নিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, সর্ব্বদাই যথাকালে অগ্নিকে হুত ও হোষ্যমাণ (যাহা হোম করিতে হইবে) উভয়ই নিবেদন করিয়া থাকেন? দেবগণ, পিতৃগণ, ভৃত্যগণ, পিতৃসম গুরুগণ, বৃদ্ধগণ, বৈদ্যগণ ও ব্রাহ্মণগণ, ইহাঁদের সকলেরই ত তুমি বহুমান করিয়া থাক? উৎকৃষ্ট-অস্ত্র-শস্ত্র-সম্পন্ন ও রাজনীতিবিশারদ সুধন্বানামক ধনুর্ব্বেদাচার্য্যের ত কোনরূপ অবমাননা কর না? তাত! আত্মসম বিশ্বস্ত, শূর, শ্রুতশীল, জিতেন্দ্রিয় ও ইঙ্গিতজ্ঞ, ইত্যাদিগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে ত মন্ত্রী করিয়াছ? হে রঘুনন্দন! একমাত্র মন্ত্রই রাজাদিগের বিজয়-সমৃদ্ধির মূল। নীতি-শাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ অমাত্যগণ কর্ত্তৃক সেই মন্ত্র বিশিষ্টরূপে রক্ষিত হইয়া থাকে।

তুমি ত নিদ্রার বশীভূত বা অকালে জাগরিত হও না? রাত্রি-শেষে অর্থপ্রাপ্তির উপায় চিন্তা করিয়া থাক? এবং একাকী বা বহু লোকের সহিত মন্ত্রণা কর না? অথবা যাহা মন্ত্রণা কর, তাহা ত লোকে জানিতে পারে না? হে রঘুনন্দন! যাহার অনুষ্ঠানে মহাফল, অথচ, অল্পায়াসেই যাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাদৃশ কার্য্য নিশ্চয় পূর্ব্বক শীঘ্রই তাহাতে ত প্রবৃত্ত হইয়া থাক; কোন মতেই বিলম্ব কর না? তোমার কার্য্য সকল ত সম্যক্-রূপে সম্পন্ন অথবা সম্পন্নপ্রায় হইলেই, সমস্ত রাজগণ তাহা জানিতে পারে; তাহার পূর্ব্বে ত তাহারা জানিতে পারে না? শত্রুগণ ত যুক্তি ও তর্ক দ্বারা তোমার অপ্রকাশিত মন্ত্রণা সকল বুঝিতে সক্ষম হয় না? কিন্তু তুমি বা তোমার মন্ত্রিগণ শত্রুদিগের মন্ত্রণা বুঝিয়া থাক? অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে, পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়া-সেই তাহা নিবারণ করিয়া, মহৎ উপকার সাধন করিতে পারেন। অতএব তুমি ত সহস্র মূর্খকেও ত্যাগ করিয়া, এক-জন পণ্ডিতের কামনা কর? রাজা যদি সহস্র বা অযুত মূর্খেরও সেবা করেন, তথাপি তাহাদের দ্বারা কিছুমাত্র সাহায্য লাভে কৃতকার্য্য হয়েন না। কিন্তু মেধাবী, শূর, দক্ষ ও বিচক্ষণ, ঈদৃশ এক-

মাত্র অমাত্য দ্বারাও রাজা বা রাজপুত্রের বিপুল সম্পত্তি লাভ হয়। তাত! তুমি ত উত্তমে উত্তম, মধ্যমে মধ্যম ও অধমে অধম, এইরূপ নিয়মক্রমে ভৃত্য সকল নিয়োগ করিয়াছ? যাঁহারা উৎকোচাদি গ্রহণ করেন না, যাঁহারা অন্তরে বাহিরে পরম-পবিত্র-স্বভাবসম্পন্ন, এবং যাঁহারা পিতৃপিতামহক্রমে মন্ত্রণা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাদৃশ অমাত্যদিগকেই ত প্রধান প্রধান কার্য্য সকলে নিযুক্ত করিয়া থাক? রাজ্যমধ্যে প্রজা ও মন্ত্রিগণ কঠোর দণ্ডে নিতান্ত দণ্ডিত হইয়া, তোমাকে ত অবমাননা করে না? কুলস্ত্রীগণ যেমন বলাৎকার-পূর্ব্বক-প্রতিগ্রহ-করিতে উদ্যত কামুক পুরুষকে ত্যাগ করেন, অথবা পতিত ব্যক্তি যেমন লোকের বর্জ্জিত হইয়া থাকে, যাজকগণ ত তেমনি তোমাকে অবজ্ঞা করেন না? উপায়কুশল, রাজনীতিবিশারদ, মরণে নির্ভয়, রাজ্যাভিলাষী এবং সর্ব্বদাই প্রভুর প্রতি অন্যান্য ভৃত্য-গণের বিরাগ উৎপাদনে প্রবৃত্ত, ঈদৃশ ভৃত্যকে যে রাজা বধ না করেন, তিনি নিহত হয়েন। তুমি ত ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান, শুচি, শূর, প্রগল্ভ, কুলীন, অনুরক্ত ও চতুর ব্যক্তিকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়াছ? দুই তিন বার যাহাদের পৌরুষ পরীক্ষিত হইয়াছে, তাদৃশ বলবান্, যুদ্ধবিশারদ ও বিক্রমবিশিষ্ট গণ-মুখ্য পুরুষদিগের ত সৎকার ও সম্মান করিয়া থাক? সৈন্য-দিগকে প্রতিদিন যে অন্ন ও প্রতিমাসে যে বেতন দিতে হয়, তাহা ত যথাকালেই দিয়া থাক, বিলম্ব কর না? কেননা, ভৃত্যগণ যথাকালে বেতন বা ভৃতি প্রাপ্ত না হইলে, প্রভুর প্রতি রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে যার পর নাই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। প্রধান প্রধান জ্ঞাতিগণ ত তোমার প্রতি অনু-রক্ত আছেন এবং তোমার জন্য একচিত্ত হইয়া, প্রাণ দিতেও উদ্যত হয়েন? হে তাত! জনপদবাসী, যথোক্তবাদী, প্রত্যুৎ-পন্ন-মতি, বিদ্বান্, অনুকূল ও পণ্ডিত, এইরূপ ব্যক্তিকেই ত তুমি দূতপদে বরণ করিয়াছ? পরস্পর পরস্পরকে অবগত না হইয়া,

স্বরূপ চারণগণের তিন জনকে এক এক বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া, তুমি ত শত্রুপক্ষে অষ্টাদশ (১ মন্ত্রী, ২ পুরোহিত, ৩ যুবরাজ, ৪ সেনাপতি, ৫ দৌবারিক, ৬ অন্তঃপুররক্ষী, ৭ কারাধ্যক্ষ, ৮ ধনাধ্যক্ষ, ৯ রাজাজ্ঞাবাহক, ১০ প্রাড়বিবাক্, ১১ ধর্ম্মাসনাধিকারী, ১২ ব্যবহার-নির্ণেতা, ১৩ সেনাধ্যক্ষ, ১৪ কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী, ১৫ নগরাধ্যক্ষ, ১৬ রাষ্ট্রান্তপাল, ১৭ দুষ্টগণের দণ্ডাধিকারী, ১৮ দুর্গপালসমূহ,) এবং আত্মপক্ষে পঞ্চদশ (মন্ত্রী পুরোহিত ও যুবরাজ এই তিন জনকে ত্যাগ করিয়া) রাজ্যরক্ষাসাধন বস্তু সমুদায় যথাযথ অবগত হইয়া থাক ?

হে রিপুনাশন ! শত্রু দুর্ব্বল হইলেও, যদি দেশ হইতে দূরীকৃত হইয়া, পুনরায় আগমন করে, তাহাকে ত তুমি অবজ্ঞা কর না ? তাত ! চার্ব্বাক-মতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। তাহারা আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া বৃথা অভিমান করে এবং কেবল লোকের অনর্থ উৎপাদনেই তাহাদের নিপুণতা। তুমি ত তাহাদের আনুগত্য কর না ? দেখ, দুর্ব্বুদ্ধি চার্ব্বাকেরা উৎকৃষ্ট-প্রমাণ-বিশিষ্ট প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে বৃথা তর্ক-বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া, নিষ্প্রয়োজন কথা সকল বলিয়া থাকে। তাত ! আমাদের বীর্য্যশালী পূর্ব্ব পুরুষগণ পূর্ব্বে যেখানে বাস করিতেন, যাহার নাম যথার্থই অযোধ্যা ; যাহার দ্বার সকল সুদৃঢ় ; হস্তী অশ্ব ও রথসমূহে যাহা পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্র ও বৈশ্যজাতীয় স্বকর্ম্মনিরত মহোৎসাহ-বিশিষ্ট জিতেন্দ্রিয় সহস্র সহস্র শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সর্ব্বদা যাহাকে বেষ্টিত করিয়া আছেন, বিবিধ আকারের প্রাসাদ ও বিবিধ-বিদ্যাবিশারদ লোক সকলে যাহা পরিব্যাপ্ত, সেই সুসমৃদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যা নগরী ত উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া থাক ? যেখানে শত শত চৈত্য শোভা পাইতেছে ও লোক সকল সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, বহুসংখ্য দেবস্থান, জল-ছত্র ও তড়াগ সমূহে যাহার শোভার সীমা নাই, যেখানকার স্ত্রী পুরুষমাত্রেই অতিশয় হর্ষাবিষ্ট ; সমাজ ও উৎ-

সস্যসম্পত্তিতে যাহা সুশোভিত, যাহার সীমা-প্রদেশ উত্তমরূপে কর্ষিত; যেখানে বহুসংখ্য পশু বিচরণ করে; যেখানে হিংসার নামগন্ধ নাই; নদী-জলেই যাহার শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে; যেখানে দুষ্ট জন্তুর নামমাত্র নাই; যেখানে স্বর্ণ রত্নাদির আকর সমস্ত শোভা পাইতেছে; যেখানে পাপাত্মা মানবগণের কোন সম্পর্কই নাই; মদীয় পূর্ব্ব পুরুষগণ পরম যত্নে যাহার পালন করিতেন, হে রঘুনন্দন! সেই রমণীয় জনপদসকল ত সর্ব্বভয়-পরিশূন্য ও সর্ব্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া,সুখে বাস করিতেছে? তাত! যাহারা কৃষি ও গোরক্ষা দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই বৈশ্যদিগকে ত তুমি সবিশেষ প্রীতি করিয়া থাক? লোক সকল ত কৃষি প্রভৃতিতে নিযুক্ত হইয়া, সর্ব্বদাই সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিতেছে? আপনার অধিকারস্থ সকল লোককেই ধর্ম্মানু-সারে রক্ষা করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য। অতএব তুমি ত অভীষ্টসাধন ও অনিষ্ট নিবারণপূর্ব্বক তাহাদের সকলেরই পোষণ করিয়া থাক? স্ত্রীদিগকে ত সান্ত্বনা ও সুন্দররূপে রক্ষা কর; তাহাদিগকে ত বিশ্বাস ও কোন গুহ্য বিষয় ব্যক্ত কর না? যে সকল অরণ্যে হস্তী জন্মিয়া থাকে, সে সকল ত তোমার সুর-ক্ষিত আছে? তুমি ত ধেনু সকল পোষণ করিয়া থাক এবং হস্তী, হস্তিনী ও অশ্বসকলের প্রয়োজনাতিরিক্ত সংগ্রহ করিতে পরাঙ্মুখ নহ? হে রাজপুত্র! প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নেই ত গাত্রোত্থান করিয়া, উত্তমরূপে বেশবিন্যাস পূর্ব্বক লোকদিগকে সভামধ্যে ও রাজমার্গে দেখা দিয়া থাক? কর্ম্মচারীগণ ত নির্ভয়ে তোমার দর্শনগোচরে উপস্থিত হয় না? অথবা, একবারেই ত দর্শন পরিহার করে নাই? কেন না, একবারেই দর্শন না করা এবং সামান্যভাবে দর্শন করা, এই উভয়ের মধ্যরীতি অব-লম্বন করিলেই, অভীষ্ট সংঘটন হইয়া থাকে। তোমার দুর্গ সকল ত ধন, ধান্য, আয়ুধ, উদক, যন্ত্র, শিল্পী ও ধনুর্দ্ধরগণে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ আছে? তোমার ত বিপুল পরিমাণে আয়

এবং স্বল্প পরিমাণে ব্যয় হইয়া থাকে ? হে রঘুনন্দন ! তোমার ধনাগার ত নট ও গায়ক প্রভৃতি অপাত্র ব্যক্তিগণে ন্যস্ত হয় না ? তুমি ত দেবতার্থে ও পিত্রর্থে, ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবায় এবং যোধগণ ও মিত্রগণের ভরণপোষণাদিতে ব্যয় করিয়া থাক ? সৎস্বভাব শুদ্ধচিত্ত সাধু পুরুষ মিথ্যা চৌর্য্যাপবাদে দূষিত হইয়া, বিচারার্থ আনীত হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রকুশল ব্যক্তিগণের বিবেচনায় যদি তাঁহার দোষ সপ্রমাণ না হয়, তাহা হইলে, ত তুমি ধনলোভে তাঁহাকে দণ্ড প্রদান কর না ? অথবা, হে পুরুষোত্তম ! চোর ধৃত হইয়া, প্রশ্ন দ্বারা তাহার চৌর্য্য প্রমাণ হইলে, কিংবা চুরি করার লক্ষণ সমস্ত সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইলেও, তুমি ত ধনলোভে তাহাকে ছাড়িয়া দাও না ? হে রঘুনন্দন ! ধনী ও দরিদ্রের পরস্পর বিবাদসূত্রে ব্যবহার (মকদ্দমা) উপস্থিত হইলে, তোমার বহুশাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণ ত ধনলোভ-পরিশূন্য হইয়া, তদ্বিষয়ক বিচার মীমাংসা করেন ? হে রঘুকুমার ! অকারণ চৌর্য্যাদি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের নয়ন হইতে যে জলবিন্দু পতিত হয়, তদ্দ্বারা, শুদ্ধ প্রীতির জন্যই রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত রাজার পুত্র ও পশুপ্রভৃতি সমুদায় নষ্ট হইয়া থাকে। হে রাঘব ! বালক, বৃদ্ধ ও প্রধান প্রধান বৈদ্যগণ, ইহাদিগকে ত তুমি দান, মন ও বাক্য এই ত্রিবিধ উপায়ে বশ করিতে কামনা কর ? গুরু, বৃদ্ধ, তাপস, দেবতা, অতিথি, চতুষ্পথ-মধ্যবর্ত্তী মহাবৃক্ষ এবং বিদ্যা সদাচার ও তপস্যা দ্বারা সার্থক-জন্মা ব্রাহ্মণগণ, ইহাঁদিগের সকলকেই ত নমস্কার করিয়া থাক ? অর্থ দ্বারা ধর্ম্মের অথবা ধর্ম্ম দ্বারা অর্থের, কিংবা প্রীতি লোভরূপ কাম দ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়েরই, ত ব্যাঘাত বিধান কর না ? হে জয়িশ্রেষ্ঠ ! হে কালবিৎ ! হে বরদ ! ধর্ম্ম অর্থ কাম এই সকলের ত যথাকালে বিভাগ পূর্ব্বক সেবা করিয়া থাক ? হে মহাপ্রাজ্ঞ ! ধর্ম্মশাস্ত্রার্থ-বিশারদ ব্রাহ্মণগণ ত নগরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া, তোমার সর্ব্বা-

জীবন-সুখ কামনা করেন ? পরলোকে অবিশ্বাস, মিথ্যা, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের সহিত অসাক্ষাৎকার, আলস্য, চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বশ্যতা, এক জনের সহিত অর্থচিন্তা, বিপরীতদর্শী ব্যক্তিদিগকে লইয়া মন্ত্রণা, মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যে বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় তাহা না করা, মন্ত্রণা-প্রকাশ, প্রাতঃকালে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অপ্রবৃত্তি এবং একবারেই সকলদিকৃস্থ শত্রুর উদ্দেশে দণ্ড-যাত্রা, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ ত তুমি বর্জ্জন করিয়াছ? হে রঘুনন্দন! হে মহাপ্রাজ্ঞ! দশবর্গ অর্থাৎ মৃগয়া, পাশক্রীড়া দিবানিদ্রা, পরীবাদ, স্ত্রী, মদ্য, গীত, বাদ্য, নৃত্য ও বৃথাভ্রমণ; পঞ্চবর্গ অর্থাৎ জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বেণুদুর্গ, মরুদুর্গ ও উষ্ণকালে নির্ম্মিতদুর্গ এই পাঁচপ্রকার দুর্গ, চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ সাম দান ভেদ ও দণ্ড; সপ্তবর্গ অর্থাৎ স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোশ, বল, দুর্গ ও রাষ্ট্র; অষ্টবর্গ অর্থাৎ ক্রূরতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অর্থদূষণ, বাগ্দণ্ড ও পরুষতা; ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম; বিদ্যাত্রয় অর্থাৎ তিন বেদ, কৃষ্যাদি শাস্ত্র ও দণ্ডনীতি; ইন্দ্রিয়জয়; ষাড়্গুণ্য অর্থাৎ সন্ধি, যুদ্ধ, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, বিপক্ষের সহিত যুদ্ধার্থ কালপ্রতীক্ষায় অবস্থান, মিত্র রাজাদিগের মধ্যে কলহোৎপাদন ও বলবানের আশ্রয়; দৈব বিপদ্ অর্থাৎ অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মরক; মানুষ বিপদ্ অর্থাৎ রাজভয়, রাজপুরুষ-ভয়, চৌরভয়, শত্রুভয় ও অধিকারি-ভয়; কৃত্য অর্থাৎ অলব্ধবেতন ও লুব্ধ, মানী ও অবমানিত, ক্রুদ্ধ ও কোপিত, ভীত ও ভীষিত শত্রু পক্ষে এই চারি জনের অবশ্য কর্ত্তব্য ভেদ-সাধন, বিংশতি-বর্গ অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী, জ্ঞাতিগণের বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজন, লুব্ধ, লুব্ধজন, প্রজাগণের বিরাগভাজন, ইন্দ্রিয়সুখে অত্যাসক্ত, বহুলোকের সহিত মন্ত্রণাকারী, দেব-ব্রাহ্মণনিন্দক, দৈব-বিড়ম্বিত, দৈব-চিন্তক, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, সৈন্যক্ষয়ে নিতান্ত দুঃস্থভাবাপন্ন, অ-দেশস্থ, বহু-শত্রু, কালপরতন্ত্র ও সত্যধর্ম্মে

অনাসক্ত, সন্ধির অযোগ্য এই বিংশতি জন পুরুষ; প্রকৃতিবর্গ অর্থাৎ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোশ ও দণ্ড; রাজমণ্ডল অর্থাৎ অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরি-মিত্রের মিত্র ও বিজিগীষু ইত্যাদি দ্বাদশবিধ রাজা; পঞ্চবিধ যাত্রা এবং ব্যূহ-রচনা-প্রকার এই সমস্ত বিষয় ত তুমি বুদ্ধি পূর্ব্বক যথাযথ বিচার করিয়া, অবগত হইয়া থাক? বলবানের আশ্রয় ও শত্রুগণের পরস্পর ভেদসাধন এই উভয়ের মূল সন্ধি এবং যাত্রা ও কাল-প্রতীক্ষায় অবস্থান এই উভয়ের মূল বিগ্রহ। এই সন্ধি ও বিগ্রহও তুমি বুদ্ধি সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়া থাক? হে মতিমন্! নীতিশাস্ত্রে যে প্রকারে মন্ত্রণা করিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তুমি ত তদনুসারে তিন বা চারিজন মন্ত্রী লইয়া, তাহাদের প্রত্যেকের বা সকলের সহিত মন্ত্রণা কর? তোমার অধীত বেদ সকল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা, ক্রিয়া সকল উদ্দেশ্য ফলপ্রসব দ্বারা, স্ত্রী সকল ধর্ম্মচর্য্যা ও সন্তান দ্বারা এবং শিক্ষা বা শাস্ত্রচর্য্যা সম্যক্‌রূপ বিনয়-বিধান দ্বারা, ত সফল হইয়াছে? হে রঘুনন্দন! আমার ন্যায়, তোমার এই বুদ্ধিও ত আয়ুষ্করী, যশস্করী এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিন বিষয়ে সম্যক্ অনুগত হইয়া আছে? আমাদের পিতা ও প্রপিতামহগণ যে বৃত্তি অব-লম্বন করিয়াছেন, তুমি ত সেই পরম পবিত্র ও সৎপথানুসারিণী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিতেছ? হে রঘুনন্দন! তুমি ত স্বাদু-পক্ব ভোজ্যদ্রব্য একাকী ভক্ষণ কর না? প্রার্থনা-পরায়ণ স্নেহ-পাত্রদিগকে ত তাহা প্রদান করিয়া থাক? দেখ, বিদ্বান মহীপতি ক্ষত্রিয় দণ্ডধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন ও সমগ্র পৃথিবী যথাবিধানে ভোগ করিয়া, দেহাবসানে স্বর্গে গমন করেন।

একাধিকশততম সর্গ।

এইরূপে রাম গুরুবৎসল ভরতকে কুশল-জিজ্ঞাসাচ্ছলে সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া, পরে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিজন্য তুমি জটাবল্কল ও মৃগ-চর্ম্ম ধারণ করিয়া, এখানে আসিলে, সুস্পষ্ট বল, শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। যেনিমিত্ত তুমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণাজিন পরি-ধান ও জটাধারণ পূর্ব্বক এই দেশে সমাগত হইয়াছ, সমস্তই তোমায় বলিতে হইবে।

ককুৎস্থকুলোদ্ভব মহানুভব রাম এইপ্রকার কহিলে, কৈকেয়ী-পুত্র ভরত অতি কষ্টে শোকসংবরণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, আর্য্য! মহাবাহু পিতা দশরথ মদীয় মাতা স্ত্রী কৈকেয়ীর অনুরোধে আপনার রাজ্যনাশরূপ অতীব দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠানানন্তর পুত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া, আমা-দের সকলকেই ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে পরন্তপ! কৈকেয়ীও এই গুরুতর পাপ করিয়া, নিজের যশ নষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে, তাঁহাকে রাজ্য লাভে বঞ্চিত, বিধবা ও শোকে শীর্ণদেহা হইয়া, ঘোরতর নরকে পতিত হইতে হইবে। যাহা হউক, আমি আপনার দাস; আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অদ্যই সাক্ষাৎ দেবরাজের ন্যায়, রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। এই সকল প্রজা এবং এই বিধবা মাতৃগণ, সকলেই আপনার নিকট আসিয়াছেন। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন। হে মানদ! আপনি জ্যেষ্ঠ এবং তজ্জন্য আপনারই অভিষিক্ত হওয়া সঙ্গত। অতএব, ধর্ম্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া, সুহৃদ্গণের কামনা সফল করুন। সমগ্র মেদিনী আপনাকে পতিত্বে বরণ পূর্ব্বক অবিধবা হইয়া, সুনির্ম্মল-শশাঙ্ক সহযোগে শারদীয় রজনীর ন্যায়, শোভা ধারণ করুন। আমি আপনার ভ্রাতা, শিষ্য ও

দাস, এই মন্ত্রিগণের সহিত অবনত মস্তকে যাচ্ঞা করিতেছি; আপনি প্রসন্ন হউন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সকল মন্ত্রী বংশপরম্পরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এবং পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়া, সর্ব্বদাই সফল-মনোরথ হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি ইহাঁদের প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। এই বলিয়া, মহাবাহু কৈকেয়ী-সুত ভরত ক্রন্দন করিতে করিতে, পুনরায় মস্তক দ্বারা রামের পদযুগল গ্রহণ করিলেন, এবং বারংবার মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, কহিলেন, আমার ন্যায় মহাকুল-প্রসূত, সত্ত্ব-সম্পন্ন, তেজস্বী ও চরিত-ব্রত ব্যক্তি কখন রাজ্যের জন্য পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। হে অরিনিপাতন! এবিষয়ে তোমার দোষ কিছুই দেখি না। আর, না জানিয়া জননী কৈকেয়ী-কেও তিরস্কার করা তোমার উচিত হয় না। হে অনঘ! হে মহাপ্রাজ্ঞ! পিত্রাদি গুরুবর্গ আপনার অনুগত স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি সর্ব্বদা স্বেচ্ছা-ব্যবহার করিতে পারেন। হে সৌম্য! স্ত্রী, পুত্র ও শিষ্য, ইহাদিগকে সাধুগণ যেরূপ গুরুগণের ইচ্ছা-সাধন সামগ্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রাজার পক্ষে আমরাও সেইরূপ, ইহা জানা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। হে প্রিয়দর্শন! মহারাজ দশরথ আমায় চীরবসন ও কৃষ্ণাজিন পরিধান পূর্ব্বক বনে বা রাজ্যে, যেখানে ইচ্ছা, বাস করাইতে পারেন। তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছ এবং যাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রবৃত্ত, তাহা-দের সকলেরই অগ্রগণ্য। অতএব ভাবিয়া দেখ, সর্ব্বলোক-পূজিত পিতার যেমন গৌরব করা উচিত, জননীরও সেইপ্রকার গুরুত্ব বিধেয় হইয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! এই ধর্ম্মশীল পিতা মাতাই আমাকে, বনে যাও, এই কথা বলিয়াছেন। আমি কিরূপে অন্য মত করিতে পারি? তুমি অযোধ্যায় সর্ব্বলোক-সম্মত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আমি বল্কল পরিধান করিয়া, দণ্ডকারণ্যে বাস করিব; মন্ত্রী ও পুরোহিতাদি লোক সকলের

সম্বন্ধে এইপ্রকার করিয়া, তাঁহাদিগকে উক্তরূপ বিভাগ করিতে আজ্ঞা দিয়া, মহারাজ দশরথ স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে সেই লোকগুরু ধর্ম্মাত্মা রাজাই তোমার প্রমাণ। তিনি যেরূপ ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে রাজ্য ভোগ করাই তোমার কর্ত্তব্য। হে সৌম্য! আমিও চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডক বনে থাকিয়া, সেই মহাত্মা পিতৃদেবের দত্ত ভাগ সম্ভোগ করিব। দেখ, দশরথ আমাদের পিতা, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সমান ও সকল লোকের পূজনীয়। সেই মহাত্মা আমায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই নিরতিশয় হিতজনক বলিয়া আমার জ্ঞান আছে, তদ্ভিন্ন, সর্ব্বলোকের অবিনাশী ঐশ্বর্য্যও আমার ভাল জ্ঞান হয় না।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

ভরত রামের কথা শুনিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি সর্ব্বাংশেই রাজপদের অনুপযুক্ত। অতএব রাজধর্ম্ম শিক্ষায় আমার ইষ্টাপত্তি কি? হে নরশ্রেষ্ঠ! এই সনাতন রাজধর্ম্ম সচরাচর আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্ত্বে কনিষ্ঠ কখন রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন না। অতএব রঘুনন্দন! আপনি আমার সহিত সমৃদ্ধিমতী অযোধ্যায় গমন করিয়া, বংশের অভ্যুদয়নিমিত্ত অভিষিক্ত হউন। দেখুন, সকল লোকে রাজাকে মানুষ বলিয়া থাকে, আমার কিন্তু দেবতা বলিয়া বিশেষ জ্ঞান আছে। কেন না, রাজা যে ধর্ম্ম ও অর্থসঙ্গত ব্যবহার করেন, তাহা মানুষে কখন সম্ভব, বলা যাইতে পারে না।

আমি কেকয়রাজ্যে অবস্থান ও আপনি দণ্ডক আশ্রয় করিলে, সাধুগণের সমাদৃত পরম যাগশীল ধীমান্ রাজা দশরথের স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে। আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা

হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র, সেই রাজা দশরথ দুঃখ শোকে অভিভূত হইয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে পুরুষসিংহ! এক্ষণে উত্থান করিয়া, পিতৃদেবের উদ্দেশে জলদান করুন। আমি ও এই শত্রুঘ্ন পূর্ব্বেই তর্পণ করিয়াছি। হে রঘুনন্দন! লোকে বলিয়া থাকে, প্রিয় ব্যক্তি পিতৃলোকের উদ্দেশে যাহা দান করে, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। আপনিই পিতার প্রিয়। বিশেষতঃ, আপনার বিয়োগ হইলে, আপনারই জন্য শোক ও আপনাকেই স্মরণ করিতে করিতে, পিতার পরলোক হইয়াছে। তৎকালে আপনাকে দেখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। এবং আপনারই প্রতি তাঁহার যে মন আসক্ত হইয়াছিল, কোন মতেই তাহা তিনি নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই।

—•:•—

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

দানবারি ইন্দ্র যুদ্ধে যে বজ্র নিক্ষেপ করেন, ভরত সেই বজ্রতুল্য অতীব কঠিন ও নিতান্ত অপ্রীতিকর বাগ্‌বজ্র ঐরূপে প্রয়োগ করিলে, পিতৃদেবের মরণ-ঘটিত এই শোকাবহ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রঘুনন্দন রাম মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। এবং বাহুযুগল অতিমাত্র শিথিল করিয়া, অরণ্যমধ্যে কুঠার দ্বারা কর্ত্তিত বিকসিত-পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষের ন্যায়, ভূমিতে পতিত হইলেন। জগতীপতি রাম এই রূপে ভূমিতে পতিত হইলে, বোধ হইল, যেন কোন মত্ত হস্তী নদীকূল ভগ্ন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাবেশে শয়ন করিয়াছে। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃগণ সকলেই জানকীর সহিত মিলিত ও শোকে অভিভূত হইয়া, রোদন করিতে করিতে, সেই মহাধনুর্দ্ধর রামের উপরি জলসেক করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অশ্রুরাশিবর্ষণপূর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাম, পৃথিবীপতি পিতৃদেবের পরলোক হইয়াছে, শুনিয়া, ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে ভরতকে কহিলেন, পিতৃদেবের পরলোক হইয়াছে, আর আমরা অযোধ্যায় যাইয়া, কি করিব? তিনি সকল রাজার শ্রেষ্ঠ। তিনি অযোধ্যাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, কে আর তাহার পালন করিবে! আমার জন্ম বৃথা। দেখ, আমারই শোকে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল; কিন্তু আমি তাঁহার সৎকার করিতে পাইলাম না; আমায় আর সেই মহাত্মার কার্য্য কি! আহা ভরত! তুমিই সিদ্ধ-মনোরথ হইয়াছ। দেখ, তুমি শত্রুঘ্নের সহিত পিতার সমুদায় প্রেত-কার্য্যেই সৎকার করিয়াছ! নরদেব পিতৃদেব পরিত্যাগ করাতে, অযোধ্যা প্রভু-শূন্য এবং অনেকের কর্তৃত্বাধীন হইল। বনবাস নিবৃত্ত হইলেও, আর আমার তথায় যাইতে উৎসাহ নাই। হে শত্রুনিপাতন! পিতৃদেবের লোকান্তর হইয়াছে। অতএব, বনবাস উদ্‌যাপন করিয়া, অযোধ্যায় গেলে, আমায় কে আর হিতাহিত উপদেশ করিবেন? পূর্ব্বে আমি সম্যক্ রূপে কোন বিষয়ে আজ্ঞা পালন করিলে, পিতৃদেব আমায় সান্ত্বনা করিয়া, যে সকল কর্ণ-সুখ-জনক কথা বলিতেন, আর কাহার নিকট সে সকল শুনিতে পাইব?

রঘুকুমার রাম ভরতকে এই কথা কহিয়া, সীতার সম্মুখীন হইয়া, শোকাকুল চিত্তে সেই পূর্ণচন্দ্র-বদনাকে কহিলেন, সীতে! তোমার শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে। লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। ভরত রাজার এই শোকাবহ স্বর্গলাভ ঘটনা সংবাদ দিলেন। ককুৎস্থকুমার রাম এই কথা বলিলে, যশস্বী রাজকুমারগণের সকলেরই নেত্রে বাষ্পভার আবির্ভূত হইল। অনন্তর সকল ভ্রাতায় মিলিয়া, শোকাকুল রামকে সবিশেষ সান্ত্বনা করিয়া, কহিলেন, এক্ষণে আপনি পৃথিবীপতি পিতার তর্পণ করুন।

শ্বশুর স্বর্গে গমন করিয়াছেন, শুনিয়া সীতার লোচনযুগল

অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কোন মতেই রামের দিকে চাহিতে পারিলেন না, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া, শোকাকুল হইয়া, শোকাকুল লক্ষ্মণকে কহিলেন, তুমি এক্ষণে ইঙ্গুদী-বীজ চূর্ণ ও পেষণ করিয়া আন এবং নূতন একখণ্ড চীরও আনিয়া দাও। আমি মহাত্মা পিতৃদেবকে জলদানার্থ গমন করিব। সীতা আমাদের অগ্রে চলুন, তুমি ইঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও; আমি সকলের পশ্চাৎ গমন করিব। শোকাদিসময়ে এই রূপেই গমন করিতে হয়।

তখন, ইক্ষ্বাকুগণের কুলক্রমাগত অনুচর, রামের প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্, সুপ্রসিদ্ধ, বুদ্ধিমান্, শান্তস্বভাব, দমগুণবিশিষ্ট ও পরম প্রিয়দর্শন সুমন্ত্র ভরতাদি কুমারগণের সহিত রামকে আশ্বাস দান ও ধারণ করিয়া, পরম-কল্যাণদায়িনী তরঙ্গিণী মন্দাকিনীতে অবতারণ করিলেন। যে পথে মন্দাকিনীতে অবতরণ করিতে হয়, তাহা অতি সুন্দর। বিশেষতঃ, চতুর্দ্দিকেই বিকসিত কানন। তাহাতে, মন্দাকিনী মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সীতা-সমভিব্যাহারী পরমযশঃশালী রাজকুমারগণ সকলেই অতি কষ্টে তথায় গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা কর্দ্দমশূন্য সুপ্রশস্ত ঘট্টে অবতরণ করিয়া, "এতদ্ ভবতু" বলিয়া, পিতৃদেবের উদ্দেশে জলদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহীপতি রাম তৎকালে জলপূরিত অঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক, দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। আমি আপনার উদ্দেশে এই সুনির্ম্মল অক্ষয় সলিল প্রদান করিতেছি। ইহা তথায় আপনার নিকট উপস্থিত হউক।

অনন্তর তেজস্বী রাম মন্দাকিনী-তীরে প্রত্যুত্তরণ করিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত পিতৃদেবের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বদরীফলের সহিত একত্রে ইঙ্গুদীবীজ পেষণ করিয়া তাহাতে পিণ্ড প্রস্তুত করত কুশের আস্তরণে স্থাপন

পূর্ব্বক নিরতিশয় দুঃখভরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, মহারাজ! আমরা যে দ্রব্য ভক্ষণ করি, আমাদের পিতৃগণও তাহাই আহার করেন। কেন না, লোকে সচরাচর যাহা আহার করে, তাহার পিতৃদেবতাদেরও তাহাই আহার হইয়া থাকে। অতএব, আপনি প্রীত চিত্তে এই ইঙ্গুদী-পিণ্ড ভক্ষণ করুন।

অনন্তর পুরুষোত্তম রাম নদীতীর হইতে প্রত্যুত্তরণ করিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই পুনরায় সুন্দর-সানু-বিশিষ্ট চিত্রকূটে আরোহণ করিলেন। পরে তিনি পর্ণকুটীর দ্বারে আগমন করিয়া, ভরত ও লক্ষ্মণকে পাণিযুগলে ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহারা সকল ভ্রাতায় জানকীর সহিত সশব্দে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। বোধ হইল, যেন সিংহগণ গর্জ্জন করিতেছে। এই রূপে মহাবল ভ্রাতৃগণ পিতার জলক্রিয়াসময়ে রোদন করিতে লাগিলে, ভরতের সৈনিকগণ তুমুল শব্দ শুনিয়া, ভীত হইয়া উঠিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, ভরত রামের সহিত নিশ্চয়ই মিলিত হইয়াছেন। তাহাতেই, সকলে মৃত পিতার জন্য শোক করাতে, এইপ্রকার তুমুল শব্দ হইতেছে। অনন্তর সৈনিকগণ স্ব স্ব বাহন ত্যাগ করিয়া, যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া, এক মনে ত্বরিত পদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ সুসজ্জিত রথে এবং সুকুমার ব্যক্তিগণ পদব্রজেই প্রস্থান করিল। রাম যদিও অল্প দিন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন; কিন্তু সকলেই তাঁহাকে চিরকালের নির্ব্বাসিত ভাবিয়া, দেখিবার আশয়ে সহসা আশ্রমে গমন করিল। ভ্রাতৃগণ পরস্পর মিলিত হইয়াছেন, ইহা দেখিবার মানসে লোক সকল এই রূপে সত্বর পদে রথ ও শকটাদি বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলে, পৃথিবী সেই সকল যান ও রথচক্রে সম্যক্‌রূপে আহত হইয়া, জলদপটলের সম্মিলনে আকাশের ন্যায়, তুমুল শব্দ করিতে লাগিলেন। হস্তী

সকল করেণুগণের সহিত সেই শব্দে অতিমাত্র ত্রস্ত হইয়া, মদ গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়া, বনান্তরে গমন করিল। বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, সৃমর (মৃগবিশেষ), ব্যাঘ্র, গোকর্ণ (মৃগবিশেষ), গবয় এবং চিত্রহরিণ সকলও অতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। চক্রবাক, হংস, জলকুক্কুট, প্লব (বকবিশেষ), কারণ্ডব, পুংস্কোকিল ও ক্রৌঞ্চগণ, সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, দশ-দিকে পলায়ন করিল। তৎকালে পক্ষিগণ সেই শব্দে সাতিশয় ভীত হইয়া, উড্ডয়ন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিলে, গগনমণ্ডল পরম শোভা বিস্তার করিল; এদিকে, মনুষ্যগণে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হওয়াতে, পৃথিবীরও অতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইল।

অনন্তর, লোক সকল গমনমাত্রেই দেখিতে পাইল, যশস্বী ও নিষ্পাপ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম যজ্ঞার্থ-প্রস্তুত পরিষ্কৃত ভূমিতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাহারা কৈকেয়ী ও অহিতকারিণী মন্থরাকে নিন্দা করিতে করিতে, রামের সম্মুখে যাইয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিল। রাম তাহাদের সকলকেই অশ্রুপূর্ণ-নেত্র ও একান্ত দুঃখিত দেখিয়া, পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায়, আলিঙ্গন করিলেন। এই রূপে তিনি আলিঙ্গন-যোগ্য ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলে, তাহারাও তাঁহার অভিবাদন করিল। তৎকালে নৃপাত্মজ রাম বয়স্য ও বান্ধবগণের সহিত সকলেরই প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিলেন। অনন্তর সমবেত মহাত্মাগণ রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, মৃদঙ্গ-শব্দসদৃশ মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইয়া, আকাশ, পৃথিবী, গিরিগুহা ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া, রামের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

—০—

চতুরধিকশততম সর্গ।

এদিকে বশিষ্ঠদেব রাম-দর্শনে অভিলাষী হইয়া, দশরথের মহিষীদিগকে অগ্রে করিয়া, রামাশ্রমের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহিষীগণ ধীর-পদ-বিক্ষেপে মন্দাকিনীর দিকে গমন করিতে করিতে, রাম লক্ষ্মণ সর্ব্বদাই যাহাতে অবতরণ করিয়া থাকেন; সেই ঘাট দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে কৌশল্যার বদনমণ্ডল নিতান্ত শুষ্ক ও বাষ্পভারে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি অতিমাত্র ব্যাকুলভাবাপন্না সুমিত্রা ও অন্যান্য রাজ-পত্নীদিগকে কহিলেন, যাঁহারা রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা পরম পবিত্র কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই অনাথ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার এই ঘাট। তাঁহারা অতি কষ্টে এই ঘাটে স্নানাদি করিয়া থাকেন। এবং জীবনের মধ্যে প্রথম এই ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হে সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ নিরালস্য হইয়া, আমার পুত্রের জন্য এইখান হইতেই সর্ব্বদা স্বহস্তে জল লইয়া থাকেন। কিন্তু এইপ্রকার জলানয়নাদি জঘন্য কার্য্য করিলেও, তোমার পুত্র কখন নিন্দনীয় হইতে পারেন না। কেন না, যদ্দারা গুণবান্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ইষ্টাপত্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ কার্য্যমাত্রই গর্হিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, তোমার পুত্রের এইরূপ ক্লেশ পাওয়া কখনই শোভা পায় না। অদ্য রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, লক্ষ্মণকে আর নীচ জনোচিত কষ্টকর অনুষ্ঠান করিয়া, ঈদৃশ কুৎসিত কার্য্য করিতে হইবে না।

এইপ্রকার বলিতে বলিতে বিশাললোচনা কৌশল্যা অবলোকন করিলেন, রাম পিতার উদ্দেশে ইঙ্গুদী-বীজ পেষণ করিয়া; যে পিণ্ড দিয়াছিলেন, তাহা, তথায় ভূমিতে দক্ষিণ-মুখ কুশের উপরি ন্যস্ত রহিয়াছে। এই রূপে রাম শোকার্ত্ত হইয়া,

পিতার উদ্দেশে ভূমিতে পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছেন, দেখিয়া, দেবী কৌশল্যা সমুদায় রাজমহিষীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যিনি ইক্ষ্বাকুগণের নাথ, সেই রাজা দশরথের উদ্দেশে রাম যথাবিধানে এই পিণ্ড দিয়াছেন, দেখ। দশরথ সাক্ষাৎ দেবতার সমান এবং সকলপ্রকার অভীষ্ট ভোগ করিয়াছেন। সেই মহাত্মার এইপ্রকার পিণ্ড-ভোজন কোন মতেই সঙ্গত বা উচিত, বলিয়া বোধ হয় না। যিনি পৃথিবীতে সাক্ষাৎ ইন্দ্র সদৃশ এবং চতুঃ-সাগর-বেষ্টিতা মেদিনী সম্ভোগ করিয়াছেন, সেই রাজা দশরথ কি রূপে ইঙ্গুদী-পিণ্ড ভক্ষণ করিবেন! আহা, আমার রাম পরম সমৃদ্ধিমান্! তাঁহাকেও পিতার উদ্দেশে ইঙ্গুদী-পিণ্ড প্রদান করিতে হইল! ইহা অপেক্ষা পৃথিবীতে অধিক দুঃখ আর কিছু আছে, বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে না। রামের প্রদত্ত এই ইঙ্গুদী-পিণ্ড দেখিয়াও, কিজন্য আমার হৃদয় দুঃখে এখনও সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইল না! লোকে সচরাচর যাহা আহার করে, তাহার পিতৃদেবতারাও নিশ্চয় তাহাই আহার করেন, এই যে কিংবদন্তী প্রসিদ্ধ আছে, এক্ষণে তাহা সত্য বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে।

কৌশল্যা এই রূপে ব্যাকুল হইয়া পড়িলে, তদীয় সপত্নীগণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পুর্ব্বক রামের আশ্রমে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি ভোগ-সুখে বঞ্চিত হইয়া, সাক্ষাৎ স্বর্গ-ভ্রষ্ট দেবতার ন্যায়, তথায় আসীন রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা শোকে কর্শিত ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ পুরুষপ্রবর রাম তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, মাতৃগণের সকলেরই চরণ-কমল বন্দনা করিলেন। বিশাললোচনা মহিষীগণ সুকোমল-অঙ্গুলিতল-সমলঙ্কৃত, পরম-সুন্দর ও সুখ-স্পর্শ পাণি দ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশের ধূলি উত্তম রূপে মুছাইয়া দিলেন। তখন, লক্ষ্মণও মাতৃদিগের সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া, দুঃখিত হইয়া, রামের পরই ধীরে ধীরে

অনুরাগ সহকারে তাঁহাদের বন্দনা করিলেন। বিবিধ-গুণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ দশরথ হইতে জন্মিয়াছেন। সুতরাং মহিষীগণ, রামের প্রতি যেমন, তাঁহারও প্রতি তেমন ব্যবহার করিলেন। সীতাও দুঃখিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে শ্বশ্রূগণের চরণ-বন্দনা করিয়া, অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন।

তদ্দর্শনে কৌশল্যা অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়া, মাতা যেমন কন্যাকে, তেমনি বনবাস-কৃশা দীনভাবাপন্না জনক-দুহিতাকে, আলিঙ্গন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, যিনি জনকের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ এবং রামের পত্নী; তিনি কি রূপে বিজন বনে দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন! আহা, জানকি! আতপ-সন্তপ্ত পদ্মের ন্যায়, হস্তমর্দ্দিত রক্তোৎপলের ন্যায়, ধূলি-ধ্বস্ত সুবর্ণের ন্যায় এবং মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায়, তোমার মুখ মলিন দেখিয়া, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দহন করে, সেইরূপ হৃদয়ে দুরদৃষ্টরূপ অরণি (অগ্নি মন্থন কাষ্ঠ) হইতে সমুদ্ভূত শোক আমায় অতিশয় দগ্ধ করিতেছে।

জননী শোকাকুলা হইয়া, এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, ভরতাগ্রজ রাম বশিষ্ঠের চরণ-প্রান্তে উপনীত হইয়া, তাঁহা বন্দনা করিলেন। ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির, রামও তেমনি অগ্নির ন্যায় অপরিসীম তেজস্বী পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের চরণ বন্দনা করিয়া, তাঁহারই সহিত উপবেশন করিলেন। তখন ধার্ম্মিক ভরত স্বীয় মন্ত্রিগণ, প্রধান প্রধান পুরবাসিগণ, সৈনিকগণ ও অন্যান্য ধর্ম্মজ্ঞ লোকের সহিত মিলিত হইয়া, পশ্চাৎ ভাগে রামের সমীপে উপবিষ্ট হইলেন। এই রূপে অতি বীর্য্যবান্ ভরত, দেবরাজ যেমন প্রজাপতির নিকটে উপবেশন করেন, সেইরূপ সমীপে উপবিষ্ট হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রযত চিত্তে, তপোলক্ষ্মীর আবির্ভাবে পরম-ভাস্বর-দেহ মুনিবেশী রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে, তিনি অদ্য রামকে প্রণাম ও সৎকার পূর্ব্বক কিরূপ যুক্তিযুক্ত কথা বলেন, তাহা

শুনিবার জন্য সমবেত পূজনীয় ব্যক্তিবর্গ নিতান্ত কৌতুহলা- ক্রান্ত হইলেন। তৎকালে সত্য-ধৃতি রাম, মহানুভাব লক্ষ্মণ ও ধার্ম্মিক ভরত, ইহাঁরা সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া, সদস্যবেষ্টিত তিন যজ্ঞাগ্নির ন্যায়, পরম শোভা ধারণ করিলেন।

—•—

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর সেই পুরুষসিংহগণ সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া, শোক করিতে করিতে, দুঃখেই রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি সুপ্রভাত হইলে, ভ্রাতৃগণ সুহৃদ্গণে বেষ্টিত হইয়া, মন্দাকিনীতে জপ হোম সমাধান পূর্ব্বক রামের সমীপে সমাগত হইলেন। এবং সকলেই মৌনভাবে নিকটে বসিয়া রহিলেন। কেহই কোন কথা বলিলেন না। অনন্তর ভরত সেই সুহৃৎ-সভামধ্যে রামকে কহিতে লাগিলেন, রাজা দশরথ প্রথমে আমার জননী কৈকে- য়ীকে রাজ্য দান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করেন। পরে জননী আমাকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। আমি এক্ষণে আপনাকেই উহা সম্প্রদান করিতেছি। অতএব আপনি নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন। আপনি ব্যতিরেকে আর কেহই এই সুবিপুল রাজ্য- খণ্ড রক্ষা করিতে সক্ষম নহেন; বর্ষাকালে জলবেগে সেতু ভগ্ন হইলে, তাহা রোধ করা সহজ হয় না। হে মহীপতে! গর্দ্দভ যেমন অশ্বের এবং ইতর পক্ষী যেমন গরুড়ের গতির অনুকরণ করিতে পারে না, সেইরূপ, ভবদীয় রাজ্য-শাসন-শক্তির অনু- গামী হওয়াও আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। হে রাম! যে ব্যক্তি নিত্যই পরের স্কন্ধে ভোগ করিয়া, জীবন যাপন করে, তাহার জীবন যেমন ক্লেশময়; লোকে যাহাকে আশ্রয় করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার জীবন সেইরূপ অতি সুখময়। অতএব আপনারই রাজ্যশাসন শোভা পায়। পুরুষ ফল-লোভে বৃক্ষ রোপণ করিলে, তাহা, কাল-সহকারে বামনের দুরারোহ ও

স্কন্ধবিশিষ্ট মহাবৃক্ষরূপে অতিশয় বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হইয়াও, যদি ফল প্রসব না করে, তাহা হইলে, যে ফলের জন্য ঐ বৃক্ষ রোপণ করা হইল, ঐ ব্যক্তি সেই ফল প্রাপ্তি-জনিত প্রীতি অনুভব করিতে পারে না। এই উপমা আপনাতে সম্ভব হইয়া থাকে। আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও পালন করিতে সমর্থ। আমরা আপনার ভৃত্য। কিন্তু আপনি আমাদিগকে পালন করিতেছেন না। এক্ষণে ঐ উপমার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া লউন। অর্থাৎ রাজা দশরথ লোকরক্ষানুরোধে আপনাকে বহু যত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আপনি সকল-গুণসম্পন্ন হইয়াও, যদি লোক রক্ষা না করেন, তাহা হইলে, তাঁহার সমুদায় প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। অতএব, মহারাজ! নানাজাতীয় উচ্চ-পদবীস্থ ব্যক্তিগণ শত্রুহন্তা আপনাকে, প্রতাপশালী আদিত্যের ন্যায়, তেজঃপুঞ্জ কলেবরে রাজপদাভিষিক্ত অবলোকন করুন। হে ককুৎস্থ! মত্ত হস্তী সকল সগর্ব্বে গর্জ্জন পুর্ব্বক আপনার অনুগামী হউক, এবং অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ একাগ্রচিত্তে মঙ্গলধ্বনি করুন। ভরত রামের প্রসাদভিক্ষার্থ এইপ্রকার বাক্যবিন্যাস করিলেন, শুনিয়া, নগরবাসী প্রধান অপ্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

তখন শিক্ষিতবুদ্ধি ধৈর্য্যশালী রাম ভরতকে দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করিতে দেখিয়া, আশ্বাসপ্রদানপুর্ব্বক কহিলেন, জীব স্বভাবতই পরাধীন; স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, তাহার কার্য্য করিবার কোন ক্ষমতা নাই। সর্ব্বসংহর কাল তাহাকে ইহলোক পরলোক উভয়ত্রই স্বীয় বশে চালনা করিয়া থাকে। অতএব, কৈকেয়ী বা রাজা, কেহই আমার বনবাসের হেতু নহেন। কালবশেই উহা সম্পাদিত হইয়াছে। আবার, যেখানে সংযোগ, সেইখানেই বিয়োগ; যেখানে জীবন, সেইখানেই মৃত্যু; যেখানে সংগ্রহ সেইখানেই ক্ষয় এবং যেখানে উন্নতি, সেইখানেই পতন। ফল পক্ক হইলে, তাহার যেমন পতন ভিন্ন আর অন্য

ভয় নাই ; সেইরূপ, জন্মিলে, নিশ্চয়ই মরিতে হয়, কোন মতেই তাহার পরিহার নাই। যাহার স্তম্ভ সকল অতিশয় দৃঢ়, তাদৃশ গৃহও জীর্ণ হইলে, পতিত হয়। সেইরূপ, মানুষ মাত্রেই জরা ও মৃত্যুবশে অবসন্ন হইয়া থাকে। যে রাত্রি অতীত হয়, তাহা আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। দেখ, যমুনা পূর্ণ-প্রবাহে সাগরে মিলিত হইতেছে, আর ফিরিতেছে না। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণ যেমন জল-শোষণ করে, সেইরূপ দিন ও রাত্রি সকল যথানিয়মে পরিবর্তিত হইয়া, প্রাণিমাত্রেরই আয়ু হরণ করিতেছে। এবিষয়ে কোনরূপ কালবিলম্ব হয় না। এই রূপে, লোকে বসিয়াই থাকুক আর গমনই করুক, তাহার আয়ু ক্ষয় হইতেছে। অতএব তুমি নিজের জন্যই শোক কর ; পরের জন্য শোক করিতেছ কেন ? মৃত্যু, সঙ্গে গমন, সঙ্গে উপবেশন এবং সঙ্গে বহুদূর গমন করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করে। সুতরাং মৃত্যুর হস্তে পরিহার প্রাপ্ত হওয়া কাহারই সাধ্য নহে। গাত্র বলিত ও কেশ সকল পলিত হইলে, পুরুষ যখন জরায় জীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন আর কি উপায়ে এই সকল ত্যাগ করিতে পারে ? সূর্য্য উদিত হইলেন ; লোকের আর আহ্লাদের সীমা নাই ; আবার, সূর্য্য অস্ত গেলেন ; আহ্লাদের সীমা নাই। এই রূপে দিবারাত্রই সকলে আহ্লাদে মগ্ন। সুতরাং আদিত্যের প্রতিদিন যাতায়াতে আপনার আয়ুর যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা জানিতে পারে না। চিরকালই ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতেছে। তথাপি, কোন ঋতু প্রাদুর্ভূত হইলে, তদ্দর্শনে তাহাকে নিতান্ত নবাগত বোধ করিয়া, লোকে আহ্লাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ঋতুর পরিবর্ত্তনে যে আয়ুর ক্ষয় হইতেছে, সে বিষয় তাহার জ্ঞান হয় না। মহাসাগরে যেমন পোতে পোতে মিলন হইয়া, পুনরায় কালবশে বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, সেইরূপ, পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি ও বিষয় বিভব পরস্পর মিলিত হইয়া, পুনরায় ব্যবহিত হইয়া যায়। এই রূপে এই দৃশ্যমান পদার্থসমূহের পরস্পর বিয়োগ স্থির নিশ্চয়। ফলতঃ, জন্ম ও মৃত্যু সংসারের

স্বভাব। কোন প্রাণীই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শোক করিলেও, নিজের মৃত্যুনিবারণে কাহারও সামর্থ্য নাই। বণিক্ সম্প্রদায় বাণিজ্যোদ্দেশে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যেমন কোন পথিক তাহাদিগকে বলিয়া থাকে, আমিও তোমাদের অনুগমন করিব; সেইরূপ, পূর্ব্ব-পিতৃ-পিতামহের অনুসৃত পথে সকলকেই অবশ্য গমন করিতে হয়। কোন মতেই ইহাতে পরিহার নাই। এই রূপে যখন নিজেও মরিতে হইবে, তখন মৃত পিতাদির উদ্দেশে শোক করা কখনই উচিত নহে। গঙ্গাদি-নদী-প্রবাহ অনবরতই গমন করিতেছে; কদাচ প্রত্যাবৃত্ত হয় না। সেইরূপ, বয়সও কেবল যাইতেছে, আর আসিতেছে না, দেখিয়া, আত্মাকে সুখের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কেন না, এইরূপ বিখ্যাত আছে, যে, ধর্ম্মাদি সাধন জন্যই লোক সকলের জন্ম হইয়াছে। তাত! পিতাও আমাদের পরম ধার্ম্মিক এবং সাধুগণের পূজনীয়, এবং যথাবিধানে দক্ষিণা দান সহকারে সমুদায় পবিত্র যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। এই মানুষ দেহ জরাময়। পিতৃদেব উহা ত্যাগ করিয়া, নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোকে বিহার-যোগ্য দৈবী সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তাঁহার জন্য শোক করা তোমার ও আমার ন্যায়, এইরূপ বিশিষ্ট-জ্ঞানবান্, বুদ্ধিমান্ ও শ্রুতবান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি ধীর ও বুদ্ধিমান্; সকল অবস্থাতেই তাঁহার এইপ্রকার বহুবিধ শোক, বিলাপ ও রোদন বর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি প্রকৃতিস্থ হও; আর শোক করিও না; এবং অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক অবস্থিতি কর। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! একমাত্র সত্যেরই বশীভূত পিতৃদেব তোমায় অযোধ্যায় বাস করিতে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন। এই রূপে, সেই পুণ্যকর্ম্মা পরমপূজনীয় পিতৃদেব আমাকে যে বিষয়ে নিয়োগ করিয়াছেন, আমিও তাহাই করিব। হে শত্রুদমন! তাঁহার

আজ্ঞা হেলন করা আমার কোন ক্রমেই ন্যায়সঙ্গত নহে ।
তোমারও সর্ব্বদা তাঁহাকে মান্য করা কর্ত্তব্য । কেননা, তিনি
আমাদের পিতা এবং তিনিই আমাদের বন্ধু । হে রঘুনন্দন! ধর্ম্ম-
চারিগণ পিতৃবাক্যের বহু মানন। করেন । এইজন্য, আমি
বনে বাস করিয়া, তৎসমুচিত অনুষ্ঠান দ্বারা, তাহা পালন
করিব । হে পুরুষ-প্রবর ! যাঁহার পরলোক জয় করিতে অভি-
লাষ আছে, তাদৃশ ধার্ম্মিক ও অনৃশংস ব্যক্তি অবশ্য গুরুর বশ-
বর্ত্তী হইবেন । হে নরোত্তম ! তুমি ধর্ম্মনিষ্ঠাদি গুণ-পরম্পরায়
অলঙ্কৃত । অতএব, আমাদের পিতৃদেব দশরথ স্বীয় সাধু-
চরিত্রে সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, পর্য্যালোচনা করিয়া, নিজের
পরলোক-হিত-চিন্তায় প্রবৃত্ত হও ।

পরম শক্তিবিশিষ্ট উদারচিত্ত রাম পিতার আজ্ঞা প্রতিপাল-
নার্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে মুহূর্ত্তকাল এইপ্রকার অর্থযুক্ত বাক্যে
উপদেশ করিয়া, নিবৃত্ত হইলেন ।

ষড়ধিক শততম সর্গ ।

প্রজাবৎসল রাম মন্দাকিনী-তীরে এইপ্রকার অর্থ সঙ্গত
কথা বলিয়া, ক্ষান্ত হইলে, ধর্ম্মাত্মা ভরত সমবেত লোক সক-
লের বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগি-
লেন, হে পরন্তপ ! আপনি যেমন, এমন আর পৃথিবীতে কে
আছে? আপনাকে দুঃখে ব্যথিত বা সুখেও হর্ষিত করিতে
পারে না । বৃদ্ধমাত্রেই আপনার বহু-মাননা করেন । তথাপি,
ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, আপনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা
করিয়া থাকেন । মরিয়া গেলে যেমন স্ত্রী পুত্র ও দেহ প্রভৃতির
সহিত কিছুই সম্বন্ধ থাকে না, জীবদ্দশাতেও সেইরূপ সম্পর্কের
লেশমাত্র নাই । অতএব মৃত ও জীবিত, এই উভয়ে কিছুই
প্রভেদ নাই, আবার, অবিদ্যমানে যেমন রাগাদি জন্মে না ;

সুতরাং, বিদ্যমানেও এইরূপ রাগাদি বিধেয় হয় না ; যে ব্যক্তি এইপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছে, সে আর কিজন্য পরিতাপ করিবে ? হে মনুজাধিপ ! যে ব্যক্তি, আপনার ন্যায়, এই জগৎ-প্রপঞ্চ ও আত্ম-তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, এইপ্রকার বিষম দশায় পতিত হইয়া, বিষণ্ণ হওয়া তাঁহার উচিত নহে। হে রঘুনন্দন ! আপনি অমরের ন্যায় সত্ত্বসম্পন্ন, মহাত্মা, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও বুদ্ধিমান্। এবং ভূতগণের উৎপত্তি বিনাশ বিশেষরূপে বিদিত আছেন। এবংবিধ বহুবিধ গুণের আধার আপনাকে অত্যন্ত অসহ্য দুঃখও অবসন্ন করিতে পারে না, সত্য ; কিন্তু আমাকে নিতান্তই অভিভূত করিয়া থাকে।

যাহা হউক, আমি প্রবাসে থাকাতে, ক্ষুদ্র-প্রকৃতি জননী কৈকেয়ী আমার জন্য যে পাপ করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই আমার অভিমত বা অভিপ্রেত নহে। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ আছি। সেইজন্য, ঈদৃশ অপরাধ করিলেও, এই পাপকারিণী দণ্ডযোগ্যা জননীকে কঠোর দণ্ডে হত করি নাই। যাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম পরম পবিত্র ; সেই দশরথের ঔরসে উৎপন্ন এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া, আমি কিরূপে জুগুপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি ? আর, দশরথ আমাদের ক্রিয়াবান্ গুরু, বৃদ্ধ পিতা ও সাক্ষাৎ দেবতা এবং রাজা। বিশেষতঃ তাঁহার পরলোক হইয়াছে। অতএব সভামধ্যে তাঁহারও নিন্দা করিতে পারি না। কিন্তু হে ধর্ম্মজ্ঞ ! কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিদিত থাকিয়াও সামান্য স্ত্রীর প্রিয়কামনায় ঈদৃশ ধর্ম্মার্থহীন পরম গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে ? পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, আসন্নকালে লোক-মাত্রেরই বিপরীত বুদ্ধি হইয়া থাকে। রাজা দশরথ এইপ্রকার বিপরীত বুদ্ধির কার্য্য করিয়া, সেই জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিলেন। যাহা হউক, পিতৃদেব, জ্যেষ্ঠকেই রাজ্য দিব, মনে করিয়া, পরে কৈকেয়ীর ক্রোধ, মোহ ও সাহস বশতঃ, তাঁহার

যে অতিক্রম করিয়াছেন, আপনাকে সেই দোষ ক্ষালন করিতে হইবে। পিতৃলোকের পতন নিবারণ করে, এইজন্য পুত্রকে অপত্য বলে। অতএব, যে পুত্র পিতার দোষ সমস্ত সঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করে, সে নিঃসন্দেহই অপত্য নামে পরিগণিত হয় না। আপনি এক্ষণে প্রকৃত অপত্যের কার্য্য করুন, পিতার পাপের পোষকতা করিবেন না। দশরথ ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করিয়াছেন, ধীরগণ তাহার নিন্দা করেন। অতএব, আমি যাহা বলিলাম, সেইমত কার্য্য করিয়া, আপনি আমাকে, কৈকেয়ীকে, পিতাকে, সুহৃৎ ও বান্ধবদিগকে এবং নগরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিবর্গকে, ফলতঃ, সকলকেই, পরিত্রাণ করুন। তপস্বিধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই উভয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ। আর, জটা-ধারণ ও প্রজাপালন এই উভয়েও কিছুমাত্র একতা নাই। অত-এব ঈদৃশ বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আপনার উচিত হয় না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! সত্য বটে, ক্ষত্রিয়েরও বনবাস-ধর্ম্ম বিহিত আছে, কিন্তু রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াই তাহার আদ্য ধর্ম্ম। তদ্দ্বারা প্রজাগণের পরিপালন হইতে পারে। এই রূপে সাক্ষাৎ সুখ-সাধন প্রজাপালনব্রত পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষত্রিয়কুলের বহু-মানাস্পদ কোন্ ব্যক্তি অসুখের হেতুভূত, অনিশ্চিত-ভাবাপন্ন, সংশয়াস্পদ ও বৃদ্ধ-কাল-সাধ্য বানপ্রস্থধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে? যদি কৃচ্ছ্রসাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনার একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ধর্ম্মানুসারে বর্ণচতুষ্টয়ের পালন করত ক্লেশ সম্ভোগ করুন। চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন। অতএব, আপনি কি রূপে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? কি বিদ্যা, কি জন্ম, কি স্থান, সকল প্রকারেই আমি আপনার কনিষ্ঠ। অতএব আপনি বিদ্যমানে, আমি কিরূপে রাজ্য পালন করিতে পারি? অথবা, আমি বুদ্ধিহীন, গুণহীন ও স্থানহীন বালক। আপনার বিরহে বাঁচিতেও ইচ্ছা করি না;

রাজ্যপালনের কথা আর কি বলিব? অতএব, হে আর্য্য! আপনিই স্বীয় ধর্ম্মানুসারে বান্ধবগণের সহিত অব্যাকুলচিত্তে এই অকণ্টক নিখিল পৈতৃক রাজ্য শাসন করুন। মন্ত্রবিৎ! সমুদায় প্রকৃতিমণ্ডল এবং বশিষ্ঠদেবের সহিত, মন্ত্রকুশল ঋত্বিকগণ, সকলে একত্র হইয়া, এইখানেই আপনাকে অভিষিক্ত করুন। ইন্দ্র যেমন দেবগণের সহিত শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া, স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ, আপনিও অভিষিক্ত হইয়া, বলপূর্ব্বক অরাতিবংশ ধ্বংস করিয়া, রাজ্য-পালন নিমিত্ত আমাদের সহিত অযোধ্যায় গমন করুন। এবং তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক, দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয় পরিশোধ, বিপক্ষগণের উন্মূলন ও অভীষ্ট সম্পাদন দ্বারা বন্ধুগণের পরিতৃপ্তি বিধান করিয়া, আমাকে পরিপালন করুন। হে আর্য্য! অদ্য আপনাকে অভিষিক্ত দেখিয়া, সুহৃদ্গণ সন্তুষ্ট হউন। এবং দুর্হৃদ্গণ ভীত হইয়া, দশ দিকে পলায়ন করুক। হে পুরুষাগ্রগণ্য! অদ্য আপনি আমার জননীর কলঙ্ক ক্ষালন করিয়া, পরমপূজনীয় পিতৃদেবকেও পাপ হইতে মোচন করুন। আমি অবনত মস্তকে যাচ্ঞা করিতেছি, মহেশ্বর যেমন সর্ব্বভূতেই করুণাবিশিষ্ট, আপনিও সেইরূপ আমার ও সমুদায় বান্ধবের প্রতি করুণা বিতরণ করুন। যদি, আমার এই প্রার্থনা পূরণ না করিয়াই, এখান হইতে বনে গমন করেন, তাহা হইলে, আমিও আপনার সমভিব্যাহারে যাইব।

সত্ত্বসম্পন্ন মহীপতি রাম পিতৃদেবের আজ্ঞা-পালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সুতরাং, ভরত নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, অবনত মস্তকে এই প্রকারে প্রসন্ন করিলেও, তিনি অযোধ্যাগমনে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার এইপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য স্থৈর্য্য দর্শনে লোক সকল যুগপৎ হর্ষবিষাদ প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ, তিনি অযোধ্যায় যাইতেছেন না, ভাবিয়া তাহারা যেমন দুঃখিত হইল, তিনি পিতার আজ্ঞাপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

করিয়াছেন, দেখিয়া, তাহারা তেমনি হর্ষিত হইকা। অনন্তরে ভরত তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঋত্বিগ্‌গণ, প্রধান প্রধান পুরবাসিগণ ও মাতৃগণ, সকলেই হৃতচিত্ত হইয়া, অনর্গল অশ্রু বর্ষণ করিয়া, তাঁহার প্রশংসা, এবং সবিশেষ অনুনয় বিনয় সহকারে রামকে অযোধ্যায় যাইবার জন্য যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিক শততম সর্গ।

ভরত পুনরায় ঐপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, তদীয় অগ্রজ পরম মাননীয় শ্রীমান্ রাম জ্ঞাতিগণের সমক্ষে প্রত্যুত্তর করিলেন, দশরথ রাজাদিগের মধ্যে অতিশয় সৎস্বভাব। তুমি তাঁহারই ঔরসে কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মিয়াছ। অতএব, তোমার কথা সকল যে যুক্তিযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু, ভাই! পূর্ব্বে আমাদের পিতৃদেব দশরথ তোমার জননীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়া, তোমার মাতামহের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, যে, শুল্ক বা পণ স্বরূপ কৈকেয়ীকে রাজ্য প্রদান করিবেন। পরে দেবাসুর যুদ্ধেও কৈকেয়ী বিশেষরূপে শুশ্রূষা করিলে, সকলের প্রভু রাজা দশরথ পরম সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বরদ্বয় দান করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সেইজন্যই ত্বদীয় যশস্বিনী বরবর্ণিনী জননী রাজাকে বিশেষরূপে প্রতিশ্রুত করাইয়া, ঐ দুই বর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। হে নরসিংহ! রাজাও তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, তোমার রাজ্য এবং আমার বনবাস, এই দুই বর তাঁহাকে প্রদান করেন। হে পুরুষাগ্রগণ্য! উল্লিখিত বরদান নিমিত্ত আমিও পিতার আদেশে দণ্ডক বনে চতুর্দ্দশবর্ষ বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। অধুনা, পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত স্পর্দ্ধাহীন হইয়া, এই নির্জ্জন অরণ্য আশ্রয় করিয়াছি। হে রাজেন্দ্র! আমার

হয়; তোমারও প্রতি পিতার নিয়োগ আছে। অতএব রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, পিতৃ-সত্য পালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ধর্ম্মজ্ঞ! অধুনা আমার প্রীতির জন্য তোমাকে পিতার ঋণমোচন ও উদ্ধার এবং কৈকেয়ীরও সন্তোষ বিধান করিতে হইবে। তাত! জনশ্রুতি আছে, পূর্ব্বে যশস্বী গয় গয়াপ্রদেশে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া, পিতৃপ্রীতির উদ্দেশে শ্রুতি গান করিয়াছিলেন। ঐ শ্রুতির মর্ম্ম এই, যেহেতু, "পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ এবং সর্ব্বতোভাবে পালন করে, সেইহেতু, তাহাকে পুত্র বলিয়া থাকে। গুণবান্ ও বহু বিষয়ে জ্ঞানবান্, এইরূপ বহু পুত্রের কামনা করাই কর্ত্তব্য। কেননা, সেই বহু পুত্রের মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়ায় যাইতে পারে।" হে রঘুনন্দন! রাজর্ষিমাত্রেই এই প্রকারে পিতার পরলোক-সাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। অতএব, নরশ্রেষ্ঠ! তুমিও পিতাকে নরক হইতে উদ্ধার কর। এ বিষয়ে তোমার বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা আছে। হে বীর! অধুনা, তুমি শত্রুঘ্নের সমভিব্যাহারে দ্বিজাতিগণে বেষ্টিত হইয়া, অযোধ্যায় গমন এবং প্রজাগণের প্রীতি সম্পাদন কর। আমিও আর বিলম্ব না করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণ এই দুই জনের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি। হে ভরত! তুমি স্বয়ং লোক সকলের রাজা হও; আমি অরণ্যচর মৃগগণের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হই। অদ্য তুমি পরম আহ্লাদিত হইয়া, পুরশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় গমন কর; আমিও এদিকে অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া, দণ্ডক বনে প্রবেশ করি। ভরত! রাজকীয় শ্বেত ছত্র, দিনকর-কর-নিকর প্রতিহত করিয়া, তোমার মস্তকে সুশীতল ছায়া বিধান করুন। এদিকে, আমিও সুখে এই সকল আরণ্য পাদপের ছায়া আশ্রয় করি। শ্বেত ছত্রের ছায়া অপেক্ষাও এই ছায়া অতিশয় শীতল ও সুখজনক। হে ভরত! শত্রুঘ্নের বুদ্ধি অতি কার্য্যক্ষম। তিনি তোমার যেমন সহায়, সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ এই লক্ষ্মণও তেমনি আমার

প্রধান মিত্র। ফলতঃ, আমরা চারি জনেই আত্মার পুরুষের মধ্যে প্রধান। অতএব, তাঁহার সত্য রক্ষা করিব। তুমি বিমনা হইও না।

—০:০—

অষ্টাধিক শততম সর্গ।

ধর্ম্মজ্ঞ রাম ভরতকে আশ্বাস প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রাহ্মণোত্তম জাবালি ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, রাম! তুমি আর্য্যবুদ্ধি তপস্বী। অতএব, ইতর লোকের ন্যায়, পিতৃ আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য, ইত্যাকার নিরর্থক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইও না। দেখ, লোকে কে কার বন্ধু? কাহার দ্বারা কাহারই বা কি ইষ্টাপত্তি হইয়া থাকে? প্রাণিমাত্রেই একাকী জন্ম গ্রহণ করে; আবার, একাকীই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, রাম! ইনি আমার মাতা, ইনি আমার পিতা, এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, যে ব্যক্তি আসক্তি বন্ধন করে, তাহাকে, উন্মত্ত বলিয়া, জানিবে। ফলতঃ, কেহই কাহারই নহে। যেমন কোন ব্যক্তি গ্রামান্তর-গমন-সময়ে কোন স্থানে অবস্থিতি করে; পরদিন আবার তাহা ত্যাগ করিয়া, প্রস্থান করিয়া থাকে; মনুষ্যের পিতা, মাতা, গৃহ ও ধনাদি বিভব ইত্যাদির সহিতও এইপ্রকার ক্ষণিক সম্পর্ক। সজ্জন ব্যক্তি এইজন্য সে সকলে আসক্ত হয়েন না। হে নরোত্তম! পৈতৃক রাজ্য এক বারেই ত্যাগ করিয়া, বহু-বিঘ্নময় ও বিষম-দুঃখজনক বনমার্গ অবলম্বন করা তোমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য হয় না। অতএব তুমি পরম সমৃদ্ধিশালী অযোধ্যায় গমন করিয়া, আপনাকে অভিষিক্ত কর। ঐ নগরী এক-বেণী-ধারিণী বিরহিণীর-বেশে তোমার সমাগম প্রতীক্ষা করিয়া আছে। পার্থিবনন্দন! এক্ষণে তুমি, স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায়, মহামূল্য রাজভোগ সকল অনুভব করত অযোধ্যায় বিহার কর। দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমিও তাঁহার কেহই নহ। ফলতঃ,

তিনি তোমার পিতা নহেন, তুমিও তাঁহার পুত্র নহ। অতএব, যাহা বলিলাম, তাঁহাই অনুষ্ঠান কর। আরও দেখ, পিতা নিমিত্ত-কারণমাত্র; জননী ঋতুমতী হইয়া, পরস্পর-মিশ্রিত শুক্র ও শোণিত গর্ভে ধারণ করিলেই, লোকের জন্ম হইয়া থাকে। রাজা সেইখানেই গিয়াছেন, যেখানে তাঁহাকে নিশ্চয়ই গমন করিতে হইবে। অথবা, স্বভাবের নিয়মানুসারে প্রাণিমাত্রেরই এইপ্রকার ঘটিয়া থাকে। অতএব তুমি মিছামিছি রাজ্যরূপ পুরুষার্থ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতেছ। প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইলেও, যাহারা তাহা ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মে তৎপর হয়, তাহাদের জন্যই আমার শোক হইয়া থাকে; অন্যের জন্যে নহে। কেন না, ঐরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইহলোকে দুঃখ ভোগ করিয়া, পরলোকেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে যে অষ্টকাকে পিতৃদেবগণের পরম হিতজনক ভাবিয়া, শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তাহাতে, রাশি রাশি অন্নের বিনাশ হয় মাত্র। বিচার করিয়া দেখ, মৃত ব্যক্তি কি কখন ভক্ষণ করিয়া থাকে? আর, যদি এক জন ভোজন করিলে, অন্য জনের ভোজন করা হয়, তাহা হইলে, প্রবাসে গমনোদ্যত ব্যক্তিকে পাথেয় প্রদান করা কোন মতেই সঙ্গত হয় না। তাহার উদ্দেশে অন্য ব্যক্তিকে ভোজন করাইলেই, সেই ভুক্ত অন্নে তাহার পাথেয়ের কার্য্য হইতে পারে। সুতরাং, লোকে যে পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করায়, তাহা পণ্ডশ্রমমাত্র। ফলতঃ, কৃষি প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ক্লেশকর দেখিয়া, কতিপয় বুদ্ধিমান্ সুচতুর ব্যক্তি মিলিত হইয়া, লোক-দিগকে কৌশলে বশীভূত করিয়া দান করাইবার জন্য তাহার উপায়স্বরূপ বেদাদি গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়াছে এবং তাহাতে কেবল এইপ্রকার উপদেশ দিয়াছে যে, যাগ কর, দান কর, তপস্যা কর, দীক্ষিত হও এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন কর। এইরূপে, পামরদিগকে প্রতারণা এবং অনায়াসে ধন-গ্রহণ, ইহাই বেদাদি-

প্রয়োজনের উদ্দেশ্য। তুমি পরম বুদ্ধিমান্। অতএব, বুঝিয়া দেখ, ঐহিক ভিন্ন, পরলোক-প্রয়োজন কিছুই নাই। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহারই অনুষ্ঠান কর; যাহা অপ্রত্যক্ষ বা অনুমানসিদ্ধ, তাহাতে প্রবৃত্ত হইও না। ভরতও তোমায় প্রসন্ন করিলেন। এক্ষণে, তুমি সাধুগণের সর্ব্বলোক-সম্মত বুদ্ধির অনুসারী হইয়া, রাজ্য প্রতিগ্রহ কর।

—•—

নবোত্তরশততম সর্গ।

সত্যপরাক্রম রাম জাবালির কথা শুনিয়া, তাহার বিরুদ্ধ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, বেদ-বিহিত-কথা-প্রমাণ বলিতে লাগিলেন, আপনি আমার প্রিয়কামনায় যাহা বলিলেন, তাহা, বস্তুতঃ অকর্ত্তব্য হইলেও, কর্ত্তব্যের ন্যায়, এবং পরিণামে দুঃখজনক হইলেও, আপাততঃ পরম হিতকর বলিয়া, প্রতীত হইয়া থাকে। যাহা হউক, যে ব্যক্তি সৎপথ ত্যাগ করিয়া, কুপথে ধাবমান ও পাপাচারপরায়ণ হয় এবং সাধু-সম্মত শাস্ত্র সকল ত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণ-বিরুদ্ধ নাস্তিকাদি শাস্ত্রে আসক্তি প্রদর্শন করে, সে কখন সজ্জন সমাজে সমাদর প্রাপ্ত হয় না। লোকে কুলীন বা অকুলীন, বীর বা অবীর, শুচি বা অশুচি, যাহাই হউক, বেদ-বিহিত-সদাচার-সম্পন্ন হইলেই, তাহার সমুদায় সিদ্ধ হইয়া থাকে; বলিতে কি, বৈদিক সদাচার অবলম্বন করিলে, অনার্য্যও আর্য্য-সদৃশ, অশুচিও শুচি, অলক্ষণও লক্ষণযুক্ত এবং দুঃশীলও সুশীলের সমান হয়। আপনি যে অধর্ম্মমার্গ উপদেশ করিলেন, ইহার অনুসারী হইলে, লোকসংকর সংঘটিত হইয়া থাকে। আমি যদি এইপ্রকার ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়াও, উল্লিখিত অধর্ম্ম-পথে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে, আমাকে শ্রুতি প্রভৃতির বিরুদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অশুভ প্রাপ্ত হইতে হইবে। এবং, যাহার কার্য্যাকার্য্য বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, তাদৃশ চেতনাবান্ পুরুষ-

[illegible] আপনাকে পরলোক-ধ্বংসকর দুরাচার ভাবিয়া, কোন মতেই সমাদর করিবে না। ফলতঃ, আপনার উপদিষ্ট-ব্যবহারানুরূপ কার্য্য করিলে, আমার সত্যপালন-বিষয়িণী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। তখন আর কি উপায়ে আমি স্বর্গলাভে সমর্থ হইব? আর, শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, যে, পিত্রাদির প্রবর্ত্তিত আচার-বর্ত্মের অনুসরণ করিবে। কিন্তু, আপনার উপদিষ্ট এই ব্যবহার-পদ্ধতি পিত্রাদির মধ্যে কাহারও প্রণীত বা আচরিত নহে। অতএব, বলুন, অন্য কাহার প্রবর্ত্তিত, আমি অনুসরণ করিব। আরও দেখুন, রাজাদের যেরূপ ব্যবহার, প্রজারাও তদনুরূপ আচারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, আমি আপনার উপদেশ-বশবর্ত্তী হইয়া, যথেচ্ছাচারী হইলে, সমস্ত প্রজালোকেও যথেচ্ছাচার-পরতন্ত্র হইবে। দেখুন, রাজ-চরিত অনাদি-কাল-প্রসিদ্ধ, সর্ব্বপ্রকারেই নৃশংসতার বহির্ভূত এবং একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, রাজাদের রাজ্যও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। অধিক কি, সমুদায় লোকও একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। ঋষিগণ ও দেবগণ একমাত্র সত্যেরই সমাদর করেন। এবং সংসারে একমাত্র সত্যবাদীই পরম অক্ষয় লোকে গমন করিয়া থাকেন। সর্প হইতে লোকে যেমন উদ্বিগ্ন হয়, মিথ্যাবাদীও সেইরূপ উদ্বেগ সমুৎপাদন করে। সত্যই যাহার শ্রেষ্ঠ ভাব, তাদৃশ ধর্ম্মই সংসারে সকলের মূল বলিয়া পরিগণিত হয়। সত্যই লোকে ঈশ্বর; সত্যেই সাধুগণের আশ্রিত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত; সত্যই সকলের আদি এবং সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদ আর নাই। দান, যজ্ঞ, হোম ও যথাবিধানে অনুষ্ঠিত তপস্যা ইত্যাদির প্রতিপাদক বেদ সকলও একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব লোকমাত্রেরই সত্য-পালনে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। ফলতঃ, বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে। দেখুন, কেহ রাজ্য পালন ও কেহ কুলমাত্র পোষণ করে এবং কেহ নরকে মগ্ন ও কেহ বা স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম

অবগত হইয়া, আমি কি রূপে পিতার আজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হইতে পারি? বিশেষতঃ, পিতা আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সদাচার-নিষ্ঠ। সেইজন্য সত্যপালন অনুরোধে আমাকে সত্যেই নিয়োগ করিয়াছেন। আমিও শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অতএব, লোভ, মোহ বা অজ্ঞান প্রযুক্ত, শাস্ত্রের বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করিয়া, পিতৃদেবের সত্য সেতু ভগ্ন করিব না। শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহার পরিপালন না করে, তাদৃশ চঞ্চলস্বভাব ও অস্থিরচিত্ত পুরুষের হব্য-কব্যাদি না দেবগণ, না পিতৃগণ, কেহই প্রতিগ্রহ করেন না। জীবগণের স্থিতি-সমৃদ্ধি উদ্দেশ করিয়া, যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাদৃশ এই সত্য-পালন ধর্ম্ম, সমুদায় ধর্ম্মের প্রধান বলিয়া, আমার বিশেষ লক্ষ্য আছে। পূর্ব্বতন সৎপুরুষগণও সত্যপালন অনুরোধে এইপ্রকার জটা-বল্কলাদি ভার বহন করিয়াছেন। সেইজন্য, আমিও ইহার সবিশেষ পক্ষপাতী। আর, ক্ষত্রিয়গণ যে ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাহা বস্তুতঃ অধর্ম্ম, ধর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে মাত্র। ক্ষুদ্র-প্রকৃতি, দয়াহীন ও লোভ-পরবশ পাপাত্মারাই ঐ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। আমি তাহা ত্যাগ করিব।

লোকে প্রথমে মনে মনে পাপ সংকল্প করিয়া, পরে জিহ্বা দ্বারা তাহা লোকের নিকট ব্যক্ত করে, তদনন্তর শরীর দ্বারা তাহা সম্পাদন করিয়া থাকে। এই রূপে কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে পাপ-কর্ম্ম তিনপ্রকার। ফলতঃ, ভূমি, কীর্ত্তি, যশ ও লক্ষ্মী, ইহাঁরা সত্যশীল পুরুষেরই প্রার্থনা করেন এবং শিষ্ট পুরুষগণ একমাত্র সত্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। অতএব, সর্ব্বান্তঃকরণে সত্যই আশ্রয় করিবে। সে যাহা হউক, আপনি সবিশেষ অবধারণ পূর্ব্বক যুক্তি-প্রতিপাদক বাক্যে আমাকে রাজ্য-পালনে আজ্ঞা করিয়া, উহার যে শ্রেষ্ঠতা উপদেশ করিলেন, তাহা কখনই ন্যায়-সঙ্গত হইতে পারে না। দেখুন, আমি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনে বাস করিব, বলিয়া, সাক্ষাৎ গুরুর

নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; কি রূপে এখন সেই গুরুবাক্য লংঘন করিয়া, ভরতের কথা রক্ষা করিব? আর, আমি গুরুর সান্নিধ্যে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিলে, দেবী কৈকেয়ী তৎকালে অতিশয় হৃষ্টচিত্তা হইয়াছিলেন। তাঁহাকেও এখন মনঃকষ্ট দেওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। অতএব আমি বনে থাকিয়াই, শুচি, সংযতাহার, কপটবিহীন, কার্য্যাকার্য্য-বিচার-সম্পন্ন ও সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধাশীল হইয়া, পরম পবিত্র ফল, মূল ও পুষ্প দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সন্তোষ সম্পাদন পূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এই কর্ম্ম-ভূমি প্রাপ্ত হইয়া, শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অগ্নি, বায়ু ও সোম ইহাঁদের প্রসাদে অনুরূপ শুভলোক লাভ হইয়া থাকে। দেখুন, দেবরাজ ইন্দ্র শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মহর্ষি-গণও কঠোর তপস্যা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

নৃপনন্দন পরম তেজস্বী রাম জাবালির উক্তপ্রকার নাস্তিক বাক্যের হেতুভূত শুষ্ক তর্ক শ্রবণ পূর্ব্বক নিতান্ত অসহমান হইয়া, যথোচিত তিরস্কার করত পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, সাধুগণ সত্য, ধর্ম্ম, পরাক্রম, সর্ব্বভূতে অনুকম্পা, প্রিয় বাক্য এবং দেব দ্বিজ ও অতিথিসেবা এই কয়েকটীকে স্বর্গ-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এই সাধু বাক্যের সাহায্যে, এইপ্রকারে অর্থই মুখ্যফল প্রদান করে, শুনিয়া, যথা-যথ মীমাংসা করত সাবধান হইয়া, বিহিত বিধানে ধর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে তত্তৎ লোক লাভের অভিলাষ করেন। কিন্তু আপনি এইপ্রকার নাস্তিক বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া, লোক-বিনাশার্থ পর্য্যটন করিয়া থাকেন। আপনি ধর্ম্মপথ হইতে এক বারেই পরিভ্রষ্ট ও যার পর নাই নাস্তিক এবং আপনার বুদ্ধিও বেদ-বহির্ভূত কুমার্গের অনুসারিণী। অতএব, পিতৃদেব যে আপনাকে যাজক-পদে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার এই কার্য্যের আমি নিন্দা করি।

চোরকে যেমন শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য, বুদ্ধকেও সেইরূপ দণ্ড দেওয়া বিধেয়। আবার, বুদ্ধমতাবলম্বী নাস্তিকেরাও চোরের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবেই দণ্ডার্হ, জানিবেন। অতএব, চোরের ন্যায়, যে নাস্তিকের দণ্ডবিধান করা সাধ্যায়ত্ত, তাহাকে চোরের ন্যায়, দণ্ডিত করাই কর্ত্তব্য। ইহাতে, প্রজার প্রতি রাজার অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়, সন্দেহ নাই। আর, দণ্ডের অযোগ্য হইলে, নাস্তিকের সহিত ব্রাহ্মণ বা জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বাক্যালাপ ত্যাগ করিবেন। আপনার অপেক্ষা যাঁহারা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ঐরূপ অনুষ্ঠানে, কি ইহলোক, কি পরলোক, কুত্রাপি তাঁহাদের কোন-রূপ ফল-কামনা লক্ষিত হয় না; একমাত্র বেদবিধি ভাবিয়াই, তাহাতে তাঁহার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব, যে সকল দ্বিজাতি একমাত্র বেদপ্রমাণ অনুসারে অহিংসা ও সত্যাদি, তপোদান ও পরের উপকারাদি এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন; যাঁহারা এক-মাত্র ধর্ম্মে তৎপর, তেজস্বী, হিংসাবিহীন ও সর্ব্বথা শুদ্ধভাবা-পন্ন এবং যাঁহারা প্রধানতঃ দান-গুণ-পবতন্ত্র, ও সৎস্বভাব পুরুষ-গণের সহিত সর্ব্বদা মিলিত হইয়া থাকেন, বশিষ্ঠাদি তাদৃশ প্রধান প্রধান ঋষিগণই সংসারে সকলের পূজ্য হইয়া থাকেন; আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণের সেরূপ ঘটনা কোন মতেই সম্ভব নহে।

অবিচলিত-ধৈর্য্যাদি-গুণসম্পন্ন মহানুভব রাম রোষভরে এই-প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, জাবালি পুনরায় অনুনয় সহকারে সত্য ও হিতযুক্ত আস্তিক বাক্যে কহিলেন, আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও বলিতেছি না। আর, পরলোক নাই, ইহা কখনই হইতে পারে না। ফলতঃ, আমি সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, পারলৌকিক-ব্যবহারকালে আস্তিকমতানুসারে সকল কার্য্যই সম্পাদন করি; লৌকিক-ব্যবহার সময়েই কেবল নাস্তিক হইয়া থাকি। অধুনা, সেই লৌকিক ব্যবহারের সময়ও

ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্যই আমি আপনাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার আশয়ে, বিশেষতঃ, আপনি যে অতিশয় আস্তিক, লোকমধ্যে বিশেষ রূপে তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, এইপ্রকার নাস্তিকবাদ প্রয়োগ করিলাম। আর, আপনি এই নাস্তিকবাদ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনাকে প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য, ভাবিয়া, আমি নাস্তিক নহি, ইত্যাদি বাক্যও বিন্যস্ত করিলাম।

দশোত্তর শততম সর্গ।

রাম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, জানিয়া, বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে কহিলেন, লোক সকল যে পুনঃ পুনঃ ইহলোক ও পরলোকে যাতায়াত করে, জাবালিও বিশেষরূপে তাহা অবগত আছেন। ইনি কেবল তোমাকে বনবাসে ক্ষান্ত করিবার আশয়েই এইপ্রকার বলিলেন। হে লোকনাথ! এক্ষণে আমার নিকট লোক সকলের জন্ম-কথা শ্রবণ কর।

সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত জগৎ জলমাত্র ছিল। সেই জলেই পৃথিবীর জন্ম। কাল সহকারে বিরাটরূপী স্বয়ম্ভু সমস্ত দেবতার সহিত আবির্ভূত হইয়া, বরাহ-বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক জল-নিমগ্না বসুন্ধরার উদ্ধার এবং সৃজন-শক্তিবিশিষ্ট স্বীয় পুত্রগণের সহিত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন। এই ব্রহ্মা, সকল কারণের কারণ আকাশরূপী মহাভুত হইতে সমুৎপন্ন, নিত্য, শাশ্বত ও অব্যয়। ইহাঁ হইতে ভগবান্ মরীচির জন্ম হয়। মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ এবং বিবস্বান্ হইতে স্বয়ং বৈবস্বত মনু জন্ম গ্রহণ করেন; এই বৈবস্বত মনুই প্রথম প্রজাপতি এবং ইহাঁরই পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু ইক্ষ্বাকুকেই প্রথমে এই সমৃদ্ধিশালিনী সমগ্র পৃথিবী প্রদান করেন। এই ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার আদি রাজা, জানিবে। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ কুক্ষি নামে বিখ্যাত।

হে বীর! কুক্ষি হইতে বিকুক্ষির জন্ম হয়। বিকুক্ষির পুত্র পরম তেজস্বী প্রতাপশালী বাণ। বাণের পুত্র মহাবাহু ও মহা-তপা অনরণ্য। সাধুশ্রেষ্ঠ মহারাজ অনরণ্যের রাজত্ব সময়ে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা কেহই তস্কর ছিল না। মহারাজ! অন-রণ্যের ঔরসে রাজা পৃথু জন্ম গ্রহণ করেন। পৃথুর পুত্র পরম তেজস্বী ত্রিশঙ্কু। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, এইজন্য সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র পরম যশস্বী ধুন্ধুমার। ধুন্ধু-মারের ঔরসে পরম তেজস্বী যুবনাশ্বের জন্ম হয়। শ্রীমান্ মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্ররূপে সমুদ্ভূত হয়েন। মান্ধাতার ঔরসে পরম তেজস্বী সুসন্ধি জন্ম গ্রহণ করেন। সুসন্ধির দুই পুত্র, ধ্রুব-সন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধির পুত্র শত্রুদমন ও যশস্বী ভরত। মহাবাহু ভরত হইতে অসিতের জন্ম হয়। হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দুপ্রমুখ নরপতিগণ শত্রুতা অবলম্বন করিয়া, এই অসিতের প্রতিকূলে অভ্যুত্থিত হয়েন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, রাজা অসিত তাঁহাদের সকলের বিরুদ্ধে প্রথমে সৈন্যদিগকে ব্যূহিত করেন। পরে, তাঁহাদিগকে পরাজয় করা, অসাধ্য বুঝিয়া, প্রবাস আশ্রয় ও মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পরম মনোহর শৈলরাজ হিমালয়ে সবিশেষ অনুরাগ সহকারে জীবনের অবশিষ্ট সময় যাপন করিয়াছিলেন।

এইপ্রকার জনশ্রুতি আছে, হিমালয়-বাসকালে তাঁহার পত্নী-দ্বয় গর্ভবতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম কালিন্দী। মহাভাগা পদ্ম-পলাশ-লোচনা কালিন্দী পুত্র-রত্নের অভিলাষে, দেবতার ন্যায় তেজস্বী ভৃগুনন্দন চ্যবনের উপাসনা করেন। এবং তদীয় সপত্নী গর্ভবিনাশ-বাসনায় তাঁহাকে বিষ প্রদান করিয়াছিলেন। ভৃগুনন্দন চ্যবন তৎকালে হিমালয় আশ্রয় করিয়া ছিলেন। কালিন্দী পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে বর গ্রহণ আশয়ে ঋষির শরণাপন্না হইয়া, যথাবিধানে বন্দনা করিলে, মহর্ষি চ্যবন প্রীত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! তোমার

পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র মহাত্মা, সকল লোকে বিখ্যাত, ধার্ম্মিক, ও অতিশয় ভীষণ-স্বভাব হইবে এবং বংশপরম্পরা বিস্তার ও শত্রুগণের সংহার করিবে।

রাজমহিষী কালিন্দী ঋষির এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া, গৃহে আগমন পূর্ব্বক, পদ্মপত্রের ন্যায় আয়তলোচন ও পদ্মকোষের ন্যায় ভাস্বরবর্ণ পুত্র প্রসব করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তদীয় সপত্নী গর্ভবিনাশ বাসনায় বিষ প্রদান করেন। সেই গর অর্থাৎ বিষের সহিত পুত্রের জন্ম হওয়াতে, তাঁহার নাম সগর হইল। এই রাজা সগরই পর্ব্বে দীক্ষিত হইয়া, খননবেগে সমুদায় প্রজালোকের উদ্বেগ সমুৎপাদন করিয়া, পুত্রগণের সাহায্যে সমুদ্র খনন করাইয়াছিলেন। এইরূপ শ্রুত আছে, সগরের ঔরসে অসমঞ্জের জন্ম হয়। তিনি সর্ব্বদা পাপানুষ্ঠান-পরতন্ত্র হওয়াতে, পিতা কর্তৃক জীবিতাবস্থাতেই পরিত্যক্ত হয়েন। অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থের পুত্র রঘু। এই ককুৎস্থ হইতে কাকুৎস্থ এবং রঘু হইতে রাঘব নাম বংশপরম্পরায় প্রচলিত হইয়াছে। রঘুর ঔরসে যথাক্রমে তেজস্বী প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষপাদ ও সৌদাস নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত পুত্র-চতুষ্টয়ের জন্ম হয়। তন্মধ্যে শঙ্খণ, কল্মাষপাদের অপত্য বলিয়া আমাদের শুনা আছে। ইনি যুদ্ধে অতুল পরাক্রম লাভ করিয়া, দৈবাৎ সসৈন্যে বিনষ্ট হয়েন। ইহাঁর পুত্রের নাম সুদর্শন। পরম বীর্য্যশালী শ্রীমান্ সুদর্শনের ঔরসে অগ্নিবর্ণের উদ্ভব হয়। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ। শীঘ্রগের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক। প্রশুশ্রুকের পুত্র মহামতি অম্বরীষ। অম্বরীষের পুত্র সত্যবিক্রম নহুষ। নহুষের পুত্র পরম ধার্ম্মিক নাভাগ। নাভাগের দুই পুত্র, অজ ও সুব্রত। তন্মধ্যে অজের পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ। তুমি সেই দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাম নামে বিখ্যাত। অতএব, তুমিই

পৃথিবীর রাজা। অধুনা স্বীয় রাজ্য গ্রহণ ও পরিপালন কর।
ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠই রাজা হইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে
কনিষ্ঠের অভিষেক হয় না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজপদ প্রাপ্ত
হয়েন। রঘুবংশীয়দিগের এই কুলক্রমাগত সনাতন ধর্ম্ম বর্জ্জন
করা তোমার কোনক্রমেই উপযুক্ত হয় না। অতএব স্বীয়
পিতার ন্যায়, প্রভূত রত্ন ও প্রভূত রাষ্ট্রসম্পন্ন সমগ্র পৃথিবী
শাসন কর।

—০—

একদশাধিকশততম সর্গ।

রাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠ তৎকালে রামকে এইপ্রকার উপদেশ
করিয়া, পুনরায় ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে
কাকুৎস্থ! হে রাঘব! পুরুষ জন্মিলেই তাহার তিন জন গুরু
হইয়া থাকে; পিতা, মাতা ও আচার্য্য। হে পুরুষাগ্রগণ্য!
পিতা মাতা শরীরমাত্রে পুরুষের জন্ম দেন। কিন্তু আচার্য্য
শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন। এইজন্য, আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ বা
প্রধান গুরু বলিয়া পরিগণিত হয়েন। হে পরন্তপ! আমি
তোমার পিতার ও তোমার, উভয়েরই সেই শ্রেষ্ঠ গুরু আচার্য্য।
অতএব আমার কথা রক্ষা করিলে, তোমার কখন সদ্গতি ভ্রষ্ট
হইবে না। হে তাত! ইহারা তোমার পরিষদ্, জ্ঞাতি ও সেবক
রাজা। ইহাদিগকেও যথাবিধানে রক্ষা করিলে, তোমার সদ্গতি
ভ্রষ্ট হইবে না। তোমার জননী স্বভাবতঃ সাতিশয় ধর্ম্মচারিণী,
বিশেষতঃ, বৃদ্ধা হইয়াছেন। ইঁহার অবাধ্য হওয়া তোমার
কোন মতেই শোভা পায় না। অতএব ইঁহার আজ্ঞা পালন
করিলেও, তোমাকে সদ্গতিভ্রষ্ট হইতে হইবে না। হে রঘুনন্দন!
তুমি যথার্থ ধার্ম্মিক ও প্রকৃত পরাক্রম বিশিষ্ট। অতএব যাচ্ঞা-
পরায়ণ ভরতের অনুরোধ রক্ষা করিলেও, তোমার সদ্গতি ভ্রষ্ট
হইবে না।

গুরুদেব বশিষ্ঠদেব স্বয়ং মধুর বাক্যে এইপ্রকার কহিয়া, আসন গ্রহণ করিলে, পুরুষপ্রবর রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, সর্ব্বদা সাধ্যানুসারে ক্ষীর ও অন্নাদি প্রদান, তৈলাদি দ্বারা উদ্বর্ত্তন, স্বাপন (ঘুম পাড়ান), যত্ন পূর্ব্বক লালন পালন ও প্রিয় বাক্য ইত্যাদি নানাপ্রকারে জনক জননী সচরাচর পুত্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার ও তাহার যেপ্রকার উপকার করেন, তাহার প্রতিদান বা শোধ করা সহজ নহে। দশরথ আমার জনক, প্রতিপালক এবং রাজা। অতএব তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কখন আমা দ্বারা মিথ্যা হইবে না।

রাম এইপ্রকার কহিলে, বিশালহৃদয় ভরত নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে, নিকটে উপবিষ্ট সারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! এই স্থণ্ডিলে তুমি শীঘ্রই কুশ সকল বিস্তারিত করিয়া দাও। আর্য্য রাম যাবৎ প্রসন্ন না হন, তাবৎ আমি ইহাঁকে উদ্দেশ করিয়া, প্রত্যুপবেশন করিব। (অর্থাৎ) ইনি আমার বাক্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া যাবৎ অযোধ্যায় প্রতিগমন না করিবেন, তাবৎ, অধমর্ণ-কর্ত্তৃক-ধনহীন উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন স্বীয় ধন গ্রহণ নিমিত্ত অধমর্ণের দ্বারে শয়ন করিয়া থাকেন, আমিও তেমনি নিরাহারে অবগুণ্ঠিতবদনে ইহাঁর সম্মুখে পর্ণকুটীরদ্বারে এই কুশোপরি শয়ন করিব। সুমন্ত্র এই কথায় রামের অনুরোধে কুশানয়নে বিলম্ব করিতে লাগিলেন, দেখিয়া, ভরত দুঃখিত চিত্তে স্বয়ং কুশাস্তরণ বিস্তারণ করিয়া, ভূমিতেই উল্লিখিত প্রকারে উপবেশন করিলেন। তদ্দর্শনে পরম তেজস্বী রাজর্ষিসত্তম রাম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত ভরত! তুমি কি অন্যায় করিয়া প্রত্যুপবেশন (নিরাহারে আবৃতমুখে এক পার্শ্বেই কুশোপরি বা ভূমিতে গৃহদ্বারে শয়ন) করিবে? হৃতধন ব্রাহ্মণই লোকদিগকে উপরুদ্ধ করিবার জন্য এইপ্রকার এক পার্শ্বে শয়ন করিতে পারেন, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়গণের প্রত্যুপবেশনে বিধি নাই। অতএব, হে পুরুষসিংহ! এই দারুণ ব্রত ত্যাগ করিয়া, গাত্রো-

প্রদান কর এবং শীঘ্রই এই বনভূমি হইতে পুরশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় গমন কর। ভরত সেই রূপেই শয়ন করিয়া, পুরবাসী ও জনপদবাসী সকল লোকেরই প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমরা কিজন্য আর্য্য রামকে এবিষয়ে অনুরোধ করিতেছ না? তখন, গ্রাম ও নগরবাসী ব্যক্তি সকল এক বাক্যে তাঁহাকে কহিল, আপনি ককুৎস্থনন্দন মহাত্মা রামকে, যাহা সঙ্গত, তাহাই বলিতেছেন, জানি। কিন্তু, এই মহাভাগ রামও পিতার আজ্ঞা-পালনে যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাও সর্ব্বাংশেই সঙ্গত। অতএব আমরা সহসা কাহাকেই স্বীয় উদ্দেশ্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া, বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান করাইতে পারি না।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া, রাম ভরতকে কহিলেন, ধর্ম্ম-দর্শী সুহৃদ্গণ যাহা বলিলেন, শ্রবণ কর। হে রঘুনন্দন! ইঁহারা তোমার ও আমার, উভয়েরই বিষয়ে এই যে কথা বলিলেন, শ্রবণ করিয়া, সবিশেষ বিচার করিয়া দেখ। যদি বিচার করি-বার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে, হে মহাবাহো! গাত্রোত্থান করিয়া, আমাকে ও আঁচমনার্থ উদক স্পর্শ কর।

অনন্তর ভরত শয্যা হইতে উঠিয়া, সলিল স্পর্শ পুর্ব্বক কহি-লেন, সভ্যগণ, মন্ত্রিগণ ও সকল শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ, সকলেই আমার কথা শ্রবণ করুন, আমি কখনই পৈতৃক রাজ্যের প্রার্থনা করি নাই তজ্জন্য, জননীকেও কোন কথা বলি নাই, অথবা, পরম ধর্ম্মজ্ঞ আর্য্য রামকেও বনবাসে দিতে অনুজ্ঞা করি নাই। তবে, যদি বনে বাস করিয়া, পিতৃআজ্ঞা পালন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে, ইঁহার পরিবর্ত্তে আমিই চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে অবস্থিতি করিব।

ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা ভরতের এই সত্য বাক্যে বিস্মিত হইয়া, সমবেত পৌর ও জানপদবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, কহি-লেন, পিতা দশরথ জীবদ্দশায় যাহা কিছু ক্রয়, বিক্রয় অথবা বন্ধকসূত্রে আদান প্রদান করিয়াছেন, তাহার লোপ করা,

আমার বা ভরতের ক্ষমতাধীন নহে। অতএব আমি নিজের সামর্থ্য থাকিতে, বনবাসে প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া, কখন অতি গর্হিত অনুষ্ঠান করিব না। কৈকেয়ী যাহা বলিয়াছেন, ভালই বলিয়াছেন এবং পিতা যাহা করিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। আর, ভরত যে ক্ষমাশীল এবং গুরুজনের সৎকার করেন, তাহাও আমি জানি। অতএব, রাজ্যপালনাদি সমুদায় কল্যাণই, এই সত্য-প্রতিজ্ঞ মহাত্মা ভরতেই শোভা পায়। এদিকে, আমিও এই ধর্ম্মশীল ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত পুনরায় বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া, সম্যক্‌রূপে পৃথিবীর পালন করিব। ফলতঃ, কৈকেয়ী পিতৃদেব রাজা দশরথের নিকট বর চাহিয়াছিলেন; আমি পিতাকে মিথ্যার হস্তে পরিত্রাণ করিবার জন্য, কৈকেয়ীর সেই বাক্য পালন করিয়াছি।

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ।

ভরত ও রাম, উভয়েই অপরিসীম তেজস্বী। তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া, এইপ্রকারে যে কথা বার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন, শুনিলে সকলেরই শরীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। সমবেত মহর্ষিগণ তদ্দর্শনে বিস্ময়রসে মগ্ন হইলেন। অনন্তর, যে সকল সিদ্ধপুরুষ এবং মুনি ও পরমর্ষিগণ অদৃশ্য হইয়া, এই ঘটনা দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই মহাভাগ রাম ও ভরত উভয়ের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, এই ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মবিক্রম রাম ও ভরত যাঁহার পুত্র, তিনিই ধন্য। ইহাঁদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া, আমরা সকলেই পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম।

অনন্তর ঋষিগণ রাবণের বধাভিলাষে সত্বর ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক নৃপশ্রেষ্ঠ ভরতকে কহিলেন, তুমি অতিশয় জ্ঞানী, অতিশয় সুশীল ও অতিশয় যশস্বী এবং সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। যদি পিতাকে সুখী করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে,

রাম যাহা বলিলেন, তদনুসারে কার্য্য করাই তোমার কর্ত্তব্য। আর, রাম সর্ব্বতোভাবে স্বকৃত অনুষ্ঠান করিয়া, পিতার নিকট অঋণী হন, ইহা আমাদের ঐকান্তিক অভিলাষ। দেখ, কৈকেয়ীর ঋণ পরিশোধ হওয়াতে, রাজা দশরথের স্বর্গ লাভ হইল। অধুনা, রাম যদি বিরুদ্ধ আচরণ কিংবা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন, তাহা হইলে, রাজার পুনরায় স্বর্গভ্রংশের সম্ভাবনা। গন্ধর্ব্বগণ, মহর্ষিগণ ও রাজর্ষিগণ এই কথা বলিয়াই, স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন। শুভদর্শন রাম এই বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া, পরম শোভা ধারণ এবং প্রফুল্ল বদনে সেই সকল ঋষির সবিশেষ পূজা করিলেন।

তখন ভরত ত্রস্ত গাত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে ও গদ্‌গদ বাক্যে পুনরায় রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! জ্যেষ্ঠেরই রাজপদে অভিষিক্ত হওয়া কর্ত্তব্য, এইপ্রকার কুলধর্ম্ম-সম্মত ধর্ম্ম সবিশেষ বিচার করিয়া, আপনাকে জননী কৌশল্যার প্রার্থনা পূরণ করিতে হইবে। আমি একাকী সুবিপুল রাজ্য রক্ষা, অথবা সবিশেষ অনুরাগবান্ পৌর ও জানপদগণের মনোরঞ্জন করিতে সাহস করিতে পারি না। এদিকে, জ্ঞাতিগণ, যোধগণ, মিত্রগণ ও সুহৃদ্‌গণ সকলেই, জলধারাবর্ষী জলধরের প্রতীক্ষায় সোৎসুকচিত্ত কৃষীবলের ন্যায়, একমাত্র আপনারই রাজপদ কামনায় অপেক্ষা করিয়া আছেন। অতএব, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি এই রাজপদ প্রতিগ্রহ করিয়া, ইহার স্থিতিবিধান করুন। রাজ্যপালনে আপনারই সবিশেষ ক্ষমতা আছে। এই বলিয়া ভরত ভ্রাতার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রিয় বাক্যে সম্বোধন করিয়া, অতিশয় নির্ব্বন্ধ সহকারে ও বিশিষ্ট রূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে মত্ত হংস সদৃশ সুস্বরকণ্ঠ রাম পদ্মপলাশলোচন শ্যামবর্ণ ভ্রাতা ভরতকে স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া, বলিতে লাগিলেন, ভাত! আমার বনবাসের অবিরোধে রাজ্য স্থাপন করিতে

তোমার যে বুদ্ধি হইয়াছে, এই বুদ্ধিই স্বাভাবিক এবং শিক্ষাবলে সমুৎপন্ন হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, আর যে বুদ্ধি করিয়াছ, তাহা সর্ব্বতোভাবেই দোষাবহ। আর, রাজ্য পালনেও তোমার সবিশেষ যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে। অতএব, তুমি তদ্বিষয়ে সমধিক উৎসাহী হও। এবং মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও বুদ্ধিমান্ সুহৃদ্গণের সাহায্যে বিশিষ্টরূপ মন্ত্রণা করিয়া, সমুদায় গুরুতর কার্য্যও সম্পাদিত কর। কান্তিও যদি চন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, হিমালয়ও যদি হিম ত্যাগ করেন এবং সমুদ্রও যদি বেলা-ভূমি অতিক্রম করেন, তথাপি, আমি পিতার প্রতিজ্ঞা-পালনব্রত লঙ্ঘন করিব না। অতএব, তাত! তোমার জননী কাম বা লোভপ্রযুক্ত যাহা করিয়াছেন, তাহা, তোমার সম্পূর্ণ অনভিমত বা ইচ্ছার বিপরীত হইলেও, সেরূপ মনে করিবে না; প্রত্যুত, তাঁহার প্রতি মাতারই ন্যায় ব্যবহার করিবে।

প্রতিপদের চন্দ্র দেখিতে যেমন সকলেরই ঔৎসুক্য জন্মে, রামকে দেখিতেও তেমনি লোকমাত্রেরই অভিলাষ হইয়া থাকে। তাঁহার তেজও সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায়। তিনি এইপ্রকার কহিলে, ভরত তাঁহাকে বলিলেন, আর্য্য! তবে, এক্ষণে এই স্বর্ণালঙ্কৃত পাদুকাযুগল পদদ্বয়ে পরিধান করিয়া, আমাকে প্রদান করুন। এই ভদ্রাসনস্থানীয় পাদুকাযুগলই আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ, সকল লোকের যোগ ক্ষেম বিধান করিবে। তখন, পুরুষপ্রবর রাম পাদুকাযুগল পরিধান ও পুনরায় মোচন করিয়া, মহানুভব ভরতকে প্রদান করিলেন। তিনি ভক্তি সহকারে পাদুকাযুগলে প্রণাম করিয়া, রামকে কহিলেন, হে বীর রঘুনন্দন! অতঃপর আমি চতুর্দ্দশ বৎসর জটাবল্কল ধারণ ও ফল মূল ভক্ষণ করিয়া, ভবদীয় আগমন প্রতীক্ষায় নগরের বাহিরে বাস করিব এবং সমুদায় রাজকার্য্য আপনার এই পাদুকাযুগলে নিবেদন করিয়া সম্পাদন করিব। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! চতুর্দ্দশ বৎসর সম্পূর্ণ হইলেও, যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে, হুতাশনে প্রবেশ করিব।

রামও, তাহাই হইবে বলিয়া অঙ্গীকারবন্ধন এবং শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া, এই কথা কহিলেন, হে রঘুনন্দন! তুমি জননী কৈকেয়ীকে রক্ষা করিবে; কদাচ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইবে না। এবিষয়ে তোমাকে আমার ও সীতার দিব্য। এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

তখন ধর্ম্মবিৎ ভরত পরম উজ্জ্বল ও সুন্দররূপে সজ্জিত পাদুকাযুগল সাদরে পরিগ্রহ করিয়া, রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এবং যে হস্তী সর্ব্বদা রাজাকে বহন করিত, তাহার মস্তকে সেই পাদুকাদ্বয় স্থাপন করিলেন। অনন্তর, স্বীয় ধর্ম্মে, হিমালয়ের ন্যায়, অবিচলিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত রঘুবংশবর্দ্ধন রাম গুরু, মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ, সমবেত অন্যান্য লোক সমস্ত এবং অনুজ ভরত ও শত্রুঘ্ন, সকলেরই আনুপূর্ব্বিক বিধানে যথাযোগ্য সৎকার ও সমাদরাদি করিয়া, বিদায় প্রদান করিলেন। বাষ্পভারে কণ্ঠদেশ রুদ্ধ ও অতিমাত্র শোকের আবির্ভাব হওয়াতে, মাতৃগণ কেহই তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে তিনি সকলকেই অভিবাদন করিয়া, রোদন করিতে করিতে স্বীয় কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

—০:০—

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ

অনন্তর ভরত পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া, হৃষ্ট চিত্তে শত্রুঘ্নের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি এবং অন্যান্য সমুদায় মন্ত্রী অগ্রেই প্রস্থান করিলেন। ইঁহারা সবিশেষ মন্ত্র-নিপুণ বলিয়া, রাজার সবিশেষ সম্মানাস্পদ। সকলে মহাগিরি চিত্রকূট প্রদক্ষিণ করত পূর্ব্বমুখে রমণীয় মন্দাকিনী নদীতে সমাগত হইলেন। ভরত বিবিধ মনোহর ধাতু-সহস্র দেখিতে দেখিতে চিত্রকূটের উত্তর পার্শ্ব দিয়া

নীতেজে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে পর্ব্বতের অদূরে, মহর্ষি ভরদ্বাজ যেখানে বাস করিয়া আছেন, সেই আশ্রম তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বীর্য্যবান্ রঘুকুমার ভরত ভরদ্বাজা-শ্রমে সমাগত হইয়া, রথ হইতে অবতরণ করিয়া, মহর্ষির পাদ-যুগল বন্দনা করিলেন। তদ্দর্শনে ভরদ্বাজ হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন, তাত! রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ?

ধীমান্ ভরদ্বাজ এইপ্রকার কহিলে, ধর্ম্ম-বৎসল ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি এবং স্বয়ং গুরুদেব বশিষ্ঠ বারংবার প্রার্থনা করিলে, দৃঢ়বিক্রম রাম প্রীত হইয়া, বশিষ্ঠ মহাশয়কে কহিলেন, পিতা যে আমায় চতুর্দ্দশ বৎসর বনে দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি যথাধর্ম্ম সেই প্রতিজ্ঞাই পালন করিব। বাগ্‌বিন্যাস-বিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ বশিষ্ঠদেব তাঁহার এই কথায় সেই বাক্য-প্রয়োগ-সুনিপুণ রঘুনন্দনকে পরম প্রশস্ত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তবে, এক্ষণে তুমি প্রসন্ন চিত্তে স্বর্ণালঙ্কৃত পাদুকা-যুগল প্রদান কর এবং অযোধ্যার যোগ-ক্ষেম-বিধানে কৃত-চিত্ত হও। রঘুনন্দন রাম বশিষ্ঠ মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া, পূর্ব্ব-মুখে উপবেশন করিয়া, আমার রাজ্যশাসন-শক্তির সমর্থনার্থ হেমবিচিত্রিত পাদুকাযুগল সম্প্রদান করিলেন। এক্ষণে, আমি সেই নিরতিশয় মহাত্মা রামের অনুজ্ঞায় ক্ষান্ত হইয়া, তদীয় পবিত্র পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া, অযোধ্যাতেই গমন করিতেছি।

মহাত্মা ভরতের এই পরম প্রশস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ এবং যাহারা সদাচার ও সচ্চারিত্রের মর্ম্ম অবগত, তাহাদেরও মধ্যে প্রধান। অতএব, জল, যেমন ত্যাগ করিলে, নিম্নেই অবস্থিতি করে, ইহা বিচিত্র নহে; সেইরূপ, তোমাতেও সদ্ব্যবহারের অবস্থান, কখন বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না। ফলতঃ, তুমি যাঁহার ঈদৃশ ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মবৎসল পুত্র, ত্বদীয় পিতা সেই মহা-বাহু দশরথ সর্ব্বতোভাবেই পিতৃঋণে মুক্ত হইয়াছেন।

পরম প্রাজ্ঞ ভরদ্বাজ এইপ্রকার কহিলে, ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া, তদীয় চরণযুগলে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ ভরত তাঁহাকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার সুবিপুল সৈন্য গমনে ক্লান্ত হইয়া ছিল। এক্ষণে ভরতকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, পুনরায় যান, শকট, অশ্ব ও গজে আরোহণ করিয়া, তাঁহার অনুগামী হইল। অনন্তর সকলে তরঙ্গমালিনী দিব্য নদী যমুনা পার হইয়া, পুনরায় পবিত্রসলিলা ভাগীরথী সন্দর্শন করিলেন। ভরত সসৈন্যে ও সবান্ধবে সুমধুর-সলিল-পূর্ণ ভাগীরথী পার হইয়া, পরম মনোহর শৃঙ্গবের পুরে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে বিনির্গত হইয়া, অযোধ্যা অবলোকন করিলেন। পিতা ও ভ্রাতা কর্ত্তৃক বর্জ্জিত অযোধ্যা-নগরী দর্শন করিবামাত্র ভরত দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া, সারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! অবলোকন কর, শোভাহীন, অলঙ্কারহীন, আনন্দহীন, প্রফুল্লতাহীন ও শব্দহীন হওয়াতে, অযোধ্যা আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে না।

—•—

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ।

এই রূপে পরম যশস্বী ও পরম শক্তিশালী ভরত স্নিগ্ধ গম্ভীর-নির্ঘোষ-বিশিষ্ট-রথারোহণে সত্বর গমনে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, চতুর্দ্দিকেই বিড়াল ও উলূক সকল সঞ্চরণ করিতেছে এবং নগরবাসীগণ দ্বারে কবাট দিয়া আছে। রজনী যেমন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, নিবিড় কালিমায় পূর্ণ হইলে, প্রতিভাত হয় না, অযোধ্যারও সেইরূপ সমুদায় প্রতিভা তিরোহিত হইয়াছে। অথবা, রাহু উদিত হইয়া, চন্দ্রকে গ্রাস করিলে, সেই চন্দ্রের প্রিয়পত্নী প্রজ্বলিত-প্রভাশালিনী দিব্যকান্তিবিশিষ্টা রোহিণী যেমন একাকিনী অবস্থিতি করে, অযোধ্যারও তদনু-

রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। অথবা, আতপতাপে সমুদায় জল উৎচুক ও কলুষিত হইলে, জলচর বিহঙ্গম সকল গ্রীষ্মপ্রভাবে সন্তপ্ত হইলে এবং মীন ঝষ ও হিংস্র জলজন্তু সকল বিলীন হইলে, শুষ্কপ্রায় গিরি-নদীর যেমন শোচনীয় অবস্থা হয়, অযোধ্যারও তদনুরূপ ঘটিয়াছে। অথবা, প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা যেমন প্রথমে ধূমশূন্য হইয়া স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করত সমুত্থিত হয়, পরে ঘৃতসেকে সহসা নির্ব্বাণ হইয়া যায়, অযোধ্যাও সেইরূপ রামের অবস্থিতিকালে প্রভূত-সমৃদ্ধিশালী ছিল। এক্ষণে রামের বিরহে তাহার পূর্ব্ব গৌরব এক বারেই তিরোহিত হইয়াছে। ফলতঃ, রাম-বিরহে অযোধ্যার তাৎকালিক অবসন্ন অবস্থা অবলোকন করিলে, ইহাই বোধ হয়, কবচ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পতিত এবং গজ, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সকল রুগ্ন ভাবাপন্ন হইয়াছে; এইপ্রকার অবস্থায় ঘোরতর যুদ্ধে রণভূমি যেন প্রধান বীরশূন্য হইয়াছে; অথবা, প্রবল পবনবেগে সাগরের ঊর্ম্মি যেন সফেনে ও সগর্জ্জনে সমুত্থিত হইয়া, পুনরায় বায়ুর উপশমে মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইয়া, নিঃশব্দে অবস্থিতি করিতেছে; অথবা, যজ্ঞের অবসানে যাজকগণ ত্যাগ করিয়াছেন, স্রুক্ স্রুবাদি যজ্ঞীয় প্রশস্ত পাত্র সকল অপসারিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বের ন্যায় বেদপাঠাদি শব্দও আর শ্রুত হইতেছে না, এই-প্রকার অবস্থায় যেন যজ্ঞবেদি পতিত রহিয়াছে, অথবা, গো-গণের মধ্যে প্রধান বৃষ পরিত্যাগ করাতে, সেই তরুণ-বৃষপত্নী যেন তদীয় বিরহোৎকণ্ঠায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, নবীন তৃণ মধ্যে আর বিচরণ না করিয়া, গোষ্ঠ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে; অথবা, নূতন মুক্তাবলী যেন পদ্মরাগ ও স্ফটিকাদি সুস্নিগ্ধ, সমু-জ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট-জাতীয় উৎকৃষ্ট মণি সকলের বিয়োগদশা ভোগ করিতেছে; অথবা, পুণ্যের ক্ষয় হওয়াতে, তারা যেন সহসা স্বস্থান হইতে বিচলিত ও আকাশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, ধরাতলে পতিত হইয়াছে; পূর্ব্বের ন্যায় তাহার আর সে সুবিস্তৃত প্রভা

যা তেজস্বিতা নাই; অথবা মধুপান-মত্ত মধুকর ও বিকসিত-কুসুমশালিনী বন-লতা যেন বসন্তের অবসানে প্রবল-দাবাগ্নি-বেষ্টিত হইয়া, এক বারেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; অথবা চন্দ্র ও নক্ষত্রের কিছুমাত্র প্রতিভা নাই; তদ্দর্শনে লোক সকল এক বারেই পথ চলা বন্ধ করিয়াছে এবং সমুদায় পণ্যবীথিও (দোকান পাট) বন্ধ হইয়াছে, এইপ্রকার অবস্থায় গগনমণ্ডল যেন সহসা জলধরপটলে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, অথবা পান-ভূমি যেন মদ্যপায়ীগণের বিরহে মদ্যহীন ভগ্ন শরাব-সমূহে আচ্ছন্ন ও সংস্কার-বিহীন হইয়া, অনাবৃত স্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; অথবা, কি চত্বরভূমি (চাতাল), কি পানপাত্র, কি স্তম্ভ, সমুদায়ই ভগ্ন হইয়াছে, জলের আর লেশমাত্র নাই, এই-প্রকার অবস্থায় যেন কোন জল ছত্র-শালা ভূগর্ভে বিহিত ও পতিত হইয়াছে; অথবা, বিপুল, বিস্তৃত ও পাশযুক্ত জ্যা (ধনুর ছিলা) যেন বলবান্ পুরুষগণের বাণপরম্পরায় ছিন্ন হইয়া, ধনু হইতে ভূমিতলে স্খলিত হইয়াছে, অথবা, যুদ্ধোন্মত্ত অশ্বা-রোহী কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক চালিত অশ্বী যেন বিপক্ষ সৈন্যহস্তে নিহত হইয়া, রণভূমিতে নিপতিত হইয়াছে।

শ্রীমান্ দশরথাত্মজ ভরত রথে থাকিয়া, সেই রথ-রত্নের পরিচালক সারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন, পূর্ব্বে অযোধ্যায় যে দিগ্-বিদিগ্ব্যাপী সুগভীর গীত ও বাদ্যশব্দ শুনা যাইত, আজি কি জন্য তাহা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না? বারুণী, মাল্য, চন্দন ও অগুরু এই সকলেরও গন্ধ আর পূর্ব্বের ন্যায় চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে না। এতভিন্ন উৎকৃষ্ট যান-নির্ঘোষ, সুস্নিগ্ধ অশ্ব-গর্জ্জন, মদ-মত্ত-হস্তি-নিনাদ এবং সুবিপুল রথ-নিঃস্বনও আর শুনা যাইতেছে না। আর্য্য রাম নির্ব্বা-সিত হওয়াতে, অযোধ্যার তরুণ পুরুষগণ শোকসন্তপ্ত হইয়া, চন্দন ও অগুরু-গন্ধ এবং মহামূল্য মাল্য সকলও আর পরিধান করিতেছেন না। লোক সকলও আর পূর্ব্বের ন্যায়

বিচিত্র মাল্য ধারণ করিয়া, বহির্যাত্রায় গমন করিতেছে না। সমুদায় নগরই রামের শোকে অভিভূত হইয়াছে। তজ্জন্য, উৎসব সকলও তিরোহিত হইয়াছে। ফলতঃ, আর্য্য রাম বনে গিয়াছেন; নগরীর সমুদায় শোভা সমৃদ্ধিও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছে। এক্ষণে, বেগবান্ বৃষ্টি-ধারায় পরিব্যাপ্ত শরৎকালীন রাত্রির ন্যায়, অযোধ্যার আর কিছুমাত্র শোভা বা সৌকুমার্য্য নাই। না জানি, কতদিনে মদীয় ভ্রাতা আর্য্য রাম, সাক্ষাৎ মহোৎসবের ন্যায়, পুনরায় আগমন করিয়া, ইহার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি সাধন করিবেন! না জানি, কতদিনে আবার তিনি, গ্রীষ্মকালে জলধরের ন্যায়, অযোধ্যায় সমুদিত হইয়া, সকলেরই হর্ষ সমুৎপাদন করিবেন! হে সারথে! ঐ দেখ, অযোধ্যায় আর পূর্ব্বের ন্যায়, তরুণ পুরুষগণ সুন্দর বেশে ও উদ্ধত-গমনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া, প্রধান প্রধান রাজপথ সকলের শোভা সম্পাদন করিতেছে না।

সারথির সহিত এইপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে ভরত দুঃখিত হইয়া, অযোধ্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক, পিতার আবাসে গমন করিলেন। তৎকালে দশরথ-বিরহে, সিংহ-হীন গুহার ন্যায়, ঐ গৃহের নিতান্ত শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে দেবাসুর যুদ্ধে সূর্য্যদেব রাহু কর্তৃক পর্য্যুদস্ত হইলে, দিবা যেমন প্রভাহীন হইয়া, দেবগণের শোক সমুৎপাদন করিয়াছিল, তদ্রূপ; দশরথের অন্তঃপুর তাঁহার বিরহে শোভাহীন ও সর্ব্বতোভাবে সংস্কার-বিহীন হইয়াছে, দেখিয়া ভরত নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, বাষ্পভার বিসর্জ্জন করিলেন।

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর দৃঢ়ব্রত ভরত মাতৃদিগকে অযোধ্যায় উপনীত করিয়া দিয়া, শোকসন্তপ্ত চিত্তে গুরুজনদিগকে কহিলেন, আমি এইখানে আপনাদের সকলেরই আমন্ত্রণ করিতেছি; নন্দিগ্রামে গমন করিব। এবং তথায় গিয়া, পিতা ও ভ্রাতার বিরহ দুঃখ বহন করিব। পিতৃদেব স্বর্গে গমন করিয়াছেন এবং পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও বনবাসী হইয়াছেন। সেই মহাযশাঃ রামই সকলের রাজা। অতএব আমি রাজ্যার্থ তাঁহার প্রতীক্ষা করিব

মহাত্মা ভরতের এই পরম প্রশস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, মন্ত্রি- গণ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ, সকলেই কহিলেন, ভরত! তুমি ভ্রাতৃবাৎসল্যের বশবর্ত্তী হইয়া, যাহা বলিলে, তাহা যেরূপ নির- তিশয় শ্লাঘনীয়, সেইরূপ, তোমারই মুখে উহা শোভা পায়। দেখ, তুমি নিত্যই বন্ধুগণে অনুরাগসম্পন্ন ও ভ্রাতৃগণে সৌহার্দ্দবিশিষ্ট এবং সর্ব্বদা সৎপদবী অবলম্বন করিয়া আছ। কোন্ ব্যক্তি তোমার মতে মত না দিবে?

ভরত মন্ত্রিগণের মুখে আপনার অভিলাষানুরূপ প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সুমন্ত্রকে রথ যোজনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। অনন্তর রথযোজনা হইলে, প্রফুল্ল বদনে সমুদায় জননীকে বিহিত বিধানে সম্ভাষণ করিয়া, শত্রুঘ্নের সহিত রথা- রূঢ় হইলেন। এই রূপে দুইজনে দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া, পরম প্রীতি সহকারে প্রস্থান করিলে, মন্ত্রি ও পুরো- হিতবর্গ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া চলিলেন। বশিষ্ঠপ্রমুখ গুরুবর্গীয় দ্বিজাতিগণ পূর্ব্বদিক্ অবলম্বন করিয়া, যে পথে গেলে নন্দিগ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পথে অগ্রেই প্রস্থান করিলেন। ভরত গমন করিলে, গজ-বাজি-রথ-সমাকুল তদীয় সৈন্য অনাহুত

হইয়া, তাঁহার অনুগামী হইল। পুরবাসিগণও তাহাতে যোগ দান করিল।

এদিকে ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত রামের পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া, রথারোহণে নন্দিগ্রামে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি সত্বর গমনে তথায় প্রবেশ করিয়া, শীঘ্রই রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গুরুদিগকে কহিলেন, ভ্রাতা রাম স্বয়ং এই উৎকৃষ্ট রাজ্য আমাকে ন্যাস (গচ্ছিৎ) স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। এবং তাঁহার এই স্বর্ণালঙ্কৃত পাদুকাযুগল এই রাজ্যের যোগ ক্ষেম বিধান করিবে। অনন্তর ভরত রামের প্রদত্ত সেই পাদুকারূপ পরম প্রশস্ত ন্যাসে প্রণাম করিয়া, শোকসন্তপ্ত চিত্তে সমুদায় প্রকৃতিমণ্ডলকে কহিলেন, তোমরা আর্য্য রামের সর্ব্বলোক-সম্মানাস্পদ এই পাদুকাযুগলে সত্বর ছত্র ধারণ কর। ইহাতেই রাজপদ-বিষয়ক যাবতীয় ধর্ম্ম-ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত আছে। ভ্রাতা রাম ভ্রাতৃপ্রীতির বশংবদ হইয়া, আমাকে এই রাজ্যরূপ পরম উৎকৃষ্ট ন্যাস প্রদান করিয়াছেন। তিনি যতদিন না অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাবৎ আমি যথাবিধানে ইহার রক্ষা করিব। এবং তিনি আসিলে, তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে পুনরায় তদীয় চরণে এই পাদুকা সংযোজিত করিয়া, সন্দর্শন করিব। অনন্তর তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহারই রাজ্য তাঁহাকে দিয়া, সমস্ত ভার ন্যস্ত করত গুরুচিত সেবা করিব। তৎকালে বিশিষ্ট ন্যাস স্বরূপ এই পাদুকাযুগল রাজ্য ও অযোধ্যার সহিত তাঁহাকে প্রদান করিয়া, আমার পাপও প্রক্ষালিত হইবে। এই বলিয়া, শক্তিমান্ বীর্য্যশালী ভরত জটাবল্কলধারী তপস্বিবেশে সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিলেন। এবং স্বহস্তে বাল-ব্যজন ও ছত্র ধারণ করিয়া, যখন যে রাজ্য-কার্য্য করিতে হইবে, তৎসমস্তই রাম-জ্ঞানে পাদুকার গোচর করিয়া, সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীমান্ ভরত রামের পাদুকা অভিষিক্ত করিয়া, এবং তাহার অধীনে সর্ব্বদা রাজকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। যাহা কিছু করিতে হইবে এবং যে কিছু বহুমূল্য উপঢৌকন উপস্থিত হয়, প্রথমে তৎসমস্ত পাদুকাযুগলে নিবেদন করিয়া, পশ্চাৎ স্বয়ং যথাবিধানে তাহার ব্যবহারাদি করেন।

ষোড়শাধিক শততম সর্গ।

এদিকে ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে, রাম তপোবনে থাকিয়া, অবলোকন করিলেন, তত্রত্য তাপসগণ ভীত ও আশ্রমান্তর গমনে উৎসুক হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে সকল ঋষি চিত্রকূটস্থ সেই আশ্রমে রামকে আশ্রয় করিয়া, অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঐপ্রকার ঔৎসুক্য-পরতন্ত্র হইয়া, ভ্রুকুটিল-নয়নে রামকে নির্দ্দেশ করিয়া, শঙ্কিতভাবে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করত ধীরে ধীরে কথোপকথন করিতেছেন, দেখিলেন। তদ্দর্শনে রাম আত্মবিষয়ে সন্দিহান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে আশ্রমস্বামী ঋষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমায় কি পূর্ব্বতন রাজগণের ন্যায় সদ্ব্যবহার করিতে দেখেন নাই? অথবা, আমার অন্য কোনপ্রকার অসদাচার লক্ষ্য করিয়াছেন? সেইজন্য তপস্বিগণের মনোবিকার জন্মিয়াছে। অথবা, ঋষিগণ আমার অনুজ মহানুভব লক্ষ্মণকে, কি প্রমাদবশতঃ কোনরূপ অন্যায় আচরণ করিতে দেখিয়াছেন? কিংবা, সর্ব্বদা আপনাদের শুশ্রূষায় নিবিষ্টচিত্তা জনক-দুহিতা সীতা কি আমার সেবানুরোধে আপনাদের প্রতি আর স্ত্রীজনোচিত যুক্তিযুক্ত ব্যবহার করেন না?

তপোবৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ আশ্রমস্বামী ঋষি জরা-প্রভাবে যেন কম্পমান হইয়া, সর্ব্বভূতে দয়াপরতন্ত্র রামকে কহিলেন, তাত! যাঁহার স্বভাব অতি পবিত্র এবং সর্ব্বদাই সদনুষ্ঠানে যাঁহার মন আসক্ত, সেই জানকী কাহারই প্রতি, বিশেষতঃ, ঋষিগণের প্রতি, কি কখন কোনরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে পারেন?

হবে, তোমারই নিমিত্ত ঋষিগণের উপরি রাক্ষসদিগের অত্যাচার উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সেই ভয়ে ভীত হইয়াই পরস্পর ঐপ্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছেন। রাবণের কনিষ্ঠ খর নামে কোন রাক্ষস জনস্থানবাসী ঋষিদিগের সকলকেই সবিশেষ নিপীড়িত করিয়া, সেই গর্ব্বে ও অহঙ্কারে তোমাকেও পীড়ন করিতে অভিলাষী হইয়াছে। ঐ রাক্ষস অতিশয় উদ্ধতস্বভাব, নির্ভীকচিত্ত, নিষ্ঠুর ও লোকদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাত! তুমি যে অবধি এই আশ্রমে বাস করিতেছ, সেই অবধি ঋষিগণের উপর রাক্ষসদিগের অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। তাহারা কখন নানাপ্রকার বিকট আকার ধারণ পূর্ব্বক ঋষিগণের দর্শনগোচরে উপনীত হয়। ঐ সকল আকার অতিশয় ঘৃণা ও ভয় উৎপাদন, এবং সাতিশয় ত্রাস ও দর্শনমাত্র অসুখ সম্পাদন করে, আবার, দেখিতেও, যার পর নাই কুটিলভাবসম্পন্ন। কখন বা তাহারা নানাপ্রকার পাপজনক অশুচি পদার্থ বিনিয়োগ করিয়া ঋষিগণের গুরুতর অনিষ্ট সাধন করে; অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বভাব ঋষিদিগকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেই, তৎক্ষণাৎ পীড়ন করিয়া থাকে, এবং আশ্রমের সকল স্থানেই অজ্ঞাতসারে বিচরণ পূর্ব্বক নিদ্রাদির সময়ে অচেতনপ্রায় ঋষিদিগকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহাদের প্রাণ সংহার করত আমোদ প্রকাশ করে। আবার, হোমের সময়ে স্রুক প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণ সমস্ত ইতস্ততঃ নিক্ষেপ, অগ্নি সকলে জলসেচন এবং কলস সকল ভগ্ন করিয়া থাকে। এই জন্যই অদ্য ঋষিরাও ঐ সকল দুরাত্মা কর্তৃক উপক্রুত আশ্রমপদ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া, আমাকে আশ্রমান্তর-গমনে উত্তেজিত করিতেছেন। রাম! পাপাত্মা রাক্ষসগণ এক্ষণে ঋষিগণের প্রাণসংহার না করিতে করিতেই, আমরা এই আশ্রম ত্যাগ করিব। এই আশ্রমের নিকটেই মহর্ষি অশ্বের যে প্রচুর ফলমূলসম্পন্ন বিচিত্র তপোবন আছে, আমি সগণে পুনরায় তাহাই আশ্রয় করিব।

হাত ! যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে, নিশাচরেরা তোমারও প্রতি কোনপ্রকার অবৈধ ব্যবহার না করিতে করিতে, তুমি আমাদের সমভিব্যাহারী হও। হে রঘুনন্দন ! যদিও তুমি সর্ব্বদাই সাবধানে থাক এবং রাক্ষস বিনাশ করিতে যদিও তোমার সামর্থ্য আছে, তথাপি স্ত্রীর সহিত, এই আশ্রমে সন্দেহে বাস করা নিতান্ত ক্লেশকর হইবে।

আশ্রমস্বামী ঋষি আশ্রমান্তর গমনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। সুতরাং, রাজপুত্র রাম এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে কোনমতেই ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না ! অনন্তর আশ্রমস্বামী, রামকে অভিনন্দন, আশ্বাস প্রদান ও আমন্ত্রণ করিয়া, সেই আশ্রম ত্যাগ পূর্ব্বক সদলে প্রস্থান করিলেন। এই রূপে তাহারা তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইলে, রাম কিয়দ্দূর অনুগমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিয়া, পরে আশ্রমস্বামীর অভিবাদনান্তে স্বকীয় নিলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমন সময়ে ঋষিগণ সকলেই প্রীতিপ্রদর্শন-পুরঃসর সম্যক্‌রূপে কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় ঋষি, ঋষির ন্যায় চরিত সম্পন্ন রাম অবশ্যই আমাদের রক্ষা করিতে পারিবেন, এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া, সর্ব্বদা রামের অনুগত হইয়া, সেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। রাম সীতার রক্ষার্থ ক্ষণমাত্রও ঐ আশ্রম ত্যাগ করিতেন না। কেন না, উহা একপ্রকার ঋষি-শূন্য হইয়াছিল।

—•—

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ।

তপস্বিগণ অন্যত্র প্রস্থান করিলে, রামও নানা কারণে বিশেষরূপ চিন্তাযুক্ত হইয়া, তথায় বাস করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। ভাবিলেন, এই স্থানে মাতৃগণ, নগরবাসিগণ এবং আত্মা ভরত, সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা তৎকালে যে শোক করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদাই স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া, আমাকে শোকাকুল করিয়া থাকে। বিশেষতঃ, ঐ স্থানে মহাত্মা ভরতের সেনা সকল শিবির সন্নিবেশ এবং হস্তী ও অশ্ব সকল মূত্র পুরীষ ত্যাগ করাতে, আশ্রম-ভূমি অপবিত্র হইয়াছে। অতএব আমি অন্যত্র গমন করিব। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং অত্রির তপোবনে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ভগবান্ অত্রিও তাঁহাকে পুত্রবৎ সাদরে পরিগ্রহ করিয়া, স্বহস্তে আতিথ্য বিধান ও সমুচিত সৎকার পুর্ব্বক, মহাভাগ লক্ষ্মণ ও সীতাকে ও সস্নেহ চক্ষে দর্শন করিলেন। অনন্তর সর্ব্বভূত-হিতৈষী ধর্ম্মজ্ঞ অত্রি, তথায় সমাগত স্বীয় বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মচারিণী তাপসী মহাভাগা অনসূয়াকে বিশিষ্টরূপ সৎকার সহকারে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রীতিভরে সীতার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া কহিলেন, তুমি এই জনক-নন্দিনীকে বিহিত বিধানে অভ্যর্থনা দ্বারা সভাজিত কর।

পরে তিনি রামকে ধর্ম্মচারিণী অনসূয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, দশবর্ষ অনাবৃষ্টিতে লোক সকল নিরন্তর দগ্ধ হইলে, এই দৃঢ়ব্রত-নিয়ম-নিষ্ঠা অনসূয়া স্বীয় কঠোর তপস্যার সাহচর্য্যে পুনর্ব্বার ফল মূল সৃষ্টি ও ভাগীরথীর উদ্ভব সাধন করিয়াছিলেন। তাত! ইনি সর্ব্বদা অসূয়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান সহকারে যে দশ-সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী গুরুতর তপস্যা করেন, তৎপ্রভাবে ঋষিগণের সমুদায় তপোবিঘ্ন এক কালেই বিদূরিত হইয়া যায়।

হে অনঘ! আবার, এই অনসূয়াই দেবগণের কার্য্য সাধনার্থ সবিশেষ ত্বরান্বিতা হইয়া, দশরাত্রিকে একরাত্রি করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে ইনি তোমার মাতৃবৎ পূজনীয়া। বৈদেহী এক্ষণে সর্ব্বদা ক্রোধহীন-স্বভাবা ও সর্ব্বভূতের নমস্কারার্হা এই বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত সাক্ষাৎকার জন্য সম্মুখীনা হউন। ভগবান্ অত্রি এইপ্রকার কহিলে, রঘুনন্দন রাম যে আজ্ঞা বলিয়া; ধর্ম্মজ্ঞা সীতার প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজপুত্রি! মহর্ষি যাহা বলিলেন, সমুদায় সবিশেষ শ্রবণ করিলে। এক্ষণে নিজের কল্যাণ সাধনার্থ শীঘ্রই এই তপস্বিনী অনসূয়ার অভিগমন কর। ইনি পরম তপঃশালিনী ও সকল লোকেরই আশ্রয়ণীয়া, এবং স্বকীয় কর্ম্মপ্রভাবে সংসারে অনসূয়া নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। তুমি শীঘ্রই ইঁহার শরণাপন্ন হও।

যশস্বিনী জনকনন্দিনী স্বামীর এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ধর্ম্ম বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানশালিনী অত্রি-পত্নীর শরণার্থিনী হইলেন। বার্দ্ধক্যের আবির্ভাব প্রযুক্ত তাঁহার সর্ব্বশরীর শিথিলিত ও বলিত, কেশ সকল পাণ্ডুরবর্ণ এবং বায়ুবেগ-বিকম্পিত কদলীর ন্যায় তাঁহার দেহ সর্ব্বদাই কম্পমান। সীতা স্বীয় নাম নির্দ্দেশ করিয়া, সর্ব্বদা অব্যাকুল-চিত্তা, দমগুণান্বিতা, পতিব্রতা, মহাভাগা অনসূয়াকে প্রণাম পূর্ব্বক চরণ বন্দনা করিলেন। এবং বদ্ধাঞ্জলিপুটে ও হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ঋষিপত্নী সাতিশয় সৌভাগ্যশালিনী ধর্ম্মচারিণী জনকনন্দিনীকে দর্শন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তুমি যে সর্ব্বদাই ধর্ম্ম পালন কর, ইহা নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। হে মানিনি! পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ ও অভিমান-গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া, তুমি যে বনবাসব্রত-দীক্ষিত রামের অনুগামিনী হইয়াছ, ইহাও অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়, বলিতে হইবেক। স্বামী নগরে বা বনে যেখানেই থাকুন, অনুকূল-হউন প্রতিকূল যাহাই হউন, যে স্ত্রী সকল অবস্থাতেই তাঁহার প্রতি প্রেমশালিনী

প্রীতি প্রদর্শন করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট লোক সকল লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ, স্বামী দুঃশীল, যথেচ্ছাচার অথবা ধনহীন, যাহাই হউন, সৎস্বভাব স্ত্রীগণের পরম দেবতা। জানকি! স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কেহ বিশিষ্ট বান্ধব আছেন, বলিয়াই আমার বোধ হয় না। দেখ, তপস্যা যেমন ইহলোক ও পরলোক সর্ব্বত্রই অভীষ্ট সাধন করে এবং তাহার ফলও যেমন অক্ষয়, স্বামিও তেমনি সার্ব্বলৌকিক অভীষ্ট সম্পাদন পূর্ব্বক সেবার অনুরূপে অক্ষয় ফল বিধান করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ভজনা করা কর্ত্তব্য। যাহাদের হৃদয় কামপরতন্ত্র, যাহারা স্বামীর উপরে সর্ব্বদাই কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে, কিংবা যাহারা প্রতিনিয়ত ভোগ্য বস্তু প্রার্থনা করিয়া, স্বামীর শান্তিচ্ছেদন করে, তাদৃশ স্বেচ্ছাচারিণী অসতী রমণীগণই ঐপ্রকার গুণদোষ অবগত নহে। উল্লিখিত-নিকৃষ্ট গুণশালিনী কামিনীগণ নিশ্চয়ই অকার্য্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া, যুগপৎ অযশ ও অধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু, যাহারা তোমার ন্যায় গুণগ্রামের আধার এবং লোকে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট সমস্তই জ্ঞানগোচর করিয়াছে, তাদৃশ রমণীরা প্রকৃত পুণ্যশীলের ন্যায়, স্বর্গেই বিচরণ করেন। অতএব তুমি পতিব্রতা কামিনীগণের নিয়মানুসারিণী হইয়া, সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা স্বামীর আনুগত্য ও তাঁহার সহিত ধর্ম্ম আচরণ কর। তাহা হইলে, যশ ও ধর্ম্ম উভয়ই প্রাপ্ত হইবে।

—০:০—

অষ্টাদশোত্তর শততম সর্গ।

অসূয়াহীন অনসূয়া এইপ্রকার কহিলে, জনকনন্দিনী প্রতিপূজাবিধানপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, আপনি যে উপদেশ করিলেন, পতিই স্ত্রীলোকের গুরু, ইহা আপনার পক্ষে বিচিত্র নহে। যাহা হউক, আমারও ইহা পরিজ্ঞাত আছে।

স্বামী দরিদ্র ও দুরাচার হইলেও, যখন তাঁহার প্রতি অদ্বৈধ ব্যবহার করা আদৃশ রমণীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ; তখন, যে স্বামী সবিশেষ দয়াশীল, জিতেন্দ্রিয়, অবিচলিত অনুরাগবিশিষ্ট, অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ, পিতা ও মাতার ন্যায় নিরতিশয় প্রীতিমান্ এবং স্বীয় গুণপরম্পরায় সকলেরই বহুমানাস্পদ, তাঁহার প্রতি যে অকপট ব্যবহার করা উচিত, তাহা কি আর বলিতে হয় ? মহাবল রাম আর্য্যা কৌশল্যার প্রতি যেপ্রকার ব্যবহার করেন, অন্যান্য রাজমহিষীগণেরও প্রতি তদনুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, রাজা দশরথ একবারমাত্রও যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, রাজার প্রতি সবিশেষ স্নেহ ও ভক্তিমান্ বীর্য্যশালী ধর্ম্মজ্ঞ রাম সে স্ত্রীকেও মাতৃবৎ পূজা করিয়া থাকেন। আমি যখন এই ভয়াবহ বিজন বনে আগমন করি, তখন শ্বশ্রূ কৌশল্যা ও আপনার ন্যায়, যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা আমার হৃদয়ে স্থিরপদ লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে বিবাহসময়ে অগ্নির সমক্ষে মদীয় জননী যাহা উপদেশ করেন, তাহাও আমি মনে করিয়া রাখিয়াছি। অয়ি ধর্ম্মচারিণি! স্বামিসেবা ভিন্ন অন্যবিধ তপোনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকের কোন আবশ্যকতা নাই, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, মদীয় আত্মীয়বর্গ যে সকল উপদেশ করিয়াছেন, আমি তাহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই। দেখুন, সাবিত্রী স্বামি-সেবা-সাহচর্য্যেই স্বর্গে সমাগত হইয়া, দেবগণের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাবিত্রীর সমান-সদাচারশালিনী আপনিও, স্বামি-সেবা সহায়ে স্বর্গে গমন করিবেন। আর, যিনি সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ ও আকাশে সাক্ষাৎ দেবতারূপে বিরাজমান হয়েন, সেই রোহিণীকেও এক মুহূর্ত্ত চন্দ্র-বিনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই রূপে, অরুন্ধতী প্রভৃতি যে সকল শ্রেষ্ঠ রমণী স্বামীর প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, তাঁহারা সকলেই স্বামিসেবারূপ স্ব স্ব পুণ্য কর্ম্ম প্রভাবে স্বর্গে সবিশেষ পূজিত হইয়া থাকেন।”

সীতা এইপ্রকার কহিলে, অনসূয়া তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক প্রীতি-

পর প্রত্যাবৃত্তা হইয়া, তাঁহারও হর্ষোৎপাদন করিয়া, বিরক্তিবচন-সহকারে কহিতে লাগিলেন, আমি নানাপ্রকার নিয়মাচরণ সহকারে যে অত্যুচ্চ তপস্যার অধিকারিণী হইয়াছি, অয়ি শুচি-স্মিতে জনকনন্দিনি! সেই তপোবল আশ্রয় করিয়া, তোমাকে এক্ষণে বরদান করিতে প্রার্থনা করি। মৈথিলি! তোমার বাক্য যেরূপ যুক্তিযুক্ত, সেইরূপ, অতিমাত্র ন্যায়সঙ্গত। ইহাতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব বল, তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিব?

জনকনন্দিনী, তপোবলশালিনী অনসূয়ার কথা শুনিয়া, মৃদু মন্দ হাস্য সহকারে তাঁহাকে কহিলেন, আপনার অনুগ্রহেই আমার সমস্ত সিদ্ধ হইয়াছে, আর কিছু করিতে হইবে না। ধর্মজ্ঞা অনসূয়া এই কথায় আরও প্রীতিমতী হইয়া, সীতাকে কহিলেন, জানকি! তোমাকে দেখিয়া আমার যে অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, আমি অবশ্যই তৎসমুচিত প্রতিদান করিয়া, সেই হর্ষ সফল করিব। অতএব, জনকনন্দিনি! এই উৎকৃষ্ট দিব্য মাল্য, বস্ত্র, আভরণ সমস্ত, অঙ্গরাগ ও মহামূল্য অনুলেপন তোমায় প্রদান করিলাম। এ সকল ব্যবহার করা তোমারই শোভা পায়। ব্যবহার করিলেও এ সকলের কোনরূপে কিছু-মাত্র ব্যত্যয় হইবে না এবং চিরকালই শরীরে শোভিত থাকিবে। জানকি! এই দিব্য অঙ্গরাগ দেহে লিপ্ত করিলে, লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর, তুমিও তেমনি স্বামীর শোভা সাধন করিবে। তখন সীতা অনসূয়ার অত্যুৎকৃষ্ট প্রীতিদান স্বরূপ সেই বস্ত্র, অঙ্গরাগ, অলঙ্কার সমস্ত ও মাল্য প্রতিগ্রহ করিলেন। এই রূপে যশস্বিনী জনকনন্দিনী প্রীতিদান প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলিপুটে ও ধীর ভাবে তপস্বিনীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদর্শনে দৃঢ়ব্রতা অনসূয়া কোনরূপ প্রিয়কথা শুনিবার আশয়ে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, জানকি! আমি শুনিয়াছি, এই যশস্বী রঘুনন্দন রাম স্বয়ম্বরে তোমায় লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে, উক্ত বৃত্তান্ত

বিস্তার পূর্ব্বক শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। অতএব যেরূপ ঘটিয়াছিল, সমস্তই তোমার আমার নিকট বলিতে হইতেছে।

রাজনন্দিনী, এই কথায় ধর্ম্মচারিণী তপস্বিনীকে, শ্রবণ করুন, বলিয়া স্বয়ংবরবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। জনক নামক মিথিলায় যে ধর্ম্মবিৎ বীর্য্যশালী রাজা আছেন, তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া, ন্যায়ানুসারে পৃথিবী পালন করিয়া থাকেন। তিনি লাঙ্গল হস্তে যজ্ঞার্থ ক্ষেত্রকর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, আমি ভূমি ভেদ করিয়া, তাঁহার পুত্রী রূপে সমুত্থিতা হইলাম। আমার সর্ব্বশরীর ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তৎকালে তিনি নিম্নোন্নত ভূপ্রদেশ সমান করিবার জন্য এক মনে মৃত্তিকামুষ্টি প্রক্ষেপ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া স্নেহভরে স্বয়ং ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার পুত্র হয় নাই। এইজন্য, আমাকে তনয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া আমার প্রতি স্নেহপরবতন্ত্র হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে অন্তরিক্ষে সাক্ষাৎ মনুষ্য-বাক্য-তুল্য এইপ্রকার বাণী প্রাদুর্ভূত হইল, "রাজন্! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে, ইনি ধর্ম্মতঃ তোমার পুত্রী হইলেন।" ধর্ম্মাত্মা পিতা রাজা জনক এই আকাশবাণী শ্রবণে অতিশয় হর্ষিত হইলেন। এবং তৎকালে আমাকে লাভ করিয়া, তাঁহার বিপুল সমৃদ্ধিও সমুদ্ভূত হইল। অনন্তর তিনি আমাকে অভীষ্ট দ্রব্যের ন্যায়, পুণ্যচারিণী জ্যেষ্ঠা মহিষীর হস্তে সম্প্রদান করিলেন। তিনিও, আমাকে জননীর ন্যায় সৌহার্দ্দ ও স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক সংবর্দ্ধিত করিলেন। পরে পিতা আমার, বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত দেখিয়া, ধননাশে নির্দ্ধনের ন্যায় ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেননা কন্যার পিতা সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য হইলেও, তাঁহাকে বরপক্ষীয় সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট লোকের নিকট অসম্মানাদি প্রাপ্ত হইতে হয়। সেই অসম্মানেরও আর বিলম্ব নাই, সবিশেষ দর্শন করিয়া, রাজা জনক চিন্তাসাগরে এক বারেই মগ্ন হইলেন।

পোতহীন বণিকের ন্যায়, কোনরূপেই পার প্রাপ্ত হইলেন না। আমি স্বয়ং প্রাদুর্ভূতা হইয়াছি, জানিয়া, তিনি অনেক চিন্তা করিয়াও, কুত্রাপি আমার সদৃশ বা অনুরূপ পাত্র প্রাপ্ত হইলেন না। তজ্জন্য, সর্ব্বদাই চিন্তা করেন। অনন্তর তাঁহার এইপ্রকার বুদ্ধি উপস্থিত হইল, ধর্ম্মানুসারে কন্যার স্বয়ংবর বিধান করিব। ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা বরুণ জনকের পূর্ব্বপুরুষ দেবরাতকে দেবগণের প্রার্থনায় দক্ষযজ্ঞে শিবের প্রসাদে লব্ধ উৎকৃষ্ট ধনু এবং অক্ষয় সায়কপূর্ণ তূণীরদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ ধনু এপ্রকার ভারশালী, যে, মনুষ্যেরা যত্ন করিয়াও চালনা করিতে পারে না। এবং নরপতিগণ স্বপ্নেও অবনত করিতে সমর্থ হয়েন না। পিতৃদেব সত্যবাদী জনক উত্তরাধিকারসূত্রে ঐই ধনু প্রাপ্ত হয়েন। তিনি রাজাদিগকে প্রথমে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক একত্রিত করিয়া, তাঁহাদের সমক্ষে কহিলেন, আপনাদের মধ্যে যিনি এই ধনু উদ্যত করিয়া, জ্যাযুক্ত করিবেন, আমার দুহিতা তাঁহারই ভার্য্যা হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নরপতিগণ সাক্ষাৎ পর্ব্বত সদৃশ অতিশয় ভারবিশিষ্ট ঐ ধনু-রত্ন দর্শন করিয়া, তাহার চালনার্থ উদ্যত হইলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, এই পরম তেজস্বী রাম বিশ্বামিত্রের সহিত পিতার যজ্ঞ দেখিতে সমাগত হইলেন। পিতৃদেব জনক ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সমবেত সত্যপরাক্রম রাম এবং ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র, সকলেরই সবিশেষ পূজা করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র পিতৃদেব জনককে তথায় বলিলেন, এই রাম লক্ষ্মণ রাজা দশরথের পুত্র, আপনার ধনু দর্শনের অভিলাষ করেন। মহর্ষি এইপ্রকার কহিলে, জনক দেবদত্ত ধনু আনয়ন করিয়া, রাজপুত্র রামকে প্রদর্শন করিলেন। মহাবল বীর্য্যবান্ রাম নিমেষান্তরমাত্রেই ঐ ধনু অবনত ও জ্যাযুক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করিলেন। বেগভরে আকর্ষণ করিবামাত্র

ধনুর মধ্যস্থল দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গিয়া, বজ্রপাতবৎ ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইল। তদ্দর্শনে সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেব তৎক্ষণাৎ অম্বুপূর্ণ জলপাত্র গ্রহণ করিয়া, আমাকে রামের হস্তে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রাম অযোধ্যাপতি পিতা দশরথের অভিপ্রায় না জানিয়া, আমাকে প্রতিগ্রহ করিলেন না। অনন্তর মদীয় পিতৃদেব জনক আমার শ্বশুর বৃদ্ধ রাজা দশরথকে আমন্ত্রণ করিয়া, আমাকে এই সর্ব্বলোকবিখ্যাত রামের হস্তে সম্প্রদান এবং আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সাধ্বী শুভদর্শনা ঊর্ম্মিলাকে ভার্য্যার্থ লক্ষ্মণের করে অর্পণ করিলেন। এই রূপে সেই স্বয়ংবরে আমি রামের সহিত পরিণীতা হইয়া, তদবধি ধর্ম্মানুসারে এই বীরবর পতির প্রতি অনুরক্তা হইয়া আছি।

—•—

একোনবিংশোত্তর শততম সর্গ।

ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া এই মহতী কথা শ্রবণ করিয়া, শিরশ্চুম্বন সহকারে প্রসারিত বাহুযুগলে জানকীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, স্বয়ংবর যেরূপে ঘটিয়াছিল, সমস্তই শ্রবণ করিলাম। তুমি অতি স্পষ্টাক্ষরে পদবিন্যাস পূর্ব্বক ইহা বর্ণন করিলে। তোমার কথা শুনিতে অতি মধুর ও আশ্চর্য্য রসপূরিত। অয়ি মধুরভাষিণি! এক্ষণে শ্রীমান্ সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। সর্ব্বলোক-মনোহারিণী রজনীও উপস্থিত প্রায়। পক্ষিগণ সমস্ত দিন আহারের অন্বেষণে দিকে দিকে বিচরণ করিয়া, সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত স্ব স্ব কুলায়ে নিলীন হইয়া, শব্দ করিতেছে, শুনা যাইতেছে। ঐ দেখ, মুনিগণ স্নান করিয়া আর্দ্রশরীরে জলকলস হস্তে পরস্পর মিলিত হইয়া, আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদের বল্কল সলিলে অভিষিক্ত হইয়াছে। ঋষিগণ বিধিপূর্ব্বক

অগ্নিহোত্রের ধোম, ক্রমাগত পারাবতকণ্ঠতুল্য অরুণবর্ণ ধূম ঐ বায়ুবেগে আকাশপথে উত্থিত হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। চক্ষুর শক্তি ইন্দ্রিয়ের দূরবর্তী প্রদেশে বিরল-পত্র তরুগণও অন্ধকারে ঘনীভূতের ন্যায় সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিয়া, একাকার হইয়াছে। রাত্রিচর প্রাণিগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ এবং ঐ আশ্রমস্থ মৃগ সকল বেদি-তীর্থে শয়ন করিতেছে। সীতে! রজনী নক্ষত্র-মালায় অলঙ্কৃতা হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চন্দ্রদেবও জ্যোৎস্না-প্রাবরণ ধারণ পূর্ব্বক আকাশে সমুদিত হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। অতএব, অনুমতি করিতেছি, তুমি গমন করিয়া, রামের অনুচরী হও। তোমার মধুর কথাবার্ত্তায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। মৈথিলি! এক্ষণে তুমি আমার সমক্ষে অলঙ্কার পরিধান করিয়া, আমার প্রীতি সমুৎপাদন কর। বৎসে জানকি! দিব্যালঙ্কারে তোমার বিচিত্র শোভা সমুদ্ভূত হউক। তখন দেবকন্যার ন্যায় দিব্য-লাবণ্যা জনকদুহিতা সম্যক্ বিধানে অলঙ্কার সকল পরিধান করিয়া, অনসূয়ার চরণ-বন্দনান্তে রামের অভিমুখে গমন করিলেন। বাগ্মিবর রাম সীতাকে অলঙ্কার ধারণ করিতে দেখিয়া, তপস্বিনী অনসূয়ার প্রীতিদান নিবন্ধন আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর তপস্বিনী প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ যে বস্ত্র মাল্য ও আভরণ প্রদান করিয়াছেন, সীতা তৎসমস্ত রামের গোচর করিলেন; অনসূয়ার এই প্রীতিদান সচরাচর মানুষে প্রাপ্ত হয় না। তদ্দর্শনে রাম ও মহারথ লক্ষ্মণ উভয়েই সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর রাম ঋষিগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া, এবং চন্দ্রবদনা অলঙ্কৃতা সীতাকে দর্শন করিয়া, প্রীতচিত্তে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে, স্নানান্তে অনলে আহুতি দান পূর্ব্বক উপবিষ্ট বনবাসী ঋষিদিগের নিকট উপনীত হইয়া, বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মচারী তাপসগণ তাঁহাদিগকে কহিলেন, রাক্ষসগণ এই অরণ্যে অতিশয় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। হে রঘু-

করেন। বিবিধাকার মহাবলশালী রাক্ষসগণ এবং হিংসাপরায়ণ হিংস্র পশু সকল এই মহারণ্যে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশুচি বা অসাবধান, ব্রহ্মচারী তাপসকেও ভক্ষণ করে। তুমি তাহাদের নিবারণ কর। মহর্ষিগণ ফল আহরণার্থ এই পথে গমন করিয়া থাকেন। তুমিও এই পথে দুর্গম বনে গমন করিতে পারিবে। তপস্বিগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া স্বস্তিবাচন প্রয়োগ পূর্ব্বক এইপ্রকার কহিলে, পরন্তপ রাম সীতা ও ভ্রাতার সহিত গগনমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায়, অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

বাল্মীকি রামায়ণ।

আরণ্যকাণ্ড।

প্রথম সর্গ

রাম সম্যক্ রূপে চিত্ত বশ করিয়াছিলেন এবং শত্রুগণ তাঁহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইত না। তিনি মহারণ্য দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া, তাপসগণের আশ্রমমণ্ডল অবলোকন করিলেন। ঐ আশ্রমমণ্ডলের ইতস্ততঃ কুশ ও চীর সকল পরিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস-জনিত তেজের পরিপূর্ণতাবশতঃ, গগনমণ্ডলস্থ অতীব দুর্দ্দর্শ ও পরম-দীপ্তিবিশিষ্ট সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, উহার প্রতিভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রাণিমাত্রেই বিপদাপন্ন হইলে, উহার আশ্রয়ে পরিত্রাণ পাইতে পারে। উহার প্রাঙ্গনভূমি সর্ব্বদাই সুমার্জ্জিত ও চতুর্দ্দিক নানাজাতীয় মৃগ ও বিহঙ্গমগণে পরিব্যাপ্ত। অপ্সরোগণ নিত্য উহার সমীপে নৃত্য ও উহার উপাসনা করিয়া থাকে। সুবিস্তৃত অগ্নিশালা, স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণ, অজিন, কুশ, সমিধ, জল-কলস, ফল, মূল, এই সকলে উহার শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। সুস্বাদু-ফল-বিশিষ্ট, পরম পবিত্র, নানাজাতীয় আরণ্য মহাবৃক্ষে উহার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। উহাতে প্রতিনিয়ত বেদ-পাঠ-শব্দ উত্থিত হইতেছে; পুষ্প সকল বিকশিত রহিয়াছে এবং বিচিত্র-পদ্ম-শালিনী পদ্মিনী বিরাজমান হইতেছে। সর্ব্বদা বলি ও হোম

হওয়াতে, ঐ আশ্রমমণ্ডল যেরূপ পবিত্র, সেইরূপ, লোকমাত্রেরই বহুমানাস্পদ। এবং ফল-মূলাহারী, দান্ত-স্বভাব, কৃষ্ণাজিনাম্বর, বল্কলধারী, সূর্য্যাগ্নি-সম তেজস্বী প্রাচীন মুনিগণ ও সংযতাহার পবিত্রস্বভাব পরমর্ষিগণ সর্ব্বদাই বাস করাতে, উহার অতিশয় শোভা হইয়াছে।

পরম তেজস্বী শ্রীমান্ রাম, সাক্ষাৎ ব্রহ্মলোকের ন্যায় মহা-মহিমসম্পন্ন ও মহাভাগ ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণে অলঙ্কৃত উল্লিখিত আশ্রমমণ্ডল দর্শন করিয়া, স্বীয় সুবিশাল শরাসন জ্যামুক্ত করিয়া, তথায় প্রবেশ করিলেন। দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট মহর্ষিগণ রামকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর সেই দৃঢ়ব্রত মহর্ষিগণ, উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ধর্ম্মপরায়ণ রাম, যশস্বিনী জানকী এবং লক্ষ্মণ, ইহাঁদিগকে সন্দর্শন করিয়া, প্রীত চিত্তে আশীর্ব্বাদপ্রয়োগপূর্ব্বক সভাজিত করিলেন। তৎকালে রামের রূপ, সুশ্লিষ্ট সন্ধি-বন্ধন, সৌকুমার্য্য, কান্তি ও সুন্দর বেশবিন্যাস দর্শন করিয়া, বনবাসিমাত্রেরই আকারে বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা রাম লক্ষ্মণ সীতা সকলকেই, সাক্ষাৎ আশ্চর্য্যের ন্যায়, নিতান্ত অনিমিষ নেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন।

পরে সর্ব্বভূত-হিতৈষী, পাবক-প্রতিম-তেজস্বী, ধর্ম্মচারী, মহাভাগ ঋষিগণ রামকে পর্ণশালায় লইয়া গিয়া, যথাবিধানে সৎকার করিয়া, পূজার্থ সলিলাদি আহরণ করিলেন। এবং নিরতিশয়-প্রীতি প্রকাশ-পুরঃসর আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া, ফল, মূল, পুষ্প ও সমুদায় আশ্রম নিবেদন করত, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রঘুনন্দন! রাজা, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের চতুর্থ অংশ রূপে, প্রজালোকের রক্ষা, ধর্ম্মের পালন, লোক সকলের বিপদ্ নিরাকরণ এবং দুষ্টগণের নিগ্রহ করেন, এইজন্য সকলেরই পূজনীয়, মান্য, গুরু ও নমস্কৃত এবং এইজন্যই পরমোৎকৃষ্ট পরম মনোহর ভোগ্য পদার্থ সকল ভোগ করিয়া থাকেন।

আমরা আপনার অধিকারে বাস করি। অতএব আমাদের রক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। নগরে বা বনে যেখানেই থাকুন, আপনিই আমাদের লোকপতি রাজা। রাজন্! আমরা ক্রোধ ও ইন্দ্রিয় সকল জয় এবং ভূতগণে দ্রোহ ত্যাগ করিয়াছি। অতএব, জননী যেমন গর্ভস্থ জীবকে রক্ষা করেন; সেই রূপে, আমাদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তাঁহারা ফল, মূল, পুষ্প ও নীবারাদি নানাপ্রকার অরণ্যজাত আহারীয় প্রদান পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত রামের পূজা করিলেন। অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ও সর্ব্বদা ধর্ম্মাচার-পরায়ণ অন্যান্য সিদ্ধ তাপসগণও ন্যায়ানুসারে সাক্ষাৎ ঈশ্বর রামের তুষ্টি সম্পাদন করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

ঋষিগণ এই রূপে আতিথ্যবিধান করিলে, রাম সূর্য্যোদয়-সময়ে তাঁহাদের সকলের অনুমতি লইয়া, লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নানাজাতীয় মৃগ চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া আছে; ঋক্ষ ও ব্যাঘ্রগণ ইতস্ততঃ অবস্থিতি করিতেছে; বৃক্ষ লতা ও গুল্ম সকল বিনষ্ট এবং জলাশয় সকল দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে; পক্ষিগণের শব্দমাত্র নাই; ঝিল্লিকাগণই কেবল শব্দ করিতেছে। অনন্তর তিনি সীতার সহিত ঘোর-মৃগ পরিপূর্ণ সেই অরণ্যমধ্যে গিরিশেখর-সদৃশ উন্নতাকৃতি এক রাক্ষস দর্শন করিলেন। তাহার স্বর অতি উচ্চ, লোচনযুগল কূপের ন্যায় গভীর, বদন অতি বিশাল, দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর এবং উদর বিকট-ভাবাপন্ন। তাহাকে দেখিলে, মনে হঠাৎ ভয় ও ঘৃণার উদয় হয়। সেই বিষম, বিকট, দীর্ঘাকৃতি, বিকৃতাকার রাক্ষস বসা ও রুধির-রাশিতে অভিষিক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া, সর্ব্বভুক্-ভয়াবহ ব্যাদিত-বদন কৃতান্তের ন্যায়,

লৌহময়ী শূলে তিন সিংহ, চারি ব্যাঘ্র, দুই বৃক, দশ চিত্র-মৃগ এবং বসালিপ্ত সদন্ত বৃহৎ গজমস্তক বিদ্ধ করত উচ্চ স্বরে শব্দ করিতেছিল। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিয়া, যুগান্তে কৃতান্ত যেমন নিতান্ত ক্রোধভরে প্রজাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়, তদ্রূপ, সুগভীর-গর্জ্জন-সহকারে তাঁহাদের অভিমুখে দ্রুত পদে গমন করিল। পৃথিবী তাহার চরণ-চালনে যেন কম্পিত হইয়া উঠিলেন!

অনন্তর সে তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়াই, জানকীকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক, তথা হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া, কহিতে লাগিল, তোমরা অতি ক্ষীণজীবী, জটাবল্কল ধারণ করিয়াছ। অথচ, স্ত্রীর সমভিব্যাহারে ধনুঃ, শর ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ। তপস্বী হইয়া তোমরা কি রূপে স্ত্রীর সহিত বাস করিতেছ? বুঝিলাম, তোমরা অতি দুরাত্মা ও অধর্ম্মাচারী। সেইজন্য, বিরুদ্ধ বেশ-বিন্যাস-পূর্ব্বক মুনিকুলে কলঙ্ক আরোপ করিতেছ। তোমরা কে? আমি রাক্ষস বিরাধ, প্রতিদিন ঋষিমাংসে উদর পূর্ণ করিয়া, সশস্ত্রে এই বনদুর্গে বিচরণ করিয়া থাকি। এক্ষণে, এই বরারোহা রমণী আমার ভার্য্যা হইবে। আর, তোমরা অতি দুরাত্মা। সংগ্রামে তোমাদের রক্ত পান করিব।

দুরাত্মা বিরাধ এইপ্রকার গর্ব্ব সহকারে দুরক্ষর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল; শুনিয়া জনকদুহিতা সীতা সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া, বাতাহতা কদলীর ন্যায়, উদ্বেগবশতঃ কম্পিতা হইয়া উঠিলেন। নিরতিশয় মনোহারিণী জনকনন্দিনীকে বিরাধের অঙ্কগামিনী দর্শন করিয়া, রামের মুখমণ্ডল নিতান্ত মলিন ভাবাপন্ন হইল। তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সৌম্য! যিনি রাজা জনকের নন্দিনী, আমার সহধর্ম্মিণী ও স্বভাবতঃ সদাচারশালিনী, তিনি বিরাধের অঙ্কগামিনী হইয়াছেন, দেখ। আহা, এই যশস্বিনী রাজনন্দিনী অত্যন্ত সুখে সংবর্দ্ধিতা হইয়া-

ছেন! কৈকেয়ী আমাদিগকে যে দুঃখ দিতে মানস করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য, যে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করেন, লক্ষ্মণ! অদ্যই তাহা সুসিদ্ধ হইল; কিছুমাত্র কালবিলম্ব হইল না! মধ্যমমাতা কৈকেয়ী অতি দূরদর্শিনী। তিনি স্পষ্টই দেখিলেন, আমি সর্ব্বভূতের পরম-প্রণয়াস্পদ। অতএব আমার বিনাশ না হইলে, ভরতের রাজপদ স্থায়ী হয় না। এইজন্য, তিনি ভরতের রাজ্য মাত্রে সন্তুষ্ট না হইয়া, আমাকে বনে পাঠাইলেন। অদ্য তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল, আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম! পিতার মরণে অথবা নিজের রাজ্যহরণে, আমার যত না দুঃখ হইয়াছে, জানকীর পরাঙ্গ-স্পর্শবশতঃ ততোধিক দুঃখে আমি অভিভূত হইলাম।

ককুৎস্থ-কুলোদ্ভব রাম এইপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ শোকে ও বাষ্পভারে সমাচ্ছন্ন হইয়া, মন্ত্রবদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায়, নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, আপনি সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায়, সকল লোকের রক্ষাকর্ত্তা। বিশেষতঃ, আমি আপনার নিতান্ত বশংবদ ভৃত্য, সর্ব্বদা সমভিব্যাহারে রহিয়াছি। অতএব আপনি কিজন্য অনাথের ন্যায়, পরিতাপ করিতেছেন? অদ্য আমি ক্রোধভরে শরপ্রহারে বিরাধের প্রাণ সংহার করিয়া, পৃথিবীকে ইহার রুধির পান করাইব। পূর্ব্বে রাজপদ-প্রার্থী ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, অদ্য আমি, অচলশিরে ইন্দ্রের বজ্র-নিক্ষেপের ন্যায়, সেই ক্রোধ বিরাধে মোচন করিব। অদ্য এই বিরাধের সুবিপুল হৃদয়ে সুবিপুল শর মদীয় বাহুবলবেগে বেগবান্ হইয়া, পতিত হউক এবং দেহ হইতে প্রাণ বিযোজিত করুক। বিরাধও দারুণ প্রহারে নিতান্ত ঘূর্ণায়মান হইয়া, পৃথিবীতলে নিপতিত হউক।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর বিরাধ তার স্বরে সমুদায় অরণ্যানী প্রতিধ্বনিত করিয়া, পুনরায় কহিল, তোমরা দুই জনে কে, কোথায় যাইবে, বল; জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই কথা বলিবার সময় তাহার মুখগহ্বর হইতে অগ্নির শিখা বহির্গত হইতে লাগিল। পরম তেজস্বী রাম তাহাকে কহিলেন, আমরা সদাচারসম্পন্ন ক্ষত্রিয়; ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মিয়াছি, এবং হেতু-বিশেষবশতঃ অরণ্যচারী হইয়াছি। এক্ষণে, তুমি কে, কিজন্য দণ্ডকবনে বিচরণ করিতেছ, জানিতে অভিলাষ করি। বিরাধ আক্ষেপ করিয়া, সত্য-পরাক্রম রামকে কহিতে লাগিল, রাজন্ রঘুনন্দন। বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি জবের ঔরসে শতহ্রদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। পৃথিবীর যাবতীয় রাক্ষস আমাকে বিরাধ বলিয়া থাকে। আমি তপোবলে ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া, এই বর লাভ করিয়াছি, যে, জীবলোকে কেহই আমার ছেদ, ভেদ এবং কোনরূপ শস্ত্রাঘাতেও বধ করিতে পারিবে না। অতএব, তোমরা এই প্রমদার মমতা ত্যাগ করিয়া ও সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, যেখান হইতে আসিয়াছ, শীঘ্রই তথায় পলায়ন কর। তাহা হইলে, আমি তোমাদের প্রাণ সংহার করিব না।

রাম রোষভরে নয়নদ্বয় নিতান্ত রক্তবর্ণ করিয়া, বিকটমূর্ত্তি ও বিকৃতমতি বিরাধকে প্রত্যুত্তর করিলেন, রে ক্ষুদ্র! তুমি পর-দার-স্পর্শরূপ নীচকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমারে ধিক্। বুঝিলাম, তুমি নিশ্চয়ই মৃত্যু অন্বেষণ করিতেছ। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, সংগ্রামে সেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে। জীবিত থাকিতে, আমার হস্তে কোনমতেই নিস্তার পাইবে না। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া, সুশাণিত সায়ক-পরম্পরা সন্ধান পূর্ব্বক রাক্ষসকে প্রহার করিলেন। তৎকালে

তিনি জ্যারূপ-রজ্জু-সংযুক্ত শরাসন সহায়ে এক বারে সপ্ত শর মোচন করিলেন। ঐ সকল শর স্বর্ণময়-পুঙ্খ-বিশিষ্ট, বিশিষ্টরূপ-বেগ-সম্পন্ন, গরুড় ও পবনের ন্যায় গতিশীল, এবং ময়ূরপুচ্ছে সজ্জিত ও অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ। তাহারা বিরাধের শরীর ভেদ করিয়া, রক্তলিপ্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। বিরাধ তদ্দ্বারা বিদ্ধ হইয়া, জানকীরে ত্যাগ ও শূল উদ্যত করিয়া নিরতিশয় রোষভরে দ্রুতপদ সঞ্চারে রাম লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমান হইল। তৎকালে সে, ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় সমুন্নত শূল হস্তে, ঘোরগভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক ধাবমান হইলে, বোধ হইল, যেন, কৃতান্ত বদন ব্যাদান করিয়া, মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে। তদ্দর্শনে রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা কালান্তক-যমোপম নিশাচর বিরাধের উপরি প্রদীপ্ত সায়ক সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অতীব-প্রচণ্ড-স্বভাব বিরাধ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, জৃম্ভা ত্যাগ করিল। জৃম্ভা ত্যাগ করিবামাত্র, দ্রুতগামী শর সকল তাহার শরীর হইতে নিষ্পতিত হইল। শাণিত-সায়ক-স্পর্শে নিরতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হইলেও, ব্রহ্মার বরদান প্রযুক্ত তাহার প্রাণ বহির্গত হইল না। তদবস্থায় সে শূল সমুদ্যত করিয়া, রাম লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমান হইল। সাক্ষাৎ অশনি সদৃশ ঐ শূলের সমুজ্জ্বল শিখাভাগ গগনে সংলগ্ন হওয়াতে, বোধ হইল, যেন তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। শস্ত্রভৃদ্‌-বরিষ্ঠ রাম দুই শরে তাহা ছেদন করিলেন। মেরু পর্ব্বতের শিলাতল যেমন বজ্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া, পতিত হয়, বিরাধের শূলও তেমনি রাম শরে ছিন্ন হইয়া, ধরাসাৎ হইল। তদ্দর্শনে, সে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, দংশনোদ্যত দুই কৃষ্ণ সর্পের ন্যায়, খড়্গাদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যেমন নিক্ষেপ করিল, রাম লক্ষ্মণও তেমনি বলপূর্ব্বক সমকালেই তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এবং কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, তাহাকে অতিমাত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সে নিরুপায়

ভাবিয়া, পুরুষপ্রবর রাম ও লক্ষ্মণকে ভুজযুগলে গ্রহণ করত প্রস্থানের উপক্রম করিল। রাম তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে সুমিত্রানন্দন! এই রাক্ষস যে রূপে আমাদিগকে বহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, সেই ভাবেই বহন করিয়া লইয়া যাউক। কেন না, এ, যে পথে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে, আমাদিগকে ঐ পথেই গমন করিতে হইবে।

এই কথা বলিতে বলিতে, বলমদে সাতিশয় উদ্ধত নিশাচর বিরাধ স্বকীয় বলবীর্য্যে তাঁহাদিগকে, বালকের ন্যায়, অনায়াসেই ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া, স্কন্ধে স্থাপন করিল। এবং তাঁহাদের দুইজনকেই স্কন্ধে আরোপিত করিয়া, ঘোর গর্জ্জন পূর্ব্বক অরণ্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ অরণ্য প্রকাণ্ডাকৃতি পাদপপুঞ্জে পরিপূর্ণ, বিবিধজাতীয় বিহঙ্গম ব্যূহের আবাস বশতঃ বিচিত্র ভাবে পরিণত; হিংস্র মৃগ ও শিবাগণে আচ্ছন্ন এবং ঘোরতর ঘনঘটার ন্যায় সুনিবিড়-ভাব-সম্পন্ন। বিরাধ তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

—০—

চতুর্থ সর্গ।

বিরাধ রঘূত্তম রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া, লইয়া যাইতে লাগিল, দেখিয়া, সীতা স্বীয় সুবিশাল ভুজযুগল সমুদ্যত করিয়া, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন, এই রাম দশরথের ঔরসে জন্মিয়াছেন এবং সত্য, সুশীলতা ও শুদ্ধচারিত্র্য ইত্যাদি গুণে অলঙ্কৃত। ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস ইঁহাকে লক্ষ্মণের সহিত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। শার্দ্দূল, দ্বীপী (চিতাবাঘ), ও বৃক (নেকড়ে) গণ এখন একাকিনী পাইয়া আমায় ভক্ষণ করিবে। অতএব, হে রাক্ষসোত্তম! তোমায় নমস্কার করি, তুমি ইঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, আমাকেই হরণ কর।

বীর রাম ও লক্ষ্মণ জানকীর এই কথা শুনিয়া, দুরাত্মা বিরাধের প্রাণসংহারে ত্বরাপর হইলেন। সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ সেই ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসের বাম হস্ত এবং রাম বলপূর্ব্বক তাহার দক্ষিণ বাহু ভগ্ন করিয়া দিলেন। বাহু ভগ্ন হইলে, মেঘবর্ণ বিরাধ নিতান্ত খিন্ন ও একান্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া, তৎক্ষণাৎ পতিত হইল। বোধ হইল যেন, কোন পর্ব্বত বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিল। সে পতিত হইলে, রাম লক্ষ্মণ বাহু, মুষ্টি ও পদাঘাতে তাহাকে প্রপীড়িত করিয়া, বারংবার উত্তোলন পূর্ব্বক স্থণ্ডিলে বিশেষরূপে পেষণ করিতে লাগিলেন। সে পূর্ব্বে সায়কসমূহে বিদ্ধ ও খড়্গের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল; এক্ষণে আবার বারংবার ভূমিতে নিষ্পিষ্ট হইল; তথাপি তাহার প্রাণত্যাগ হইল না।

বিপন্নের শরণ শ্রীমান্ রাম পর্ব্বতের প্রায় প্রকাণ্ডাকৃতি বিরাধকে নিতান্তই অবধ্য দেখিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, পুরুষপ্রবর! রাক্ষসের তপোবল আছে; যুদ্ধ করিয়া শস্ত্রের সাহায্যে ইহাকে জয় করা সাধ্য হইবে না। অতএব ভূমিতে গর্ত্তমধ্যে নিপাতিত করিব। লক্ষ্মণ! তুমি এক্ষণে বনমধ্যে হস্তীর ন্যায়, প্রচণ্ড স্বভাব ও প্রচণ্ড প্রতাপ বিশিষ্ট এই রাক্ষসের পাতনোপযোগী অতি বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর। বীর্য্যবান্ রাম লক্ষ্মণকে এই রূপে গর্ত্তখননে আদেশ করিয়া, স্বয়ং পদ দ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করত দণ্ডায়মান রহিলেন।

ঐ সময়ে নিশাচর বিরাধ পুরুষপ্রবর রামের প্রোক্তপূর্ব্ব প্রশ্রয়যুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া, কহিতে লাগিল, হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমেই মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞান-প্রযুক্ত তোমায় জানিতে পারি নাই। তাত! এক্ষণে অবগত হইলাম, তুমি কৌশল্যার গর্ভশোভা সাধন করিয়াছ। আর, এই পরম ভাগ্যশালিনী জানকী এবং পরম কীর্ত্তিশালী লক্ষ্মণ, ইহাঁদিগকেও এখন প্রকৃত রূপে

বিদিত হইলাম। আমি পূর্ব্বে তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব্ব ছিলাম। বিশ্রবার পুত্র কুবের আমায় শাপ প্রদান করেন। সেই শাপে আমার পাপীয়সী নিশাচর-যোনি সংঘটিত হইয়াছে। শাপদান-সময়ে আমি প্রসাদ ভিক্ষা করিলে, মহাযশা বৈশ্রবণ আমায় বলিলেন, দশরথপুত্র রাম যুদ্ধে তোমায় বধ করিলে, পুনরায় স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, তুমি স্বর্গে গমন করিবে। আমি তাঁহার সেবা করি নাই। এইজন্য, তিনি সাতিশয় রুষ্ট হইয়া, রাক্ষস হও, বলিয়া, আমায় অভিশপ্ত করিয়াছিলেন। রম্ভার প্রতি আসক্ত হওয়াতেই, আমায় রাজা বৈশ্রবণ ঐপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তোমার প্রসাদে সুদারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম। হে পরন্তপ! তুমি সুখে থাক। আমি স্বীয় লোকে গমন করিব। তাত! সূর্য্যসমতেজস্বী, প্রতাপশালী, পরম-ধর্ম্মনিষ্ঠ মহর্ষি শরভঙ্গ এখান হইতে সার্দ্ধযোজন দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি তোমার শ্রেয়োবিধান করিবেন। রাম! এক্ষণে আমায় গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, কুশলে গমন কর। গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হওয়াই মৃত রাক্ষসগণের সনাতন ধর্ম্ম। তদ্দ্বারা, তাহাদের অক্ষয় লোক সকল লাভ হইয়া থাকে। শর-পীড়িত মহাবল বিরাধ রামকে এই কথা বলিয়া, শরীর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল।

রাম রাক্ষসের বাক্যশ্রবণপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি এই বনমধ্যে হস্তীর ন্যায়, প্রচণ্ড-স্বভাব ও প্রচণ্ড-বৃত্তি রাক্ষসের নিক্ষেপজন্য সুবৃহৎ গর্ত্ত খনন কর। লক্ষ্মণকে গর্ত্তখননে আদেশ দিয়া, তিনি স্বয়ং পদ দ্বারা বিরাধের কণ্ঠ-দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। তখন লক্ষ্মণ খনিত্র গ্রহণ করিয়া, প্রকাণ্ডাকৃতি বিরাধের পার্শ্বে বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিলেন, এবং তদ্দর্শনে রাম কণ্ঠদেশ মোচন করিলে, শঙ্কুর ন্যায় কঠিন কর্ণ ও সুগম্ভীর স্বর বিশিষ্ট সেই রাক্ষসকে উৎক্ষেপ

করিয়া, তিনি ঐ গর্ত্তের নিম্নে নিপাতিত করিলেন। বিরাধ অতি ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। যুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত ও ক্ষিপ্রকারী রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে হর্ষাবিষ্ট হইয়া, দারুণপ্রকৃতি ভীষণস্বভাব রাক্ষসকে সংগ্রামে পরাজয় ও স্ববাহুবীর্য্যে উৎক্ষেপণ করিয়া, ঐরূপ অবস্থায় গর্ত্তমধ্যে নিহিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই সকল বিষয়ে সাতিশয় সুনিপুণ এবং উভয়েই সকল লোকের শ্রেষ্ঠ, সুশাণিত শস্ত্রে মহাসুর বিরাধকে সংহার করা সাধ্য নহে, দেখিয়া, সবিশেষবিচারপূর্ব্বক গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া বধ করিলেন। রাম নিজ প্রয়োজনানুরূপে বিরাধকে যেমন হঠাৎ মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতে অভিলাষ করিলেন; কাননচারী বিরাধও তেমনি, আপনার মৃত্যু লক্ষ্য করিয়া, নিজেই তাঁহার গোচর করিল, যে, শস্ত্র দ্বারা আমায় বধ করিতে পারিবেন না। রাম এই কথা শুনিয়া তাহাকে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অনন্তর, নিক্ষেপসময়ে মহাবল বিরাধের ঘোর গভীর চীৎকারে সমুদায় বন ও গর্ত্ত এককালেই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এইরূপে, বিরাধকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েরই রূপ হর্ষভরে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং সমুদায় ভয় তিরোহিত হইল। তখন তাঁহারা সেই সুবিস্তৃত, অরণ্যপ্রান্তরে, আকাশ-বিহারী চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়, বিরাজমান হইয়া, পরম প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন।

—০—

পঞ্চম সর্গ।

অনন্তর বীর্য্যবান্ রাম বনমধ্যে মহাবল রাক্ষস বিরাধকে সংহার করিয়া, সীতাকে আলিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পরম তেজস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, এই বন স্বভাবতঃ দুর্গম ও পীড়াজনক। ইতঃপূর্ব্বে কখনও এপ্রকার বন আমাদের দর্শনগোচর হয় নাই। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া, তপোধন শরভঙ্গের আশ্রয়ে গমন করি, চল। এই বলিয়া তিনি শরভঙ্গের আশ্রম উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া, তপোবলে শুদ্ধচিত্ত ও দেবতার ন্যায় প্রভাববিশিষ্ট মহর্ষি শরভঙ্গের সমীপে এক অত্যাশ্চর্য্য দর্শন করিলেন,—সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবর দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় শরীরপ্রভায় সমুদ্ভাসিত ও দেবগণে অনুগত হইয়া, শ্রেষ্ঠতম রথে আরোহণ পূর্ব্বক, ধরাতল স্পর্শ না করিয়াই, শূন্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার আভরণ সকল অতিশয় উজ্জ্বল এবং পরিধেয় বস্ত্র নিরতিশয় নির্ম্মল। অন্যান্য অনেক মহাত্মা তদনুরূপ বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহার পূজায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তদীয় রথ শ্যামবর্ণ তুরঙ্গমগণে সংযোজিত হইয়া, অন্তরিক্ষে অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহার ছত্র সাতিশয় নির্ম্মল ও বিচিত্র মাল্যপরম্পরায় অলঙ্কৃত এবং নবোদিত সূর্য্য, শুভ্রবর্ণ মেঘ ও চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, অতিশয় কান্তি ও দীপ্তিবিশিষ্ট। তাঁহার চামর ও ব্যজন স্বর্ণদণ্ডে মণ্ডিত, বহুমূল্য ও অতিশয় উৎকৃষ্টভাবাপন্ন। দুই জন বরবর্ণিনী রমণী ঐ ছত্র ও চামর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকোপরি মৃদু মন্দ আন্দোলিত করিতেছে। বহুসংখ্য গন্ধর্ব্ব, দেবতা, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ একত্র মিলিত হইয়া, অত্যুৎকৃষ্ট-বচনপরম্পরা-প্রয়োগ-পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। রাম দূর হইতে এই সকল অবলোকন করিলেন।

তৎকালে দেবরাজ, মহর্ষি শরভঙ্গের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার রথের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগপূর্ব্বক ভ্রাতা লক্ষ্মণকে আশ্চর্য্য প্রদর্শন করত বলিতে লাগিলেন, ভাই! অবলোকন কর, পরম দীপ্তিময় ও নিরতিশয় শোভানিলয় বিচিত্র রথ ঐ অন্তরিক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। বোধ হয় যেন, আদিত্য-মণ্ডল স্খলিত হইতেছে। পূর্ব্বে, শতক্রতু ইন্দ্রের যে সকল অশ্বের কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, ঐ অন্তরিক্ষ-চর দিব্য অশ্বগণ, নিশ্চয়ই সেই সকল অশ্ব হইবে। হে পুরুষব্যাঘ্র! এই যে চতু-র্দ্দিকে শত শত খড়্গপাণি ও কুণ্ডলমণ্ডিত যুবা পুরুষ অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাঁদের সকলেরই হৃদয়দেশ অতিশয় বিশাল, বাহু অর্গলের ন্যায় আয়ত ও পরিধেয় বসন রক্তবর্ণ, সকলেরই হৃদয়ে প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম হার শোভা পাইতেছে এবং সকলেই পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয় পুরুষের রূপ ধারণ করিতেছেন। এই সকল পুরুষশ্রেষ্ঠকে যেপ্রকার প্রিয়দর্শন দেখা যাইতেছে, সচরাচর দেবগণেরই ঈদৃশ বয়োরূপাদি সম্ভব হইয়া থাকে। অতএব আমি যে পর্য্যন্ত না সুস্পষ্ট জানিয়া আসিতেছি, এই রথস্থ তেজস্বী পুরুষ কে, তাবৎ তুমি এইখানেই জানকীর সহিত অপেক্ষা কর।

এইরূপে ককুৎস্থনন্দন রাম লক্ষ্মণকে তথায় অপেক্ষা করিতে অনুমতি করিয়া, শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগি-লেন। তদ্দর্শনে শচীপতি ইন্দ্র শরভঙ্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, অনুচর দেবগণকে কহিলেন, ঐ, রাম আমাদের নিক-টেই আসিতেছেন। এক্ষণে, আমার সহিত আলাপ না করিতে করিতেই, তোমরা আমাকে লইয়া স্বর্গে গমন কর। ঈদৃশ বনচর অবস্থায়, আমার সহিত সাক্ষাৎ করা ইহাঁর বিধেয় হয় না। ইহাঁকে এখন অন্য লোকের নিতান্ত দুঃসাধ্য গুরুতর কার্য্যবিশেষ সম্পাদন করিতে হইবে। ইনি যখন রাক্ষস জয়

করিয়া, কৃতকার্য্য হইবেন, সেই সময়েই ইহাঁকে দেখা দিব। অনন্তর বজ্রধর ইন্দ্র মহর্ষি শরভঙ্গের আমন্ত্রণ ও সবিশেষ পূজা বিধান পূর্ব্বক অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন।

সহস্রাক্ষ প্রস্থান করিলে, রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত শরভঙ্গের সমীপস্থ হইলেন। তৎকালে ঋষি নিত্য হোমক্রিয়ায় দীক্ষিত ছিলেন। রাম লক্ষ্মণ সীতা সকলেই তাঁহার চরণবন্দনাপূর্ব্বক তদীয় অনুমতি গ্রহণান্তে উপবেশন করিলেন। এবং মহর্ষি তাঁহাদিগকে বাসস্থান প্রদান ও ভোজনাদির নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর, রঘুনন্দন রাম ইন্দ্রের আগমনপ্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সমস্ত ঘটনা তাঁহার গোচর করিয়া, কহিলেন, কঠোর তপস্যা প্রভাবে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ভগবানের উপাসনায় পরাঙ্মুখ হইলে, যাহা লাভ করা দুঃসাধ্য, তাদৃশ ব্রহ্মলোকে আমাকে এই বরদ ইন্দ্র লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু, হে পুরুষপ্রবর! তুমি নিকটেই অবস্থিতি করিতেছ, যোগবলে জানিতে পারিয়া, তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, তথায় গমন করিলাম না। হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ ও মহাত্মা। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, স্বর্গে বা অন্যত্র গমন করিব, ইহাই আমার অভিলাষ। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক প্রভৃতি পরম পবিত্র অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়াছি। এক্ষণে আমার অধিকৃত তৎসমস্ত লোকই তোমায় প্রদান করিতেছি, প্রতিগ্রহ কর।

মহর্ষি শরভঙ্গ এইপ্রকার কহিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পুরুষপ্রবর রাম তাঁহাকে বলিলেন, হে মহর্ষে! আমি নিজেই তৎসমস্ত লোক আহরণ করিব। তবে, এই অরণ্যে আপনি আমাদের থাকিবার উপযুক্ত কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, ইহাই প্রার্থনা করি।

সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম রঘুনন্দন রাম এইপ্রকার কহিলে, পরমপ্রাজ্ঞ শরভঙ্গ পুনরায় কহিলেন, রাম! এই অরণ্যে সুতীক্ষ্ণ নামে পরম তেজস্বী, ধার্ম্মিক ও নিয়মপরতন্ত্র কোন মহর্ষি বাস করেন। তিনি তোমার শ্রেয়োবিধান করিবেন। এই যে কুসুম-কুলশোভিনী তরঙ্গিণী মন্দাকিনী পূর্ব্বাভিমুখ-প্রবাহিনী হইয়াছেন, পশ্চিমাভিমুখে ইহার অনুগমন করিলেই, তুমি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গমন করিতে পারিবে। হে নরোত্তম! তথায় যাইবার ঐ পথ দেখা যাইতেছে। তাত! সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক মোচন করে, সেইরূপ, আমি অধুনা এই জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিব। অতএব তুমি মুহূর্ত্তমাত্র কৃপাকটাক্ষে আমায় নিরীক্ষণ কর। এই বলিয়া পরম তেজস্বী শরভঙ্গ অগ্নিপ্রজ্বালন-পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি দান করিয়া, তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ পাবক ক্ষণমধ্যেই সেই মহাত্মার সমুদায় রোম, কেশ, অস্থি, মাংস, শোণিত ও জীর্ণ ত্বক্ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন শরভঙ্গ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় ভাস্বর-মূর্ত্তি কুমার রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, সেই অগ্নিরাশি হইতে উত্থান পূর্ব্বক পরম শোভা বিস্তার করিলেন; তাঁহার পূর্ব্বরূপ তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি আহিতাগ্নি মহাত্মা ঋষিগণের ও দেবগণের লোক সমুদায় অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন। তথায় গিয়া পুণ্যকর্ম্মা দ্বিজশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ অনুচর-বেষ্টিত পিতামহকে সন্দর্শন করিলেন। ব্রহ্মাও তাঁহাকে দর্শন করিয়া, আহ্লাদিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সুখে আসিয়াছ?

ষষ্ঠ সর্গ।

শরভঙ্গ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, দণ্ডক বনবাসী মুনিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া, পরম প্রদীপ্ত-তেজা রামের শরণাপন্ন হইলেন। ঐ সকল ঋষির মধ্যে কেহ প্রজাপতির মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত ও কেহ তাঁহার লোম হইতে উৎপন্ন; কেহ ভগবানের পাদপ্রক্ষালন হইতে উদ্ভূত, কেহ সূর্য্য চন্দ্রাদির কিরণমাত্র পান করিয়া জীবন ধারণ করেন, কেহ অপক্ক কুট্টিত অন্ন ভক্ষণ করেন; কেহ পত্রমাত্র আহার করেন, কেহ দন্ত দ্বারাই উদূখলের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; কেহ কণ্ঠপর্য্যন্ত জলমগ্ন থাকিয়া তপস্যা করেন; কেহ বিনা আস্তরণেই শয়ন করেন; কেহ একবারেই নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, কেহ এক পাদেই দিবা রাত্র অবস্থিতি করেন, কেহ জলমাত্র আহার ও কেহ বায়ুমাত্র ভক্ষণ করেন, কেহ অনাবৃত প্রদেশে অবস্থান ও কেহ স্থণ্ডিলে শয়ন করেন, কেহ পর্ব্বতশিখর প্রভৃতি অত্যুচ্চ স্থান সকলে নিত্য বাস করেন; কেহ সর্ব্বদাই আর্দ্র বস্ত্র পরিধান ও কেহ সর্ব্বদাই জপ করেন, কেহ প্রতিনিয়ত বেদপাঠ ও কেহ বা পঞ্চতপা করেন এবং সকলেই ব্রহ্মবিদ্যার অনুষ্ঠানজন্য অসামান্য-তেজঃপ্রভাব-সম্পন্ন ও সর্ব্বদাই একাগ্র হৃদয়ে অবিচলিত যোগচর্য্যায় প্রবৃত্ত। তাঁহারা শরভঙ্গের আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইলেন।

এই রূপে ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ সকলে সংমিলিত হইয়া, ধর্ম্মভৃদ্বরিষ্ঠ রামের অভিগমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে পরম ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি রথিগণের শ্রেষ্ঠ, ইক্ষ্বাকুকুলের ও পৃথিবীর মধ্যে প্রধান এবং ইন্দ্র যেমন দেবতাগণের, তুমিও তেমনি সকল লোকের, রক্ষাকর্ত্তা। যশে ও বিক্রমে তিন লোকেই তোমার পরম প্রতিষ্ঠা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অকৃত্রিম পিতৃবাৎসল্য, সত্য বাক্য এবং সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ধর্ম্ম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম সম্যক্প্রকারে অবগত আছ ও সর্ব্বান্তঃকরণে তদনুষ্ঠানে

তৎপর হইয়া থাক। তোমার আত্মাও সাতিশয় সমুন্নত। অতএব, নাথ! আমরা তোমার শরণার্থী হইয়া, যাহা বলিব, তাহা ক্রূর হইলেও, অর্থী ভাবিয়া আমাদিগকে সে বিষয়ে তোমায় ক্ষমা করিতে হইবে। হে লোকপতে! যে রাজা কররূপে প্রজাগণের আয়ের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়াও, তাহাদিগকে পুত্রবৎ পালন না করেন, তাঁহার অতিশয় অধর্ম্ম হইয়া থাকে। আর, যে রাজা সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইয়া, স্বাধিকারবাসী প্রজাদিগকে, স্বকীয় প্রাণের ন্যায়, অথবা প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রীতিভাজন পুত্রের ন্যায়, সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করেন, তিনি বহু-বর্ষব্যাপিনী শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় সবিশেষ সম্মানিত হয়েন। ঋষিগণ ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অর্জ্জন করেন, ধর্ম্মানুসারে প্রজা-রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে, নরপতি সেই ধর্ম্মের চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন। সেই এই বহুসংখ্য বানপ্রস্থ ঋষি সমাগত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। এবং তুমিই ইহাঁদের রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু রাক্ষসগণ নিতান্ত অনাথের ন্যায়, ইহাঁদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আসিয়া দেখ, ঘোরস্বভাব রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া নিদিধ্যাসন-নিষ্ঠ বহুসংখ্য ঋষির শরীর সমস্ত, বন মধ্যে নানাস্থানে পতিত রহিয়াছে। রাক্ষসেরা পম্পা-সরোবর ও তন্নিঃসৃত-নদী-তীরবাসী, মন্দাকিনী-সন্নিহিত-নিবাসী এবং চিত্রকূটবাসী বহুসংখ্যক ঋষির প্রাণসংহার করিতেছে। বন মধ্যে রাক্ষসগণের হস্তে তপস্বিদিগের যে এতাদৃশ দুঃখ সাধিত হইতেছে, আমরা ইহা সহ্য করিতে পারিতেছি না; এইজন্য আমরা শরণ্য তোমার শরণলাভার্থ উপস্থিত হইলাম। রাম! আমাদিগকে রক্ষা কর, রাক্ষসেরা আমাদিগকে বধ করিতেছে। বীর! তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আশ্রয় পৃথিবীতে আর প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। হে রাজনন্দন! রাক্ষসগণের হস্ত হইতে আমাদিগের সকলকে রক্ষা কর।

ধর্ম্মাত্মা ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র তপোবলযুক্ত ঋষিদিগের উক্ত-প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলকে কহিলেন, আমাকে এতদ্রূপ বলা আপনাদিগের উচিত হয় না; আমি তপস্বীদিগের আজ্ঞা-পাত্র। আমি নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যের সাধন জন্যই বনে প্রবেশ করিয়াছি। রাক্ষসেরা আপনাদিগকে যে দুঃখ দান করিতেছে; এই দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশেই আমি পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, এই মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি। আপনাদিগের কার্য্যসাধন করিবার জন্যই আমি ঘটনাক্রমে আগমন করিয়াছি; আমার এই বনবাসের অতি মহৎ ফল উৎপন্ন হইবে। আমি বনে তপস্বিদিগের শত্রু রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে অভিপ্রায় করি-য়াছি; তপোবল ঋষিগণ আমার ও আমার ভ্রাতার বীর্য্য প্রত্যক্ষ করুন।

ধর্ম্মনিষ্ঠ বীর রামচন্দ্র তপোধনদিগকে উক্তরূপ বর দান করত তাঁহাদিগের পূজা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

—০—

সপ্তম সর্গ।

শত্রু-তাপন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ, সীতা এবং দ্বিজগণ সমভি-ব্যাহারে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গমন করিলেন। বহুদূর গমন করত বিবিধ-সলিলশালিনী বিবিধ নদী পার হইয়া, মহামেরুর ন্যায় সমুন্নত এক বিমল শৈল দর্শন করিলেন। অনন্তর ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রধান দুই রঘুনন্দন সীতা-সমভিব্যাহারে বিবিধ পাদপে সমাকীর্ণ ঐ পর্ব্বতস্থ কানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহু-পুষ্প ও ফলশালি-বৃক্ষ-ভূষিত ঘোর বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, চীর-মালা-বিভূষিত সুতীক্ষ্ণ সর্ব্বপাপশান্তির নিমিত্ত হৃদয়ে ঐশ্বর যোগ ধারণা করিয়া আশ্রম মধ্যে এক নিভৃতস্থানে উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিয়া যথাবিধি সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, ভগ-

বন্ধু! আমার নাম রাম, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে অক্ষত-তপঃ-প্রভাবসম্পন্ন মহর্ষে! আমার সহিত বাক্যালাপ করুন।

তখন গম্ভীরস্বভাব সেই ঋষি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, রাম! এস, এস। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! হে ধার্ম্মিকবর! তুমি পদার্পণ করাতে আজ এই আশ্রম সফল হইল। হে মহাযশ! হে বীর! আমি তোমার অপেক্ষাতেই এতদিন পৃথিবীতে দেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে আরোহণ করি নাই। আমি শুনিয়াছি, তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়াছ। হে কাকুৎস্থ! শতক্রতু দেবরাজ এবং সুরেশ্বর মহাদেব এই আশ্রমে আগমন করিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত লোক উপার্জ্জন করিয়াছি। আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে দান করিতেছি, তুমি আমার তপস্যা দ্বারা লব্ধ সেই সকল দেবর্ষিসেবিত লোকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আনন্দে কালযাপন কর।

পুরন্দর যেমন ব্রহ্মাকে, মনস্বী রামচন্দ্র তেমনি কঠোর তপস্তেজে প্রদীপ্ত সত্যবাদী মহর্ষিকে কহিলেন, হে মহামুনে! আমি নিজেই লোক সকল উপার্জ্জন করিব, এক্ষণে আমি প্রার্থনা করি, আপনি এই কানন মধ্যে দাসের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। গৌতমবংশীয় মহাত্মা শরভঙ্গ বলিয়াছেন, আপনি সর্ব্ব বিষয়ে বিজ্ঞ, এবং সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে রত।

লোকবিখ্যাত মহর্ষি রামের এই বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় আনন্দিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাম! এই আশ্রমই সর্ব্বাংশে বাসের উপযুক্ত; ইহাতে অনেকানেক ঋষিগণ বাস করিয়া থাকেন; ফল এবং মূলও এই আশ্রমে যথেষ্ট পাওয়া যায়। তবে অতি বৃহৎ বৃহৎ বিবিধপ্রকার পশু পালে পালে এই আশ্রমে আগমন করিয়া থাকে কিন্তু কাহাকেও প্রাণে

সংহার করে না; স্ব স্ব দেহ-বৈচিত্র্যাদি দ্বারা প্রলোভিত করিয়া প্রস্থান করে। অতএব জানিও, এক পশুগণ হইতেই যাহা কিছু ভয়, তদ্ভিন্ন এস্থানে অন্য কোন ভয়ই নাই।

লক্ষ্মণাগ্রজ বীর রাম সেই মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করত সশর ধনুর্দ্ধারণ করিয়া কহিলেন, হে সুমহাভাগ! আমি সেই সমস্ত সমাগত পশুদিগকে আনতপর্ব্ব শাণিতধার শর দ্বারা সংহার করিব। কিন্তু তাহাতে আপনাব মনে পীড়া দেওয়া হইবে; অতএব আমার ইচ্ছা নহে যে, বহুদিন এই আশ্রমে বাস করি।

রাম সেই ঋষিকে উক্তরূপ যাথার্থ্য নিবেদন করিয়া, সন্ধ্যা করিবার জন্য গমন করিলেন এবং সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণের ঐ মনোরম আশ্রমে বাস করিলেন।

অনন্তর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া, রজনী আগত হইল, দেখিয়া মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ স্বয়ং তাপস জনোচিত বিশুদ্ধ অন্ন সুপাক করিয়া, দুই পুরুষশ্রেষ্ঠকে প্রদান করিলেন।

অষ্টম সর্গ।

রাম সুতীক্ষ্ণের আতিথ্যগ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে ঐ আশ্রমে যামিনী যাপন করিয়া, প্রাতঃকালে জাগরিত হইলেন। এবং গাত্রোত্থান করিয়া যথাকালে সীতা সমভিব্যাহারে উৎপল-গন্ধি সুশীতল বারি দ্বারা স্নান করিলেন। পরে রাম লক্ষ্মণ ও বৈদেহী তপস্বিজনাশ্রিত বনমধ্যে অগ্নি ও দেবতাদিগের কালোচিত বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিয়া, উদয়-প্রবৃত্ত-দিনকর-দর্শনে বিগত-পাপ হইয়া, সুতীক্ষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক বিনীত বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! পূজনীয় আপনার নিকট আতিথ্য লাভ করিয়া, আমরা সুখে যামিনী যাপন করিয়াছি, এক্ষণে বিদায়

প্রার্থনা করি, আমরা প্রস্থান করিব; মুনিগণ আমাদিগকে সত্বর হইতে কহিতেছেন। দণ্ডকারণ্যবাসী পুণ্যশীল ঋষিদিগের সমস্ত আশ্রমমণ্ডল দর্শন করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছি। ইচ্ছা করি, আপনি অনুমতি করুন, আমরা এই সকল নির্ধূম-পাবক-কল্প সত্যনিষ্ঠ তপোদান্ত মুনিশ্রেষ্ঠদিগের সহিত গমন করি। নীচকুলোৎপন্ন ব্যক্তি অন্যায়পথে আগতা লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়া যেমন অসহ্য হইয়া উঠে, সূর্য্যের উত্তাপ তেমনি অসহ্য না হইতে হইতেই আমরা গমন করিতে ইচ্ছা করি।

রাম এই কথা কহিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে মুনির চরণ বন্দনা করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ চরণস্পর্শকারী তাঁহাদিগের দুই জনকে উত্থাপন করিয়া, গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সস্নেহ বাক্যে কহিলেন, রাম! সৌমিত্রি এবং ছায়ার ন্যায় অনুগতা এই সীতার সহিত নিরুপদ্রবে পথে গমন কর। বীর! যোগনিবিষ্টচেতা দণ্ডকারণ্যবাসী এই সকল ঋষির আশ্রম দর্শন কর। যথায় বিবিধ ফলমূল অতি সুলভ, ও যথায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মৃগযূথ ও পক্ষি সকল শান্তভাবে বিচরণ করিতেছে এতাদৃশ বিবিধ বন, প্রফুল্ল-পঙ্কজ-শোভিত প্রসন্ন সলিল, তটে কারণ্ডবকুল সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এতাদৃশ সরোবর, দৃষ্টিমনোহর গিরিপ্রস্রবণ এবং ময়ূরনাদিত অরণ্যানী সকল দেখিতে পাইবে। বৎস সৌমিত্রে! গমন কর; রাম! তুমিও গমন কর; দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার এইস্থানে প্রত্যাগমন করিবে।

কাকুৎস্থ যে আজ্ঞা বলিয়া, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে মুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবার জন্য উদ্যুক্ত হইলেন। অনন্তর আয়তলোচনা সীতা দুই ভ্রাতাকে শুভতর দুই তূণ ও ধনু এবং দুই নির্ম্মল খড়্গ প্রদান করিলেন। তখন রাম লক্ষ্মণ দুইজনে দুই শুভ তূণীর ও দুই সশব্দ শরাসন বন্ধন করিয়া যাইবার জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।

রূপবান্ দুই রঘুনন্দন মহর্ষির অনুজ্ঞা পাইয়া, ধনু শর গ্রহণ পূর্ব্বক সীতা-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন।

—•—

নবম সর্গ।

রঘুনন্দন রাম সুতীক্ষ্ণের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলে, সীতা স্নেহপূর্ণ মনোজ্ঞ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যদিও অতিশয় মহাত্মা, কিন্তু পরম সূক্ষ্ম রূপে বিচার করিয়া দেখিলে, আপনার অধর্ম্ম সঞ্চিত হইতেছে। এক্ষণে, কামজ ব্যসন হইতে বিমুক্ত হইলেই, ঐ অধর্ম্মে পরিহার পাইতে পারেন। কামজ ব্যসন তিনপ্রকার, মিথ্যাবাক্য, পরদারাভিগমন এবং শত্রুতা ব্যতিরেকে রৌদ্রভাবাবলম্বন। শেষোক্ত দুইটী, প্রথমোক্ত অপেক্ষাও গুরুতর। হে রঘুনন্দন! আপনি কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই এবং করিবেনও না। পরস্ত্রী অভিলাষ করিলে ধর্ম্ম নাশ হয়। হে মনুজেন্দ্র! আমি জানি, তুমি কোন কারণ বশতঃ মনোমধ্যেও কখন পরদার অভিলাষ কর নাই। এখনও তোমার মনে সে অভিলাষ নাই; অতএব পরেও কখন হইবে না। হে রাজনন্দন! তুমি নিয়ত স্বদার নিরত, ধর্ম্মিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতেছ। ধর্ম্ম এবং সর্ব্ব সত্য তোমাতে প্রতিষ্ঠিত। হে মহাবাহো! যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারাই ঐ সমস্ত পালন করিতে পারেন। হে শুভদর্শন! প্রাণিগণের মধ্যে তোমার জিতেন্দ্রিয়তা প্রসিদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ বিনাপরাধে প্রাণিহিংসারূপ যে তৃতীয় ব্যসন, এক্ষণে তোমার সেই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। হে বীর! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিবে। এইজন্যই তুমি ধনুঃশর ধারণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃসমভিব্যাহারে দণ্ডক নামে বিখ্যাত বনে যাত্রা করিয়াছ। অতএব তোমাকে প্রস্থান করিতে দর্শন

করিয়া, তোমার পারলৌকিক ও ঐহিক সুখ বিষয়ে আমার মন চিন্তায় আকুল হইতেছে। বীর! দণ্ডকারণ্য গমনে আমার ইচ্ছা হইতেছে না, কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে ভ্রাতার সমভিব্যাহারে বনে গমন করিবে; অতএব রাক্ষসদিগকে দেখিতে পাইলে কোন না কোন স্থলে অবশ্যই শরত্যাগ করিবে। নিকটস্থিত ইন্ধন যেমন অগ্নির তেজ সাতিশয় বৃদ্ধি করে, তেমনি ক্ষত্রিয়দিগের এই ধনু যাহার নিকটে থাকে, তাহার তেজ ও বল নিরতিশয় বর্দ্ধিত করে। হে মহাবাহো! পূর্ব্বে কোন মৃগপক্ষিসেবিত পুণ্য বন মধ্যে এক জন সত্যশীল পবিত্রাচারী তপস্বী ছিলেন। শচীপতি ঐ তপস্বীর তপোবিঘ্ন করিবার জন্য যোদ্ধার বেশে খড়্গহস্তে আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এবং ঐ পবিত্র আশ্রমে ঐ তপোনিষ্ঠ মুনির নিকট ন্যাসস্বরূপে ঐ খড়্গ রক্ষা করিয়া প্রস্থান করিলেন। মুনি ঐ অস্ত্র নিক্ষেপ স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া, উহার রক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইলেন, এবং বিশ্বাসঘাতক না হইতে হয়, এইজন্য ঐ অস্ত্র সমভিব্যাহারে লইয়া বন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ন্যস্ত বস্তু রক্ষায় বিলক্ষণ যত্নবান হইয়াছিলেন, অতএব ফল মূল আহরণের জন্য যে কোন স্থানে যাইতেন, ঐ খড়্গ না লইয়া যাইতেন না। নিয়ত খড়্গ বহন করাতে ক্রমে ক্রমে মুনির তপোনিষ্ঠা দূর হইয়া স্বভাব উগ্র হইয়া উঠিল। তদনন্তর তিনি রৌদ্রকর্ম্মে রত ও প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার ধর্ম্মও সুতরাং ক্ষয় হইয়া আসিল। এইরূপে ঐ শস্ত্রের সহবাস হেতু মুনি নরকে গমন করিলেন।

শস্ত্র-সাহচর্য্য হেতু পূর্ব্বে এই প্রকার ঘটিয়াছিল। অগ্নিসংযোগ যেমন কাষ্ঠকে বিকৃত করে, শস্ত্রসংযোগ তেমনি শস্ত্রধারীকে প্রমত্ত করিয়া তুলে। আমি তোমাকে নিতান্ত ভালবাসি, এইজন্য তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম; এবং আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে, এইজন্য তোমাকে শিক্ষাই দিতেছি,

যে তুমি ধনুর্দ্ধারণ করিয়া বিনাপরাধে দণ্ডকবাসী রাক্ষসদিগকে সংহার করিবে মনেও কখন এরূপ কল্পনা করিও না। হে বীর! অপরাধ বিনা কাহাকেও বধ করা আপনার উচিত হয় না। বনবাসী তপস্বিগণ বিপদে পতিত হইলে তাহাদিগকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয় বীরদিগের ধনুর্দ্ধারণের প্রয়োজন। বনবাসীর কি শস্ত্রধারণ উচিত হয়? তপস্বীর কি ক্ষত্রিয় স্বভাব শোভা পায়? সুতরাং আমাদিগের পক্ষে এই উভয় প্রকার ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; অতএব এক্ষণে যেস্থানে রহিয়াছেন, সেইস্থানের ধর্ম্মই প্রতিপালন করুন। শস্ত্র ব্যবহার করিলে বুদ্ধি কদর্য্য ও কলুষিত হইয়া উঠে। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার ক্ষত্র ধর্ম্ম প্রতিপালন কবিও। যদি তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, স্বধর্ম্মনিরত ঋষি হইতে, তাহা হইলে, আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর উভয়েরই অক্ষয় প্রীতি জন্মিত। ধর্ম্ম হইতে অর্থ লাভ হয়; ধর্ম্ম হইতে সুখোৎপত্তি হয়, ধর্ম্ম হইতে সর্ব্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সংসারে ধর্ম্মই একমাত্র সার বস্তু। অতএব নির্দ্দিষ্ট বিশিষ্ট রূপ নিয়মানুসারে সবিশেষ যত্ন পূর্ব্বক আত্মাকে কর্ষিত করিলে, সুখের মূল সাধন স্বরূপ ধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া থাকে; ভোগবিলাসাদি সুখোপায়ে কখন ধর্ম্ম লাভ সম্ভব নহে। অয়ি প্রিয়দর্শন! তুমি সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত হইয়া, তপোবন আশ্রয় করত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও। ত্রিভুবনের সমস্ত বিষয়ই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তোমার বিদিত আছে। অতএব কোন্ ব্যক্তি তোমায় ধর্ম্মবিষয়ে অনুশাসন করিতে পারে? আমি কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ চপলতা বশতই এইপ্রকার কহিলাম। এক্ষণে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বুদ্ধি পূর্ব্বক বিচার করিয়া, যাহা অভিরুচি হয়, বিলম্ব না করিয়া, তাহার অনুষ্ঠান কর।

দশম সর্গ।

পতির প্রতি সাতিশয় ভক্তিমতী মৈথিলী এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ রাম তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, অয়ি ধর্ম্মজ্ঞে দেবি জানকি! তুমি আমার প্রতি সাতিশয়-স্নেহ-সম্পন্ন। ক্ষত্রিয়কুলের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যাহা বলিলে, তাহা সর্ব্বাংশেই অনুরূপ ও হিতজনক। কিন্তু দেবি! কেহ আর্ত্তনাদ না করে, এইজন্যই ক্ষত্রিয়গণ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, এইপ্রকার উল্লেখ করিয়া তুমি নিজেই আপনার কথার উত্তর করিয়াছ। অতএব আমি আর কি উত্তর করিব? ফলতঃ, দণ্ডকারণ্যবাসী দৃঢ়ব্রত ঋষিগণ আর্ত্ত হইয়া, স্বয়ং আগমন করিয়া, শরণাগতপ্রতিপালক জ্ঞানে আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অয়ি ভীরু! তাঁহারা নিত্য ফল মূল ভক্ষণ করিয়া অরণ্য মধ্যে বাস করেন; ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণের উৎপাতে সুখী হইতে পারিতেছেন না। ভীমস্বভাব রাক্ষসগণ মনুষ্য-মাংসে জীবন ধারণ করে। তাহারা ঐ সকল ঋষিকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইজন্য, তাঁহারা আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করায়, আমি সেই দ্বিজসত্তমগণের মুখবিনিঃসৃত উল্লিখিত প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, যে, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার ইহা পর নাই লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে। যেহেতু, আপনারাই স্বভাবতঃ আমাদের উপাস্য। কিন্তু এক্ষণে আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অনন্তর আমি তাঁহাদের সমক্ষে কহিলাম, আমায় কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন সকলেই একত্র মিলিত হইয়া কহিলেন, রাম! দণ্ডকারণ্যে বহুসংখ্য কামরূপ নিশাচর সমবেত হইয়া, অতিশয় উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে; তুমি তাহাদের হস্তে—আমাদিগকে

রক্ষা কর। হে অনঘ! হোমসময় এবং পর্ব্বসময় উপস্থিত হইলে, সেই মাংসাশী রাক্ষসগণ আমাদিগকে অভিভূত করে। তাহাদিগকে পরাভব করা দুঃসাধ্য। তপোনিরত ঋষিগণ এই রূপে রাক্ষসহস্তে অভিভূত হইয়া, পরিত্রাণলাভবাসনায় তোমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। তুমিই আমাদের পরম গতি। আমাদের যে তপোবল আছে, তদ্দ্বারা আমরা স্বয়ং রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে পারি। কিন্তু বহু যত্নে অর্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় করিতে আমাদের অভিলাষ নাই। হে রঘুনন্দন! তপস্যা যেমন অনেক কষ্টে সঞ্চিত হয়, সেইরূপ, সঞ্চয়সময়ে অনেক বিঘ্নও ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য, রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিলেও, তাহাদিগকে শাপ দান করি না। এক্ষণে তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আমাদিগকে দণ্ডকবনবাসী নিশাচরগণের উৎপীড়ন হইতে মোচন কর। কেননা, তুমিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা।

অয়ি জানকি! আমি দণ্ডকারণ্যবাসী তপস্বিগণের এই কথা শুনিয়া, সম্যক্‌রূপে তাঁহাদের রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। প্রাণ থাকিতে, এই অঙ্গীকার পালনে কোন মতেই পরাঙ্মুখ হইতে পারিব না। বিশেষতঃ, ঋষিগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এবং সর্ব্বদা সত্যই আমার পরম অভীষ্ট বিষয়। হে সীতে! তোমাকে, লক্ষ্মণকে এবং নিজের প্রাণ পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতে পারি; প্রতিজ্ঞা করিয়া, বিশেষে, ব্রাহ্মণের সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহা কখন ত্যাগ করিতে পারি না। ফলতঃ, ঋষিগণ না বলিলেও, যখন সর্ব্বতোভাবেই তাঁহাদের রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; তখন প্রতিজ্ঞা করিয়া, কিরূপে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে পারি? যাহা হউক, সীতে! তুমি আমার প্রতি স্নেহ ও সৌহার্দ্দবশতঃ যাহা বলিলে, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। যাহার প্রতি যাহার প্রীতি নাই, সে কখন তাহাকে উপদেশ করে না। বিশেষতঃ, তুমি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান কর এবং তজ্জন্য, আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর প্রণয়ভাগিনী।

অয়ি শোভনে! আমার প্রতি তোমার যে স্নেহ আছে এবং যে বংশে তুমি জন্মিয়াছ, তোমার কথা সকল, সেই স্নেহেরও সেই বংশেরই সমুচিত।

পরমধর্ম্মী মহানুভাব রাম জনকদুহিতা দয়িতা সীতাকে এই প্রকার বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত পরম মনোহর তপোবন সকলে প্রস্থান করিলেন।

—•—

একাদশ সর্গ।

রাম অগ্রে, সুশোভনা সীতা মধ্যভাগে এবং লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সীতার সহিত গমনসময়ে বিবিধ শৈলপ্রস্থ, অরণ্য, রমণীয় নদী, নদী তীর-বিহারী সারস ও চক্রবাক, জলচর-বিহঙ্গমপূর্ণ পদ্ম-সমলঙ্কৃত সরোবর, যূথবদ্ধ চিত্রমৃগ, সুবিশাল-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট মদোন্মত্ত মহিষ, বরাহ ও দ্রুম-বৈরী হস্তী সকল সন্দর্শন করিলেন। এই রূপে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া বহুদূর অতিক্রম পূর্ব্বক, সায়াহ্ন সময়ে যোজন-বিস্তৃত এক তড়াগ দেখিতে পাইলেন। ঐ তড়াগ হস্তিযূথে অলঙ্কৃত, রাশি রাশি রক্তোৎপল ও শ্বেতোৎপলে পরিপূর্ণ, জলজাত সারস ও কাদম্বসমূহে পরিব্যাপ্ত, এবং উহার জল অতিশয় স্বচ্ছ। তাঁহারা ঐ রমণীয় সরোবরে গীত ও বাদ্য শব্দ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে কৌতূহল-বশম্বদ হইয়া, ধর্ম্মভৃৎ-নামধেয় ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! ঈদৃশ অত্যাশ্চর্য্য শব্দ শুনিয়া, আমাদের সকলেরই সাতিশয় কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করুন।

রাম এইপ্রকার কহিলে, ধর্ম্মাত্মা ঋষি তৎক্ষণাৎ ঐ সরোবরের প্রভাব বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কহিলেন, রাম!

তড়াগের নাম পঞ্চাপ্সর। কোন কালেই কোন রূপে ইহার ক্ষয় নাই। মহর্ষি মাণ্ডকর্ণি তপোবলে ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি দশ সহস্র বৎসর বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, জলাশয়ে অবস্থান পুর্ব্বক কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, অগ্নি-প্রভৃতি দেবগণ তদীয় তপস্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন পুর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, এই ঋষি আমাদেরই মধ্যে কাহারও পদপ্রার্থনায় তপস্যা করিতেছেন। এইপ্রকার অবধারণ পুর্ব্বক দেবগণের অন্তঃকরণ একান্ত উৎকলিকাকুল হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া, তদীয় তপোবিঘ্নের অভিলাষে, চঞ্চল-চপলা-রূপিণী পাঁচ জন প্রধান অপ্সরাকে নিযোজিত করিলেন। অপ্সরাগণও দেবগণের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ঐহিক ও পারলৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্মের সবিশেষ মর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি মাণ্ডকর্ণিকে মদনমদে অভিভূত করিল। ঋষি তাহাদের পাঁচ জনকেই পত্নীরূপে পরিগ্রহ পুর্ব্বক, তাহাদের জন্য এই সরোবরে অন্তর্হিত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। পাঁচ জন অপ্সরা যথাসুখে ঐ গৃহে বাস করিয়া, ঋষির চিত্তবিনোদনে প্রবৃত্ত হইল। ঋষিও তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য তপোবলে যুবা ভাব আশ্রয় করিলেন। মুনির সহিত ক্রীড়াপরায়ণ সেই অপ্সরা-গণেরই এই সুমধুর বাদ্যশব্দ এবং বলয়াদি-ভূষণধ্বনি-মিশ্রিত এই মনোহর সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইতেছে। পরমযশস্বী রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষির এই কথা প্রতিগ্রহ করিলেন। এবং বলিলেন, ইহা অতিশয় বিস্ময়াবহ।

এইপ্রকার বলিতে বলিতে, চতুর্দ্দিকে কুশ ও বল্কলে পরি-ব্যাপ্ত এবং ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস-জনিত দিব্য শ্রীতে সমাচ্ছন্ন আশ্রমমণ্ডল তাঁহার দর্শনগোচর হইল। তিনি অবিলম্বে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত সেই শ্রীমান্ আশ্রমমণ্ডলে প্রবেশ পুর্ব্বক মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া, পরম সুখে তথায় অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর তিনি পর্য্যায়ক্রমে সমুদায় ঋষিরই আশ্রমে পদার্পণ

করিলেন। সেই মহাস্ত্রবিৎ রাম পূর্ব্বে যাঁহাদের আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে তাঁহাদেরও আশ্রমে পুনরায় গমন করিলেন। তিনি কোন আশ্রমে পূর্ণ দশ মাস, কোথাও সম্পূর্ণ এক বৎসর, কোথাও চারি মাস, কোথাও পাঁচ মাস, কোথাও ছয় মাস, কোথাও এক বৎসরের অধিক, কোথাও মাসার্দ্ধের অধিক, কোথাও তিন মাস এবং কোথাও বা আট মাস অবস্থিতি করিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার সুখে অতিবাহন হইল। তদ্রূপ আশ্রম-বাসকালে সাহায্য দান দ্বারা তত্রত্য ঋষিগণের চিত্ত-বিনোদন করত তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

এইরূপে ধর্ম্মজ্ঞ রাম সীতার সহিত সমুদায়-পুণ্যাশ্রম-পর্য্যটন-পূর্ব্বক পুনরায় মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমপদে পদার্পণ করিলেন। তথায় সমাগত হইলে, ঋষিগণ বিশেষরূপে তাঁহার পূজা করিলেন। তিনিও কিঞ্চিৎকাল তথায় বাস করিলেন। অনন্তর ঐ আশ্রমে অবস্থিতি করিতে করিতে, কোন সময়ে মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের সমীপস্থ হইয়া, বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি লোকের মুখে নিত্যই শুনিতে পাই, মুনিসত্তম অগস্ত্য এই অরণ্যেই অবস্থিতি করেন। তাহারা কথোপকথন সময়ে এই-প্রকার বলিয়া থাকে। কিন্তু এই অরণ্য অতিশয় বৃহৎ বলিয়া, তাঁহার আশ্রম আমার জানা নাই। অতএব, ধীমান্ মহর্ষি অগস্ত্যের রমণীয় আশ্রমপদ কোথায়, বলিয়া দিন। আমি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া, তদীয় অনুগ্রহ লাভ ও অভিবাদনার্থ গমন করিব। এবং তথায় গিয়া, স্বয়ং মুনিবরের শুশ্রূষা করিব; এইপ্রকার মহান্ মনোরথ মদীয় হৃদয়ে পদ গ্রহণ করিয়াছে।

মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ পরমধার্ম্মিক দশরথাত্মজ রামের এই কথা শুনিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রঘুনন্দন! এক্ষণে তুমি সীতার সহিত ভগবান্ অগস্ত্যের শরণাপন্ন হও, এই কথা আমিও তোমায় ও লক্ষ্মণকে বলিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। তাহার-

বশতঃ তুমি নিজমুখেই এই কথা ব্যক্ত করিলে। রাম! মহর্ষি অগস্ত্য যেখানে অবস্থিতি করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাত! এই আশ্রম হইতে দক্ষিণ মুখে যোজন-চতুষ্টয় গমন কর; অগস্ত্য ভ্রাতা ইধ্মবাহের পরমসৌন্দর্য্যসম্পন্ন মহান্ আশ্রম দেখিতে পাইবে। যাহার অধিকাংশই স্থল এবং যেখানে পিপ্পলী বৃক্ষের বন শোভা পাইতেছে ও নানাজাতীয় বিহঙ্গম শব্দ করিতেছে, তাদৃশ পরম মনোহর ও পুষ্প-ফল-ভূয়িষ্ঠ বন-বিভাগে ঐ আশ্রমপদ প্রতিষ্ঠিত। তথায় স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন বিবিধ পুষ্করিণী হংস ও কারণ্ডবগণে পরিপূর্ণ এবং চক্রবাকসমূহে বিরাজমান রহিয়াছে। রাম! সেই আশ্রমে তুমি এক রাত্রি বাস করিয়া, প্রভাতে দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করত বনখণ্ডের পার্শ্ব দিয়া গমন করিবে। এক-যোজন পথ গমন করিলেই, পাদপরাজি-বিরাজিত রমণীয় বনবিভাগে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমপদ দেখিতে পাইবে। ঐ বনোদ্দেশ বহু বৃক্ষে অলঙ্কৃত এবং অতিশয় মনোহর। সীতা ও লক্ষ্মণ তোমার সহিত তথায় অবস্থিতি করিয়া, পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন। অয়ি মহামতে! মহর্ষি অগস্ত্যকে দর্শন করিতে যদি বুদ্ধি করিয়া থাক, তাহা হইলে, অদ্যই গমনে কৃতসংকল্প হও।

রাম ঋষির এই কথা শুনিয়া, তাঁহার অভিবাদন পূর্ব্বক ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত অগস্ত্যের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইবার সময় বহুসংখ্য বিচিত্র বন, মেঘসন্নিভ ভূধর, এবং সরিৎ ও সরোবর সকল তাঁহার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। এই রূপে তিনি সুতীক্ষ্ণের উপদিষ্ট পথে যথাসুখে গমন করিয়া, পরে পরম পুলকিত হইয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, নিশ্চয়ই পুণ্য-কর্ম্মা মহাত্মা অগস্ত্য ঋষির ভ্রাতার ঐ আশ্রমপদ দেখা যাই-তেছে। কেননা, যেমন শুনিয়াছিলাম, সেই রূপেই পথিমধ্যে এই অরণ্যের ফলপুষ্পভারে অবনত সহস্র সহস্র পাদপ আমার জ্ঞান-বিষয়ীভূত হইতেছে। ঐ দেখ, পক্ক পিপ্পলী সকলের

কহ্লার-সম্পৃক্ত গন্ধ এই বন হইতে বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, ঘ্রাণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। কাষ্ঠ সকল স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এবং বৈদূর্য্যমণি-বর্ণ দর্ভ সকলও ছিন্ন রহিয়াছে, লক্ষিত হইতেছে। আশ্রমস্থ পাবকের ঐ সেই ধূমশিখা, নীলাম্বুদ চুম্বিত শিখরের ন্যায়, বনমধ্যে দেখা যাইতেছে। এবং ঐ দ্বিজাতিগণ সুনির্ম্মল তীর্থসলিলে স্নান করিয়া, স্বয়ং অর্জ্জিত কুসুমসমূহে দেবপূজার্থ পুষ্পের উপহার বিধান করিতেছেন। হে সৌম্য! মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদনুসারে, এই সকল দর্শন করিয়া, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহাই, অগস্ত্য ভ্রাতার আশ্রম। মহর্ষি অগস্ত্য লোক সকলের হিতকামনা-বশংবদ হইয়া, বলপূর্ব্বক সাক্ষাৎ মৃত্যু সম দৈত্যকে নিগৃহীত করিয়া, এই দক্ষিণ দিক্ বাসযোগ্য করিয়াছেন।

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, পূর্ব্বে কোন সময়ে মহাসুর বাতাপি ও ইল্বল দুই ভ্রাতা ব্রাহ্মণ হত্যা করত, একত্রে এই অরণ্যে বাস করিয়া ছিল। উহাদের মধ্যে নির্ঘৃণ ইল্বল শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া, ব্রাহ্মণবেশ ধারণ ও সংস্কৃত উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত এবং তাঁহারা উপস্থিত হইলে, স্বীয় ভ্রাতা মেষরূপী বাতাপিকে শ্রাদ্ধবিহিত অনুষ্ঠানানুসারে উত্তমরূপে পাক করিয়া, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইত। অনন্তর, ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে, ইল্বল তার স্বরে, বাতাপি! নির্গত হও, এই কথা বলিত। বাতাপি ভ্রাতার কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণদিগের শরীর ভেদ করিয়া, মেষের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে বহির্গত হইত। তাহারা ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিত এবং সর্ব্বদা মাংস আহার করিত। এই রূপে প্রতিদিন পরস্পর মিলিত হইয়া, সহস্র সহস্র প্রাণিহত্যা করিয়াছিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণের প্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া, শ্রাদ্ধব্যাপার অনুভব করত, মহাসুর বাতাপিকে ভক্ষণ করেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

তিনি ভক্ষণ করিলে, ইল্বল, শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল, এইপ্রকার কহিয়া, তাঁহাকে হস্তপ্রক্ষালনার্থ জলদান পূর্ব্বক, বহির্গত হও, বলিয়া, ভ্রাতাকে আহ্বান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিসত্তম ধীমান্ অগস্ত্য হাস্য করিয়া, ব্রাহ্মণহত্যাকারী ইল্বলকে কহিলেন, আমি তোমার মেষরূপী ভ্রাতা বাতাপিকে জীর্ণ করিয়াছি; সে যম-ভবনে গমন করিয়াছে; তাহার আর বাহির হইবার শক্তি কোথায়?

নিশাচর ইল্বল ভ্রাতৃবধ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ক্রোধবশতঃ মহর্ষি অগস্ত্যকে বিশেষরূপে পরাভব করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর সে আক্রমণ করিবামাত্র, পরম তেজস্বী মহর্ষির প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম দৃষ্টিপাতে এক বারেই দগ্ধ হইয়া, প্রাণত্যাগ করিল। যিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা-বশংবদ হইয়া, এইপ্রকার দুষ্কর অনুষ্ঠান করেন, সেই অগস্ত্যের ভ্রাতৃদেবেরই এই তড়াগ-বন-সমলঙ্কৃত আশ্রম।

রাম লক্ষ্মণের সহিত এইপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে, ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন ও সন্ধ্যা আগমন করিল। তখন তিনি ভ্রাতার সহিত যথাবিধানে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া, অগস্ত্য ভ্রাতার আশ্রমে প্রবেশ ও তাঁহার অভিবাদন করিলেন। এবং ঋষি কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে সভাজিত হইয়া, ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক সেই রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর রজনীর অবসানে সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত হইলে, রাম বিদায় প্রার্থনাপূর্ব্বক ঋষিকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আপনার অভিবাদন করি, আমরা সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করিতেছি; ভবদীয় অগ্রজ গুরুদেব অগস্ত্যের দর্শনে অভিলাষ হইয়াছে। এই বলিয়া ঋষির অনুজ্ঞা লইয়া, তদীয় আশ্রম-কানন সন্দর্শন করত, যথোদ্দিষ্ট পথে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় কান্তারমধ্যে শত শত নীবার, পনস, সাল, বঞ্জুল, তিনিশ, চিরিবিল্ব, মধূক, বিল্ব ও তিন্দুক ইত্যাদি

পাদপ-পরম্পরা তাঁহার দর্শনপথে পতিত হইতে লাগিল। ঐ সকল বৃক্ষে কুসুম সকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে; নানাজাতীয় বিহঙ্গম মত্ত হইয়া প্রতিধ্বনি করিতেছে; কুসুমিত-শিখর লতা ও বানরগণের সান্নিধ্যবশতঃ অতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে, এবং হস্তিগণের শুণ্ডাদণ্ডের আঘাতে তাহাদের শাখা প্রশাখা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

তদ্দর্শনে রাজীবলোচন রাম আপনার পশ্চাদ্গামী সমীপস্থ লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই পাদপপুঞ্জের পত্র সকল যেরূপ স্নিগ্ধবর্ণ এবং মৃগ ও বিহঙ্গম সকল যেপ্রকার শান্তস্বভাব-সম্পন্ন, তাহাতে, পরমপবিত্রচিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমপদ অধিকদূরবর্ত্তী নহে, বোধ হইতেছে। যিনি স্বকীয় কর্ম্মবলে সংসারে অগস্ত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই মহর্ষির ঐ আশ্রম লক্ষিত হইতেছে। এই আশ্রমে প্রবেশ করিলে, নিতান্ত শ্রান্ত জনেরও সমুদায় শ্রম দূর হইয়া থাকে। তত্রত্য বনস্থলী প্রচুর ধূমভারে আচ্ছন্ন ও চতুর্দ্দিক্ বল্কলমালায় অলঙ্কৃত, এবং মৃগগণ অতি শান্তভাবে তথায় বিচরণ ও বিবিধজাতীয় বিহঙ্গম কলরব করিতেছে। যিনি ভুবন-হিত-কামনা-বশংবদ হইয়া, যমস্বরূপ দৈত্যকে বলপূর্ব্বক সংহার করিয়া, দক্ষিণ দিক্ বাসের উপযুক্ত করিয়াছেন, এবং যাঁহার প্রভাবে রাক্ষসগণ এই দক্ষিণ দিক্ দর্শনমাত্র করে, ভয়ে বাস করিতে পারে না, সেই অগস্ত্যের এই আশ্রমপদ বিরাজমান হইতেছে। পুণ্যকর্ম্মা অগস্ত্য যে অবধি এই দিক্ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই অবধি রাক্ষসগণ প্রাণিগণে শত্রুতা ত্যাগ ও নিতান্ত শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। ভগবান্ অগস্ত্যের নামেই এই দক্ষিণ দিক্ অগস্ত্য-দিক্ বলিয়া ত্রিভুবনে খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার সান্নিধ্য-যোগবশতঃ লোকমাত্রেরই পরম অনুকূল হইয়াছে; ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ সহজে ইহাকে পরাভব করিতে পারে না। অচল-রাজ বিন্ধ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, সূর্য্যের পথরোধে প্রবৃত্ত

হইয়াছিল; পরে অগস্ত্যের আদেশবশবর্ত্তী হইয়া, নিবৃত্ত হই-য়াছে। সর্ব্বলোক-বিখ্যাতকীর্ত্তি দীর্ঘজীবী সেই অগস্ত্যের এই শ্রীমান্ আশ্রম। ইহাতে মৃগ সকল সর্ব্বদা শান্তভাবে বিচরণ করে। এই অগস্ত্য সর্ব্বলোকের পূজিত, সাধু ও সাধুগণের হিতানুষ্ঠানে সর্ব্বদাই তৎপর। তদীয় আশ্রমে গমন পূর্ব্বক শরণাপন্ন হইলে, আমাদের তিনি মঙ্গলবিধান করিবেন। হে পরম প্রিয়দর্শন! হে সর্ব্বকার্য্য-সুদক্ষ! আমি এই আশ্রমে থাকিয়া, মহর্ষি অগস্ত্যের শুশ্রূষায় বনবাসের অবশিষ্ট সময় যাপন করিব। এই আশ্রমে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ আহারসংযমসহকারে সতত অগস্ত্যদেবের বিশিষ্টরূপ উপাসনা করেন। ভগবান্ অগস্ত্য কাহারই দুরাচারিত্ব সহিতে পারেন না। সুতরাং, এখানে মিথ্যাবাদী, শঠ, ক্রূরস্বভাব, নির্দ্দয় অথবা পাপাচার লোক কোন মতেই জীবিত থাকিতে পারে না। দেবগণ, যক্ষগণ, নাগগণ ও পতগগণ আহারসংযমপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সঞ্চয়কামনায় সর্ব্বদা এই আশ্রমপদে অবস্থিতি করেন। মহা-নুভাব পরমর্ষিগণ এই আশ্রমে সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক কলেবর বিসর্জ্জন করিয়া, সূর্য্যসমদ্যুতি বিমানপরম্পরায় আরোহণানন্তর স্বর্গে গমন করিয়াছেন। পবিত্রকর্ম্মা প্রাণিগণ এইস্থানে দেবগণের আরাধনা করিয়া, তাঁহাদের প্রসাদে দেবত্ব, যক্ষত্ব এবং বিবিধ রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে লক্ষ্মণ! আমরা এখন ঐ আশ্রমে আগমন করিয়াছি। তুমি অগ্রে প্রবেশ কর এবং সীতার সহিত মদীয় আগমনবৃত্তান্ত ঋষির গোচর কর।

দ্বাদশ সর্গ।

রামানুজ লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, অগস্ত্যের শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, দশরথ নামে রাজা; তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহাবল রাম মহর্ষির চরণদর্শনার্থ ভার্য্যার সহিত আগমন করিয়াছেন। আর, আমার নাম লক্ষ্মণ। আমি তাঁহার হিতানুষ্ঠান-তৎপর ও পরম অনুরাগবান্ অনুকূলবর্ত্তী অনুজ ভ্রাতা। বোধ হয়, আমার কথা আপনার শ্রুতিপথে উপস্থিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, আমরা পিতার আজ্ঞায় অতীব ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি, ভগবান্ অগস্ত্যকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি, আপনি এ বিষয় তাঁহার গোচর করুন।

ঋষি লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া, আচ্ছা, তাহাই হইবে, বলিয়া, এবিষয় নিবেদন করিবার জন্য অগ্নি-গৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং প্রবেশ করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, তৎক্ষণমাত্রে তপোবলে দুষ্প্রধৃষ্য মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের নিকট রামের আগমনসংবাদ নিবেদন করিলেন। অগস্ত্য তাঁহাকে অতিশয় বহুমান করেন। লক্ষ্মণ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি কহিতে লাগিলেন, দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণ সীতার সহিত আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়াছেন। অরিন্দম রাম লক্ষ্মণ আপনার দর্শন ও শুশ্রূষা জন্য আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে এবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, আজ্ঞা করুন।

শিষ্যের প্রমুখাৎ রাম লক্ষ্মণ ও মহাভাগা জানকীর আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, অনেক দিনের পর রাম আমার দর্শনার্থ অদ্য আগমন করিয়াছেন, ইহা নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। আমিও অন্তরের সহিত ইহাঁর সমাগম আকাঙ্ক্ষা করিয়া ছিলাম। অতএব গমন করিয়া, সৎকার-বিধান পূর্ব্বক, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রামকে প্রবেশ করাও কিজন্য ইহাঁকে আশ্রমে প্রবেশ করাও নাই?

মহানুভাব ধর্ম্মজ্ঞ অগস্ত্য এইপ্রকার কহিলে, শিষ্য কৃতাঞ্জলি করে যে আজ্ঞা বলিয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সসম্ভ্রমে লক্ষ্মণকে কহিলেন, আপনাদের মধ্যে রাম কে? তিনি ভগবান্ অগস্ত্যের দর্শনার্থ আগমন ও স্বয়ংই প্রবেশ করুন, এবিষয়ে শিষ্যের মুখাপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।

তখন লক্ষ্মণ শিষ্যের সহিত আশ্রমপদে গমন করিয়া, রাম ও জনকদুহিতা সীতাকে দেখাইয়া দিলেন। শিষ্য সবিনয় বাক্যে, অগস্ত্য যেপ্রকার কহিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া, যথা-বিধানে বিশিষ্টরূপ সৎকারান্তে সৎকারযোগ্য রামকে প্রবেশ করাইলেন। রামও সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবার সময় অবলোকন করিলেন, পরম শান্তস্বভাব হরিণগণ চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ভগ, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, পাশহস্ত মহাত্মা বরুণ, গায়ত্রী, বসু, নাগরাজ বাসুকি, গরুড়, কার্ত্তিকেয় ও ধর্ম্ম, ইহাঁদের পূজার্থ পৃথক্ পৃথক্ স্থান সকল কল্পিত রহিয়াছে। তিনি তৎসমস্ত দেখিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে ভগবান্ অগস্ত্য শিষ্য-মণ্ডলী-মণ্ডিত হইয়া, বহির্গত হইতেছিলেন। বীর রাম তাঁহাকে পরম তেজস্বী তপস্বিগণের অগ্রভাবে অবস্থিত, দর্শন করিয়া, লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি বাহিরে আসিতেছেন। অত্যন্নত-তেজোবিশেষ-দর্শনে আমি এই তপোনিধিকে চিনিতে পারিয়াছি। এই বলিয়া মহাবাহু রাম আশ্রম হইতে বহির্দ্দেশে সমাগত সূর্য্য-সম-তেজস্বী মহর্ষির চরণস্পর্শপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চরণবন্দনান্তে কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি তাঁহাকে সবিশেষ সভাজন এবং আসন ও উদকদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করত বসিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর তিনি অগ্নিতে

আহুতি দিয়া, সেই সমাগত অতিথিদিগকে অর্ঘ্যদান ও প্রতি-পূজা করিয়া, বানপ্রস্থ ধর্ম্মানুসারে আহারীয় প্রদান করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি স্বয়ং প্রথমে উপবেশন করিয়া, পশ্চাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট ধর্ম্মকোবিদ রামকে কহিলেন, হে কাকুৎস্থ! তপস্বী অতিথিসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়া স্বীয়-ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে, কূট-সাক্ষীর ন্যায়, পরলোকে আপনার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, তুমি সকল লোকের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রথিপ্রধান রাজা, পরম প্রীতিভাজন অতিথিরূপে আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছ; অতএব তোমার পূজা ও সম্মান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই বলিয়া মহর্ষি ফল, মূল, পুষ্প ও অন্যান্য বস্তু দ্বারা যথাভিলষিতরূপে রামের পূজা করিয়া, পরে বলিতে লাগিলেন, হে পুরুষপ্রবর! স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা এই স্বর্ণ ও হীরকভূষিত দিব্য মহৎ বৈষ্ণব ধনু নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এবং স্বয়ং ব্রহ্মা এই সূর্য্যসমদ্যুতি অব্যর্থ শরপ্রধান প্রদান করিয়াছেন। আর, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এই অক্ষয় সায়কদ্বয়, প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম সুশাণিত সায়কপরম্পরায় পরিপূর্ণ এই তূণীরযুগল এবং এই স্বর্ণময়-কোষবদ্ধ সুবর্ণালঙ্কৃত অসি দান করিয়াছেন। রাম! পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু এই বৈষ্ণব ধনু সহায়ে যুদ্ধে মহাবল পরাক্রান্ত অসুরদিগকে সংহার করিয়া, দেবগণের সুবিপুল সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। অয়ি মানদ! বজ্রধর যেমন বজ্র ধারণ করেন, তুমিও তেমনি বিজয়লাভনিমিত্ত সেই এই ধনু, শর, খড়্গ ও দুই তূণীর প্রতিগ্রহ কর। পরমতেজস্বী ভগবান্ অগস্ত্য এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগপুরঃসর রামকে সমস্ত অত্যুৎকৃষ্ট বৈষ্ণব আয়ুধ প্রদান করিয়া, পুনরায় কহিলেন।

—:•—

রাম! তুমি যে সীতা সমভিব্যাহারে আমাকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছ, তাহাতে, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। লক্ষ্মণ! তোমার উপরেও সন্তুষ্ট হইয়াছি। পথশ্রম জন্য তোমাদিগের সাতিশয় কষ্ট হইয়াছে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। জনকনন্দিনী মৈথিলী বিশ্রামজন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। ইনি অতি কোমলাঙ্গী; পূর্ব্বে কখনও দুঃখপীড়া সহ্য করেন নাই; স্বামিস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়াই বহুকষ্টপ্রদ বনে আগমন করিয়াছেন। রাম! বনে সীতার মন যাহাতে তুষ্ট থাকে, তাহা করিবে। তোমার সহিত বনে আগমন করিয়া ইনি অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন। হে রঘুনন্দন! সৃষ্টিকাল হইতে দেখা যায়, নারীর স্বভাবই এইরূপ, যে, সমৃদ্ধ ব্যক্তিতে অনুরক্ত হয়; আর দুরবস্থাপন্নকে ত্যাগ করে। স্ত্রীজাতি বিদ্যুতের চপলতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, এবং গরুড় ও অনিলের শীঘ্রতা অনুকরণ করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার এই ভার্য্যার সে সকল দোষের কোন দোষই নাই। দেবগণমধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় ইনি প্রশংসনীয়া ও পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্যা। হে শত্রুদমন! তুমি সুমিত্রানন্দন ও সীতার সহিত যেস্থানে বাস কর, সেইস্থানই অলঙ্কৃত হইয়া থাকে।

রঘুনন্দন ঋষির উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে প্রদীপ্তপাবকতুল্য ঋষিকে কহিলেন, আপনি মুনিশ্রেষ্ঠ ও গুরু, আমার এবং আমার ভার্য্যার ও ভ্রাতার গুণে যে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু আরও কিছু প্রার্থনীয় আছে; আজ্ঞা করুন, এরূপ কোন স্থান আছে, যেস্থানে কানন অনেক এবং জল অনায়াসে পাওয়া যায়; আমরা সেইস্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া মনঃসুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিব।

ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ রামের বাক্য শ্রবণ করত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, পরে হিতসাধক বাক্যে কহিলেন, বৎস! এইস্থানের দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে বিখ্যাত এক অতি সুন্দর স্থান আছে; ঐ স্থানে ফল মূল ও জল যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং নানা-বিধ মৃগ ঐস্থানে বাস করে। লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে সেই স্থানে গমন করত আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, যথাসুখে পিতৃসত্য পালন করিতে থাক। হে অনঘ! আমি স্নেহবশতঃ তপোবলে তোমার এবং দশরথের বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়াছি। আমার নিকট এই বনে বাস করিবে, তুমি পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, আবার আমাকে বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাতেই তোমার মনোগত অভিপ্রায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সেই-জন্যই আমি তোমাকে বলিতেছি, পঞ্চবটীতে গমন কর; সেই বন অতি রমণীয়, তথায় সীতার মনস্তুষ্টি জন্মিবে। পঞ্চবটী রমণীয় বটে, অথচ অতি দূরবর্ত্তীও নহে, এই গোদাবরীর নিকটে, মৈথিলী তথায় প্রীতি অনুভব করিবেন। হে মহাবাহো! উৎ-কৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল মূল তথায় প্রচুর; বিবিধ পক্ষী তথায় বাস করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ঐস্থান অতি নির্জ্জন, পবিত্র ও মনো-হর। তুমিও শুদ্ধাচারী এবং রক্ষা কার্য্যে সমর্থ; ঐস্থানে বাস করিয়া তপস্বিজনকে পরিপালন করিতে পারিবে। বীর! এই মধুক বৃক্ষের মহাবন দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহার উত্তর দিয়া যাইতে যাইতে ন্যগ্রোধ আশ্রম প্রাপ্ত হইবে; তদনন্তর স্থলবিশেষে উপস্থিত হইয়া এক পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্ব্বতের অবিদূরেই বিখ্যাত পঞ্চবটী বন; উহা নিয়তই পুষ্পিত হইয়া আছে।

অগস্ত্যের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম লক্ষ্মণসমভিব্যা-হারে সত্যবাদী ঋষিকে প্রণামাদি করিয়া বিদায় প্রার্থনা করি-লেন। ঋষি অনুমতি করিলে পর, দুইজনে তাঁহার পাদ-বন্দনা করিয়া সীতাসমভিব্যাহারে পঞ্চবটী আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

সমরে অকাতর দুই নৃপনন্দন ধনুর্দ্ধারণ এবং তূণীর বন্ধন করিয়া মহর্ষি যে পথ বলিয়া দিলেন, অতি সাবধানে সেই পথে পঞ্চবটী প্রস্থান করিলেন।

—•—

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর রাম পঞ্চবটী গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে এক ভীম-পরাক্রমশালী মহাকায় গৃধ্রকে দেখিতে পাইলেন। মহাভাগ রাম লক্ষ্মণ বনমধ্যে ঐ গৃধ্রকে দর্শন করত রাক্ষস জ্ঞান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? গৃধ্র মধুর কোমল বাক্যে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, বৎস! জানিবে, আমি তোমার পিতার বয়স্য। তিনি পিতার সখা জানিতে পারিয়া পূজা করত অতি ধীরভাবে তাঁহার বংশ ও নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃধ্র সর্ব্বজীবের উৎপত্তি-বর্ণনা ক্রমে নিজের কুল ও নাম বলিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, হে মহাবাহো! হে রাঘব! পূর্ব্বকালে যে সকল প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, আমি প্রথম হইতে তাঁহাদিগের সকলের নাম করিতেছি, শ্রবণ কর। কর্দ্দম তাঁহাদিগের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ তাঁহার পর বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, বীর্য্যবান্ বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, মহাবল ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয়। মহাতেজা কশ্যপ তাঁহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। রাম! দক্ষপ্রজাপতির যশস্বিনী লোক-বিশ্রুতা ষষ্টি কন্যা জন্মে। কশ্যপ তাঁহাদিগের মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা এই আট সুমধ্যমার পাণিগ্রহণ করেন। পাণিগ্রহণের পর কশ্যপ তুষ্ট হইয়া ঐ সকল দক্ষকন্যাকে কহিলেন, তোমরা আমার সদৃশ পুত্র সকল প্রসব করিবে। ঐ সকল পুত্র

ত্রিলোকের জাতা হইবে। রাম! অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা ইঁহারা তৎসদৃশ পুত্র লাভের অভিলাষিণী হইলেন, আর কয় জন গ্রাহ্য করিলেন না। হে অরিন্দম! অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও অশ্বিনীকুমারযুগল, এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা উৎপন্ন হইলেন। বৎস! দিতি যশস্বী দৈত্যদিগকে প্রসব করিলেন। পূর্ব্বে এই সসাগরা বনকাননপূর্ণা বসুন্ধরা তাহাদিগেরই ছিল। দনু অশ্বগ্রীব এবং কালকা নরক ও কালক নামে পুত্র প্রসব করিলেন। তাম্রার লোকবিখ্যাত পাঁচ কন্যা জন্মিল, ক্রৌঞ্চী ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী। ক্রৌঞ্চী উলুক, ভাসী ভাস, শ্যেনী মহাতেজা শ্যেন ও গৃধ্র এবং ধৃতরাষ্ট্রী যাবদীয় হংস ও কলহংসদিগকে প্রসব করেন। চক্রবাকদিগকেও সেই ভামিনীই প্রসব করিয়াছিলেন। শুকী নতাকে প্রসব করেন। নতার কন্যা বিনতা। ক্রোধবশা মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না সুরভি, সুরসা ও কদ্রু এই দশ কন্যা প্রসব করেন। হে নরবরোত্তম! সমস্ত মৃগ মৃগীর সন্তান। আর ঋক্ষ ও শ্বেত ভল্লুক সকল মৃগমন্দার পুত্র। ভদ্রমদা ইরাবতী নামে কন্যা প্রসব করেন, তাঁহার পুত্র লোকনাথ মহাগজ ঐরাবত। সিংহ, জড়বুদ্ধি বানর এবং হনুমানগণ হরীর সন্তান। শার্দ্দূলী ব্যাঘ্রদিগকে প্রসব করেন। হে মনুজশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ! মাতঙ্গ সকল মাতঙ্গীর পুত্র। শ্বেতা দিগ্‌গজদিগকে প্রসব করেন। সুরভি দুই কন্যা প্রসব করেন, যশস্বিনী রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী। রোহিণী গো এবং গন্ধর্ব্বী অশ্বদিগকে প্রসব করেন। রাম! সুরসার গর্ভে নাগ ও কদ্রুর গর্ভে পন্নগ সকল উৎপন্ন হয়। মহাত্মা কশ্যপের অন্যতর পত্নী মনু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই সকল মনুষ্য প্রসব করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রগণের জন্ম হইয়াছে। অনলা পরমপ্রশস্ত-ফলসম্পন্ন বৃক্ষ সকল প্রসব করেন।

বিনতা শুকীর পৌত্রী এবং কদ্রু সুরসার ভগিনী। তন্মধ্যে কদ্রু সহস্র নাগ পুত্র প্রসব করেন। ইহারাই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। আর, বিনতার দুই পুত্র, গরুড় ও অরুণ। আমি এই অরুণের ঔরসে জন্মিয়াছি। সম্পাতি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। আমার নাম জটায়ু এবং আমি শ্যেনীর পুত্র, জানিবে। হে অরিন্দম! যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, আমি তোমার অরণ্যবাসের সহায় হইব এবং তুমি লক্ষ্মণের সহিত মৃগয়া জন্য প্রস্থান করিলে, সীতার রক্ষা করিব।

রাম সহর্ষে জটায়ুর পূজা ও আলিঙ্গন করিয়া, মস্তক অবনত করিলেন এবং পিতার সহিত যে তাঁহার সখিতা ছিল, তাহা তাঁহার মুখে বারংবার শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মহাবল জটায়ুর হস্তে সীতার রক্ষাভার ন্যস্ত করিয়া, তাঁহার এবং লক্ষ্মণের সহিত শত্রুকুল নির্ম্মূল ও অরণ্যের রক্ষণার্থ সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চবটীতে গমন করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

অনন্তর তিনি নানাজাতীয়-শ্বাপদসংকুল পঞ্চবটীতে গমন করিয়া, পরমতেজস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌম্য! মহর্ষি যাহার কথা বলিয়াছিলেন, আমরা সেই যথোদ্দিষ্ট প্রদেশে সমাগত হইয়াছি। যাহার বনভূমি বিকসিত কুসুমসমূহে অলঙ্কৃত, এই স্থানই সেই পঞ্চবটী। আশ্রমের উপযুক্ত-স্থান-নির্ণয়ে তোমার সবিশেষ দক্ষতা আছে। অতএব এই অরণ্যের চতুর্দ্দিকেই দৃষ্টি সঞ্চালন কর, কোন্ স্থানে আমাদের মনোমত আশ্রম হইতে পারে। লক্ষ্মণ! যেস্থানে আশ্রমবন্ধন করিলে, তুমি, আমি, বৈদেহী সকলেরই বিশেষ প্রীতি জন্মিতে পারে, এবং যাহার নিকটেই জলাশয়, তাদৃশ স্থান দর্শন কর। ফলতঃ, যে প্রদেশে

বন ও জল উভয়ই রমণীয় এবং সমিধ, পুষ্প, কুশ ও সলিল অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ স্থানই মনোনীত কর।

রাম এইপ্রকার কহিলে, লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া, সীতার সমক্ষে তাঁহাকে বলিলেন, কাকুৎস্থ! আপনি বিদ্যমানে, কোন কালেই স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া, কার্য্য করিবার আমার ক্ষমতা নাই। অতএব আপনি নিজেই মনোমত স্থান নির্ণয় করিয়া, আমাকে তথায় আশ্রম স্থাপন করিতে আজ্ঞা করুন। পরম তেজস্বী রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে নিরতিশয় প্রীতিমান্ হইয়া, সবিশেষ বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্থান মনোনীত করিলেন। ঐ স্থান আশ্রমিক ব্যাপারে সর্ব্বাংশেই মনোমত। তথায় তিনি পদার্পণ করিয়া, স্বহস্তে লক্ষ্মণের হস্তধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, এই স্থান পরম সুন্দর ও সম-তলে সন্নিবিষ্ট এবং কুসুমিত পাদপ-পরম্পরায় পরিবৃত। অতএব তুমি এই স্থানে যথাবিধানে রমণীয় আশ্রমপদ নির্ম্মাণ করিতে পার। ইহার অদূরে ঐ পুষ্করিণী লক্ষিত হইতেছে। সূর্য্য-সমদ্যুতি সুরভি গন্ধি পদ্মসমূহের সন্নিধানপ্রযুক্ত উহার অতিশয় শোভা ও রমণীয়তা হইয়াছে। পরমপবিত্রচিত্ত অগস্ত্য ঋষি যে-প্রকার কহিয়াছিলেন, তদনুসারে দূরেও নয়, নিকটেও নয়, ঐ রমণীয় গোদাবরী লক্ষিত হইতেছে। উহার চতুর্দ্দিক্ কুসুমিত পাদপপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত; হংস ও কারণ্ডবগণে আচ্ছন্ন, ও চক্রবাক পক্ষিগণে অলঙ্কৃত। এবং মৃগগণ দলে দলে জলপানার্থ আগমন করাতে, উহা একপ্রকার অবকাশশূন্য হইয়া উঠিয়াছে। কুসুমিত-পাদপ-বেষ্টিত, পরম মনোহর, দিব্যদর্শন, অভ্যুন্নত, গিরি সকলও ঐ দেখা যাইতেছে। তথায় ময়ূরগণ শব্দ করিতেছে, ভূরি ভূরি কন্দর বিরাজমান হইতেছে এবং গজ সকল স্থানে স্থানে বিচরণ করিতেছে। উহাদের শরীরে স্বর্ণ, রজত ও তাম্রের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট পরমবিচিত্র রচনা; তদ্দ্বারা উহারা যেন স্বর্ণ-রজতাদি-খচিত গবাক্ষ-পরম্পরায় অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এতদ্ভিন্ন, সাল, তাল, তমাল, খর্জ্জুর, পনস,

নীবার, তিনিশ, পুন্নাগ, চূত, অশোক, তিলক, কেতক, চম্পক, স্যন্দন, চন্দন, নীপ, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক, পাটল এবং অন্যান্য পুষ্প, গুল্ম ও লতাযুক্ত পাদপ পরম্পরা উল্লিখিত পর্ব্বত সমস্ত আবৃত ও অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। হে সৌমিত্রে! এই স্থল অতিশয় প্রশস্ত, অতিশয় মনোহর এবং নানাবিধ মৃগ ও বিহঙ্গমে পরিপূর্ণ; জটায়ুর সহিত এই স্থলেই আমরা বাস করিব।

পর-বীর-নিসূদন, অতিশয় মহাবল লক্ষ্মণ ভ্রাতার এইপ্রকার-নিয়োগ-বশবর্ত্তী হইয়া, অচিরকালমধ্যেই তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি শমীবৃক্ষের শাখাসমূহে আস্তরণ, দৃঢ়বন্ধনে বন্ধন, কুশ কাশ শর ও পত্র দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদন এবং তল-ভূমি সমান করিয়া, যে মনোহর পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন, উহা অতিশয় বিস্তৃত ও নিরতিশয় শোভা বিশিষ্ট। এবং উহার মৃত্তিকা অতিশয় সংহত ও স্তম্ভ সকল পরম সুন্দর। তিনি দীর্ঘ দীর্ঘ বংশ দ্বারা উহার বংশকার্য্য বিধান করিলেন। এই রূপে তিনি রামের জন্য, দেখিতে অতি সুন্দর অত্যুৎকৃষ্ট নিবাস রচনা করিলেন। অনন্তর তিনি গোদাবরীনদীতে গমন ও স্নান করিয়া, পদ্ম সকল চয়ন এবং পথমধ্যস্থ বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ পূর্ব্বক পুনরায় সমাগত হইলেন। পরে স্বহস্তে পুষ্পোপহার প্রদান ও যথাবিধানে বাস্তুশান্তি বিধান করিয়া, রামকে সেই আশ্রমপদ প্রদর্শন করিলেন। রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত লক্ষ্মণের নির্ম্মিত উল্লিখিত দিব্যরূপ আশ্রমপদ নিরীক্ষণ করিয়া, পর্ণশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। এবং নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বাহুযুগলে লক্ষ্মণকে অতি স্নেহভরে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, কহিলেন, হে কার্য্যদক্ষ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম। তুমি অতি গুরুতর কার্য্য করিয়াছ। এ বিষয়ে তোমার পুরস্কার করা কর্ত্তব্য। সেইজন্য, এই আলিঙ্গন করিলাম। হে লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় ভাবজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র বিদ্যমানে,

ধর্ম্মাত্মা পিতা দশরথের মৃত্যু কোথায়? তিনি নিঃসন্দেহই জীবিত আছেন। লক্ষ্মীবর্দ্ধন রাম লক্ষ্মণকে এইপ্রকার কহিয়া, পরম সুখভোগে সেই প্রচুরফলসম্পন্ন প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। দেবলোকে দেবতা যেমন, সেই ধর্ম্মাত্মা রাঘবও তেমনি তথায় কিছুকাল বাস করিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ সর্ব্বথা তাঁহার অনুগত হইয়া রহিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

মহানুভাব রাম তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে শরৎ ঋতুর পর্য্যবসানে সকল-লোক-বাঞ্ছিত হেমন্তকাল প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি একদা রাত্রিপ্রভাতে স্নান করিবার জন্য রমণীয় গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন। বীর্য্যবান্ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সীতার সহিত জলকলস হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত, নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন, হে প্রিয়ম্বদ! আপনি যাহায় বিশেষ অনুরক্ত, সেই হেমন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। হেমন্তের সমাগমে চতুর্দ্দিকে শস্যাদি সুপক্ক হওয়াতে, এই শুভ সংবৎসর যেন অলঙ্কার ধারণ করিয়াছে, বোধ হইতেছে। শিশিরের প্রাদুর্ভাব বশতঃ লোকমাত্রেরই শরীর পরুষভাবাপন্ন এবং পৃথিবী শস্যমালায় অলঙ্কৃতা হইয়াছেন। জল আর কাঁহাকেও ভাল লাগে না, অগ্নিই লোকের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। সাধুগণ নবান্ন উপলক্ষে পূজাবিধানপূর্ব্বক দেবগণ ও পিতৃগণের বিশেষরূপ অর্চ্চনা করিয়া, নবান্নসমাপনান্তে নিষ্পাপ হইয়াছেন। জনপদ সকলে অর্থ-সমৃদ্ধির সীমা নাই এবং দধি দুগ্ধ ও ক্ষীরাদিও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজীগিষু ভূপালগণ যাত্রার জন্য তত্তৎ জনপদে বিচরণ করিতেছেন। সূর্য্য দক্ষিণ দিকে গাঢ়তর আসক্ত হওয়াতে, উত্তর দিক, তিলকহীন স্ত্রীর ন্যায়, শোভাশূন্য হইয়াছে। ভাস্করদেব উত্তর দিক হইতে দূরবর্ত্তী হওয়াতে, ঘনীভূত

হিমজালে স্বভাবতঃ আচ্ছন্ন হিমালয় সংপ্রতি সুস্পষ্টই হিমালয় এই যথার্থ নাম ধারণ করিয়াছেন। দিবসে মধ্যাহ্নসময়ে বিচরণ করিলে, সুখবোধ হয়। তৎকালে আতপস্পর্শেও সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। এইজন্য, সূর্য্য সকলেরই সুখসেব্য হইয়াছেন, এবং ছায়া ও জল এক বারেই অসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যের আর সে তেজ নাই এবং কুজ্ঝটিকা ও শীতের প্রাদুর্ভাবে দিবসের জড়তা উপস্থিত হইয়াছে। বৃক্ষের পত্র গলিত হওয়াতে, অরণ্য সকলও শূন্যপ্রায় এবং পদ্ম সকল হিমের আবির্ভাবে এক-বারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি শীতের সম্পর্কে রাত্রি অতি-শয় বর্দ্ধিত ও হিমে আচ্ছন্ন হওয়াতে, ধূসরবর্ণ হইয়াছে। রাত্রিতে পুষ্যানক্ষত্র উদিত হইয়া, কিরণ বিকিরণ দ্বারা আলোক বিতরণ করে এবং আর কেহই অনাবৃত স্থানে শয়ন করে না। নিশ্বাস-মলিন দর্পণ যেমন প্রকাশ পায় না, সেইরূপ, সুখসেব্যতাদি সমু-দায় সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত ও মণ্ডল-প্রদেশ তুষারসম্পর্কে ধূসরবর্ণ হওয়াতে, চন্দ্রেরও আর সে দীপ্তি নাই। হিমের আবি-র্ভাবে মলিন হওয়াতে, জ্যোৎস্না আর পৌর্ণমাসী নিশীথিনীতেও স্ফূর্ত্তিমতী হয় না, এবং আতপপ্রভাবে নিতান্ত বিবর্ণা সীতার ন্যায়, সত্ত্বামাত্রে পরিণত হইয়াছে, আর ইহার সে শোভা নাই। স্বভাবতঃ শীতলস্পর্শ পাশ্চাত্য সমীরণ সম্প্রতি হিমে আচ্ছন্ন ও তৎপ্রযুক্ত দ্বিগুণ শীতল হইয়া, প্রবাহিত হইতেছে। অরণ্য সকল যব ও গোধূমে পূর্ণ হইয়াছে, সূর্য্য উদিত হইলে, বাষ্পভারে সমাচ্ছন্ন এবং শব্দায়মান সারস ও ক্রৌঞ্চসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া, শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। ফলভারে ঈষৎ নম্র স্বর্ণবর্ণ শালিসমূহ, খর্জ্জুরপুষ্পের ন্যায়, আকারসম্পন্ন তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকপরম্পরায় নিরতিশয় বিরাজমান হইতেছে। ইতস্ততঃ সুবিস্তৃত ময়ূখমালা হিম ও নীহারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে, সর্ব্বাবয়বে সমুদিত সূর্য্য-মণ্ডলও চন্দ্রের ন্যায়, লক্ষিত হইয়া থাকে। রৌদ্রের তেজ পূর্ব্বাহ্নে প্রায়ই থাকে না, মধ্যাহ্নে স্পর্শ করিলে সুখবোধ হয়।

এবং বর্ণ ঈষৎ পাণ্ডু হওয়াতে, পৃথিবীতে সংসক্ত হইয়া উহার শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। শিশিরবিন্দুর নিপতনে হরিদ্বর্ণ তৃণস্থলী ঈষৎ আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে, তরুণাতপ প্রতি-ফলিত হওয়াতে, বনভূমির শোভার সীমা নাই। অরণ্যচর হস্তী নিতান্ত পিপাসিত হইয়া, সুবিপুল শীতল সলিল স্পর্শমাত্র তৎ-ক্ষণাৎ শুণ্ড সংকোচ করিয়া থাকে। ভীরুস্বভাব পুরুষ যেমন রণস্থলে প্রবেশ করে না, সেইরূপ, ঐ জলচর বিহঙ্গমসমূহ জলসমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে, কোন মতেই সলিলে অবগাহন করিতেছে না। বনরাজি একে ত পুষ্পশূন্য, তাহাতে আবার, রাত্রিতে শিশির ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং প্রভাতে কুজ্-ঝটিকাতিমিরে গাঢ়-বিদ্ধ হওয়াতে, যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে, বোধ হয়। সমুদায় সলিল বাষ্পভারে আচ্ছন্ন, পুলিনদেশের বালুকারাশি হিমে আর্দ্রভাবাপন্ন এবং যে সকল সারস বিচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে কেবল শব্দ দ্বারাই জানিতে পারা যায়, এইপ্রকার অবস্থা উপস্থিত হওয়াতে, নদী সকলের শোভাবিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তুষাররাশি নিপতিত ও সূর্য্যের তেজ মন্দী-ভূত হওয়াতে, শৈত্যবশতঃ পর্ব্বতের শিখরভাগস্থ জলও প্রায় সুরস হইয়া উঠিয়াছে। জরাবশতঃ পত্র সকল নির্গলিত, কেশর ও কর্ণিকা সকল বিশীর্ণ; এবং হিমের আবির্ভাবে ক্ষয়দশা উপ-স্থিত হওয়াতে, কমল সকল নালমাত্রে অবশিষ্ট হইয়া, আর কোন মতেই শোভা পাইতেছে না।

হে পুরুষব্যাঘ্র! এই দারুণ হেমন্তকালে ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ নগরে থাকিয়াও, দুঃখভারবহনপূর্ব্বক তপ-শ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং রাজ্য, মান ও বহুবিধ রাজভোগ ত্যাগ করিয়া, আহারসংযমপূর্ব্বক তপস্বী হইয়া, সুশীতল মহী-তলে শয়ন করিয়া থাকেন। তিনিও নিশ্চয় প্রতিদিন এই সময়ে নিরালস্য ও প্রকৃতিগণে বেষ্টিত হইয়া, সরযূনদীতে স্নান করিতে গমন করেন। তিনি স্বভাবতঃ সুকুমার ও পরম সুখে সংবর্দ্ধিত

ছইয়াছেন। কিরূপে শীতে অভিভূত হইয়া, শেষরাত্রে সরযূ সলিলে অবগাহন করেন! তাঁহার লোচনযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত, বর্ণ শ্যাম, সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, উদর নাতিস্থূল, আকার প্রকার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক, স্বভাব মধুর এবং তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত। তিনি ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন, ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছেন, সত্য কথা বলিয়া থাকেন, সকলকেই প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ করেন, অরাতিদিগকে দমন করিয়াছেন এবং লজ্জাবশতঃ কোনরূপ গর্হিত-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন না। তিনি সমুদায় ভোগসুখ ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। এই রূপে ভবদীয় ভ্রাতা মহাত্মা ভরত তাপসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, বনবাসী হইলেও আপনার আনুগত্য করিয়া, স্বর্গ জয় করিয়াছেন। মনুষ্য পিতার স্বভাব প্রাপ্ত হয় না, মাতৃস্বভাবেরই অনুবর্ত্তন করে, এই যে লোকপ্রবাদ প্রচলিত আছে, ভরত তাহার অন্যথা করিলেন। কিন্তু রাজা দশরথ যাঁহার স্বামী এবং সাধুশীল ভরত যাঁহার পুত্র, সেই জননী কৈকেয়ী কি রূপে ক্রূরবুদ্ধি হইলেন।

ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহবশংবদ হইয়া, এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, রাম, জননী কৈকেয়ীর সেই নিন্দাবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া, কহিতে লাগিলেন, তাত! মধ্যমা মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা করা কোন রূপেই তোমার উচিত হয় না। তুমি কেবল ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতেরই গুণের কথা সকল কীর্ত্তন কর। যদিও আমার বুদ্ধি একমাত্র বনবাসেই নিশ্চিত ও দৃঢ়ব্রত হইয়াছে, তথাপি ভরতের স্নেহে সন্তপ্ত হইয়া, চঞ্চল হইয়া থাকে। ভরতের প্রিয়, মধুর, হৃদয়ের অমৃত স্বরূপ ও মনের আহ্লাদজনক কথা সকল আমার মনে পড়িতেছে। না জানি, কতদিনে আবার মহাত্মা ভরত ও বীর শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব!

কাকুৎস্থ রাম এইপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত গোদাবরীতে গমন পূর্ব্বক স্নান করিলেন। অনন্তর

সলিলে গোদাবরীসলিলে পিতৃদেবগণের তর্পণ করিয়া, সমুদিত সূর্য্যমণ্ডল ও দেবগণের স্তব সমাধা করিলেন। ভগবান্ ভবদেব ভগবতী পার্ব্বতী ও নন্দির সহিত স্নানান্তে যেপ্রকার বিরাজমান হন, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া রামও সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সকলে স্নান করিয়া, গোদাবরী-তীর হইতে স্বকীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। রাম আশ্রমে আসিয়া লক্ষ্মণের সহিত প্রাতঃকৃত্যসমাপনান্তে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। এবং মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া, তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে সীতার সহিত পর্ণশালায় আসীন হওয়াতে, মহাবাহু রাম, চিত্রাসমেত চন্দ্রের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণেব সহিত নানাপ্রকার কথোপ-কথন আরম্ভ করিলেন। এই রূপে তিনি উপবেশনপূর্ব্বক এক মনে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময়ে কোন রাক্ষসী যদৃচ্ছা-ক্রমে তথায় সমাগত হইল। ঐ রাক্ষসী রাবণের ভগিনী, নাম শূর্প-নখা। সে আসিয়া সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায়, রামকে দর্শন করিল। দেখিল, তাঁহার মুখমণ্ডল অতিশয় উল্লসিত, বাহু আজানুলম্বিত, লোচনযুগল কমলদলের ন্যায় আয়ত, গতি মদমত্ত মাতঙ্গবৎ মৃদুমন্দ, মস্তক জটামণ্ডলে মণ্ডিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় কোমল, বল বিক্রম অসীম, শরীর রাজলক্ষণে লক্ষিত, বর্ণ নীলপদ্মের ন্যায় শ্যাম ও প্রভা কন্দর্পের সদৃশ। সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় রামকে দর্শন করিয়া, রাক্ষসী কামে মোহিত হইল। রামের মুখমণ্ডল পরম সুন্দর, রাক্ষসীর মুখ অতি কদাকার; রামের মধ্যদেশ ক্ষীণাকার, রাক্ষসীর উদর অতি বৃহৎ; রামের লোচনযুগল বিশাল, রাক্ষ-সীর নয়ন অতি কুৎসিত; রামের আচার ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত,

রাক্ষসীর অতি জঘন্য; রামের কেশকলাপ সুচিক্কণ, রাক্ষসীর কেশ তাম্রবর্ণ; রামের রূপ দেখিতে অতি মনোহর, রাক্ষসীর রূপ নিতান্ত কদর্য্য; রামের স্বর অতি মিষ্ট, রাক্ষসীর নিতান্ত কঠোর ও ভয়ঙ্কর; রামের প্রকৃতি অতি কোমল, রাক্ষসীর প্রকৃতি অতি কঠিন; রাম যুবা, রাক্ষসী বৃদ্ধা; রাম অতি মিষ্টভাষী, রাক্ষসী নিতান্ত কর্কশভাষিণী, এবং রাম দেখিতে যেমন সুন্দর, রাক্ষসী দেখিতে তেমনি কুৎসিত। সে নিতান্ত কামাতুর হইয়া, রামকে কহিল, এই স্থানে রাক্ষসেরা বাস করে। তুমি শর ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক জটাধর তাপসবেশে স্ত্রীর সহিত কি জন্য এখানে আসিয়াছ? তোমার উদ্দেশ্য কি, যথার্থ করিয়া বল।

পরন্তপ রাম স্বভাবতঃ সরলবুদ্ধি। রাক্ষসী শূর্পণখার এই কথা শুনিয়া, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া, সমুদায় ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় বিক্রমবিশিষ্ট দশরথ নামে রাজা ছিলেন। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার নাম লোকবিখ্যাত রাম। আর, ইহাঁর নাম লক্ষ্মণ। ইনি আমার পরম অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এবং এই বিদেহনন্দিনী আমার ভার্য্যা। ইনি সীতা নামে বিখ্যাতা। পিতা ও মাতার নিয়োগ পরতন্ত্র হইয়া, ধর্ম্মলাভপ্রত্যাশায় ধর্ম্মরক্ষানুরোধে বনে বাস করিবার জন্য আমি এই প্রদেশে সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি কে, কাহার পুত্রী, এবং কাহারই বা পরিগ্রহ? হে মনোজ্ঞাঙ্গি! আমার ত তোমায় রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমিই বা কিনিমিত্ত এখানে আসিলে, সত্য করিয়া বল।

শূর্পণখা কামে অভিভূত হইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া, বলিতে লাগিল, রাম! আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। আমি সত্য বলিতেছি। আমি শূর্পণখানাম্নী কামরূপিণী রাক্ষসী। সকলের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক একাকিনী এই অরণ্যানীতে বিচরণ করিয়া

থাকি। আমার ভ্রাতার নাম রাবণ। বোধ হয়, তুমি তাঁহার কথা শুনিয়া থাকিবে। আমার অপর দুই ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। কুম্ভকর্ণ অতিশয় বলশালী এবং সর্ব্বদাই দীর্ঘনিদ্রায় যাপন করেন। আর, বিভীষণ পরম ধার্ম্মিক। তাঁহার ব্যবহার রাক্ষসের মত নহে। খর ও দূষণ এই দুইজনও আমার ভ্রাতা। ইঁহাদের যুদ্ধবিক্রম সবিশেষ বিখ্যাত। রাম! তুমি সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ। তোমায় প্রথম দেখিয়া অবধিই আমি তাহাদের সকলকেই অতিক্রম করিয়া, মনে মনে তোমাকে স্বামিরূপে আশ্রয় করিয়াছি। আমার অতিশয় প্রভুতা আছে এবং ইচ্ছা ও বলপূর্ব্বক আমি সর্ব্বত্রই গমন করিয়া থাকি। অতএব তুমি চিরকালের জন্য আমার স্বামী হও। সীতাকে লইয়া আর কি করিবে? ইহার রূপ ও স্বভাবাদি সমুদায়ই অতি কুৎসিত। কোন মতেই তোমার যোগ্য নহে। আমিই তোমার রূপবতী সদৃশী ভার্য্যা। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই সীতার রূপ নাই, সতীত্ব নাই, উদর গর্ত্তপ্রায় এবং আকার প্রকারও নিতান্ত ভয়াবহ। আমি তোমার এই ভ্রাতার সহিত এই মানুষী সীতাকে ভক্ষণ করিব। তুমি কামপরবশ হইয়া, আমার সহিত বিবিধ বন ও পর্ব্বতশৃঙ্গ দর্শন করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবে॥

বাগ্‌বিন্যাস-বিশারদ ককুৎস্থনন্দন রাম এই কথা শুনিয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, মদিরলোচনা শূর্পণখাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥

— ০ —

অষ্টাদশ সর্গ॥

শূর্পণখা কামপাশে নিতান্ত বদ্ধ হইয়াছিল। রাম পরিহাসবাসনায় স্মিতপূর্ব্ব সুমধুর বাক্যে তাহাকে কহিলেন, অয়ি কল্যাণি! আমি দারপরিগ্রহ করিয়াছি। এই সীতা আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা। তোমার ন্যায় রমণীগণের সপত্নী থাকা নিতান্ত দুঃখের

বিষয়। ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম লক্ষ্মণ। ইনি সচ্চরিত্র, শ্রীমান্, প্রিয়দর্শন ও বীর্য্যবান্। ইহাঁর দারপরিগ্রহ নাই এবং পূর্ব্বেও কখন ভার্য্যাসুখসম্ভোগ হয় নাই। এইজন্য ইনি ভার্য্যার্থী হইয়াছেন। বিশেষতঃ, ইনি যুবা, অতএব, তোমার এই রূপের অনুরূপ পতি হইবেন। হে বিশালাক্ষি! সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুর সহচরী হয়, তুমিও তেমনি আমার এই ভ্রাতাকে স্বামিরূপে সেবা কর। অয়ি বরারোহে! ইহাঁর পত্নী হইলে, সম্প্রতি তোমার সপত্নীর আশঙ্কা থাকিবে না।

রাক্ষসী কামে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। রামের এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে গিয়া বলিতে লাগিল, আমি সুন্দরী রমণীকুলের রত্নস্বরূপা, অতএব, তোমার এই রূপের অনুরূপ ভার্য্যা। তুমি আমার সহিত সুখে সমুদায় দণ্ডক-কানন বিচরণ করিবে।

সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণ সাতিশয় বাগ্‌বিন্যাস-বিশারদ। তিনি রাক্ষসীর এই কথায় মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া, যুক্তিযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, আমি দাস। অতএব, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া, কিরূপে দাসী হইতে অভিলাষিণী হইয়াছ? অয়ি অমলবর্ণিনি! আমি এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের দাসত্বে নিযুক্ত আছি। হে বিশা-লাক্ষি! এই রাম সকল লোকের পূজনীয় এবং সর্ব্বতোভাবেই সিদ্ধকাম। অতএব হে অমল-বর্ণিনি! তুমি ইহাঁরই কনিষ্ঠা সহ-ধর্ম্মিণী হও। তাহা হইলে, তোমার অভীষ্টসিদ্ধি ও নিরতিশয় প্রীতি অনুভূত হইবে। ইহাঁর এই ভার্য্যা বৃদ্ধা হইয়াছেন। ইহাঁর রূপ নাই, সতীত্ব নাই, উদর অত্যন্ত নিম্ন এবং স্বভাব অতি ভয়-ঙ্কর। অতএব ইনি এই ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমাকেই ভজনা করিবেন। অয়ি বরবর্ণিনি! অয়ি বরারোহে! কোন্ ব্যক্তি সবিশেষ জানিয়া শুনিয়াও, তোমার এই শ্রেষ্ঠ রূপে অনা-দর পূর্ব্বক মানুষীতে আসক্ত হইতে পারে?

লক্ষ্মণ এইপ্রকার কহিলে, অত্যন্ত নিম্নোদরী সর্ব্বলোক ভয়ঙ্করী

নিশাচরী শূর্পণখা, পরিহাসবিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত, তাঁহার কথা সত্য বলিয়া বোধ করিল। অনন্তর সে কামে মোহিত হইয়া, পর্ণশালায় সীতার সহিত উপবিষ্ট শত্রুদমন দুর্দ্ধর্ষ রামকে কহিতে লাগিল, তুমি এই বৃদ্ধা, বিরূপা, নিম্নোদরী, ভয়ঙ্করী, অসতী স্ত্রীকে আশ্রয় করিয়া, আমাকে বহুমান করিতেছ না। অতএব তোমার সমক্ষেই এই মুহূর্ত্তে আমি এই মানুষীকে ভক্ষণ করিব এবং শত্রুহীন হইয়া, যথাসুখে তোমার সহিত বিচরণ করিব। এই বলিয়া, প্রজ্বলিত-অঙ্গার-সদৃশ লোচনশালিনী নিশাচরী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, মৃগ-শাবক-লোচনা সীতার অভিমুখে ধাবমান হইল; বোধ হইল, মহোল্কা যেন রোহিণীর সম্মুখে গমন করিতেছে। মহাবল রাম সাক্ষাৎ যমপাশের ন্যায়, তাহাকে আসিতে দেখিয়া রোষভরে নিগৃহীত করত, লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! ক্রূর-স্বভাব অনার্য্যগণের সহিত পরিহাস করাও কোনরূপে কর্ত্তব্য হয় না। দেখ, এই পরিহাস প্রযুক্তই জানকীর জীবনসংশয় হইয়া উঠিয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! এক্ষণে তুমি এই অতিমত্তা মহো-দরী বিরূপা রাক্ষসীকে আরও বিরূপ করিয়া দাও। মহাবল লক্ষ্মণ এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া, খড়্গ উত্তোলন করিয়া, রামের সম-ক্ষেই রাক্ষসীর নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। নাসাকর্ণ ছিন্ন হওয়াতে, ঘোরস্বভাবা রাক্ষসী কঠোরস্বরে চীৎকার করিয়া, যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেই অরণ্যাভিমুখে দ্রুতপদে ধাবমান হইল। তাহার সর্ব্বশরীর শোণিতে অভিষিক্ত এবং নাসাকর্ণ অভাবে বিরূপ হওয়াতে, তাহার মূর্ত্তি আরও ঘোরতর হইয়াছিল। সেই অবস্থায় সে বর্ষাকালীন জলদের ন্যায়, বিবিধ নাদে শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর সে বাহু উদ্যত করিয়া, বেগভরে রুধির-রাশি বর্ষণ ও গর্জ্জন করিতে করিতে, মহাবনে প্রবেশ করিল। তথায় প্রবেশ করিয়া, সেই বিরূপিত বেশে, রাক্ষসগণে পরি-বেষ্টিত জনস্থানবাসী অতিমাত্র তেজস্বী ভ্রাতা খরের সমীপস্থ হইয়া, আকাশভ্রষ্ট বজ্রের ন্যায়, ভূমিতে পতিত হইল। ভয়ে

ও মোহে তাহার জ্ঞানচৈতন্য রহিত হইয়াছিল। সে রক্তাক্ত দেহে ভূমিতে পতিত থাকিয়া, খরের নিকটে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রামের অরণ্যে আগমন এবং আপনার নাসাকর্ণ ছেদন ঘটনা সমুদায় বর্ণন করিল।

ঊনবিংশ সর্গ।

ভগিনী বিরূপ বেশে, শোণিতাক্ত কলেবরে, উক্ত প্রকারে আসিয়া পতিত হইল দেখিয়া খর ক্রোধে উগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিল। কহিল, গাত্রোত্থান কর, বৃত্তান্ত বল; মূর্চ্ছা ও চিত্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর; স্পষ্ট করিয়া বল, কে তোমাকে এরূপে বিরূপ করিয়াছে। কোন্ ব্যক্তি সম্মুখস্থিত বল্মীকমণ্ডল নিরপরাধী দন্ত-বিষ কৃষ্ণসর্পকে ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিতেছে। আজ তোমাকে পাইয়া যে ভীষণ বিষ পান করিয়াছে; সে অজ্ঞানবশতঃ বুঝিতে পারে নাই, যে সে কণ্ঠে কালপাশই বন্ধন করিয়াছে। বলবিক্রমশালিনী, কামগামিনী, কামরূপিণী অন্তকসমা তুমি কাহার নিকটে গমন করিয়াছিলে, যে তোমার এই দশা করিয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূত ও মহাত্মা ঋষিগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির এত অধিক বীর্য্য, যে তোমাকে বিরূপ করিয়াছে। দেবগণ মধ্যে পাকশাসন সহস্রলোচন মহেন্দ্র ভিন্ন, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমি এরূপ কাহাকেও দেখি না যে আমার অনিষ্ট করে। হংস যেমন সলিল হইতে মিশ্রিত দুগ্ধ আকর্ষণ করে, আজ আমি তেমনি জীবিতনাশক সায়কসমূহ দ্বারা তাহার প্রাণ হরণ করিব। যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক নিহত বাণ দ্বারা ছিন্নমর্ম্ম কোন্ ব্যক্তির সফেন রুধির পৃথিবী পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? পক্ষী সকল একত্রিত হইয়া রণে মৎকর্ত্তৃক নিহত কোন্ ব্যক্তির মাংস আনন্দে ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে? আমি যুদ্ধে যাহাকে প্রহার করিতে ইচ্ছা করিব, সেই হতভাগ্যকে কি দেবতা, কি

গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কেহই পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। এক্ষণে তুমি অল্পে অল্পে চেতনা লাভ করিয়া আমাকে বল, কোন্ অহঙ্কৃত ব্যক্তি বিক্রম প্রকাশ করিয়া, তোমাকে পরাজয় করিয়াছে।

ভ্রাতার উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, এবং সে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া, শূর্পণখা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুই ভ্রাতা। তাহারা দুইজনেই যুবা, রূপবান্, কোমলদেহ এবং মহাবলসম্পন্ন। তাহাদিগের লোচন-পদ্মের ন্যায় আয়ত, পরিধান চীর ও কৃষ্ণাজিন। তাহারা ফল মূল আহার করত জিতেন্দ্রিয় তাপসবেশে ধর্ম্মাচরণ করিতেছে। কিন্তু দেখিলে দুইজনকে গন্ধর্ব্বরাজের তুল্য বোধ হয়; রাজচিহ্ন দুইজনেই লক্ষিত হইতেছে। তাহারা দুইজনে দেব কি দানব, স্থির করিতে পারি না। আমি দেখিয়াছি, ঐস্থানে তাহাদিগের দুই জনের সমভিব্যাহারে এক রূপবতী সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা, ক্ষীণমধ্যা তরুণী রমণী আছে। ঐ নারীর অনুরোধে একের আজ্ঞায় আর একজন অনাথা কুলটার ন্যায় আমার এই অবস্থা করিয়াছে। আমি খলস্বভাবা সেই নারীর এবং অন্যায় সেই দুইজনের সফেন রুধির রণস্থলে পান করিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রথম ইচ্ছা এই; তোমাকে এই ইচ্ছা সফল করিতে হইবে; আমি রণস্থলে সেই নারীর ও সেই দুই জনের রুধির পান করিব।

শূর্পণখা এই কথা কহিলে পর, খর ক্রুদ্ধ হইয়া অন্তকোপম চতুর্দ্দশ মহাবল রাক্ষসকে আজ্ঞা করিল, শস্ত্রধারী, চীর ও কৃষ্ণাজিনবাসা দুইজন মানুষ প্রমদা সমভিব্যাহারে ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগের দুইজনকে সংহার করিয়া সেই প্রমদাকে আনয়ন করিবে; আমার এই ভগিনী তাহাদিগের রুধির পান করিবে। হে রাক্ষসগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করত নিজ তেজে সেই দুইজনকে সংহার করিয়া, আমার

ভগিনীর এই অভীষ্ট মনোবাসনা পূর্ণ কর। তোমরা তাহাদিগের দুই ভ্রাতাকে সমরে সংহার করিয়াছ, দেখিলে, এই ভগিনী অতিশয় হৃষ্ট ও তুষ্ট হইয়া যুদ্ধস্থলে রুধির পান করিবে।

এইপ্রকার আজ্ঞা পাইয়া, ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষস, পবনচালিত মেঘের ন্যায়, শূর্পণখাসমভিব্যাহারে ঐস্থানে যাত্রা করিল।

—•—

বিংশ সর্গ।

অনন্তর ঘোরা শূর্পণখা রাঘবের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসদিগকে সীতাসমভিব্যাহারী দুই ভ্রাতাকে দেখাইয়া দিল। তাহারা দেখিল, মহাবল রাম পর্ণশালা মধ্যে উপবেশন করিয়া আছেন। সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন।

এদিকে শ্রীমান্ রঘুনন্দন ঐ সকল রাক্ষসদিগকে উপস্থিত দেখিয়া দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! মুহূর্ত্তকাল সীতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াও। এই সকল রাক্ষস ইহারই লোভে আমাদিগকে বধ করিতে আসিয়াছে, আমি ইহাদিগকে সংহার করিব।

তখন লক্ষ্মণ জিতেন্দ্রিয় রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া, বাক্যানুসারে কার্য্য করিলেন। এদিকে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রও সুবর্ণবিভূষিত মহাধনুতে জ্যা রোপণ করিলেন এবং ঐ সকল রাক্ষসকে কহিলেন, আমরা দুই ভ্রাতা রাম লক্ষ্মণ দশরথের পুত্র, সীতা সমভিব্যাহারে দুশ্চর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি; ফলমূল আহার করিয়া জিতেন্দ্রিয় তাপসরূপে ধর্ম্মাচরণ করত দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া থাকি, তোমরা আমাদিগের হিংসা কর কেন? তোমরা পাপপ্রকৃতি, মহাবনে ঋষিদিগের অপকার করিয়া থাক। আমি ঋষিদিগের নিয়োগক্রমে তোমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য ধনুর্হস্তে আগমন করিয়াছি। সন্তুষ্ট হইয়া ঐস্থানেই অবস্থিতি কর; আর অগ্রবর্ত্তী হইতে সাহস

করিও না। নিশাচরগণ! যদি প্রাণে তোমাদিগের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে ফিরিয়া যাও।

ব্রহ্মঘাতী শূলপাণি সংরক্তলোচন পরুষভাষী ভীষণ ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষস তাঁহার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, এবং তখনও রামের পরাক্রম দর্শন করে নাই, এইজন্য হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া সংরক্তলোচন মধুরভাষী রামকে কহিল, তুমি আমাদিগের অধিপতি সুমহাত্মা খরের ক্রোধোৎপাদন করিয়াছ; অতএব এখনই যুদ্ধে আমাদিগের দ্বারা নিহত হইয়া তোমাকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুমি একাকী আর আমরা বহু; অতএব রণ-স্থলে যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, রণে আমাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেই বা তোমার কি শক্তি আছে? আমাদিগের এই সমস্ত বাহুনির্ম্মুক্ত পরিঘ, শূল ও পট্টিশ দ্বারা আহত হইয়া তোমাকে প্রাণ, বীর্য্য ও করধৃত ধনু ত্যাগ করিতে হইবে।

ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষস এই কথা কহিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শূল ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া রামের প্রতি ধাবিত হইল। এবং ঐ সকল দুর্জ্জয় শূল রামের উপর নিক্ষেপ করিল। রাম ঐ চতুর্দ্দশ শূলই চতুর্দ্দশসংখ্যক কাঞ্চনভূষিত শর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর মহাতেজা, সূর্য্যসন্নিভ রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুরানয়ন পূর্ব্বক শিলা-শাণিত বাণ সকল যোজনা করত ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তেমনি লক্ষ্য উদ্দেশ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল বাণ বেগে রাক্ষসগণের বক্ষ বিদারণ করত রুধিরে আপ্লুত হইয়া বল্মীকমধ্য হইতে সর্পগণের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। রাক্ষস-গণও ঐ সকল বাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ, শোণিতে স্নাত, বিকৃত ও বিগতপ্রাণ হইয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষ সকলের ন্যায়, ধরণীতলে পতিত হইল। তাহাদিগকে পতিত দেখিয়া রাক্ষসী শূর্পণখা ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া খরের নিকটে গমন করিয়া পুনরায় কাতরভাবে পতিত হইল; তখন তাহার গাত্রে রক্ত কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইয়াছিল;

অতএব সে মনির্ম্মাল লতার ন্যায় অক্ষিপ্ত হইয়াছিল। রাক্ষসী ভ্রাতার সমীপে শোকে কাতর হইয়া ঘোর চীৎকার করিল, এবং বিবর্ণ মুখে সস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

খরের ভগিনী শূর্পণখা রাক্ষসদিগকে নিপতিত দর্শন করত বেগে দৌড়িয়া আসিয়া নিবেদন করিল, রাক্ষসগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে।

একবিংশ সর্গ।

শূর্পণখা বংশের মূর্ত্তিমান্ অনর্থরূপে পুনরায় আসিয়া পতিত হইল, দেখিয়া, খর ক্রোধভরে পুনর্ব্বার স্পষ্টাভিধানে বলিতে লাগিল, আমি তোমার প্রিয়ানুষ্ঠাননিমিত্ত মাংসাশী বীর রাক্ষসদিগকে সম্প্রতি নিয়োজিত করিয়াছি; তবে তুমি কিজন্য আবার রোদন করিতেছ? ঐ সকল রাক্ষস আমার ভক্ত, অনুরক্ত ও সর্ব্বদাই হিতকারী, হন্যমান হইয়াও কোন মতে নিহত হয় না, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আমার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। অতএব, যেজন্য তুমি পুনরায়, হা নাথ, বলিয়া চীৎকার করত সর্পের ন্যায়, ক্ষিতিতলে লুণ্ঠিত হইতেছ, সেই কারণ কি, শুনিতে অভিলাষ করি। আমি রক্ষাকর্ত্তা থাকিতে, তুমি কিজন্য অনাথের ন্যায়, বিলাপ করিতেছ? গাত্রোত্থান কর, গাত্রোত্থান কর, এবং শোকব্যাকুলতা পরিহার কর।

খর এইপ্রকার কহিয়া, বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিলে, দুর্দ্ধর্ষা শূর্পণখা নেত্রমার্জ্জন পূর্ব্বক তাহাকে কহিতে লাগিল, আমার নাসাকর্ণ উভয়ই গিয়াছে। এবং সর্ব্বশরীর শোণিতভারে নিতান্ত আর্দ্র হইয়াছে। এই অবস্থায় আমি পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় তোমার সমীপস্থ হইলাম। তুমিও আমাকে সবিশেষ সান্ত্বনা করিলে। কিন্তু তুমি আমার প্রিয়ানুষ্ঠানবাসনায়, লক্ষ্মণের সহিত ঘোরস্বভাব রামকে বধ করিবার জন্য, যে চৌদ্দজন শৌর্য্যশালী রাক্ষস

প্রেরণ করিয়াছিলে, রাম, মর্ম্মভেদী সায়কপরম্পরা প্রয়োগপূর্ব্বক শূল-পট্টিশ-পাণি অমর্ষপরায়ণ সেই রাক্ষসদিগের সকলকেই যুদ্ধে নিহত করিয়াছে। নিরতিশয় বেগবান্ রাক্ষসগণ ক্ষণমধ্যেই ধরাশায়ী হইল এবং রাম মহৎ কার্য্য সাধন করিল, দেখিয়া, অত্যন্ত ত্রাস উপস্থিত হওয়াতে, আমি ভীত, উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইয়া, সর্ব্বতঃ ভয় দর্শন পূর্ব্বক, পুনরায় তোমার শরণার্থিনী হইয়াছি। তুমি কিজন্য আমার উদ্ধার করিতেছ না? দেখ, আমি বিষাদরূপ নক্র ও মহাভয়রূপ তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ সুবিপুল শোক-সাগরে মগ্ন হইয়াছি। যে সকল মাংসাশী রাক্ষস আমার পদবীর অনুসরণ করিয়াছিল, রাম সুশাণিত-সায়ক-প্রহারে তাহাদের সকলকেই ধরাসাৎ করিয়াছে। যদি আমার প্রতি এবং সেই সকল রাক্ষস সন্তানের প্রতি তোমার অনুকম্পা থাকে, অথবা, রামের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার যদি তেজ ও ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে, রাক্ষসকুলের কণ্টকস্বরূপ দণ্ডকবাসী রামকে সংহার কর। আর, যদি অরাতি-নিপাতন রামকে আজি সংহার না কর, তাহা হইলে, তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব। নাসাকর্ণ ছিন্ন হওয়াতে, আমার আর কিছুমাত্র লজ্জা নাই। আমি নিজের বুদ্ধি দ্বারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, যে, তুমি চতুরঙ্গ বল লইয়াও যুদ্ধে রামের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। তুমি মহাযুদ্ধে আপনা'আপনি শূর বলিয়া অভিমান কর; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমার শৌর্য্য নাই। তোমার বিক্রমও মিথ্যা আরোপিত মাত্র। হে মূঢ়! হে কুলপাংসন! তুমি এই মুহূর্ত্তেই সবান্ধবে জনস্থান হইতে দূর হও। নতুবা, রাম ও লক্ষ্মণকে সংগ্রামে সংহার কর। রাম লক্ষ্মণ মানুষ; তাহাদিগকে যদি বধ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে, সত্ত্বহীন ও বীর্য্যহীন হইয়া, তুমি আর কিরূপে এখানে থাকিতে পারিবে? রামের তেজে অভিভূত হইয়া, অচিরকালমধ্যেই তোমাকে বিনষ্ট হইতে হইবে। দশরথনন্দন রাম স্বভাবতই অতিশয়

তেজস্বী এবং তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণও অতিশয় বীর। ঐ লক্ষ্মণই আমাকে বিরূপ করিয়াছে। অত্যন্ত-নিম্নোদরী নিশাচরী শূর্পণখা শোকে অভিভূত হইয়া, ভ্রাতার সমীপে এইরূপ বহুরূপ বিলাপ করিয়া, জ্ঞানচৈতন্যরহিত হইয়া পড়িল, এবং অত্যন্ত দুঃখভরে উদরে করদ্বয়ের আঘাত করিয়া, রোদন করিতে লাগিল।

—•:•—

দ্বাবিংশ সর্গ।

শূর্পণখা রোষভরে উক্ত প্রকারে অবমাননা করিলে, তীক্ষ্ণ-স্বভাব শৌর্য্যশালী খর রাক্ষসসভামধ্যে তীক্ষ্ণতর বাক্যে বলিতে লাগিল, ভগিনি! তোমার অপমানে আমার যে ক্রোধ হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। ক্ষতমধ্যে নিক্ষিপ্ত অত্যুৎকট ক্ষার-সলিলের ন্যায়, ঐ ক্রোধ ধারণ করিতে আমার শক্তি হইতেছে না। যাহা হউক, রাম ক্ষীণজীবী মানুষ; আমার যে পরাক্রম আছে, তাহাতে, রামকে গণনাই হয় না। সে যে কুকর্ম্ম করিয়াছে, তদ্দ্বারা অদ্যই নিহত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিবে। অতএব, তুমি ক্রন্দন সংবরণ ও ভয় ত্যাগ কর; আমি রামকে লক্ষ্মণের সহিত যমালয়ে নীত করিব। অয়ি রাক্ষসি! অদ্য ক্ষীণপ্রাণ রাম মদীয় পরশ্বধে হত হইয়া, পতিত হইলে, তুমি তাহার অতিশয় লোহিতবর্ণ উষ্ণ শোণিত পান করিবে।

শূর্পণখা খরের বদনবিগলিত এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, অজ্ঞানপ্রযুক্ত নিতান্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া, পুনরায় সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সহোদরের প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইল। নিশাচরী এই রূপে প্রথমে পরুষবাক্যপ্রয়োগপূর্ব্বক পশ্চাৎ প্রশংসা করিলে, খর, দূষণ-নামক সেনাপতিকে তৎক্ষণাৎ কহিল, সৌম্য! যাহারা সর্ব্বতো-ভাবে আমার মনোমত অনুষ্ঠান করে, যাহারা সমরে কখন পরাঙ্মুখ হয় না, যাহারা লোকের হিংসা করিয়া, সর্ব্বদা ক্রীড়া

করিয়া থাকে, যাহাদের বেগ অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং যাহাদের বর্ণ নীলমেঘসদৃশ, তাদৃশ চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসকে সর্ব্ব প্রকারে সুসজ্জিত করিয়া, তুমি আমার নিকট আনয়ন কর। তদ্ভিন্ন, দ্রুতগামী রথ, ধনু ও বিচিত্র শরসমূহ, সুশাণিত বিবিধ শক্তি ও খড়্গ সকলও উপস্থিত কর। অয়ি রণপণ্ডিত! আমি দুর্ব্বিনীত রামের সংহারার্থ মহানুভব রাক্ষসগণের অগ্রে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করি। খর এই কথা বলিতে বলিতেই, দূষণ বিচিত্রবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহে সংযোজিত করিয়া, সূর্য্যসমবর্ণ এক মহারথ আনয়ন পূর্ব্বক তাহার গোচরে নিবেদন করিল। ঐ রথের আকার মেরু-শিখরের ন্যায়, ভূষণ সকল তপ্তকাঞ্চনময়, চক্র সকল স্বর্ণময় এবং যুগন্ধর-যুগল বৈদূর্য্যমণিময়। মৎস্য, পুষ্প, দ্রুম, শৈল, চন্দ্রকান্তমণি, অলঙ্কারার্থ কাঞ্চন, পক্ষিসমূহ ও তারকাস্তবক, এই সকলে ঐ রথ সমাচ্ছন্ন, এবং ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা-শব্দে অলঙ্কৃত। খর ক্রোধভরে ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকেই ধ্বজ ও নিস্ত্রিংশসম্পন্ন, উৎকৃষ্ট-তুরঙ্গম-চালিত উল্লিখিত রথে আরোহণ করিল। তদ্দর্শনে দূষণ রথ চর্ম্ম আয়ুধ ও ধ্বজশালী সুবিপুল সৈন্যকে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিতে আদেশ করিল। সে, সমুদায় রাক্ষসকে ঐপ্রকার কহিলে, ভয়ঙ্কর চর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজসম্পন্ন সেই রাক্ষসসৈন্য মহাবেগে ও মহাশব্দে জনস্থান হইতে নির্গত হইল। এই রূপে, খরের ছন্দানুবর্ত্তী অতিমাত্র ভীষণস্বরূপ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মুদ্গর, পট্টিশ, সুতীক্ষ্ণ শূল, পরশ্বধ, খড়্গ, চক্র, পরম বিরাজমান বাণ, তোমর, শক্তি, পরিঘ, অতিমাত্র ভয়ঙ্কর কার্ম্মুক, গদা, অসি, মুষল ও ভীমদর্শন বজ্র ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া, জনস্থান হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলে, খরের রথ তদ্দর্শনে অব্যবহিত পরক্ষণেই প্রস্থান করিল। সারথি খরের অভিপ্রায় জানিয়া, বিচিত্রবর্ণ তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত অশ্বদিগকে কষাঘাত করিল। তখন রিপুঘাতী খরের রথ সঞ্চালিতহইয়া, স্বীয় শব্দে তৎক্ষণাৎ দিক্ বিদিক সমুদায়

পরিপূরিত করিয়া তুলিল শরের স্বর অতি কঠোর। তৎকালে তাহার ক্রোধও অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, শত্রুসংহারবাসনায় সবিশেষ ত্বরান্বিত হইয়া, শিলাবর্ষী মহামেঘের ন্যায়, পুনরায় ঘোরগভীর গর্জ্জন সহকারে সারথিকে উত্তেজিত করিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

এই রূপে ভয়ঙ্কর রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলে, গর্দ্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ অতীব ভীষণ জলধর সমুদিত হইয়া, তুমুল শব্দে শোণিতমিশ্রিত অশিব সলিল বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার রথে যে সকল বেগবান্ অশ্ব যোজিত ছিল, তাহারা রাজমার্গে গমন সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে পুষ্পযুক্ত সমতল ভূমিতেও পতিত হইতে লাগিল। দিবাকরমণ্ডল সর্ব্বতোভাবে শ্যামবর্ণ পরিবেশে পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিল। ঐ পরিবেশের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ এবং আকার, অলাতচক্রের ন্যায়, বর্ত্তুল-ভাবাপন্ন। প্রকাণ্ডাকৃতি ভীষণপ্রকৃতি গৃধ্র হেমদণ্ড-মণ্ডিত অত্যুন্নত রথধ্বজের নিকটস্থ হইয়া, বিশিষ্টরূপে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিল। কঠোরকণ্ঠ মাংসাশী মৃগ ও পক্ষিগণ জনস্থানসমীপে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, বিবিধ কঠোর শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ঘোরস্বভাব শিবা সকল পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয় করিয়া, রাক্ষসকুলের অমঙ্গলস্বরূপ ভয়ঙ্কর স্বরে তুমুল শব্দ আরম্ভ করিল। মত্ত-মাতঙ্গ-সমাকৃতি ভীমমূর্ত্তি মেঘমণ্ডলী জলের ন্যায় রাশি রাশি শোণিত বর্ষণ করিয়া, সমুদায় আকাশ একবারেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এরূপ অতিনিবিড় ভয়ঙ্কর তিমিরের আবির্ভাবে দিক্ বিদিক্ সমুদায় এককালেই প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর অণুমাত্রও প্রকাশিত হইল না। সন্ধ্যা, রুধিরার্দ্র বস্ত্রাদির সমান বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক

তৎকালেই প্রাদুর্ভূত হইল। ভীষণপ্রকৃতি মৃগ ও পক্ষিগণ পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে কঠোর স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। কঙ্ক গোমায়ু ও গৃধ্রগণ ভয়সূচনা পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। এবং যুদ্ধে নিত্য অশুভশংসী শিবা সকল বিভীষিকা প্রদর্শন সহকারে সৈন্যগণের অভিমুখে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে তাহাদের মুখগহ্বর হইতে অগ্নিশিখা সকল বহির্গত হইতে লাগিল। ভাস্করের সমীপপ্রদেশে আয়ুধ-সদৃশাকৃতি কবন্ধ দেখা যাইতে লাগিল। মহাগ্রহ রাহু পর্ব্ব-ব্যতিরিক্ত সময়েও সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিল। সমীরণ প্রচণ্ড ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিবাকর প্রভাশূন্য হইলেন। খদ্যোতসবর্ণা তারকাসমূহ, রাত্রি না হইলেও, উৎপতিত হইতে লাগিল। পুষ্করিণী সকলে পদ্মসমূহ শুষ্ক হইয়া গেল এবং মীন ও বিহঙ্গম সমুদায় অন্তর্হিত হইল। বৃক্ষ সকল সেই ক্ষণে ফল-পুষ্প-বিহীন হইয়া উঠিল। জলধরের ন্যায় ধূসরবর্ণ ধূলিরাশি, বায়ু না বহিলেও, উত্থিত হইল। তৎকালে সারিকা সকল শিক্ষিত শব্দ ত্যাগ করিয়া, চীচী কূচি ইত্যাদি অব্যক্ত ধ্বনি করিতে লাগিল। ঘোরদর্শন উল্কা সকল সশব্দে পতিত হইতে লাগিল। এবং বন, কানন ও পর্ব্বত সহিত সমগ্র মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিলেন। ধীমান্ খর রথে থাকিয়া, গর্জ্জন করিতেছিল। তাহার বাম বাহু নিতান্ত কম্পমান ও স্বর রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ঐ অবস্থায় ইতস্ততঃ দর্শন করিতে করিতে, তাহার দৃষ্টি অশ্রুসলিলে পূর্ণ, ললাট রুগ্নভাবাপন্ন এবং বারংবার মোহের আবির্ভাব হইতে লাগিল। কোন মতেই তাহার নিবৃত্তি হইল না।

এই সকল রোমাঞ্চকর মহোৎপাত উপস্থিত দেখিয়া খর হাস্য করিয়া, সমুদায় রাক্ষসকে কহিল, বলবান্ যেমন দুর্ব্বলদিগকে গণনা করে না, আমিও সেইরূপ বীর্য্যবশতঃ এই উপস্থিত ঘোরদর্শন উৎপাত সকল মনোমধ্যে স্থান দিতেছি না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, সুতীক্ষ্ণ সায়কপ্রহারে নভস্তল হইতে তারাও পাড়িতে

করিতে পারি; এবং মৃত্যুরও মৃত্যু সংঘটন করিয়া থাকি। বল-মদমত্ত রামকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত, সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে সংহার না করিয়া, নিবৃত্ত হইতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। যে শূর্পণখার জন্য রাম ও লক্ষ্মণের বুদ্ধি-বৈপরীত্য জন্মিয়াছে, সেই ভগিনী শূর্পণখা ভ্রাতার সহিত রামের রক্ত পান করিয়া, সিদ্ধ-কামা হউন। আমি ইতিপূর্ব্বে কখন যুদ্ধে পরাজয় প্রাপ্ত হই নাই, ইহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ; অতএব আমি মিথ্যা বলিতেছি না; আমি ক্রুদ্ধ হইলে, মত্ত ঐরাবতে অধিরূঢ় বজ্র-হস্ত ইন্দ্রকেও যুদ্ধে বধ করিতে পারি; রাম লক্ষ্মণ মানুষ, তাহা-দের কথা আর কি কহিব? মহাবল রাক্ষস-বল মৃত্যু-পাশে নিতান্তই বদ্ধ হইয়াছিল। খরের এই গর্জ্জন কর্ণগোচর করিয়া, অতুল হর্ষ লাভ করিল।

এদিকে যুদ্ধদর্শনবাসনায় মহাত্মা ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব-গণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ সমবেত হইলেন। সেই পুণ্যকর্ম্মা সকল সমবেত হইয়া, পরস্পর এক বাক্যে কহিতে লাগিলেন, গো ও ব্রাহ্মণ সকল সুখে থাকুন; তদ্ভিন্ন, আর যাঁহারা লোকগণের মাননীয়, তাঁহারাও সুখে থাকুন। চক্রহস্ত বিষ্ণু যেমন সমুদায় অসুর-প্রধানকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশীয় নিশাচরদিগকে জয় করুন। পরমর্ষিগণ এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। দেবগণ কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, বিমানে আরো-হণ পূর্ব্বক গতায়ু রাক্ষসগণের সুবিপুল সৈন্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে খর রথারোহণে বেগভরে সৈন্যের অগ্রভাগ হইতে বিনির্গত হইলে, শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশক্র, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, পরবীরাক্ষ, পুরুষ, কালকার্ম্মুক, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্য, ও রুধিরাশন এই বার জন মহাবীর তাহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথি ও ত্রিশিরা,

একতান জন, সেনার অগ্রে দূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। গ্রহশ্রেণী যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যের সন্নিধানবর্তী হয়, সেইরূপ, মহাবল রাক্ষসবল সমরাভিলাষে সহসা রাজপুত্র রাম লক্ষ্মণের সকাশে সমুপস্থিত হইল। তাহাদের বেশ অতিশয় ভয়াবহ এবং স্বভাব নিরতিশয় ক্রূর।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

খর-পরাক্রম খর আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলে, রাম ভ্রাতার সহিত উল্লিখিত উৎপাতপরম্পরা অবলোকন করিলেন। তিনি প্রজাগণের অমঙ্গলকর অতীব ভয়ঙ্কর ঐ সকল উৎপাত দর্শনে নিতান্ত অস্বস্থ চিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, অয়ি মহাবাহো! সর্ব্বভূতের প্রাণান্তকর এই মহোৎপাত সকল রাক্ষসকুলের সংহার-সূচনার্থ সমুপস্থিত হইয়াছে, অবলোকন কর। গর্দ্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ অত্যুৎকট মেঘমণ্ডলী ঐ আকাশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া, কঠোর শব্দে রুধিররাশি বর্ষণ করিতেছে। আমার শর সকল ধূমোদ্গারসহকারে যুদ্ধানন্দপ্রদর্শনপূর্ব্বক তূণীরমধ্যে বিচলিত হইতেছে এবং স্বর্ণপৃষ্ঠ শরাসনসমূহও প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। বনচারী পক্ষিগণ যেরূপ শব্দ করিতেছে, তাহাতে, আমাদের ভয় ও প্রাণসংশয় নিতান্ত আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে; অবিলম্বেই তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু হে বীর! আমার এই দক্ষিণবাহু বারংবার স্পন্দিত হইয়া, সূচনা করিতেছে, যে, আমাদের জয় ও শত্রুপক্ষের পরাজয় হইবার বিলম্ব নাই। তোমার মুখমণ্ডলও সুপ্রসন্ন ও সুপ্রভ, লক্ষিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! যুদ্ধার্থ সমুদ্যত যে সকল ব্যক্তির মুখ নিষ্প্রভ হয়, তাহাদের আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। রাক্ষসগণের ঘোর গভীর গর্জ্জননির্ঘোষ ঐ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। সেই ক্রূরকর্ম্মা নিশাচরগণের ভেরীধ্বনিও ঐ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কল্যাণ-

দর্শী বিচক্ষণ পুরুষ বিপদ আশঙ্কায় ভাবী অনিষ্টের প্রতিবিধান করিবেন। অতএব তুমি শর ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া পাদপপ্রচ্ছাদিত দুর্গম গিরিগুহা আশ্রয় কর। তুমি আমার এই কথার অবাধ্য হইবে, এরূপ ইচ্ছা করি না। বৎস! আমার চরণের দিব্য, তুমি অবিলম্বেই সীতাকে লইয়া গমন কর। তুমি শূর ও বলবান্, নিশ্চয়ই এই রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পার, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি নিজেই ইহাদের সকলকে সংহার করিতে ইচ্ছা করি।

রাম এইপ্রকার কহিলে, লক্ষ্মণ শর ও শরাসন গ্রহণ করিয়া, সীতাকে লইয়া, দুর্গম গিরিগুহা আশ্রয় করিলেন। তিনি সীতার সহিত পর্ব্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইলে, রাম তজ্জন্য নিরতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ পুরঃসর কবচ পরিধান করিলেন। অগ্নিবর্ণ কবচে বিভূষিত হওয়াতে তিনি, অন্ধকারমধ্যে প্রাদুর্ভূত মহাগ্নির ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি শরাসন সমুদ্যত ও শর সকল সংগ্রহ করিয়া, জ্যাশব্দে সমস্ত দিক প্রতিধ্বনিত করত তথায় সম্যক প্রকারে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ঐ সময়ে মহাত্মা দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ যুদ্ধদর্শনকামনায় তথায় সমাগত হইলেন। ত্রিভুবনে ব্রহ্মর্ষি-সত্তম বলিয়া যাঁহাদের বিখ্যাতি আছে, সেই সকল মহানুভাব ঋষিও আগমন করিলেন। ঐ সকল পুণ্যকর্ম্মা সমবেত হইয়া, পরস্পর এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন, গো ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোক সকলের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক। চক্রহস্ত বিষ্ণু যেমন অসুরপ্রধানদিগকে জয় করিয়াছিলেন, রঘুনন্দন রাম তেমনি যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশীয় নিশাচরদিগকে জয় করুন। এইপ্রকার বাক্যবিন্যাস পূর্ব্বক তাঁহারা পুনরায় পরস্পর অবলোকন করত কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসেরা চৌদ্দহাজার এবং উহাদের কার্য্যও অতি ভয়ঙ্কর। কিন্তু রাম একাকী এবং পরম ধার্ম্মিক। কিরূপে যুদ্ধ হইবে, বলা যায় না। এইপ্রকার কৌতূ-

কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া রাজর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরাদি অন্যান্য দেবযোনিগণ, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ ও দেবগণ বিমানে আরোহণ করিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভগবান্ রামচন্দ্র স্বভাবসিদ্ধ তেজে আবিষ্ট হইয়া, সংগ্রাম-শির আশ্রয় করিলেন, দেখিয়া, প্রাণিমাত্রেই ভয় বশতঃ ব্যথিত হইয়া উঠিল। মহাত্মা রুদ্র ক্রুদ্ধ হইলে, তাঁহার রূপ যেরূপ অতুলনীয় হইয়া থাকে, অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের রূপও সেইরূপ অপ্রতিম হইয়া উঠিল। সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ এই বিষয় লইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে রাক্ষসসৈন্য ভয়ঙ্কর চর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজ গ্রহণ করিয়া, গভীর নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। তাহারা পরস্পর অভিমুখে গমন পূর্ব্বক বীরবাক্য সম্ভাষণ, শরাসন সকল বিস্ফারণ, বারংবার জৃম্ভাত্যাগ, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার এবং দুন্দুভি সকলে আঘাত করাতে, সুবিপুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া, সমস্ত কাননপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। বনচারিগণ সেই শব্দে ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া, পশ্চাদ্দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেখানে ঐ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, তথায় পলায়ন করিল।

এদিকে, রাক্ষস সৈন্য বিবিধ প্রহরণ ধারণ পূর্ব্বক সাগরসদৃশ গম্ভীর ভাবে মহাবেগে রামের অনুবর্ত্তী হইল। রণপণ্ডিত রাম চতুর্দ্দিকে চক্ষু চালনা করত খরসৈন্য দর্শন করিলেন। এবং যুদ্ধের জন্য তাহাদের অভিমুখীন হইয়া, ভয়ঙ্কর ধনুর্বিস্ফারণ ও তূণ হইতে সায়কসমূহ সমুদ্ধরণ পূর্ব্বক রাক্ষসকুলের সংহার বাসনায় যারপর নাই রোষাবিষ্ট হইলেন। ক্রোধাবিষ্টতার প্রযুক্ত, প্রলয়কালপ্রাদুর্ভূত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, তদীয় রূপ দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। বনদেবতাগণ তাঁহাকে তেজোময় দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন দক্ষযজ্ঞবিনাশোদ্যত পিনাকীর ন্যায়, রামের রূপ রোষাবেশবশতঃ নিতান্ত ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিয়াছে। নীলবর্ণ নীরদনিচয় যেরূপ

সূর্য্যোদয়ে সুশোভিত হয়, রাক্ষস সৈন্যও অগ্নিবর্ণ কবচ, অস্ত্র আভরণ ও কার্ম্মুকপরম্পরার সান্নিধ্যবশতঃ সেইরূপ শোভা ধারণ করিল।

—০:০—

পঞ্চবিংশ সর্গ।

খর পরিচরবর্গের সহিত আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক অবলোকন করিল, রিপুঘাতী রাম ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে সে কঠোরনিস্বন জ্যারোপিত ধনু ধারণ করিয়া, সারথিকে রামের অভিমুখে রথ লইয়া যাইতে আদেশ করিল। সারথি তদীয় আজ্ঞানুসারে, মহাবাহু রাম ধনুর্বিস্ফারণপূর্ব্বক একাকী যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় অশ্বদিগকে চালনা করিল।

এদিকে, খর সেনামুখ হইতে নির্গত হইল, দেখিয়া তদীয় অমাত্যপক্ষীয় নিশাচরগণ ঘোরতর গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে তাহাকে পরিবেষ্টিত করিল। রথারোহী খর রাক্ষসগণের মধ্যে থাকিয়া তারাগণমধ্যবিহারী উদ্ধত মঙ্গলগ্রহের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। অনন্তর সে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শরসহস্রে অপরিসীমতেজস্বী রামকে নিপীড়িত করিয়া, গভীর গর্জ্জন পরিত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে সমুদায় নিশাচর ক্রুদ্ধ হইয়া, ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর দুষ্পরাজেয় রামকে লক্ষ্য করিয়া, বিবিধ শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা রোষপরায়ণ হইয়া, ভূরি ভূরি লৌহময় মুদ্গর, শূল, প্রাস, খড়্গ ও পরশ্বধ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। মহাবল মহাকায় মেঘাকৃতি ঐ নিশাচরগণ অশ্ব, রথ ও গিরিশৃঙ্গাকৃতি হস্তিসমূহে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধে কাকুৎস্থ রামকে বধ করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। এবং মহামেঘ যেমন পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ, তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি আরম্ভ করিল। রাম

কর্ব্বুরগণে রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া, ত্রিদিবসমূহে পারিষদ-পরিবেষ্টিত মহাদেবের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। এবং সাগর যেমন নদী সকলকে প্রতিগ্রহ করেন, সেইরূপ তিনি শরপ্রয়োগ সহকারে রাক্ষসগণের পরিত্যক্ত শস্ত্র সকল প্রতিহত করিলেন। তাহাদের ভয়ঙ্কর প্রহরণসমূহে গাত্র ক্ষতবিক্ষত হইলেও তিনি কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; বহুসংখ্য প্রদীপ্ত বজ্রাঘাতে মহাচলও এইরূপ ব্যথিত হয় না। সর্ব্বশরীর শরবিদ্ধ হওয়াতে, শোণিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাতে, সন্ধ্যামেঘসমাবৃত দিনমণির ন্যায়, রঘুনন্দন রামের শোভা হইল। তৎকালে, একাকী রাম সহস্র সহস্র রাক্ষসে পরিবৃত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, সমবেত দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর রাম নিরতিশয় রোষাবেশবশে কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করিয়া, শত শত ও সহস্র সহস্র সুশাণিত শর মোচন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল বাণ সহজে নিবারণ করা বা সহ্য করা সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং দেখিতে কৃতান্তের পাশাস্ত্রসদৃশ। তিনি অবলীলাক্রমে কাঞ্চনভূষিত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত তৎসমস্ত শর শত্রু-সৈন্যমধ্যে মোচন করিলে, তাহারা, কালপ্রক্ষিপ্ত পাশসমূহের ন্যায় রাক্ষসগণের প্রাণহরণ ও দেহভেদ পূর্ব্বক তাহাদের শোণিতে আপ্লুত হইয়া, অন্তরীক্ষে গমন করত প্রজ্বলিত পাবক-সম তেজে বিরাজ করিতে লাগিল। এইরূপে রামের ধনুর্ম্মণ্ডল হইতে, রাক্ষসগণের প্রাণসংহর খরতর অসংখ্যেয় শর বিনি-ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদের সাহায্যে রাক্ষসগণের শত শত ও সহস্র সহস্র শরাসন, ধ্বজাগ্র, চর্ম্ম, বর্ম্ম, হস্তাভরণ সহিত বাহু এবং করিকরসদৃশ উরু সকল ছেদন করিলেন। তাঁহার শর সকল গুণ-চ্যুত হইয়া, সারথিসহিত কাঞ্চন-কবচ-শালিত রথযুক্ত অশ্ব, গজারোহিসহিত গজ এবং অশ্ব সহিত অশ্বারোহিদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি পদাতি-

দিগকে সমরে সংহার করিয়া, শমনসদনে সমানীত করিলেন। রাক্ষসগণ তীক্ষ্ণধার নালীক, নারাচ ও বিকর্ণিসমূহে ছিদ্যমান হইয়া, ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। শুষ্ক অরণ্যানী যেমন অগ্নিসংযোগে সাতিশয় অস্বস্থ হইয়া উঠে, রাক্ষসসৈন্যও সেইরূপ রামের মর্ম্মভেদী শরসমূহে অর্দ্দিত হইয়া, সুখলাভে সমর্থ হইল না। তাহাদের মধ্যে কোন কোন ভীমবল শৌর্য্যশালী রাক্ষস নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, রামের প্রতি প্রাস, পরশ্বধ ও শূল সকল নিক্ষেপ করিল। মহাবাহু বীর্য্যবান্ রাম শরপরম্পরাপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদের শস্ত্র সকল প্রতিহত করিয়া, তাহাদের প্রাণ হরণ ও শিরোধর সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গরুড়ের পক্ষপবনে পরিক্ষিপ্ত হইয়া, পাদপপুঞ্জ যেরূপ পৃথিবীতলে পতিত হয়, সেইরূপ, রাক্ষসগণ ছিন্নমস্তকে ধরাশায়ী হইতে লাগিল; তাহাদের ধনু ও চর্ম্মও ছিন্ন হইয়া গেল। হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ রামশরে আহত হইয়া, নিতান্ত মলিনভাবে আত্মরক্ষাবাসনায় খরের অভিমুখে ধাবমান হইল। দূষণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, শরাসনগ্রহণপূর্ব্বক, তাহাদের সকলকে আশ্বাস দিয়া, কুপিত কৃতান্তের ন্যায়, ক্রোধান্বিত রামের সম্মুখে বেগভরে গমন করিল। তখন রণপরাঙ্মুখ নিশাচরগণ দূষণের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া, সাল, তাল ও শিলা সকল আয়ুধস্বরূপ ধারণ করিয়া, রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা সকলেই মহাবল এবং সকলেরই হস্তে পাশ, মুদ্গর ও শূল। তাহারা শরবৃষ্টি, শস্ত্রবৃষ্টি, বৃক্ষবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। তখন, রাম ও রাক্ষসগণে পুনরায় অতীব ভয়াবহ ও বিস্ময়াবহ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া, সকলেরই শরীর রোমাঞ্চিত করিল। রাক্ষসগণ রোষাবিষ্ট হইয়া, পুনর্ব্বার চারি দিক্ হইতেই তাঁহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, সমুদায় দিক্ ও বিদিক এবং নিজেও শরবর্ষী নিশাচরগণে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া, রাক্ষসগণের

উক্রোধে প্রবল দীপ্তিমান গান্ধর্ব্বাস্ত্র যোজনা করিলেন। তখন ধনুর্ম্মণ্ডল হইতে সহস্র সহস্র শর নির্গত হইতে লাগিল। সেই সমাগত শরসমূহে সমুদায় দিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। রাক্ষসেরা তদীয় শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে তিনি যে ভয়ঙ্কর উৎকৃষ্ট শর সকল গ্রহণ ও মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা তাহারা দেখিতে পাইল না; কেবল তাঁহাকে ধনু আকর্ষণ করিতেই দেখিল। তাঁহার শরে শরে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইয়া, দিবাকরসহিত আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাম অনবরত রাশি রাশি শর প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা ভূরি ভূরি রাক্ষস, কেহ হত ও কেহ পতিত হইল এবং কেহ বা পতিত হইতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার এককালেই সম্পন্ন হইল। পৃথিবী হত, পতিত ও পতনপ্রবৃত্ত রাক্ষসগণে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিলেন। রণভূমির সর্ব্বত্রই সহস্র সহস্র হত, পতিত, ছিন্ন, ভিন্ন, বিদারিত ও কণ্ঠগতপ্রাণ নিশাচর লক্ষিত হইতে লাগিল। উষ্ণীষসহিত মস্তক, অঙ্গদসহিত বাহু, শুদ্ধ বাহু, উরু, বিবিধ আভরণ, প্রধান প্রধান হস্তী, অশ্ব, রথ, চামর, ব্যজন, ছত্র, ধ্বজ, শূল ও পট্টিশ, এই সকল রাশি রাশি, রামের বাণাঘাতে ছিন্ন হইয়া, চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিলে, পৃথিবী ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন। তাহাদিগকে পতিত দেখিয়া, হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া, পরপুরবিজয়ী রামের সম্মুখে গমন করিতে আর সমর্থ হইল না।

—•:•—

ষড়্বিংশ সর্গ।

মহাবাহু দূষণ স্বীয় সৈন্য নিহত হইতেছে, দেখিয়া, সহজে পরাজিত ও কখন সমরে পরাঙ্মুখ হয় না, তাদৃশ ভয়ঙ্করবেগশালী পঞ্চসহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। তাহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে রামের উপরি অনবরত রাশি রাশি শূল, পট্টিশ

খড়্গ, শিলা, বৃক্ষ ও শর বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাত্মা রাম সুশাণিত সায়কসমূহে সেই প্রাণান্তকর সুবিপুল বৃক্ষ ও শিলাবৃষ্টি প্রতিহত করিলেন। এবং বৃষ যেমন নিমীলিতলোচনে বর্ষধারা প্রতিগ্রহ করে, তদ্রূপে তাহা সহ্য করিয়া, সমুদায় রাক্ষসের সংহার নিমিত্ত নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ক্রোধভরে ও তেজে প্রজ্বলিত হইয়া, শরজালে দূষণের সহিত যাবতীয় নিশাচরসৈন্য সর্ব্বতোভাবে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তদ্দর্শনে শত্রু-দূষণ সেনাপতি দূষণ ক্রুদ্ধ হইয়া, বজ্রসদৃশ শরসমূহে রামকে এক বারেই প্রচ্ছাদিত করিল। তখন রাম নিরতিশয় রোষভরে ক্ষুরাস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক দূষণের প্রকাণ্ড কোদণ্ড ছেদন করিয়া, চারি শরে চারি অশ্ব বধ করিলেন। অশ্বদিগকে তীক্ষ্ণ শরে বধ করিয়া, অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন এবং তিন শরে রাক্ষসের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দূষণ হতধনু, হত-রথ, হতসারথি ও হতাশ্ব হইয়া, গিরিশৃঙ্গসদৃশ এক পরিঘ গ্রহণ করিল। ঐ পরিঘ দেখিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়। উহা কাঞ্চন-পট্টে বেষ্টিত, দেবসৈন্যবিনাশন, লৌহনির্ম্মিত শাণিতধার শঙ্কু-পরম্পরায় পরিব্যাপ্ত, শত্রুগণের বসায় অভিষিক্ত, বজ্র ও অশনির ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট এবং অনায়াসেই বিপক্ষের পুরদ্বার বিদীর্ণ করিয়া থাকে। ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর দূষণ মহোরগসদৃশ ঐ পরিঘ ধারণ করিয়া, রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। রাম সেই ধাবমান অবস্থায় দুই শরে দূষণের হস্তাভরণসম্বলিত দুই বাহু ছেদন করিলেন। হস্ত ছিন্ন হওয়াতে, তাহার সেই প্রকাণ্ডা-কৃতি পরিঘ স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া, ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, রণাগ্রে পতিত হইল। ছিন্নহস্ত দূষণও ধরাতল আশ্রয় করিল। বোধ হইল, দশনদ্বয় বিগলিত হওয়াতে, যেন কোন মনস্বী মহাগজ পতিত হইয়াছে। দূষণ যুদ্ধে নিহত ও ধরাশায়ী হইল দেখিয়া, প্রাণি-মাত্রেই সাধু সাধু, বলিয়া রামের প্রশংসা করিতে লাগিল।

এই অবসরে সৈন্যের অগ্রভাগবর্ত্তী তিন জন নিশাচর শত্রু-

সহিত মিলিত ও মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়া, ক্রোধভরে রামের অভি-মুখে গমন করিতে লাগিল। ইহাদের নাম মহাকপাল, স্থূলাক্ষ ও মহাবল প্রমাথী। তন্মধ্যে মহাকপাল সুবিপুল শূল উদ্যত, স্থূলাক্ষ পট্টিশ গ্রহণ এবং প্রমাথী পরশ্বধ ধারণ করিয়া, ধাব-মান হইল। রাম তীক্ষ্ণধার সুশাণিত সায়কপরম্পরা প্রয়োগ পূর্ব্বক অভ্যাগত অতিথির ন্যায়, অভিমুখে ধাবমান সেই রাক্ষস-ত্রয়কে প্রতিগ্রহ করিয়া, পরে অসংখ্য বাণবর্ষণ সহকারে মহা-কপালের মস্তক ছেদন, প্রমাথির প্রমথন এবং স্থূলাক্ষের স্থূল অক্ষিদ্বয় পরিপূরণ করিলেন। স্থূলাক্ষ তাহাতেই নিহত হইয়া, শাখাবিশিষ্ট প্রকাণ্ড পাদপের ন্যায়, ভূমিতলে পতিত হইল। অনন্তর রাম কুপিত হইয়া পঞ্চ সহস্র সায়ক প্রহারে দূষণের অনুযায়ী পঞ্চ সহস্র রাক্ষসকে ক্ষণমধ্যেই যমভবনে প্রেরণ করিলেন।

দূষণ ও তাহার অনুযাত্রিক সৈন্য নিহত হইয়াছে, শুনিয়া, খর ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাবল সেনাধ্যক্ষদিগকে এইপ্রকার আদেশ করিল, দূষণ স্বীয় অনুগামিবর্গের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব তোমরা সকল রাক্ষসে মিলিত হইয়া, সুবিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে বিবিধাকার শস্ত্র-প্রয়োগ-পুরঃসর কুমানুষ রামকে যুদ্ধে নিপাতিত কর। খর এইপ্রকার আদেশপূর্ব্বক ক্রোধভরে স্বয়ং রামের অভিমুখে ধাবমান হইলে, শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, পরবীরাক্ষ, পরুষ, কালকামুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য, রুধিরাশন, এই বার জন অতিশয় বীর্য্যশালী সৈন্যাধ্যক্ষ সৈনিকগণ সমভি-ব্যাহারে উৎকৃষ্ট শরজাল বিস্তার করত তদীয় পদবীর অনুসরণ করিল। তদ্দর্শনে তেজস্বী রাম হেমবজ্রবিভূষিত পাবকপ্রতিম সায়কসমূহে খরের ঐ হতশেষ সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বজ্র যেরূপ প্রকাণ্ডকায় পাদপপুঞ্জ পাতিত করে, তদ্রূপ রামের স্বর্ণপুঙ্খ সায়ক সমস্ত সধূম অগ্নির ন্যায়,

রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিল। তিনি একমাত্র কর্ণি দ্বারা তাবৎসংখ্যক রাক্ষস এবং সহস্র কর্ণি দ্বারা সহস্র নিশাচরের প্রাণ হরণ করিলেন। রাক্ষসগণ শোণিতাক্ত কলেবরে ধরাতলে পতিত হইল। তাহাদের বর্ম, আভরণ ও শরাসন সকল ছিন্ন ভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া গেল। যজ্ঞীয় মহাবেদি যেমন কুশপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ সমস্ত পৃথিবী শোণিতাক্ত-দেহ মুক্তকেশ নিশাচরগণে একবারেই প্রচ্ছন্ন হইয়া উঠিলেন। রাক্ষসকুল নির্মূল হওয়াতে, বনভূমি তাহাদের মাংসশোণিত-কর্দ্দমে আচ্ছন্ন হইয়া, ক্ষণমধ্যেই অতীব ভয়ঙ্কর নরকের আকার ধারণ করিল। মানুষ রাম একাকীই বিনারথে চতুর্দ্দশ সহস্র ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস নিধন করিলেন। সমুদায় সৈন্যের মধ্যে মহারথ খর, ত্রিশিরা ও রিপুসূদন রাম এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন। অবশিষ্ট রাক্ষসগণ সকলেই লক্ষ্মণাগ্রজ রামের হস্তে নিহত হইল। ঐ সকল রাক্ষস অতিশয় বীর্য্যশালী এবং ভয়ঙ্কর ও দুঃসহ স্বভাব সম্পন্ন।

এইরূপে তুমুল সংগ্রামে সমুদায় ভীমবল রাক্ষসবল বলবান্ ধর্ম্ম কর্তৃক নিহত হইল, দর্শন করিয়া, খর প্রকাণ্ড রথে আরোহণ পূর্ব্বক উদ্যতবজ্র বজ্রীর ন্যায়, রামকে আক্রমণ করিল।

সপ্তবিংশ সর্গ।

খর রামের অভিমুখে প্রস্থান করিলে, বাহিনীপতি ত্রিশিরা তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটস্থ হইয়া, কহিতে লাগিল, তুমি এই সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। আমার বিক্রম আছে, আমাকেই নিযুক্ত কর। দেখিবে, মহাবাহু রাম যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া, সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রাক্ষসমাত্রেরই বধ্য রামকে বধ করিব। হয়, আমিই রণে রামের মৃত্যু, না হয়, রামই আমার মৃত্যু অতএব তুমি রণোৎসাহ

ত্যাগ করিয়া, ক্ষণকাল আমাদের উভয় পক্ষের যুদ্ধ দর্শন কর। রাম নিহত হইলে, হয়, তুমি অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া জনস্থানে গমন করিবে, না হয়, আমি বিনষ্ট হইলে, যুদ্ধের জন্য রামের সম্মুখীন হইবে। ত্রিশিরা মৃত্যুলোভে খরকে প্রসন্ন করিয়া, যুদ্ধের জন্য তাহার অনুমতি লইয়া, রামের অভিমুখে গমন করিল। সে অশ্বযুক্ত উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া, ধাবমান হইলে, বোধ হইল, যেন ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত গমন করিতেছে। মহামেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ, সে শরধারা বর্ষণ করিয়া, জলার্দ্র দুন্দুভির ন্যায়, শব্দ করিতে লাগিল। রাম রাক্ষস ত্রিশিরাকে আগমন করিতে দেখিয়া, শরাসন সহায়ে সুশাণিত সায়ক সকল বিধূনিত করিয়া, তাহাকে প্রতিহত করিলেন। তখন, অতিশয় বলশালী সিংহ ও হস্তীর ন্যায়, রাম ও ত্রিশিরা উভয়ে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ত্রিশিরা শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া ললাটে আঘাত করিলে, রাম তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, রোষ ও উৎসাহ ভরে কহিতে লাগিলেন. বিক্রম-শূর নিশাচরের ঈদৃশ বল নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়! কেননা, এই রাক্ষস পুষ্পের ন্যায়, শরাঘাতে আমার ললাট বিদ্ধ করিল। এক্ষণে, তুমি আমারও ধনুর্গুণবিনিঃসৃত শর সকল প্রতিগ্রহ কর। এই বলিয়া তিনি ক্রোধ ও উৎসাহভরে আশীবিষ সদৃশ চতুর্দ্দশ শরে ত্রিশিরার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। পরে আনতপর্ব্ব শরচতুষ্টয়ে ত্রিশিরার বেগবান্ অশ্বচতুষ্টয়কে নিপাতিত করিয়া, আট বাণে সারথিকে রথোপস্থে শায়িত এবং এক বাণে অত্যুন্নত ধ্বজ ছেদন করিলেন। সারথি ও অশ্ব হত হওয়াতে, ত্রিশিরা রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পতিত হইবার উপক্রম করিল। রাম সেই সময়েই শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, তাহার হৃদয় ছিন্ন করিলেন। সে আর আয়ুধগ্রহণে সমর্থ হইল না। অনন্তর অপ্রমেয়াত্মা রাম নিরতিশয় রোষভরে

বেগবিশিষ্ট শরত্রয় সংহারে তাঁহার মস্তকত্রয় নিপাতিত করিলেন।
এইরূপে মস্তক পতিত হইলে, সমরস্থ নিশাচর ত্রিশিরা রাম-বাণে নিরতিশয় আহত হইয়া, সধুম শোণিত উদ্গার করত ধরাতল আশ্রয় করিল। তদ্দর্শনে খরের আশ্রিত হতশেষ রাক্ষসগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া, ব্যাঘ্রতাড়িত মৃগযূথের ন্যায়, পলায়ন করিল; কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারিল না।

খর তাহাদিগকে পলায়নপর নিরীক্ষণ করিয়া, নিবৃত্ত করত রোষভরে দ্রুতপদ সঞ্চারে, চন্দ্রের উদ্দেশে রাহুর ন্যায়, রামের অভিমুখে সবেগে ধাবমান হইল।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

যুদ্ধে ত্রিশিরার সহিত দূষণ নিহত হইল, দেখিয়া, রামের বিক্রম দর্শনে খরেরও ভয় সঞ্চার হইল। সে দেখিল, একাকী রাম দুর্বিষহ-পরাক্রম-সম্পন্ন মহাবল রাক্ষসবল এবং দূষণ ও ত্রিশিরাকেও সংহার করিলেন। এইরূপে স্বীয় সৈন্য স্বল্পাবশিষ্ট দর্শন করিয়া, নিশাচর খর, বিমনায়মান হইয়া, নমুচি যেমন ইন্দ্রকে, তদ্রূপ রামকে আক্রমণ করিল। অনন্তর বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া, রামের উদ্দেশে ক্রুদ্ধ আশীবিষকল্প শোণিতপায়ী নারাচ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং বারম্বার ধনুর্গুণ বিধূনন ও শর সকল সন্ধান করিয়া, শিক্ষাবলে বহুবিধশরপ্রয়োগমার্গপ্রদর্শনপূর্ব্বক রথারোহণে সমরভূমিতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

এই রূপে মহারথ খর বাণ পরম্পরায় দিক্ বিদিক্ সমুদায় আচ্ছন্ন করিলে, রাম প্রকাণ্ড কোদণ্ড আকর্ষণ করিয়া, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় দুর্বিষহ সায়কসমূহে, বৃষ্টিধারায় মেঘের ন্যায়, আকাশমণ্ডল এক বারেই নীরন্ধ্রিত করিলেন। তৎকালে, রাম ও খর উভয়ের নিমুক্ত-শাণিত শরনিকরে চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী

সমুদায় আকাশ নিরবকাশ ও শরময় হইয়া উঠিল। সূর্য্যও শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া, অদৃশ্য হইলেন। তাঁহারা পরস্পরের সংহারজন্য পরম উৎসাহে তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অঙ্কুশ দ্বারা যেমন মদমত্ত হস্তীকে আঘাত করে, রাক্ষস তদ্রূপ নালীক, নারাচ ও তীক্ষ্ণধার বিকর্ণিপরম্পরায় যুদ্ধে রামকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। সে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক রথারোহণে অবস্থিতি করাতে, প্রাণিমাত্রেই তাহাকে সাক্ষাৎ পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায়, দর্শন করিতে লাগিল। তৎকালে সমুদায় রাক্ষসসৈন্যের নিহন্তা, পুরুষকারসম্পন্ন, পরমধৈর্য্যশালী রামকে পরিশ্রান্ত বলিয়া, খরের মনে হইল। কিন্তু, ক্ষুদ্রমৃগদর্শনে সিংহ যেমন উদ্বিগ্ন হয় না, সিংহের ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন এবং সিংহের ন্যায় বিক্রান্তগতিবিশিষ্ট নিশাচর খরকে দর্শন করিয়া, রামেরও তদ্রূপ উদ্বেগ উপস্থিত হইল না। অনন্তর খর সূর্য্যসমদ্যুতি সুবিপুল রথারোহণে, পাবককে পতঙ্গের ন্যায়, রামকে আক্রমণ করিল। এবং লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই মহাত্মার সশর শরাসন মুষ্টিদেশে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তৎপরে ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট অপর সপ্ত শর সন্ধানপূর্ব্বক রামের মর্ম্মস্থল আহত করিল। এবং পুনরায় অপরিসীমতেজস্বী রামকে শরসহস্রে সন্তাড়িত করিয়া, ঘোর গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তাহার পরিত্যক্ত সুন্দরপর্ব্ববিশিষ্ট সায়কসমূহে আহত হইয়া, রামের সূর্য্যসমপ্রভাসম্পন্ন কবচ ভূপতিত হইল। সর্ব্বশরীর পীড়িত হওয়াতে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর শত্রুনিসূদন রাম শত্রুর সংহার জন্য আর এক প্রকাণ্ড ধনুতে জ্যারোপণ করিলেন। ঐ ধনুর শব্দ গভীরভাবাপন্ন। মহর্ষি অগস্ত্য যাহা দান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবিপুল বৈষ্ণব ধনু উদ্যত করিয়া, খরের অভিমুখে বেগে ধাবমান হইলেন। এবং নিরতিশয় ক্রোধভরে

স্বর্ণময়পুঙ্খবিশিষ্ট আনতপর্ব্ব শরসমূহে তাহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরমসুন্দর উল্লিখিত কাঞ্চনময় ধ্বজ বহুশ ছিন্ন হইয়া, দেবগণের আজ্ঞায় সূর্য্যের ন্যায়, ধরাতল আশ্রয় করিল। তদ্দর্শনে মর্ম্মজ্ঞ খর ক্রুদ্ধ হইয়া, শরচতুষ্টয়-প্রয়োগপূর্ব্বক, অঙ্কুশ দ্বারা মাতঙ্গের ন্যায়, রামের সমুদায় গাত্র ও হৃদয় বিদ্ধ করিল। তিনি খর-কার্ম্মুক-নিঃসৃত বহু-সংখ্য শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া, নিরতিশয় রঞ্জিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ধন্বি-শ্রেষ্ঠ পরম ধনুর্দ্ধর রাম সেই ঘোরতর যুদ্ধে সম্যক্ বিধানে ধনুগ্রহণপূর্ব্বক, বিশিষ্টরূপে লক্ষ্যে সন্ধিত করিয়া, ছয় শর ত্যাগ করিলেন। তন্মধ্যে এক বাণে খরের মস্তক, দুই বাণে দুই বাহু এবং অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বক্রাকৃতি বাণত্রয়ে তাহার বক্ষস্থল আহত করিলেন। তদনন্তর সেই মহাতেজা ক্রুদ্ধ হইয়া, ভাস্করপ্রতিম, শিলাশাণিত ত্রয়োদশ নারাচ গ্রহণ পূর্ব্বক, তাহাকে প্রহার করিয়া, এক নারাচে তাহার রথের যুগ, চারি নারাচে বিচিত্রবর্ণ অশ্ব সকল, ষষ্ঠ নারাচে সারথির মস্তক, তিন নারাচে রথের সম্মুখস্থ যুগাধারদণ্ড, দুই নারাচে অক্ষ এবং দ্বাদশ নারাচে খরের ধনুঃসহ হস্ত ছেদন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রসম মহাবল রাম হাস্য করিয়া, বজ্রসদৃশ ত্রয়োদশ নারাচে খরকে বিদ্ধ করিলে, সে হতধনু, হতরথ, হতসারথি ও হতাশ্ব হইয়া, গদা গ্রহণ করিয়া, লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূমিতলে অবস্থিতি করিল।

সমবেত দেবতা ও মহর্ষিগণ বিমানশিখরে আরূঢ় হইয়া, মহারথ রামের এই কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রহৃষ্ট চিত্তে এক বাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

পরমতেজস্বী রাম, গদাহস্তে ভূমিতলে অবস্থিত রথহীন খরকে মৃদুপূর্ব্ব পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, তুমি অশ্ব গজ ও রথসঙ্কুল সুবিপুল সৈন্যের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সর্ব্ব-লোকবিগর্হিত দারুণ কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়াছ। কিন্তু যে ব্যক্তি নির্দ্দয় ও সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, লোকের উদ্বেগ উৎপাদন করে, সে ত্রিলোকের ঈশ্বর হইলেও, স্বপদভ্রষ্ট হইয়া থাকে। হে নিশাচর! যে ব্যক্তি লোকবিরুদ্ধ অতি দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সকল লোকেই তাহাকে, সমাগত দুষ্ট সর্পের ন্যায় বধ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি লোভ বা কাম-বশতঃ পাপানুষ্ঠান করত তাহা বুঝিতে পারে না, লোক সকল হৃষ্ট হইয়া, করকা-ভক্ষিণী ব্রাহ্মণীর ন্যায়, তাহার বিনাশ দেখিয়া থাকে। হে রাক্ষস! দণ্ডকবনবাসী ধর্ম্মচারী মহা-ভাগ তাপসদিগকে বধ করিয়া, তোমার যে কি ফল লাভ হইবে, বলিতে পারি না। অথবা, যে ক্রূরস্বভাব ব্যক্তিগণ চিরকাল পাপকর্ম্ম করিয়া, লোকের নিন্দাভাজন হয়, তাহারা প্রভুত্ব লাভ করিয়া, শীর্ণমূল বৃক্ষের ন্যায়, স্বপদে তিষ্ঠিতে পারে না। যে ব্যক্তি পাপ করে, সময় উপস্থিত হইলে, বৃক্ষ যেমন তত্তৎ-ঋতু-সুলভ পুষ্প প্রাপ্ত হয়, সেই পাপকর্ত্তাকেও তেমনি দুঃখরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। হে নিশাচর! বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করিলে, যেমন অচিরকালমধ্যেই তাহার ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, পাপকর্ম্মের ফলও সেইরূপ আশু ফলিত হয়। হে রাক্ষস! রাক্ষসগণ ভয়ঙ্কর পাপানুষ্ঠান করত লোকের অপ্রিয়সাধনে উদ্যত হওয়াতে, আমি দুষ্টের নিগ্রহাধিকারী রাজা বলিয়া, ঋষিগণ তাহাদের প্রাণদণ্ডবাসনায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অদ্য আমার শরাসনমুক্ত সুবর্ণালঙ্কৃত শর সকল ত্বদীয় কলেবর ভেদ করত বসুধা বিদীর্ণ করিয়া, সর্প সকল যেমন বল্মীকমধ্যে

লীন হয়, তদ্রূপ পাতালগহ্বরে প্রবেশ করিবে। তুমি পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যে যে সকল ধর্ম্মচারী ঋষিকে ভক্ষণ করিয়াছ, অদ্য যুদ্ধে সসৈন্যে নিহত হইয়া, তোমাকে তাহাদের অনুগামী হইতে হইবে। যে সকল পরমর্ষি তোমার হস্তে নিহত হইয়াছেন, অদ্য তাঁহারা বিমানে আসিয়া অবলোকন করুন, তুমি আমার শরপরম্পরায় বিনষ্ট হইয়া, নরকে পতিত হইয়াছ। রে কুলাধম! এক্ষণে তুমি ইচ্ছানুসারে আমাকে প্রহার ও তজ্জন্য যত্ন কর। অদ্য আমি তালফলের ন্যায়, তোমার মস্তক পাতিত করিব।

রাম এই কথা কহিলে, ক্রোধাবেশবশতঃ খরের লোচনযুগল নিতান্ত রক্তবর্ণ ও জ্ঞান শূন্য হইয়া গেল, সে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, প্রত্যুত্তর করিল, হে দশরথাত্মজ! তোমার প্রশংসার কিছুই নাই। তুমি যুদ্ধে কতিপয় সামান্য রাক্ষস হত্যা করিয়াছমাত্র; কিরূপে আপনার প্রশংসা করিতেছ? স্বভাবতঃ বলবিক্রমসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তেজে গর্ব্বিত হইয়া, কিছুমাত্র অতিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন না। অকৃতাত্মা ইতর ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গারেরাই, তোমার ন্যায়, অনর্থক গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, যখন আত্মপ্রশংসার অবসর থাকে না, কোন্ বীর আভিজাত্য উল্লেখ করিয়া তৎকালে নিজের প্রশংসা করে? স্বর্ণাদির শোধনার্থ প্রজ্বলিত কুশাগ্নিতে স্বর্ণতুল্যরূপ পিত্তল যেমন নিক্ষিপ্ত হইলে, কৃষ্ণবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক লঘুতা প্রদর্শন করে, তুমিও তেমনি আত্মপ্রশংসাপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে নীচত্ব প্রকাশ করিলে। আমি যে গদাধারণপূর্ব্বক ধাতুমিশ্রিত ধরাধর পর্ব্বতের ন্যায়, অবিচলিতভাবে এখানে অবস্থিতি করিতেছি, তুমি তাহা দেখিতে পাও নাই; সেইজন্যই গর্ব্ব করিতেছ। পাশধর অন্তকের ন্যায়, আমি গদাহস্তে যুদ্ধে তোমার এবং তিন লোকেরও প্রাণসংহার করিতে পারি, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার বিষয়ে আমার আরও অনেক কথা

বলিবার আছে। কিন্তু তাহা আর বলিতেছি না। কেননা, সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন; অতঃপর যুদ্ধবিঘ্নের সম্ভাবনা। তুমি যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ করিয়াছ, অদ্য তোমাকে সংহার করিয়া, তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদির অশ্রু প্রমার্জ্জন করিব।

এই বলিয়া সে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, অত্যুৎকৃষ্ট কনক-বলয়-বিশিষ্ট সেই হস্তস্থিত গদা, জ্বলন্ত অশনির ন্যায়, রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। ঐ প্রদীপ্ত মহতী গদা তাহার বাহু-বিনির্মুক্ত হইয়া বৃক্ষ ও গুল্ম সকল ভস্ম শেষ করিয়া, রামের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। তিনি শরজালপ্রয়োগপূর্ব্বক, সাক্ষাৎ মৃত্যুপাশের ন্যায়, নিকটে সমাগত অন্তরিক্ষচারিণী সেই সুবিশাল গদা বহুধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অতীব-হিংস্রস্বভাবা সর্পী যেমন মন্ত্র ও ঔষধিবলে বিনিপাতিত হয়, তদ্রূপ, ঐ গদা শরপরম্পরায় ছিন্ন ও বিশীর্ণ হইয়া, ধরাতলে নিপতিত হইল।

ত্রিংশ সর্গ।

ধর্ম্মবৎসল রাঘব বাণসমূহে গদা ছিন্ন করিয়া, ঈষৎ হাস্য করত সক্রোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রে রাক্ষসাধম! তোমার যাহা কিছু বল ছিল, তৎসমস্তই তুমি এই প্রদর্শন করিলে। আর তোমার কিছুমাত্রও শক্তি নাই। তুমি মত্ত হইয়া, বৃথা গর্জ্জন করিতেছ কেন? তুমি নাম মাত্রে বলবান্। তোমার বিশ্বাস ছিল, এই গদা তোমার বিপক্ষ পক্ষ সংহার করিবে। কিন্তু, উহা আমার বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, ধরাতলে শয়ন পূর্ব্বক, তোমার বিশ্বাস বিনষ্ট করিল। আর, তুমি যে বলিয়াছিলে, বিনষ্ট রাক্ষসগণের স্ত্রী পুত্রাদির অশ্রু প্রমার্জ্জন করিব, তোমার সে কথাও মিথ্যা হইল। গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও সেইরূপ, নীচ, ক্ষুদ্রস্বভাব

ও মিথ্যাচারী তোমার প্রাণ হরণ করিব। অদ্য মদীয়-শর-সমূহে বিদারিত হইয়া, ত্বদীয় কণ্ঠদেশ ছিন্ন হইলে, পৃথিবী তোমার ফেনবুদ্বুদশোভিত শোণিত পান করিবেন। অদ্য তুমি স্বস্থানভ্রষ্ট ও ভূমিতলন্যস্ত বাহুযুগলে এবং ধূলিধূসরিত সর্ব্বাঙ্গে, দুর্লভা প্রমদার ন্যায়, পৃথিবীর বক্ষে শয়ন করিবে। রে রাক্ষসকুলনাশক! তুমি দীর্ঘ নিদ্রা লাভ পূর্ব্বক শয়ন করিলে, এই দণ্ডকপ্রদেশ, সকল লোকের শরণীয় ঋষিগণের শরণীয় হইবে। হে নিশাচর! মদীয় শরসমূহে জনস্থান হইতে রাক্ষসগণের বাসস্থান বিলীন হইলে, মুনিগণ নির্ভয় হইয়া, সর্ব্বতোভাবে বনে বিচরণ করিবেন। যাহারা অপরের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই সকল রাক্ষসী অদ্য পতি-পুত্রাদিবিহীন হইয়া, বাষ্পার্দ্র বদনে আমার ভয়ে জনস্থান হইতে পলায়ন করিবে। তুমি যাহাদের এইপ্রকার দুরাত্মা পতি, তোমার সদৃশ দুষ্কুলশালিনী সেই সকল পত্নী অদ্য শোকরসের মর্ম্মজ্ঞ ও কামাদিপুরুষার্থবিহীন হইবে। রে নির্দয়প্রকৃতি ক্ষুদ্রাত্মা ব্রাহ্মণকণ্টক! মুনিগণ তোমার জন্য শঙ্কিত হইয়া, অগ্নিতে হবিঃ প্রক্ষেপ করেন।

রঘুকুমার রাম নিরতিশয় ক্রোধবশে এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলে, নিশাচর খর রোষভরে খরতর স্বরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, 'তুমি নিশ্চয়ই অতিশয় গর্ব্বিত এবং ভয়েও ভয় কর না। সেইজন্য, মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়াও বাচ্যাবাচ্য বিচার করিতেছ না। বুঝিলাম, যে সকল পুরুষ কালপাশে বদ্ধ হয়, অন্তঃকরণাদি ছয় ইন্দ্রিয়ের নিরোধ প্রযুক্ত তাহাদের কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান রহিত হইয়া যায়। নিশাচর খর রামকে এই কথা কহিয়া, ভ্রুকুটিবন্ধনপূর্ব্বক, অনতিদূরে অতিপ্রকাণ্ড শালতরু অবলোকন করিল। সেই সুবিস্তৃত শালতরু দর্শনে, যুদ্ধে আয়ুধ করিবার জন্য, অধরদংশনপূর্ব্বক তাহা সমুৎপাটিত করিল। এবং ঘোর গভীর চীৎকার

পূর্ব্বক, বাহুদ্বয় সহায়ে ঐ তরু সমুৎক্ষেপণ করিয়া, তুমি হত হইলে, বলিয়া, রামের উদ্দেশে প্রয়োগ করিল। প্রতাপশালী রাম, আত্মোপরি পতনোন্মুখ ঐ শালতরু শর-সমূহে ছেদন করিয়া, যুদ্ধে খরের সংহার জন্য নিরতিশয় রোষ আহরণ করিলেন। ক্রোধভরে তাঁহার নয়নপ্রান্ত লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিরতিশয় খিন্ন হইয়া, সহস্র শরে খরকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পর্ব্বতপ্রস্রবণ হইতে যেরূপ ধারাপ্রবাহ নির্গলিত হয়, তদ্রূপ, তাঁহার শর সকলের ক্ষতমুখ হইতে ফেনময় রুধিররাশি বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। খর রামের শরজালে বিকলভাবাপন্ন ও রুধির-গন্ধে মত্ত হইয়া, দ্রুতপদ সঞ্চারে তাঁহার সম্মুখে ধাবমান হইল। সে রুধিরে পরিপ্লুত ও সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, ঐরূপে ধাবমান হইলে, শিক্ষিতাস্ত্র রাম কিয়ৎপরিমাণ ত্বরিত গতিতে তথা হইতে দুই তিন পদ সরিয়া গেলেন। অনন্তর তাহার সংহার জন্য, দ্বিতীয় ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায়, অগ্নিসদৃশ শর গ্রহণ করিলেন। ধীমান্ দেবরাজ ইন্দ্র ঐ শর সম্প্রদান করেন। ধর্ম্মাত্মা রাম শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক উহা খরের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। তিনি ধনু আনত করিয়া, মহাবাণ মোচন করিলে, উহা বজ্রসম শব্দে খরের বক্ষস্থলে পতিত হইল। খর শরানলে দহ্যমান হইয়া, শ্বেতারণ্যে মহাদেব কর্ত্তৃক বিনির্দগ্ধ অন্ধক অসুরের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইল। বৃত্র যেমন বজ্র দ্বারা, নমুচি যেমন ফেন দ্বারা এবং বলাসুর যেমন ইন্দ্রের অশনি দ্বারা হত ও পতিত হইয়াছিল, খরও, সেই রূপে রামের শরাঘাতে বিনষ্ট ও ধরাশায়ী হইল।

এই অবসরে দেবগণ চারণগণের সহিত মিলিত হইয়া, নিরতিশয় হর্ষ ও বিস্ময় সহকারে দুন্দুভি সকল নিনাদিত করিয়া, রামের উপরি পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন।

রাম সুশাণিত সায়কসমূহ সঞ্চিত করিয়া, কিঞ্চিদূন মতীব্রয়ে

তুমুল সংগ্রামে খরদূষণপ্রমুখ কামরূপী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে সমবেত দেবতারা সকলেই, হায়, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায়, রামের কি অত্যাশ্চর্য্য মহৎ কার্য্য, কি অদ্ভুত বীর্য্য, কি বিস্ময়াবহ দৃঢ়তাই দর্শন করিলাম, এই কথা বলিতে বলিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজর্ষিগণ ও পরমর্ষি সকল পরস্পর মিলিত হইয়া, অগস্ত্যের সহিত আহ্লাদিত চিত্তে রামের সভাজন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, পরমতেজস্বী পাকশাসন পুরন্দর মহেন্দ্র এইজন্যই শরভঙ্গের পরমপবিত্র আশ্রমে আসিয়াছিলেন। এবং মহর্ষিগণ এই সকল পাপকর্ম্মা বিপক্ষ রাক্ষসের সংহার জন্যই কৌশলক্রমে তোমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। হে দশরথনন্দন! তুমি আমাদের সেই এই অভিমত কার্য্য সম্পাদন করিলে। মহর্ষিগণ এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে স্ব স্ব ধর্ম্ম আচরণ করিবেন।

মুনিগণ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে বীর লক্ষ্মণ সীতার সহিত গিরিদুর্গ হইতে বিনির্গত হইয়া, সুখে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিজয়ী রাম মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া, আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। লক্ষ্মণও তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। জানকী মহর্ষিগণের সুখাবহ শত্রুহন্তা স্বামী রামকে সন্দর্শন করিয়া, আহ্লাদিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন। রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে এবং রাম সর্ব্বথা নিরাপদে আছেন, দেখিয়া, তিনি অতিশয় প্রীতি ও সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর জনকনন্দিনী পুনরায় পরম প্রীতি ও হর্ষ ভরে রাক্ষসকুলমর্দ্দন স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাত্মা ঋষিগণ আহ্লাদিত হইয়া, বিশেষ রূপে রামের পূজা করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর অকম্পন নামে রাক্ষস ত্বরাপূর্ব্বক জনস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, বেগভরে লঙ্কায় প্রবেশ করত রাবণকে কহিল, রাজন্! জনস্থানবাসী বহুসংখ্য রাক্ষস এবং স্বয়ং খরও যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, আমি কোনরূপে বাঁচিয়া আসিয়াছি। সে এই কথা কহিলে, ক্রোধভরে রাবণের লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। দশানন তেজে যেন দগ্ধ করিয়া, তাহাকে বলিল, কোন্ ব্যক্তির আয়ু শেষ হইয়াছে; কোন্ ব্যক্তি আর কোন লোকেই আশ্রয় পাইবে না; সেইজন্য সে আমার অধিকৃত ভয়ঙ্কর জনস্থান ধ্বংস করিল। আমার অপকার করিয়া, ইন্দ্র, যম, কুবের অথবা বিষ্ণুও সুখলাভে সমর্থ হয়েন না। আমি কালেরও কাল, অগ্নিরও অগ্নি; এবং মৃত্যুরও মৃত্যু বিধান করিতে পারি। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, তেজে অগ্নি ও সূর্য্যকেও দগ্ধ এবং বেগে বায়ুরও বেগ রুদ্ধ করিতে পারি।

দশগ্রীব রাবণ এই প্রকারে ক্রুদ্ধ হইলে, অকম্পন ভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া, সন্দিগ্ধ বাক্যে অভয় প্রার্থনা করিল। রাক্ষস-প্রবর দশানন তাহাকে অভয় প্রদান করিল। তখন সে বিশ্বস্ত হইয়া, অসন্দিগ্ধ বাক্যে কহিতে লাগিল, দশরথের রাম নামে পুত্র আছেন। তিনি যুবা, সুবিশালস্কন্ধবিশিষ্ট এবং সাতিশয় শ্রীসম্পন্ন। তাঁহার অঙ্গ ও রূপ অত্যুৎকৃষ্ট, বাহুযুগল বৃত্তায়ত ও ও সুবিস্তৃত,-বর্ণ শ্যামল, যশ বহুবিস্তৃত, এবং তাঁহার বল-বিক্রমের তুলনা নাই। তিনিই জনস্থানে দূষণসহিত খরের সংহার করিয়াছেন।

রাক্ষসবীর রাবণ অকম্পনের কথা শুনিয়া, নাগরাজের ন্যায়, নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কহিতে লাগিল, অকম্পন! তুমি বলিতে পার, রাম সমুদায় দেবতা ও ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া, জনস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন?

অকম্পন রাবণের কথা শুনিয়া, পুনরায় মহাত্মা রামের বল বিক্রম বর্ণন করিয়া কহিল, রাম অতিশয় তেজস্বী, সমুদায় ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ, দিব্যাস্ত্র গুণ-বিশিষ্ট এবং যুদ্ধে অসাধারণশৌর্য্যসম্পন্ন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও তাঁহার সমান বলবান্। তাঁহার স্বর দুন্দুভিবৎ সুগভীর, লোচনযুগল রক্তবর্ণ এবং তাঁহার বদনমণ্ডল পৌর্ণমাসী-শশধর-সদৃশ। বায়ু যেমন অগ্নির সহিত, শ্রীমান্ রাজরাজ রামও তেমনি লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া, জনস্থান ধ্বংস করিয়াছেন। মহাত্মা দেবগণ আগমন করেন নাই। রামই কেবল পতত্রবিশিষ্ট সুবর্ণপুংখ শর সকল সন্ধান করিয়াছেন। সুতরাং, এবিষয়ে অন্য বিচারণার আবশ্যকতা নাই। রামের শর সকল পঞ্চমুখ সর্প হইয়া, রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে। রাক্ষসগণ যুদ্ধসময়ে ভয়ে শুষ্কপ্রায় হইয়া, যে যে দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সেই দিকেই অবলোকন করিল, রাম তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছেন। হে অনঘ! এই প্রকারে তিনি আপনার অধিকৃত জনস্থান বিনষ্ট করিয়াছেন। অকম্পনের কথা শুনিয়া রাবণ কহিল, আমি রাম লক্ষ্মণের বিনাশ জন্য জনস্থানে গমন করিব।

সে এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, অকম্পন কহিতে লাগিল, রাজন্! রামের বল, পৌরুষ ও চরিত্র যেপ্রকার, শ্রবণ করুন। পরমযশস্বী রাম কুপিত হইয়া বিক্রমপ্রকাশ-পূর্ব্বক সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাকে আয়ত্ত করা ব্রহ্মাদিরও সাধ্য নহে। তিনি পরিপূর্ণ নদীবেগও শরসমূহে পরিহার করিতে পারেন, গ্রহ নক্ষত্র ও তারকাপূর্ণ আকাশও অবসন্ন করিতে পারেন, ভারমগ্না পৃথিবীকেও উদ্ধার করিতে পারেন, সমুদ্রের বেলাভূমি ভগ্ন করিয়া, লোক সকল জলপ্লাবিত করিতে পারেন, বাণপরম্পরায় সাগরের অথবা বায়ুরও বেগ রোধ করিতে পারেন, কিম্বা সেই মহাযশা শ্রীমান্ শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বকীয়

নিক্রমে লোকদিগকে সংহার করিয়া, পুনরপি প্রজা সৃষ্টি করিতে পারেন। হে দশসদন! পাপাত্মা যেমন স্বর্গজয়ে সমর্থ হয় না, তুমি বা রাক্ষসগণ কেহই তেমনি যুদ্ধে রামকে জয় করিতে পারিবে না। আমার ত বিলক্ষণ প্রতীতি হয় দেবগণ সকলে একত্র হইলেও, তাঁহাকে বধ করিতে পারেন না। তবে তাঁহার বধের এই উপায় আছে, এক মনে শ্রবণ করুন। সীতানামে তাঁহার ভার্য্যা লোকমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টা ও স্ত্রীগণের রত্নস্বরূপা। সেই রত্নভূষিতা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যভাগ অতিসুন্দর এবং সমুদায় অঙ্গ সমবিভক্ত। না দেবী, না গন্ধর্ব্বী, না অপ্সরী, না পন্নগী, কেহই সেই সীমন্তিনীর তুল্য নহে; মানুষী কিরূপে তাঁহার সমান হইতে পারে? আপনি মহাবনে গমন করিয়া, কোনরূপ কৌশলে উচাটনপূর্ব্বক তাঁহার ঐ ভার্য্যা হরণ করুন। ভার্য্যাহীন হইলে, রাম কোন মতেই বাঁচিবেন না।

মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা মনোমত জ্ঞান করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিল। পরে অকম্পনকে কহিল, আচ্ছা, আমি কল্যই একাকী সারথির সহিত গমন করিব এবং জানকীকে সহর্ষে লঙ্কাপুরে আনয়ন করিব। এইপ্রকার কহিয়াই রাক্ষস-রাজ রাবণ তৎক্ষণাৎ সূর্য্যসমবর্ণ গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদায় দিক্ আলোকময়ী করিয়া, প্রস্থান করিল। রাক্ষসরাজের সেই সুবিপুল রথ নক্ষত্রপথে গমনপূর্ব্বক বেগভরে সঞ্চরণ করিয়া, জলদমণ্ডলে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, শোভাবিস্তার করিল। অনন্তর রাবণ বহুদূর গমন করিয়া, তাড়কাসুত মারীচের আশ্রমে উপনীত হইল। মারীচ বিবিধ অমানুষ ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রদানপূর্ব্বক তাহার পূজা করিল। স্বয়ং এইরূপে আসন ও উদক দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিয়া, পরে অর্থসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিল, রাজন্ রাক্ষসাধিপ! রাক্ষসগণের কুশল? আমার ত কিছু কুশলজ্ঞান হইতেছে না, বিপদেরই আশঙ্কা হই-

তেছে; কেননা, আপনি একাকীই অতি সত্বর আগমন করিয়াছেন, দেখিতেছি।

মারীচ এই কথা কহিলে, বাক্যবিন্যাসপটু পরমতেজস্বী দশানন কহিতে লাগিল, তাত! অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম আমার খরাদি সীমারক্ষকদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। এবং যে জনস্থান কাহারও বধ্য নহে, যুদ্ধে তাহারও নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছেন। অতএব তোমাকে রামের ভার্য্যাহরণে আমার সহায়তা করিতে হইবে।

মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনিয়া, বলিতে লাগিল, কোন্ মিত্ররূপী শত্রু তোমায় সীতার কথা কহিল? হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি দানাদি দ্বারা বিশেষরূপে সন্তুষ্ট করিলেও, কোন্ ব্যক্তি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নহে? সীতাকে লঙ্কায় লইয়া আইস, এ কথা তোমায় কে বলিল, বল। কোন্ ব্যক্তি সমুদায় রাক্ষসলোকের শৃঙ্গচ্ছেদনে অভিলাষী হইয়াছে? যে ব্যক্তি তোমায় এইপ্রকার উৎসাহ দিয়াছে, সে, নিঃসন্দেহই শত্রু। কেননা, সে ব্যক্তি তোমার দ্বারা আশীবিষের মুখ হইতে দংষ্ট্রা উৎপাটনের চেষ্টা করিতেছে। কোন্ ব্যক্তি এইপ্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার বিনাশমার্গ উপস্থাপিত করিয়াছে? রাজন্! তুমি সুখে শয়ন করিয়াছিলে; কোন্ ব্যক্তি তোমার মস্তকে প্রহার করিয়াছে? হে রাবণ! আভিজাত্য যাঁহার শুণ্ডাগ্র, প্রতাপ যাঁহার মদ এবং সুসংস্থিত বাহুযুগল যাঁহার দন্তদ্বয়, সেই রামরূপ মত্তহস্তীকে যুদ্ধে দর্শন করাও উচিত নহে। রণমধ্যে অবস্থানই যাঁহার সন্ধি ও কেশরগুচ্ছ, সুশাণিত খড়্গ যাঁহার সুতীক্ষ্ণ দন্তপংক্তি এবং যিনি রণচতুর রাক্ষসরূপ মৃগগণের নিহন্তা, সেই শররূপ-অঙ্গপূর্ণ রামরূপ সুপ্ত সিংহকে জাগরিত করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। হে রাক্ষসরাজ! যাহাতে ধনুরূপ প্রাণঘাতক হিংস্র জন্তু বিদ্যমান, বাহুবেগরূপ পঙ্ক ও শররূপ তরঙ্গমালায় যাহা পরিব্যাপ্ত এবং তুমুল যুদ্ধরূপ জলরাশিতে যাহা

বেষ্টিত, সেই অতীব ভয়ঙ্কর রামরূপ পাতালমুখে পতিত হওয়াও উচিত হয় না। অতএব লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র! প্রসন্ন হও এবং প্রসন্ন হইয়া ধর্ম্মে ধর্ম্মে লঙ্কায় প্রবেশ কর। তথায় তুমি নিত্য স্বকীয় পত্নীগণে বিহার কর এবং রামও নিজ পত্নীর সহিত বনমধ্যে বিহার করুন।

দশগ্রীব রাবণ মারীচের এই কথায় নিবৃত্ত হইয়া, লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক আপনার উৎকৃষ্ট গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

এ দিকে, রাম চতুর্দ্দশ সহস্র ভীষণপ্রকৃতি রাক্ষস, দূষণ, খর ও ত্রিশিরা, সকলকেই যুদ্ধে একাকী নিধন করিলেন, দেখিয়া, সূর্পণখা পুনরায় মেঘবৎ সুগভীর স্বরে শব্দ করিতে লাগিল। অন্যের যাহা নিতান্ত দুঃসাধ্য, রাম তাহা করিলেন, দেখিয়া, সূর্পণখা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, রাবণরক্ষিত লঙ্কানগরীতে গমন করিল। দেখিল, দীপ্ততেজা দশানন বিমানশিখরে আসীন রহিয়াছে। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের নিকট, মন্ত্রিগণ সেইরূপ তাহার সান্নিধ্যে বসিয়া আছে। সূর্য্যসমদ্যুতি স্বর্ণময় উৎকৃষ্ট আসনে আসীন হওয়াতে, কনকময় বেদিমধ্যগত প্রভূততর প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, তাহার শোভা হইয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূত ও মহাত্মা ঋষিগণ কেহই তাহাকে, ব্যাদিতানন ভয়ঙ্কর অন্তকের ন্যায়, সমরে জয় করিতে পারেন না। দেব ও অসুরগণের সহিত যে অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে, তাহার শরীরে বজ্র ও অশনির আঘাতজন্য ব্রণপরম্পরা বিরাজ করিতেছে। এবং ঐরাবতের দশনাগ্রের আঘাত লাগিয়াও তাহার বক্ষস্থল কিণাঙ্কিত হইয়াছে। তাহার কুড়ি হাত, দশ গ্রীবা, পরিচ্ছদ পরমপরিপাটি, বক্ষস্থল বিশাল, এবং শরীর রাজলক্ষণে লাঞ্ছিত। সে যে বৈদূর্য্য ধারণ করিয়াছে, তদীয়

দেহকান্তি সেই বৈদূর্য্যমণি সদৃশ। তাহার কুণ্ডল তপ্তকাঞ্চন-নির্ম্মিত, ভুজপরম্পরা পরমসুন্দর, দশনপংক্তি শুক্লবর্ণ, বদন-মণ্ডল অতীব বিশাল এবং আকার পর্ব্বতপ্রতিম। দেবগণের সহিত শতশতবার যুদ্ধে বিষ্ণুচক্রের বারম্বার নিপতনে এবং অন্যান্য অনেক তুমুল সংগ্রামে অন্যান্য শস্ত্র সকলের প্রহারে সে নিরতিশয় তাড়িত এবং তাহার অঙ্গ সমস্তও অমরগণের আয়ুধপরম্পরায় আহত হইয়াছে। কোন মতেই ক্ষুব্ধ হয় না, ঈদৃশ সমুদ্রগণেরও ক্ষোভসমুৎপাদনে তাহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। সে অতি সত্বর কার্য্য সকলের সম্পাদন, পর্ব্বতাগ্র সকলের বিক্ষেপণ, সুর সকলের প্রমর্দন, ধর্ম্ম সকলের উচ্ছেদন, পরদার সকলের সতীত্বহরণ, দিব্যাস্ত্র সকলের প্রযোজন ও যজ্ঞ সকলের বিঘ্ন সঙ্ঘটন করিয়া থাকে। এবং সে ভোগবতীনগরে গমন ও নাগরাজ বাসুকিকে পরাজয় করিয়া, তক্ষকের পরাভব করত তদীয় প্রিয় ভার্য্যা হরণ করিয়াছে; কৈলাসপর্ব্বতে গমন ও নরবাহন কুবেরকে জয় করিয়া, তদীয় কামগামী পুষ্পক-বিমান বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে; চৈত্ররথনামক দিব্য বন, তাহার অন্তর্গত পুষ্করিণী, নন্দনকানন, এবং অন্যান্য দেবোদ্যান সকল ক্রোধে বিনষ্ট করিয়াছে। সে দেখিতে পর্ব্বতশিখরের ন্যায়, অতিশয় বীর্য্যবিশিষ্ট এবং উদীয়মান মহাভাগ চন্দ্র সূর্য্য দুই জনকে দুই বাহুতে নিবারণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে সে মহাবনে দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মাকে ধৈর্য্যসহকারে আপনার শির সকল উপহার প্রদান করিয়াছিল। মনুষ্য ব্যতিরেকে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পতগ বা উরগ আর কাহারই হস্তে যুদ্ধে তাহার মৃত্যুভয় নাই। দ্বিজাতিগণ যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যাহার স্তব করেন, ঐ মহাবল রাবণ সোম-শালায় গমন করিয়া, সেই পবিত্র সোম নষ্ট ও দক্ষিণাদান সময়ে যজ্ঞ সকল ধ্বংস করে; সর্ব্বদা ব্রহ্মহত্যা, ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান ও প্রজাগণের অনিষ্ট করিয়া থাকে; এবং নানাপ্রকারে

উৎপীড়ন পূর্ব্বক প্রাণিমাত্রের চীৎকার শব্দ সমুৎপাদন ও লোকমাত্রের ভয় বিধান করে। তাহার সরলতা, মৃদুতা ও অনুকম্পার লেশ নাই। রাক্ষসী সূর্পণখা অবলোকন করিল, মহাবল, মহাভাগ, রাক্ষসকুলের আনন্দবর্দ্ধন, শত্রুগণের হন্তা, রাক্ষসরাজ ভ্রাতা রাবণ দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্যে ভূষিত এবং মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, প্রলয়কালে লোকসংহারে প্রবৃত্ত সাক্ষাৎ কালের ন্যায়, আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। সূর্পণখা সর্ব্বত্রই নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকে। মহাত্মা লক্ষ্মণ নাসাকর্ণ ছেদন করাতে, ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল। এবং রাক্ষসগণের মৃত্যু জন্য শঙ্কায় ও রামের রূপাতিশয্য দর্শনে লোভবশতঃ তাহার জ্ঞানও লোপ পাইয়াছিল। সে তদবস্থায় দীপ্ত-বিলসিত-লোচন-বিশিষ্ট রাবণের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, আপনার বৈরূপ্যপ্রদর্শনপূর্ব্বক অতি দারুণ বাক্যে কহিতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সূর্পণখা নিরতিশয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, সকল লোকের চীৎকারজনক রাবণকে মন্ত্রিগণের সমক্ষে কটুবাক্যে কহিতে লাগিল, তুমি সর্ব্বদাই কামভোগে সাতিশয় মত্ত হইয়া আছ, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাক এবং কোন বিষয়ে কাহারই নিষেধ বা বাধা গ্রাহ্য কর না। সেইজন্য, যে ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানা উচিত হইলেও, জানিতেছ না। কিন্তু, যে রাজা স্ত্রী প্রভৃতি গ্রাম্য ভোগে সর্ব্বদাই আসক্ত, কামচেষ্টাপরায়ণ ও নিরতিশয় লোভপরবশ, প্রজাগণ, শ্মশা-নাগ্নির ন্যায়, সেই রাজার বহুমান করে না। যে রাজা যথাকালে স্বয়ং কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহাকে, রাজ্য ও তৎ-অননুষ্ঠিত কার্য্য সকলের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়। যে

রাজা স্ত্রীপ্রভৃতির পরতন্ত্র এবং চার সকল নিয়োগ ও প্রজাদিগকে সমুচিত সময়ে দর্শনদান করেন না, হস্তী সকল যেরূপ দূর হইতেই নদীপঙ্ক ত্যাগ করে, লোক সকলও সেইরূপ সেই রাজাকে দূর হইতে বর্জ্জন করিয়া থাকে। পুনশ্চ,, যে সকল মহীপতি পরাধীন রাজ্যাধিকার স্বাধীন করিয়া, রক্ষা না করেন, তাঁহারা, সাগরমগ্ন পর্ব্বতসমূহের ন্যায়, সমৃদ্ধি লাভ করত প্রকাশমান হয়েন না। তুমি স্বভাবতঃ চঞ্চল; এবং চারও নিয়োগ কর না, সুতরাং জিতেন্দ্রিয় দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত বিরোধ করিয়া, কি রূপে রাজপদ রক্ষা করিবে? হে রাক্ষস! তোমার স্বভাব বালকের ন্যায়, বুদ্ধির লেশ নাই; যাহা জানা উচিত, তাহাও তুমি জান না; অতএব কিরূপে রাজপদ রক্ষা করিবে? হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! যাহাদের চার, কোশ ও নীতি আয়ত্ত নহে, তাদৃশ নরপতিগণ ইতরলোকের সমান। যেহেতু ভূপতিগণ চার দ্বারা দূরস্থ বিষয় সমুদায় অবলোকন করেন, সেইহেতু, তাঁহাদিগকে দীর্ঘচক্ষু বলিয়া থাকে। বুঝিলাম, তুমি ইতরপ্রকৃতি মন্ত্রিগণে সর্ব্বদাই বেষ্টিত, কুত্রাপি চারনিয়োগ কর না। সেইজন্য, স্বজন ও জনস্থান যে বিনষ্ট হইয়াছে, তোমার সে জ্ঞান নাই। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম একাকীই ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস ও দূষণ সহিত খরকে নিধন করিয়াছেন, ঋষিদিগকে অভয় দিয়াছেন, সমুদায় দণ্ডকারণ্য নিষ্কণ্টক ও জনস্থান ধ্বংস করিয়াছেন। কিন্তু রাবণ! তুমি লোভের বশীভূত, বিষয়াসক্তির পরতন্ত্র এবং সর্ব্বদাই পরের অধীন হইয়া আছ; সেইজন্য, স্বীয় অধিকারে যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতেছ না। যে রাজা তীক্ষ্ণ, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ এবং অল্প দান করেন, বিপৎকালে কোন প্রজাই তাঁহার রক্ষার্থ উদ্যত হয় না। অথবা, যে রাজা অতিশয় অভিমানী ও কোপনস্বভাব, নিজেই আপনার গৌরব করেন এবং আত্মীয়গণ যাঁহাকে গ্রাহ্য করে না, স্বজনবর্গও বিপৎসময়ে তাঁহাকে বিনষ্ট

করে। অথবা, মন্ত্রিপ্রভৃতি আত্মীয়গণ যাঁহার কার্য্য করে না এবং ভয়েও ভীত হয় না, তাদৃশ নরপতিকে অচিরাৎ রাজ্যভ্রষ্ট ও তৃণ তুল্য ক্ষীণ হইতে হয়। শুষ্ক কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও ধূলি দ্বারাও কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু পদভ্রষ্ট নরপতিগণ কোন কার্য্যেরই হয়েন না। পরিহিত বস্ত্র ও মর্দ্দিত মাল্য যেমন কোন কার্য্যেরই নহে, রাজ্য-ভ্রষ্ট রাজাও তেমনি সামর্থ্যসত্ত্বেও নিরর্থক হয়েন। যে রাজা অপ্রমত্ত, সর্ব্বজ্ঞ, বিশিষ্টরূপ জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মশীল, তিনিই রাজপদে চিরস্থায়ী হয়েন। যে রাজা নয়নদ্বয়মাত্রে নিদ্রিত হইয়াও, নয়চক্ষু বিস্তার পূর্ব্বক জাগিয়া থাকেন, এবং যাঁহার ক্রোধ ও প্রসাদ তত্তৎ অভিমত ফল দ্বারা সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, সেই রাজাই লোকসমাজে পূজিত হইয়া থাকেন। কিন্তু রাবণ! তুমি দুর্ব্বুদ্ধি; তোমাতে ঐ সকল গুণের কিছুই নাই। দেখ, রাক্ষসগণের যে সর্ব্বনাশ হইল, চর দ্বারা তুমি তাহার কিছুই জানিলে না। তুমি কেবল পরের অপমান কর, সর্ব্বদাই বিষয়সুখে মত্ত হইয়া আছ, দেশকাল বিভাগ করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, তাহা জান না এবং গুণদোষমীমাংসায় বুদ্ধিরও কোনরূপে চালনা কর না। অতএব তোমাকে রাজ্যের সহিত অচিরাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে। রাক্ষসরাজ রাবণের ধন, বল, গর্ব্ব সকলই ছিল। শূর্পণখা এইরূপে তাহার দোষ সমস্ত বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলে, সে বুদ্ধিসহযোগে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, কর্ত্তব্যবিচারে প্রবৃত্ত হইল।

—

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

শূর্পণখা মন্ত্রিসভামধ্যে কটু কথা কহিতে লাগিল, দেখিয়া, রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাম কে? তাহার বীর্য্য, রূপ ও পরাক্রম কিপ্রকার? কিজন্য সে সুদুস্তর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে? সে যে আয়ুধে খর, দূষণ, ত্রিশিরা এবং অন্যান্য রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছে, সেই আয়ুধই বা কিপ্রকার? অয়ি মনোজ্ঞাঙ্গি! কোন্ ব্যক্তিই বা তোমায় বিরূপ করিয়াছে? সমুদায় সত্য বল।

রাক্ষসরাজ রাবণ এইপ্রকার কহিলে, রাক্ষসী ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, যথান্যায়ে রামের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল। কহিল, রাম দশরথের পুত্র, কন্দর্পের সমান রূপবান্, দীর্ঘবাহু ও দীর্ঘলোচনসম্পন্ন, এবং বল্কল ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করে। তাহার ধনু ইন্দ্রের ধনুর ন্যায় স্বর্ণময় বলয়ে বিভূষিত; সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া, সে মহাবিষ সর্পের ন্যায়, প্রদীপ্ত নারাচ সকল নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সেই মহাবল রাম যুদ্ধসময়ে কখন্ ভয়ঙ্কর শর সকল গ্রহণ ও মোচনএবং কখনই বা ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিল, তাহা দেখিতে পাইলাম না; কেবল শরবৃষ্টিতে সৈন্য সকল সংহার করিতেছে, দেখিলাম। ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা উৎকৃষ্ট শস্য বিনষ্ট করেন, একাকী রাম সেইরূপ পাদচারেই অর্দ্ধাধিক মুহূর্ত্তে সুশাণিতসায়কপ্রয়োগে প্রচণ্ডবীর্য্য চৌদ্দহাজার রাক্ষস, খর ও দূষণকে সংহার করিয়া, ঋষিদিগকে অভয় দান ও সমুদয় দণ্ডক নিরাপদ করিয়াছে। সেই রাম সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ। তাহার মনও অতি উন্নত। সেইজন্য তিনি স্ত্রীবধশঙ্কা করিয়া, নাসা ও কর্ণ মাত্র ছেদনপূর্ব্বক আমায় কেবল একাকী কোনরূপে মুক্তি দিয়াছেন। লক্ষ্মণ নামে তাঁহার ভ্রাতা অতিশয় তেজস্বী, গুণে ও বিক্রমে তাঁহার সমান, তাঁহার প্রীতি পরম প্রীতি ও ভক্তিমান্, এবং অতিশয় বুদ্ধিমান বলবান

বীর্য্যবান্, বিক্রম ও অমর্ষ বিশিষ্ট, সকলের জেতা ও দুর্জ্জেয়, এবং রামের দক্ষিণ বাহু ও নিত্য বহিশ্চর প্রাণ স্বরূপ। আর, রামের যে ধর্ম্মপত্নী আছেন, তাঁহার লোচন আকর্ণবিস্তৃত ও বদন পূর্ণচন্দ্র সদৃশ। স্বামী তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসেন এবং তিনিও সর্ব্বদা স্বামীর প্রিয় ও হিতানুষ্ঠান করেন। সেই যশস্বিনী রাম-দয়িতার কেশ, নাসিকা, উরু ও রূপ সমুদায়ই পরমসুন্দর। তাহাতে, তিনি যেন ঐ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায়, বিরাজমান হইতেছেন। তাঁহার বর্ণের আভা তপ্তকাঞ্চন সদৃশ, মধ্যদেশ সাতিশয় ক্ষীণ এবং নখপংক্তির অগ্রভাগ রক্তবর্ণে রঞ্জিত। তিনি নিরতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী, সকল রমণীর শিরোমণি, বিদেহবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি সীতা নামে বিখ্যাতা। না দেবী, না গন্ধর্ব্বী, না যক্ষী, না কিন্নরী, কাহারই তাঁহার সমান সৌন্দর্য্য নহে। পূর্ব্বে কখনও পৃথিবীতে সেরূপ রূপবতী ললনা আমার দর্শনপথে পতিত হয় নাই। ফলতঃ সীতা যাহার ভার্য্যা হয়েন এবং যাহাকে হর্ষভরে আলিঙ্গন করেন, সে ব্যক্তি সকললোকমধ্যে ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক গৌরবে জীবিতসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে। সীতার দেহযষ্টি, সকল লোকের শ্লাঘনীয়, এবং পৃথিবীতে তাঁহার রূপের তুলনা হয় না। সেই সুশীলা, তোমারই অনুরূপ পত্নী এবং তুমিই তাঁহার অনুরূপ পতি। তাঁহার পয়োধরযুগল পীনোন্নত, জঘন অতি বিশাল এবং মুখমণ্ডল সাতিশয় শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন। অয়ি মহাভুজ! আমি সেই সুন্দরীকে তোমার ভার্য্যার্থ আনয়ন করিতে চেষ্টা করাতেই, ক্রূর লক্ষ্মণ আমার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছে। সেই পূর্ণেন্দুবদনা বিদেহদুহিতাকে দর্শন করিলে, তোমাকে কুসুমশরের শরের একান্ত বশীভূত হইতে হইবে। যদি তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে তোমার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে, জয়ার্থ শীঘ্রই দক্ষিণ চরণ উত্তোলন কর। রাক্ষস-রাজ রাবণ! আমার এই কথা যদি তোমার রুচিজনক হয়,

তাহা হইলে, যাহা বলিলাম, নির্ব্বিশঙ্ক চিত্তে তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। অয়ি মহাবল! রাজ্যাদির অভাব প্রযুক্ত রাম লক্ষ্মণের কোন শক্তি নাই। তোমার সে সকলই আছে, ইহা জানিয়া তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতাকে পত্নীপদে বরণ করিতে কৃতযত্ন হও। ফলতঃ রাম অজিহ্মগামী শরসমূহে সমুদায় জনস্থানবাসী নিশাচর এবং খর ও দূষণকেও নিহত করিয়াছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়া সম্প্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয়, নির্ণয়পূর্ব্বক অবগত হইয়া, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার উচিত হইতেছে।

—•:—

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

সুর্পণখার কথায় রাবণের শরীররোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। সে ঐ কথা শুনিয়া, কর্ত্তব্য স্থির করত, মন্ত্রিদিগকে অনুজ্ঞা করিয়া, গমনের উপক্রম করিল। সীতাকে হরণ করাই কর্ত্তব্য, মনে মনে এইপ্রকার উদ্দেশ্য বিধান ও তদ্বিষয়ে দোষাদোষ উপলব্ধি করত, বলাবল নির্দ্ধারণ ও ইতিকর্ত্তব্যতা স্থিরীকরণানন্তর স্থির চিত্তে রমণীয় যানশালায় প্রবেশ করিল। গুপ্তভাবে তথায় গমন করিয়া, রাক্ষসরাজ সারথিকে আদেশ করিল, সত্বর রথ যোজনা কর। অতিক্ষিপ্রকারী সারথি আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার অভিমত উৎকৃষ্ট রথ যোজনা করিল। ঐ রথ কামগামী, কাঞ্চনময় রত্নভূষিত, ও স্বর্ণালঙ্কৃত পিশাচবদন গর্দ্দভগণে সংযোজিত এবং উহার শব্দ জলধর সদৃশ। কুবেরানুজ রাক্ষসপতি শ্রীমান্ দশানন সেই রথে আরোহণ করিয়া, নদনদীপতি সমুদ্রের অভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার ব্যজন ও ছত্র উভয়ই শ্বেতবর্ণ, দেহকান্তি স্নিগ্ধ বৈদূর্য্য সদৃশ, ভূষণ সকল তপ্তকাঞ্চনে নির্ম্মিত, পরিচ্ছদ পরম পরিপাটী এবং তাহার দশ মুখ, দশ মস্তক, দশ গ্রীবা ও বিংশতি হস্ত। দেবগণের শত্রু ও মুনীন্দ্রগণের হন্তা ঐ রাবণ সাক্ষাৎ পর্ব্বতরাজের ন্যায়, কামগামী রথে

আরোহণ করিয়া, আকাশে বিদ্যুন্মণ্ডলমণ্ডিত বলাকারাজিত মেঘের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। গমনসময়ে শৈলসহিত সাগরকূল তাহার দর্শনপথে পতিত হইল। বিবিধফলপুষ্পসম্পন্ন সহস্র সহস্র বৃক্ষ ও শীতল-পবিত্র সলিল শালিনী পুষ্করিণী-সমূহে তাহার চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ এবং বেদিযুক্ত সুবিস্তৃত বহুসংখ্য আশ্রম, কদলীবন, নারিকেল, সাল, তাল ও তমাল প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্পিত পাদপ, যাঁহারা অতিশয় আহারসংযম করিয়াছেন, তাদৃশ পরমর্ষিগণ, সহস্র সহস্র নাগ সুপর্ণ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরসমূহ, জিতকাম সিদ্ধ ও চারণগণ এবং ব্রহ্মপুত্র বৈখানস, সূর্য্যের কিরণমাত্রপায়ী বালখিল্য ও মাষসংজ্ঞক পরমর্ষিগণ, ইহাদের সান্নিধ্যবশতঃ উহার নিরতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। দিব্য মাল্য ও দিব্য রূপ শালিনী ক্রীড়ারতিবিধিজ্ঞানবিশিষ্টা সহস্র সহস্র অপ্সরা, পরম সৌন্দর্য্যাধার দেবপত্নী ও অমৃতাশী দেবদানবগণ সর্ব্বদা তথায় বিচরণ ও তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন। হংস, ক্রৌঞ্চ, মণ্ডূক ও সারসসমূহ উহার চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিতেছে ?। বৈদূর্য্য সদৃশ শ্যামলবর্ণ প্রস্তর সকল তথায় বিরাজমান হইতেছে। এবং সাগরতরঙ্গের হিল্লোল বশতঃ, উহা সর্ব্বদাই শীতল ও স্নিগ্ধ ভাবাপন্ন। এতদ্ভিন্ন, রাবণ দিব্য মাল্যে অলঙ্কৃত, গীতবাদ্যে প্রতিধ্বনিত, শ্বেতবর্ণ, সুপ্রশস্ত বিমান সকল ইতস্ততঃ দর্শন করিতে লাগিল। যাঁহারা তপোবলে বিবিধ লোক জয় করিয়াছেন, ঐ সকল কামগামী বিমান তাঁহাদের অধিকৃত। সে যাইবার সময় পথিমধ্যে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগকেও দর্শন করিল। অনন্তর, নির্য্যাসরসের আকর ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর পরম সুদৃশ্য সহস্র সহস্র চন্দন-কানন, অত্যুৎকৃষ্ট অগুরু ও ফলসম্পন্ন শ্রেষ্ঠজাতীয় সুগন্ধি তক্কোলবৃক্ষের বন ও উপবন সকল, তমালের পুষ্প ও মরিচের গুল্মসমূহ, তীরদেশে শুষ্যমাণ মুক্তাপুঞ্জ, শিলাসমূহ, অত্যুজ্জ্বল প্রবালনিচয়, কাঞ্চন ও রজতময় শৃঙ্গপরম্পরা, সুবিমল-

সলিলপূর্ণ পরমবিস্ময়াবহ মনোজ্ঞ প্রস্রবণসমূহ, এই সকল তাহার দর্শনপথে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাবণ ধন-ধান্যসম্পন্ন, স্ত্রীরত্নপরিপূর্ণ, এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সম্যক্-সন্নিবিষ্ট নগর সকল দর্শন করিতে করিতে, সিন্ধুরাজের উপকূল-বর্ত্তী সমতল দেশে সমাগত হইল। ঐ স্থান অতিশয় স্নিগ্ধ এবং মৃদুস্পর্শ সমীরণ সর্ব্বদাই তথায় সঞ্চরণ করিতেছে। স্বর্গের সহিত উহার তুলনা হইতে পারে। রাক্ষসরাজ দশানন তথায় জলধরসবর্ণ এক বটবৃক্ষ অবলোকন করিল। ঐ বৃক্ষ ঋষিগণে আবৃত এবং উহার শাখা সকল চতুর্দ্দিকে শতযোজনবিস্তৃত। মহাবল গরুড় প্রকাণ্ডকায় গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণার্থ গ্রহণ করিয়া, ঐ বটবৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন। এবং স্বীয় গুরুতর ভারে প্রচুরপর্ণপূর্ণ ঐ শাখা ভগ্ন করিয়া ফেলেন। বৈখানস, মাষ, মরীচিপায়ী বালখিল্য ও ধূম্রাখ্য পরমর্ষিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া, সেই শাখা আশ্রয় করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা গরুড় ঋষি-গণের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শনবাসনায় এক পাদেই উল্লিখিত শত-যোজন ভগ্ন শাখা এবং গজ ও কচ্ছপ এককালে গ্রহণপূর্ব্বক বেগভরে অন্যত্র গমন করিয়া, সেই গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণ করিলেন। পরে ভগ্ন শাখার সাহায্যে সমুদায় নিষাদরাজ্য বিনষ্ট করিয়া, মুনিগণের জীবনদান জন্য নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর হর্ষবশতঃ বিক্রম দ্বিগুণীভূত হইয়া উঠিলে, মতিমান্ গরুড় অমৃত আনয়নার্থ কৃতসংকল্প হইলেন। তদনন্তর লৌহশৃঙ্খলবিনির্ম্মিত জাল সমস্ত ছেদন ও রত্নময় উৎকৃষ্ট গৃহ ভেদ করিয়া, ইন্দ্রের ভবন হইতে সুরক্ষিত সুধা হরণ করিলেন।

ঐ বট বৃক্ষের নাম সুভদ্র। ধনদানুজ রাবণ গরুড়ের কৃত-চিহ্নবিশিষ্ট, মহর্ষিগণনিষেবিত সুভদ্রবট অবলোকন করিল। তথা হইতে সরিৎপতি সমুদ্রের পরপারে গমন করিয়া পরম পবিত্র ও পরম মনোহর নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে এক আশ্রম তাহার দর্শনগোচর হইল। সে দেখিল, মারীচ নামে নিশাচর কৃষ্ণাজিন

ও জটাজূট ধারণ করিয়া, আহারসংযমপূর্ব্বক তথায় বাস করিতেছে। রাক্ষস মারীচ, রাবণকে দেখিবামাত্র সমাগত হইয়া, বিহিত বিধানে বিবিধ অমানুষ ভোগ্য বস্তু প্রদান দ্বারা তাঁহার পূজা করিল। এইরূপে ভোজ্য ও উদক দ্বারা স্বহস্তে পূজা করিয়া, অর্থসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিল, রাজন্ রাক্ষসেশ্বর! আপনার ও লঙ্কার কুশল? কিজন্য আপনি পুনরায় শীঘ্রই এখানে আগমন করিলেন?

মারীচ এইপ্রকার বলিলে, বাক্যবিন্যাসকুশল পরমতেজস্বী রাবণ্ দশানন বক্ষ্যমাণ প্রকারে বলিতে আরম্ভ করিল।

—:—

ষট্ত্রিংশ সর্গ।

তাত মারীচ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ব্যাকুল ও বিপন্ন হইয়াছি, তুমিই আমার বিপদে পরমগতি। জনস্থানের বিষয় তোমার বিদিত আছে। মদীয় ভ্রাতা মহাবাহু খর ও দূষণ, ভগিনী শূর্পণখা, মাংসাশী রাক্ষস ত্রিশিরা ও অন্যান্য কৃতযুদ্ধ শৌর্য্যশালী বহুসংখ্য নিশাচর আমার নিয়োগপরতন্ত্র হইয়া ঐ জনস্থানে বাস করিয়াছিল। তাহারা মহারণ্যবাসী ধর্ম্মচারী ঋষিদিগের সর্ব্বদাই প্রতিকূল অনুষ্ঠান করিত। ঐ সকল রাক্ষসের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র। তাহারা সকলেই ভয়ঙ্করকার্য্যনিষ্ঠ, শূর, যুদ্ধে কৃতমনোরথ এবং খরের চিত্তানুবর্ত্তী। সম্প্রতি জনস্থানবাসী উল্লিখিত মহাবল খরপ্রমুখ রাক্ষসগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ ও দুর্ভেদ্য কবচ বন্ধন পূর্ব্বক রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রাম নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, কিছুমাত্র পরুষ বাক্য প্রয়োগ না করিয়াই, ধনুতে শর যোজনা করিয়া, তাহার পরিচালন করেন। এইরূপে মানুষ রাম পাদচারে অবস্থান করিয়া, প্রজ্বলিত সায়কসমূহের সহায়তায় উগ্রতেজা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সংহার, খর ও দূষণের নিধন এবং ত্রিশি-

রাকেও নিহত করিয়া, সমুদায় দণ্ডক নির্ভয় করিয়াছে। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া, ক্ষীণপ্রাণ রামকে স্ত্রীর সহিত দূর করিয়া দিয়াছেন। সেই দুঃশীল, কর্কশ, তীক্ষ্ণ, মূর্খ, লুব্ধ, অজিতেন্দ্রিয়, ক্ষত্রিয়কুলপাংশন রাম রাক্ষসসৈন্য সংহার করিয়াছে। সে ধর্ম্মত্যাগ ও অধর্ম্ম আশ্রয় করত সর্ব্বদাই প্রাণিগণের অনিষ্ট করিয়া থাকে। দেখ, সে বিনা শত্রুতায়, একমাত্র বল আশ্রয় করিয়া, নাসা কর্ণ ছেদন করত ভগিনীর রূপহানি করিল। অধুনা, আমি বিক্রমপ্রকাশ-পূর্ব্বক জনস্থান হইতে রামের ভার্য্যা সুরসুতাসদৃশী সীতাকে আনয়ন করিব। তোমায় সহায় হইতে হইবে। মহাবল! তুমি এবং কুম্ভকর্ণাদি ভ্রাতৃগণ সহায়স্বরূপ পার্শ্বে থাকিলে, আমি দেবগণকেও এ বিষয়ে গণনা করি না। অতএব, রাক্ষস! তুমি আমার সহায় হও, সাহায্যদানে তোমার সবিশেষ ক্ষমতা আছে। তুমি সাতিশয় শূর ও সর্ব্বপ্রকার মায়া বিশেষ রূপে বিদিত আছ। বীর্য্যে, যুদ্ধে দর্পে ও উপায়েও কেহই তোমার সমকক্ষ নহে। নিশাচর! এই সকল কারণেই আমি তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে, আমার সাহায্যার্থ যাহা করিতে হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দুবিচিত্রিত কনকমৃগ হইয়া, রামের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক সীতার অগ্রে বিচরণ কর। সীতা মৃগরূপী তোমায় অবলোকন করিয়া, নিঃসন্দেহই রাম ও লক্ষ্মণকে কহিবে, এই মৃগ ধরিয়া দাও। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে মৃগের জন্য আশ্রম হইতে অপসৃত হইলে, আমি শূন্য পাইয়া, যথাসুখে নির্ব্বিঘ্নে সীতাকে, রাহুর চন্দ্রপ্রভাবৎ, হরণ করিব। ভার্য্যা হরণ করিলে, রাম তাহার শোকে ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। তখন আমি কৃতার্থ চিত্তে অনায়াসে ও নিঃশঙ্কে তাহাকে প্রহার করিব।

রামের প্রসঙ্গ শুনিয়া, মহাত্মা মারীচের মুখ শুষ্ক ও সাতিশয় ত্রাস উপস্থিত হইল এবং চিন্তাবশতঃ তাহার অধর ওষ্ঠও শুষ্ক ও নয়ন যেন নিমেষশূন্য হইয়া উঠিল। সে বারম্বার অধরোষ্ঠ

লোচন করিয়া, নিরতিশয় ব্যাকুল ও মৃতপ্রায় হইয়া, রাবণের দিকে চাহিয়া রহিল। সে পূর্ব্বে মহাবনে রামের পরাক্রম পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। সেইজন্য, ত্রস্ত ও বিমনচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে আপনার ও তাহার হিতজনক বাক্যে কহিল।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বাক্যবিশারদ পরমতেজস্বী মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনিয়া, তাহাকে কহিল, রাজন্! প্রিয়বাদী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুলভ; কিন্তু, অপ্রিয় হিত বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। তোমার চার নিযুক্ত নাই এবং স্বভাবও অতিচঞ্চল। সেই জন্য, রাম যে সাক্ষাৎ মহেন্দ্র ও কুবেরসদৃশ, মহাবীর্য্য ও গুণে সকলেরই শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ না। তাত! রামের সহিত বিরোধ করিলে, রাক্ষসকুলের কি ভদ্রস্থতা হইবে? তিনি ক্রুদ্ধ হইলে, কি সমুদায় লোক রাক্ষসশূন্য করিতে পারেন না? জনকাত্মজা তোমারই বিনাশ জন্য কি উৎপন্ন হয়েন নাই? সীতার জন্য কি তোমার দারুণ বিপদ্ উপস্থিত হইবে না? তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর; কোন বিষয়ে কাহারই প্রতিষেধ গ্রাহ্য কর না। অতএব তোমার অধিকারে সমুদায় লঙ্কা কি তোমার ও সমস্ত রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইবে না? তোমার ন্যায় যে রাজা দুঃশীল ও দুর্ম্মতি এবং যথেচ্ছাচারপরতন্ত্র হইয়া, পাপাত্মাদের সহিত কর্ত্তব্যবিষয়ের পরামর্শ করে, সেই রাজা আপনার সমুদায় রাজ্য ও স্বজনদিগকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন রাম পিতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন নাই। তিনি মর্য্যাদাশূন্যও নহেন, ক্ষত্রিয়বংশের বিনাশকও নহেন, ধর্ম্মে বা গুণেও হীন নহেন এবং তীক্ষ্ণস্বভাবও নহেন। সর্ব্বদা ভূতমাত্রেরই হিতানুষ্ঠান করেন। এবং অতিশয় ধার্ম্মিক। পিতা কৈকেয়ীকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছেন, দেখিয়া, তিনি

তাঁহার সত্যবাদিতা রক্ষার জন্য বনে প্রব্রজিত হইয়াছেন। তিনি পিতা দশরথ ও কৈকেয়ীর প্রিয়কামার্থ রাজ্যভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, দণ্ডককাননে প্রবেশ করিয়াছেন। তাত! রাম কর্কশস্বভাব নহেন, মূর্খ নহেন, ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন এবং মিথ্যা বলা দূরে থাক, তাহার প্রসঙ্গমাত্রও অবগত নহেন। তাঁহার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত হয় না। বলিতে কি, তিনি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, সাধু, সত্যপরাক্রম এবং ইন্দ্র যেমন দেবগণের, তিনিও তেমনি সকলের রাজা। তিনি নিজতেজে বৈদেহীর রক্ষা করেন। তুমি কি রূপে তাঁহার সেই জানকীরে, সূর্য্যের প্রভার ন্যায়, বলপূর্ব্বক হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ? শর সকল যাঁহার শিখা, ধনু ও খড়্গ যাঁহার ইন্ধন, এবং যাঁহার ত্রিসীমায় গমন করা অসাধ্য, সেই রামরূপ প্রজ্বলিত অনলে সহসা প্রবেশ করা তোমার উচিত হয় না। তিনি সাক্ষাৎ কৃতান্ত। ধনু তাঁহার ব্যাদিত ও প্রজ্বলিত মুখ এবং শর সকল তাঁহার শিখাসমূহ। রাজ্য, সুখ ও নিজের অভীষ্ট প্রাণে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই অত্যগর্ব্বী, অত্যুগ্র, ধনুর্ব্বাণধর ও শত্রুসেনাসংহারী রামরূপ অন্তকের আসন্নতর হওয়াও তোমার কর্ত্তব্য হয় না। তাঁহার তেজের সীমা নাই। জানকী তাঁহার পত্নী এবং সর্ব্বদাই তাঁহার ধনুর্ব্বল আশ্রয় করিয়া অরণ্যে বাস করেন। তুমি কোনমতেই জানকীকে হরণ করিতে পারিবে না। সিংহের ন্যায় সুবিশালহৃদয় নরসিংহ রাম জানকীকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন এবং সীতাও সর্ব্বদাই তাঁহার নিতান্ত আনুগত্য করিয়া থাকেন। প্রজ্বলিত হুতাশনশিখার ন্যায়, তেজস্বী রামের প্রিয়দয়িতা সুমধ্যমা সীতাকে ধর্ষিত করা কাহারই সাধ্য নহে। রাক্ষসরাজ! তোমার এই নিরর্থক উদ্যমে প্রয়োজন কি? বনে রামের সহিত যদি তোমার সাক্ষাৎ হয়, সেই সাক্ষাতেই তোমার জীবনের শেষ হইবে। দেখ, রাজ্য, সুখ, প্রাণ, সমুদায়ই নিতান্ত দুর্লভ। অতএব বিভীষণপ্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মিষ্ঠ মন্ত্রির সহিত মন্ত্রণা ও কর্ত্তব্য নিশ্চয়

করিয়া, পরমাত্মা রামের দোষ গুণ ও বলাবল নির্দ্ধারণ এবং নিজেরও বল ও হিত নির্ণয় পূর্ব্বক সবিশেষ বুঝিয়া, যুক্তিযুক্ত অনুষ্ঠান করাই তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। আমার কিন্তু কোশল-পতিপুত্র রামের সহিত তোমার যুদ্ধ করা ভাল বোধ হইতেছে না। অতএব, রাক্ষসপতি রাবণ! পুনরায় যুক্তিযুক্ত হিতকর উৎকৃষ্ট কথা বলি, শ্রবণ কর।

—০:০—

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

আমিও কোন সময়ে বীর্য্যবশতঃ পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার শরীরে নাগসহস্রের বল, হস্তে পরিঘ অস্ত্র, মস্তকে কিরীট, কর্ণে তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত কুণ্ডল, কলেবর পর্ব্বতের সমান এবং দেহকান্তি নীলনীরদসদৃশ। এইপ্রকার অবস্থায় লোকের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক আমি দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়া, ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতাম। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে ভীত হইয়া, স্বয়ং গিয়া রাজা দশরথকে কহিলেন, পর্ব্বকালে আমি যখন যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, সমাধি অবলম্বন করিব, তখন এই রামকে আমার রক্ষা করিতে হইবে। রাজন্! আমি মারীচের ভয়ে অতিশয় ভীত হইয়াছি। ঋষি এইপ্রকার কহিলে, ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ সেই মহাভাগ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তর করিলেন, রামের বয়স দ্বাদশবর্ষও পূর্ণ হয় নাই এবং অস্ত্রশস্ত্রেও কিছুই জ্ঞান নাই। কিন্তু আমার প্রচুর সৈন্য আছে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমিই চতুরঙ্গ সৈন্য সহ স্বয়ং গমন করিয়া ইচ্ছানুসারে আপনার প্রতিপক্ষ নিশাচরের প্রাণবধ করিব। ঋষি রাজার এই কথায় তাঁহাকে কহিলেন, সত্য বটে, তুমি যুদ্ধে দেবগণের সাহায্য করিয়াছ এবং তোমার কৃত কর্ম্মও ত্রিলোকে বিদিত হইয়াছে, কিন্তু রাম ভিন্ন অন্য কাহারও বল রাক্ষসবিনাশে পর্য্যাপ্ত হইবে না। অতএব

তোমার যে সুপ্রচুর সৈন্য আছে, তাহা এখানেই থাক; এই মহাতেজা রাম বালক হইলেও, রাক্ষসনিগ্রহে সমর্থ হইবেন। অতএব আমি ইঁহাকে লইয়া যাইব। তোমার মঙ্গল হউক। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই বলিয়া, নৃপনন্দন রামকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পরম হর্ষভরে স্বকীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞোদ্দেশে দণ্ডকারণ্যে দীক্ষিত হইলে, রাম বিচিত্র ধনু বিস্ফারিত করিয়া, রক্ষার্থ তাঁহার সমীপে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার গলদেশে কনকমালা, মস্তকে কাকপক্ষ, হস্তে ধনু, চক্ষুর্দ্বয় পরম সুন্দর, পরিধান একমাত্র বস্ত্র, শরীর শ্যামলবর্ণ ও নিরতিশয় সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত এবং তখন পর্য্যন্ত তাঁহার শ্মশ্রু প্রভৃতি পুরুষচিহ্নের আবির্ভাব হয় নাই। তিনি স্বীয় প্রদীপ্ত তেজে সমুদায় দণ্ডকারণ্য সুশোভিত করিয়া, সমুদিত বাল চন্দ্রের ন্যায়, লক্ষিত হইতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে, আমি ব্রহ্মদত্ত বর প্রভাবে নিরতিশয়-বলবিশিষ্ট হইয়া, দর্পবশতঃ আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার কর্ণে তপ্তকাঞ্চনবিনির্ম্মিত কুণ্ডল এবং আমার দেহকান্তি মেঘের ন্যায় নিবিড়। প্রবিষ্টমাত্র আমাকে তিনি দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ আয়ুধ উদ্যত করিয়া, সসম্ভ্রমে শরাসনে জ্যারোপণ করিলেন। নিরতিশয় মোহাবেশবশতঃ আমি তাঁহাকে বালকজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া, দ্রুতপদসঞ্চারে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞবেদির অভিমুখে ধাবমান হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি শত্রুনিপাতন সুশাণিত সায়ক প্রয়োগপূর্ব্বক আমাকে আহত করিয়া, শতযোজনদূরবর্ত্তী সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। তাত! আমাকে বধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; এইজন্য তৎকালে রক্ষা করিলেন। যাহা হউক, আমি রামের শরবেগে নিরস্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া, সুগভীর সাগরসলিলে নিপাতিত হইলাম। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া, লঙ্কাপুরে প্রত্যাগমন করিলাম। এই রূপে আমি রক্ষা পাইলাম বটে, কিন্তু অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম অশিক্ষিতাস্ত্র

বালক হইলেও, আমার সহকারী রাক্ষসদিগকে সংহার করিলেন। এইজন্য বারণ করিতেছি, যদি তুমি রামের সহিত যুদ্ধ কর, তাহা হইলে; ঘোর বিপদে পতিত হইয়া, অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। এবং সত্ত্ব করিয়াই, সমাজোৎসবদর্শী ও ক্রীড়ারতি বিধিজ্ঞ রাক্ষসগণের অনর্থক মনস্তাপ সংগ্রহ করিবে। সীতার জন্য হর্ম্ম্যপ্রাসাদপরিপূর্ণ রত্নরাজিরাজিত লঙ্কাপুরীকে তোমায় বিনষ্ট দেখিতে হইবে। যে হ্রদে সর্প থাকে, সেই হ্রদবাসী মৎস্যগণও যেমন গরুড় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ, যাহারা পাপ করেন না, তাদৃশ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণও পাপাত্মার আশ্রয়ে থাকিলে, তাহার পাপ জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি দেখিবে, তোমার নিজের দোষে দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গ ও দিব্যাভরণভূষিত রাক্ষসগণ সমূলে বিনষ্ট হইয়া, ধরাসাৎ হইয়াছে; এবং হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ কেহবা হৃতদার হইয়া, কেহবা পত্নীর সহিত কোনরূপে আশ্রয় না পাইয়া, দশদিকে পলায়ন করিয়াছে। তুমি আরও দেখিবে, শরজালে আচ্ছন্ন ও অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া, লঙ্কার সমুদায় গৃহই এককালে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা, পরদারহরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। রাজন্! তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী বিরাজ করিতেছে। অতএব আপনার পরিগৃহীত সেই সকল স্ত্রীতেই আসক্ত হইয়া, স্বীয় বংশ, অভীষ্ট প্রাণ, রাজ্য, সমৃদ্ধি, মান ও রাক্ষসগণ, এই সকলের রক্ষা কর। যদি পরমসুন্দর কলত্র ও মিত্রবর্গ লইয়া, চিরকাল সুখভোগের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, রামের অনিষ্ট করিও না। আমি সুহৃৎ, বারম্বার নিষেধ করিতেছি। যদি বলপূর্ব্বক সীতার ধর্ষণা কর, তাহা হইলে, তোমাকে রামশরে সবান্ধবে ক্ষীণবল ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়া, শমনভবনে গমন করিতে হইবে।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

তৎকালে আমি যুদ্ধে ঐ রূপে কোন প্রকারে মুক্ত হইয়াছিলাম। অধুনা, যে সর্ব্বলোকোত্তর ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাও শ্রবণ কর। সেইরূপে প্রাণসংকটে পতিত হইয়াও, আমার নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় নাই। সেইজন্য আমি স্বয়ং মহামৃগমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মৃগরূপধর দুই জন রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম। জিহ্বা নিরতিশয় উজ্জ্বল, দংষ্ট্রা অতি বৃহৎ, শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ, বল অসীম এবং মাংসই আহার, এইপ্রকার মৃগবেশে আমি নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া, দণ্ডকবাসী ঋষিদিগকে ধর্ষিত ও নিহত করিয়া, তাঁহাদের রুধির পান ও মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রে, তীর্থে ও চৈত্যবৃক্ষ সকলে বিচরণ করিতে লাগিলাম। এই রূপে আমি ঋষিমাংস ভক্ষণ, ক্রূরতা অবলম্বন ও বনবাসিগণের ত্রাস উৎপাদনপূর্ব্বক, রুধিরপানে মত্ত হইয়া, ধর্ম্মের ব্যাঘাত করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে, রামের সমীপস্থ হইলাম। তৎকালে তিনি মহারথ লক্ষ্মণ ও মহাভাগ জানকীর সহিত তথায় তাপস-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। আমি সেই সর্ব্বভূতহিতৈষী নিয়তাশী বনবাসী তপস্বী মহাবল রামকে তাপস জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া, পূর্ব্ববৈর ও পূর্ব্বপ্রহার স্মরণপূর্ব্বক সংহার-মানসে তীক্ষ্ণশৃঙ্গ-মৃগবেশে অবিচারিত চিত্তে নিতান্ত রোষাবেশে তাঁহার সম্মুখদেশে ধাবমান হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি সুবিশাল শরাসন আকর্ষণ করিয়া, সুপর্ণ ও সমীরণ সমান বেগবান্ শত্রু-নিপাতন সুশাণিত শরত্রয় নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রসদৃশ সাতিশয় ভয়ঙ্কর শোণিতাশী সন্নতপর্ব্ব সেই শরত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়াই, আগমন করিতে লাগিল। গূঢ় রূপে লোকের অনিষ্ট করা আমার স্বভাব। রামের পরাক্রম আমার বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত ছিল এবং পূর্ব্বেও আমি তাঁহার হস্তে বিপদাপন্ন হইয়াছিলাম। এইহেতু, আমি তথা হইতে পলায়ন করিয়া

প্রাণ রক্ষা করিলাম। কিন্তু আমার সহচর রাক্ষস দুই জন বিনষ্ট হইল। আমি রামের শরে মুক্ত হইয়া, কোন রূপে প্রাণরক্ষা করত, এই স্থানে সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়া, যোগযুক্ত ও সমাধি-নিরত তপস্বী হইয়াছি। তথাপি, এখনও দেখিতে পাই, বল্কল ও কৃষ্ণাজিনাম্বর রাম যেন ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক, পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায়, বৃক্ষে বৃক্ষে বিচরণ করিতেছেন। রাক্ষসরাজ রাবণ! যেখানে রাম নাই, সেখানেও তাঁহাকে দেখিয়া থাকি। অধিক কি, স্বপ্নেও তাহাঁকে দেখিয়া, জাগরিতের ন্যায়, অতিমাত্র ভয়ে অভিভূত হইয়া উঠি। তাহাঁর ভয়ে আক্রান্ত হওয়াতে, যাহার আদিতে র এই অক্ষর আছে, রথ ও রত্ন প্রভৃতি তাদৃশ নামপরম্পরাও আমার সাতিশয় ত্রাস সমুৎপাদন করে। আমি তাহাঁর প্রভাব জানি। তিনি বলি ও নমুচিকেও সংহার করিতে পারেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে তোমার ভদ্রস্থতা নাই। অতঃপর তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যদি আমার জীবিত দেখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, রামের কথা আর মুখে আনিও না। যাহাঁরা কখন পরের অপকার করেন না, সর্ব্বদাই যোগ-যুক্ত হইয়া, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাদৃশ বহুসংখ্য ব্যক্তিও পরের অপরাধে সপরিবারে বিনষ্ট হইয়া থাকেন। হে নিশা-চর! আমাকেও পরের অপরাধে বিনষ্ট হইতে হইবে। অতএব, যাহা তোমার উচিত হয়, কর; আমি অনুগমন করিব না। দেখ, রামের তেজ, বল ও বুদ্ধির সীমা নাই। তিনি সমস্ত রাক্ষস-লোকেরও ধ্বংস করিতে পারেন। আর, দুরাচারিণী শূর্পণখার জন্য জনস্থানবাসী দুর্বৃত্ত খর যদি রামের হস্তে নিহত হইয়া থাকে, তাহাতেই বা রামের অপরাধ কি, সত্য করিয়া বল। আমি বন্ধুজনের হিতাভিলাষেই এই কথা বলিতেছি। যদি না শুন, তাহা হইলে, তোমায় সবান্ধবে যুদ্ধে আজিই রামের অজিহ্মগামী শরপরম্পরায় নিহত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

চত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ এইপ্রকার যুক্তিযুক্ত হিতকর বাক্যে উপদেশ করিলেও, মৃত্যু-কাম ব্যক্তির ঔষধের ন্যায়, রাবণের সে কথা গ্রাহ্য হইল না। প্রত্যুত, সে কালপ্রেরিত হইয়া, যুক্তিযুক্ত ও হিতকর বাক্যের উপদেষ্টা মারীচকে অযথোচিত পরুষ বাক্যে কহিল, মারীচ! তুমি নিতান্ত নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। যাহা বলিলে, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ নাই এবং উষরভূমিতে বীজ বপন করিলে, যেমন তাহা নিষ্ফল হয়, তোমার ঐ কথাও সেইরূপ নিতান্ত ফলহীন। কিন্তু তুমি এই কথা বলিয়া, আমায় যুদ্ধে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। দেখ, রাম অতি পাপাত্মা, মূর্খ, বিশেষতঃ মানুষ, আবার, খরকে হত্যা করিয়াছে। আমি অবশ্যই তোমার সান্নিধ্যে তাহার প্রাণপ্রিয়তরা সীতাকে হরণ করিব। হে মারীচ! আমি ঐপ্রকার বুদ্ধিই মনে মনে নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। ইন্দ্রের সহিত সমস্ত সুরাসুর একত্র হইলেও, ঐ বুদ্ধির ব্যাবৃত্তি করিতে পারিবে না। আমি যদি উপস্থিত বিষয়ের সিদ্ধি জন্য তোমায় দোষ গুণ বা উপায় অপায় জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহা হইলে, তুমি ঐ কথা বলিতে পারিতে। বিশেষতঃ, রাজা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যাহার আত্মহিতের অভিলাষ আছে, তাদৃশ বিদ্বান্ মন্ত্রিগণ কৃতাঞ্জলি হইয়াই তদ্বিষয়ে উত্তর করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ, রাজাকে যাহা বলিবে, তাহা যেন অপ্রাতিকূল, মৃদুপূর্ব্ব, সর্ব্বথা শুভ ও হিতজনক এবং রাজ-ব্যবহার-সঙ্গত হয়। যাহাতে কোনরূপ পীড়ন করা হয়, তাদৃশ মানবিবর্জ্জিত বাক্য হিতকর হইলেও, মানার্থী রাজা তাহার অভিনন্দন করেন না। রাজাদের তেজের সীমা নাই। তাঁহারা অগ্নি, ইন্দ্র, যম ও বরুণ এই পঞ্চ রূপ এবং যথাক্রমে উষ্ণতা, বিক্রম, অনুগ্রতা, দণ্ড ও প্রসন্নতা এই পাঁচটী গুণ ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব সকল অবস্থাতেই সর্ব্বদা মহাত্মা নরপতিগণের সম্মান ও অর্চ্চনা করা

কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি ধর্ম্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল মোহের বশবর্ত্তী হইয়াছ। সেইজন্য, আমি অভ্যাগত হইলেও, আমার পূজা না করিয়া, দুরাত্মতাবশতঃ এইপ্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। কিন্তু হে নিশাচর! আমি তোমায় এবিষয়ে দোষাদোষ, অথবা আত্মপক্ষের ক্ষয় হইবে কি, না, জিজ্ঞাসা করিতেছি না। হে অমিতপরাক্রম! আমি তোমায় সীতা-হরণের কথামাত্র কহিয়াছি এবং বলিয়াছি, এবিষয়ে তোমায় আমার সাহায্য করিতে হইবে। এক্ষণে সাহায্যার্থ যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রজত বিন্দু-বিচিত্রিত সুবর্ণের মৃগ হইয়া, রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে বিচরণ ও তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া, যথেচ্ছ গমন কর। মায়াময় স্বর্ণমৃগরূপী তোমাকে দর্শন করিয়া, বিস্ময় সমুৎপন্ন হইলে, মৈথিলী রামকে কহিবেন, সত্বর এই মৃগ আনিয়া দাও। তখন ককুৎস্থনন্দন রাম আশ্রম হইতে অপ-সৃত হইলে, তুমি দূরে গমন করিয়া, অবিকল রামের ন্যায় স্বরে, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃশব্দ করিবে। ঐ শব্দ শুনিয়া, লক্ষ্মণও সীতার আদেশে সসম্ভ্রমে রামপদবীর অনুসরণ করিবে। এই রূপে রাম লক্ষ্মণ উভয়েই আশ্রম হইতে অন্তর্হিত হইলে, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র যেমন শচীকে, আমিও তেমনি জানকীকে অনায়াসেই হরণ করিয়া লইব। হে রাক্ষস! তুমিও ঐ রূপে কার্য্য সমাধা করিয়া, যথেচ্ছ গমন করিবে। হে সুব্রত মারীচ! কার্য্য সম্পন্ন হইলে, আমি তোমায় রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিব। হে সৌম্য! এক্ষণে এই কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন কর; পথে তোমার সর্ব্বথা মঙ্গল ঘটুক। আমিও রথারোহণে দণ্ডকবনে তোমার অনুগমন করিব। এবং রামকে বঞ্চনা করিয়া, বিনা যুদ্ধে সীতাকে লাভ করত, কৃতকার্য্য হইয়া, তোমার সহিত পুন-রায় লঙ্কায় প্রবেশ করিব। হে মারীচ! যদি আমার এই কথা না শুন, তাহা হইলে, অদ্যই তোমায় আমি বধ করিব। অবশ্য

মরণভয়েও তুমি আমার এই কার্য্য সাধন করিবে। রাজার প্রতিকূলে অবস্থান করিয়া, কোন ব্যক্তি কখনই সুখসমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। এক্ষণে, রামের আসন্ন হইলেও, তোমার প্রাণসংশয়সম্ভাবনা এবং আমার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেও নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হইবে, বুদ্ধিসহকারে ইহা যথাযথ বিচার করিয়া, এবিষয়ে যাহা বিহিত হয়, কর।

—০:০—

একচত্বারিংশ সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ, প্রকৃত রাজার ন্যায়, প্রতিকূল বাক্যে এই-প্রকার আজ্ঞা করিলে, মারীচ কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া, পরুষ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, হে নিশাচর! কোন্ ব্যক্তি তোমায় রাজ্য, অমাত্য ও পুত্রের সহিত বিনষ্ট হইবার জন্য এইপ্রকার উপদেশ করিল? রাজন্! তুমি সুখে আছ, দেখিয়া, কোন্ পাপাত্মার প্রাণে তাহা সহ্য হইল না? কোন্ ব্যক্তি উপায়চ্ছলে তোমাকে এইপ্রকার মৃত্যুর দ্বার উপদেশ করিল? হে নিশা-চর! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তোমার শত্রুগণের বীর্য্যলোপ হইয়াছে। সেইজন্য, তাহারা বলবানের সহিত বিরোধ করিয়া, তোমাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত দেখিতে অভিলাষ করিতেছে। হে নিশাচর! কোন্ অহিতবুদ্ধি ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তি তোমাকে এইপ্রকার উপদেশ করিল? তুমি যে আপনার কর্ম্মপ্রভাবে বিনষ্ট হও, ইহা তাহার অভিলাষ হইয়াছে। হে রাবণ! তোমার মন্ত্রিদিগকে বধ করা কর্ত্তব্য হইলেও, তুমি বধ করিতেছ না। দেখ, তুমি অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তথাপি তাহারা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত করিতেছে না। যে রাজা যথেচ্ছাচার-সম্পন্ন ও কামপথে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সাধুশীল অমাত্যগণের উচিত, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত করেন। কিন্তু তোমাকে নিগৃহীত করা উচিত হইলেও, তাহারা তদ্বিষয়ে উদাসীন হই-

য়াছে। হে জয়িশ্রেষ্ঠ! প্রভু প্রসন্ন হইলেই, মন্ত্রিগণের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও যশঃ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর, অপ্রসন্ন হইলে, তৎসমস্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। অধিকন্তু, স্বামী বিগুণ হইলে, অন্যান্য লোকেরও বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। হে জয়িশ্রেষ্ঠ! রাজাই ধর্ম্ম ও যশের মূল। অতএব, সকল অবস্থাতেই রাজার বিশিষ্টরূপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। হে নিশাচর! রাজা তীক্ষ্ণস্বভাব, প্রজাগণের অতিমাত্র প্রতিকূল ও অবিনীত হইলে, রাজ্যপালনে সমর্থ হয়েন না। যে সকল মন্ত্রী সর্ব্বদা কঠোর মন্ত্রণা প্রয়োগপূর্ব্বক উল্লিখিত তীক্ষ্ণস্বভাব রাজার সহবাসে অবস্থিতি করে, দুর্ব্বুদ্ধি সারথির অধীনস্থ রথ যেমন বিষমস্থানে পতিত হইয়া, সারথির সহিত বিনষ্ট হয়, সেই মন্ত্রিগণও সেইরূপ বিনাশ লাভ করে। সংসারে স্বপদোচিত-ধর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর অনেক সাধুও পরের অপরাধে সপরিবারে বিনষ্ট হইয়াছেন। হে দশানন! মৃগঘাতক গোমায়ু কর্ত্তৃক রক্ষিত মৃগগণের যেমন উত্তরোত্তর ক্ষয় হইয়া থাকে, প্রতিকূলবর্ত্তী তীক্ষ্ণস্বভাব রাজার রক্ষাধীনে প্রজাগণেরও সেইরূপ বৃদ্ধিসম্ভাবনা নাই। রাবণ! তোমার ন্যায়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ কর্কশপ্রকৃতি দুর্ম্মতি পুরুষ যাহাদের রাজা, সেই রাক্ষসদিগের সকলকেই অবশ্য বিনষ্ট হইতে হইবে। অধুনা, তোমার জন্য সহসা যে আমার এই মৃত্যু উপস্থিত হইল, তজ্জন্য আমার কিছুমাত্র শোক নাই। কিন্তু অতঃপর তোমাকেও সসৈন্যে বিনষ্ট হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়াই আমার শোক উপস্থিত হইতেছে। রাম আমাকে সংহার করিয়া, অচিরাৎ তোমাকেও বিনাশ করিবেন। যুদ্ধ করিয়া শত্রুহস্তে মৃত্যু হইলে, আমি কৃতকৃত্য হইব। নিশ্চয় জানিও, রামের দর্শনমাত্রেই আমি হত হইয়াছি। এবং ইহাও জানিও, সীতাকে হরণ করিলেই, তুমিও সবান্ধবে বিনষ্ট হইয়াছ। যদি আমার সহিত মিলিত হইয়া, সীতাকে আশ্রম হইতে আনয়ন কর, তাহা হইলে, না তুমি, না আমি, না লঙ্কা, না রাক্ষসগণ, কাহারই

রক্ষা হইবে না। হে নিশাচর! আমি হিতাভিলাষে বারম্বার নিষেধ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার কথা গ্রাহ্য করিতেছ না। বুঝিলাম; যাহাদের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেই মৃতপ্রায় ব্যক্তিগণ সুহৃদ্গণের হিতবাক্যও গ্রহণ করে না।

—০ঃ০—

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণকে এইপ্রকার পরুষোক্তি করিয়া; পরে তাহার ভয়ে নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইয়া কহিল, চল, গমন করি। কিন্তু ধনুঃ-শর খড়্গাধারী রাম পুনরায় আমাকে দর্শন করিলে, আমার সংহারার্থ আয়ুধ উদ্যত করিয়া, প্রাণ বধ করিবেন। তুমি যমদণ্ডে হত হইয়াছ। রামও তোমার সাক্ষাৎ যমদণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, জীবিত শরীরে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু তুমি অতি দুরাচার; আমি কি করিতে পারি? অতএব চলিলাম, তুমি সুখে থাক।

রাবণ মারীচের এই কথায় অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া, তাহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিল, তুমি যখন আমার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ, তখন, তোমার এইপ্রকার বীর্য্যই শোভা পায়। পূর্ব্বে তুমি আর একপ্রকার রাক্ষস ছিলে; এক্ষণে প্রকৃত মারীচ হইয়াছ। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া; আমার সহিত এই পিশাচমুখ গর্দ্দভসমূহে সংযোজিত, রত্নরাজিরাজিত, অন্তরীক্ষচর রথে আরোহণ কর। জানকীকে প্রলোভিত করিয়া, তোমায় ইচ্ছামত গমন করিতে হইবে। আমি শূন্যে পাইয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিব। তাড়কাসুত মারীচ এই কথায় সম্মত হইল।

অনন্তর রাবণ ও মারীচ উভয়ে বিমানসদৃশ রথে আরোহণ করিয়া, সত্বর সেই আশ্রমমণ্ডল হইতে প্রস্থান করিল। এবং

বিবিধ পত্তন, বন, পর্ব্বত, নদী, রাষ্ট্র ও নগর সকল দেখিতে দেখিতে দণ্ডকারণ্যে সমাগত হইল। অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মারীচের সহিত, তথায় রামের আশ্রমপদ অবলোকন করিয়া, কাঞ্চনলাঞ্ছিত রথ হইতে অবতরণ করিল। এবং মারীচকে হস্তে ধারণ করিয়া কহিতে লাগিল, সখে। রামের এই কদলী-কাননপরিবৃত আশ্রমপদ দেখা যাইতেছে। যে জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি, এক্ষণে সত্বর তাহা বিধান কর।

নিশাচর মারীচ রাবণের কথা শুনিয়া নিতান্ত অদ্ভুত মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক রামের আশ্রমদ্বারে বিচরণ করিতে লাগিল। সে ক্ষণ-মধ্যেই ঐ পরমশোভন মৃগমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ঐ মৃগের শৃঙ্গাগ্র ইন্দ্রনীল রত্নসদৃশ, মুখশোভা শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত, বদনমণ্ডল রক্তোৎপলসন্নিভ, শ্রবণযুগল ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ অত্যুন্নত, উদর ইন্দ্রনীলমণিসন্নিভ, পার্শ্ব-দেশ মধূক পুষ্পসদৃশ, বর্ণ পদ্ম-পরাগ-প্রতিম, খুরপংক্তি বৈদূর্য্য সদৃশ, জংঘাযুগল ক্ষীণ, সন্ধিবন্ধ সকল সুশ্লিষ্ট, এবং পুচ্ছদেশ ইন্দ্রা-য়ুধ-সমবর্ণ ও উন্নমিত, তদ্দ্বারা তাহার সাতিশয় শোভা হইয়াছে। তাহার বর্ণও স্নিগ্ধ ও মনোহর এবং শরীর নানাবিধ রত্নে পরিবৃত। নিশাচর মারীচ বৈদেহীর প্রলোভনার্থ এবংবিধ ধাতুবিচিত্রিত মনোহর দর্শনীয় রূপ ধারণপূর্ব্বক রমণীয় রামাশ্রম ও বনভূমি আলোকময় করিয়া, ইতস্ততঃ শাদ্বলে বিচরণ ও শষ্প সকল ভক্ষণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। তাহার কলেবর শত শত রজতবিন্দুতে অলঙ্কৃত। তাহাকে দেখিলে, নিরতিশয় প্রীতি ও আনন্দ উপস্থিত হয়। সে কখন বিটপী সকলের কোমল বালপল্লব সকল ভক্ষণ করত বিচরণ করিতে লাগিল; কখন কদলীবাটিকায় ও কর্ণিকার কাননে প্রবেশ করিয়া, এবং কখন বা সীতার দর্শনপথে উপনীত হইয়া, মন্দ গতিতে আশ্রমের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ আরম্ভ করিল। পৃষ্ঠদেশ সুবর্ণে চিত্রিত হওয়াতে, তৎকালে ঐ মহামৃগের সাতিশয় শোভা

প্রাদুর্ভূত হইল। সে যথাসুখে রামের আশ্রমসান্নিধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। বিচরণ সময়ে কখন ধাবন, কখন অবস্থান, কখন বা মুহূর্ত্তমাত্র গমন করিয়া, পুনরায় সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। কখন ইতস্ততঃ ক্রীড়ন, কখন ভূমিতে শয়ন, কখন আশ্রমদ্বারে আগমনপূর্ব্বক মৃগযূথের অনুসরণ করিতে লাগিল। এবং মৃগগণে অনুগত হইয়া পুনরায় সীতার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সে প্রগল্‌ভতা বশতঃ বিচিত্র মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক বিচরণ আরম্ভ করিল। তাহাকে দর্শন করিয়া, অন্যান্য বনচর মৃগগণ তাহার নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাহাকে আঘ্রাণ করিয়াই, দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মারীচ যদিও মৃগবধ করিত, তথাপি ভাবগোপন জন্য তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল না, কেবল স্পর্শ করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে শুভলোচনা মদিরেক্ষণা বৈদেহী কুসুমচয়নে ব্যগ্র হইয়া, কখন অশোক, কখন কর্ণিকার ও কখন বা চূতবৃক্ষে ধাবমান হইতেছিলেন। তিনি কখন বনে থাকিবার যোগ্য নহেন। সেই রুচিরবদনা বরাঙ্গনা সীতা কুসুমচয়ন করত বিচরণ করিতে করিতে উল্লিখিত মুক্তামণি-বিচিত্রাঙ্গ রত্নময় মৃগ অবলোকন করিলেন। ঐ মৃগের দন্ত ও ওষ্ঠ দিব্য কান্তি-বিশিষ্ট এবং রোমরাজি রূপ্য ও গৈরিকাদি ধাতু সদৃশ। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে স্নেহভরে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। মায়া-ময় মৃগও রামদয়িতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। অনন্তর সে সেই বন আলোকিত করিয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। জনকদুহিতা সীতা রত্নরাজিরাজিত অদৃষ্টপূর্ব্ব উল্লিখিত মৃগ দর্শনে নিরতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

সীতার নিতম্ব অতি মনোহর, বর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ সদৃশ এবং সকল অঙ্গই পরমসুন্দর। তিনি হেম রজত সবর্ণ পার্শ্বদ্বয়ে সুশোভিত উল্লিখিত মৃগ দর্শন করিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, আয়ুধধারী রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিলেন। আর্য্য পুত্র! লক্ষ্মণের সহিত সত্বর আগমন কর, আগমন কর, এই বলিয়া বারংবার রামকে আহ্বান ও সেই মৃগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি আহ্বান করিলে, পুরুষোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে দৃষ্টিবিক্ষেপ করত ঐ মৃগকে লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ মৃগদর্শনে শঙ্কিত হইয়া, রামকে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগকে আমার নিশাচর মারীচ বলিয়া মনে হইতেছে। এই পাপরূপী পাপাত্মা মারীচ মৃগরূপ-ব্যপদেশে, পরমহর্ষে মৃগয়া নিরত রাজাদিগকে নিহত করিয়া থাকে। এই রাক্ষস বিশিষ্টরূপ মায়া অবগত আছে। সেই মায়াবলে এইপ্রকার মৃগরূপপরিগ্রহ করিয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! দেখুন, ঐ মৃগের রূপ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় আপাত রমণীয় এবং পরম ভাস্বর। হে রঘুনন্দন! এপ্রকার বহুবিচিত্র মৃগ কখন পৃথিবীতে নাই। হে জগতীনাথ! ইহা নিশ্চয়ই মায়া, সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মণ এইপ্রকার কহিতে লাগিলে, শুচিস্মিতা সীতা রাক্ষসের ছলনায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া, পরম হর্ষে তাঁহাকে বারণ করিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র। ঐ মৃগ অতিশয় সুন্দর, আমার মন হরণ করিয়াছে। মহাবাহো! উহাকে ধরিয়া দাও, আমাদের ক্রীড়ামৃগ হইবে। আমাদের এই আশ্রমপদে চমর, সৃমর, ঋক্ষ, পৃষত, বানর ও কিন্নর প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রিয়দর্শন মৃগ একত্রে বিচরণ করিয়া থাকে। মহাবাহো! এই রূপে শ্রেষ্ঠরূপ ও শ্রেষ্ঠবল মৃগ সকল এখানে বিহার করে। কিন্তু রাজন্! পূর্ব্বে কখন এপ্রকার মৃগ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সামর্থ্য সৌম্য।

ও কান্তি সর্ব্বাংশেই ইহার সর্ব্বোৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত ; সাক্ষাৎ রত্ন ও চন্দ্রস্বরূপ বনভূমি বিদ্যোতিত করিয়া, আমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। আহা, কি সৌন্দর্য্য! আহা, কি শ্রী! আহা, কি সুশোভন স্বরমূর্ত্তি! এই আশ্চর্য্য বিচিত্রদেহ মৃগ আমার মন হরণ করিয়া লইয়াছে। যদি ইহাকে জীবিত শরীরে ধরিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, যথার্থ আশ্চর্য্য হয় এবং আশ্চর্য্য উৎপাদন করে। আমরা বনবাস উদ্‌যাপন করিয়া, পুনরায় রাজ্যস্থ হইলে, এই মৃগ আমাদের অন্তঃপুরে বিভূষার্থ হইবে। হে বিভো! ভরতের, তোমার, শ্বশ্রূগণের ও আমার, সকলেরই এই দিব্য মৃগরূপ বিস্ময় উৎপাদন করিবে। হে পুরুষোত্তম! যদি এই মৃগকে জীবন্ত ধরিতে না পার, তাহা হইলে, ইহার চর্ম্মও পরম প্রীতিকর হইবে। এই নিহত মৃগের স্বর্ণময় চর্ম্ম কুশাসনে প্রসারিত করিয়া, ভগবানের পূজা করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। যদিও স্বীয় প্রয়োজন-সম্পাদনার্থ স্বামীকে এই রূপে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব ভয়ঙ্কর এবং কোন অংশেই শোভা পায় না; কিন্তু এই মৃগের বিচিত্র দেহ আমার নিরতিশয় বিস্ময় সমুৎপাদন করিয়াছে।

তৎকালে, কাঞ্চনের ন্যায় রোমরাজি, অত্যুৎকৃষ্ট মণির ন্যায় শৃঙ্গ, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় বর্ণ এবং নক্ষত্রপথের ন্যায় বিচিত্রতা, এই সকলে অলঙ্কৃত উল্লিখিত মৃগ দর্শন করিয়া, রামেরও অন্তঃকরণে বিস্ময়রসের আবির্ভাব হইল। তখন তিনি মৃগদর্শনে তাহার রূপে লোভাক্রান্ত এবং সীতার কথা শ্রবণে তাহার প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া, হৃষ্টচিত্তে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, এই মৃগের অত্যুৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য দর্শনে জানকীর স্পৃহা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব অদ্য ইহার প্রাণধারণ অসম্ভব। হে সৌমিত্রে! কি বনে, কি নন্দনে, কি চৈত্ররথ কাননে, অথবা পৃথিবীর কোন স্থানেই ইহার সমান মৃগ

নাই। দেখ, ইহার রোমরাজি ক্রমানুক্রমে সুবিন্যস্ত এবং পরম সুন্দর। তাহাতে, কনকবিন্দু সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকাতে, অতিশয় শোভার আবির্ভাব হইয়াছে। আর দেখ, মেঘ হইতে বিদ্যুৎ যেমন বিস্ফুরিত হয়, সেইরূপ, জৃম্ভাকার সময়ে ইহার মুখ হইতে পাবকশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত জিহ্বা বিনিঃসৃত হইতেছে। ইহার মুখমণ্ডল ইন্দ্রনীলনির্ম্মিত পান-পাত্রের আকারবিশিষ্ট, উদর শঙ্খ ও মুক্তাসদৃশ এবং ইহার স্বরূপ নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। ইহাকে দেখিলে, কাহার না মন মোহিত হয়? ইহার রূপ জাম্বূনদময়ী প্রভায় পরিপূর্ণ এবং বিবিধ রত্নে অলঙ্কৃত। ঈদৃশ দিব্য রূপ নয়নগোচর হইলে, কাহার না বিস্ময়রসের সঞ্চার হইয়া থাকে? ধনুর্দ্ধারী রাজারা মহাবনে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, মাংসের জন্য অথবা বিহারার্থও যখন মৃগ সকল সংহার করেন, তখন এইপ্রকার বিচিত্র চর্ম্মের জন্য যে তাহাদের হত্যা করিবেন, ইহা বলা বাহুল্য। অধিকন্তু, তাঁহারা মৃগবধে উদ্যত হইয়া, মহারণ্যে মণিরত্ন ও সুবর্ণাদি ধাতুরূপ ধনও সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ঐপ্রকার বন্য ধনরাশি দ্বারা কোষ বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং তৎসমস্তই, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত পুরুষের সংকল্পমাত্রেই সমাগত সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুর ন্যায়, মনুষ্যের পক্ষে পরম প্রশস্ত। যাহার অর্থে প্রয়োজন আছে, সেই ব্যক্তি যে অর্থের জন্য কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া, অবিচারিত চিত্তে তাহার সম্পাদনার্থ কৃতযত্ন হয়, অর্থস ধন-সুনিপুণ অর্থশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই অর্থকেই প্রকৃত অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব এই মৃগবধে বৈধ করিবার আবশ্যকতা নাই। সুমধ্যমা জানকী আমার সহিত এই মৃগরত্নের অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্ম্মে উপবেশন করিবেন। কি কদলী ও প্রিয়ক মৃগের ত্বক্, কি প্রবেণী ও আবিক ছাগলের অথবা মেষাদির চর্ম্ম, কিছুই এই মৃগের চর্ম্মসদৃশ সুখস্পর্শ বলিয়া আমার প্রতীতি হয় না। এই মৃগই শ্রীমান্, আর আকাশে যে মৃগ বিচরণ করে, সেই মৃগই শ্রীমান্। কলতঃ,

সেই তারামৃগ (মৃগশিরোনক্ষত্র) এবং এই মহীমৃগ, এই উভয় মৃগই দিব্য মৃগ। এতদ্ব্যতীত, আর দিব্য মৃগ নাই। লক্ষ্মণ! তুমি বলিতেছ, ইহা রাক্ষসের মায়া। যদি প্রকৃত পক্ষে তাহাই হয়, তাহা হইলেও, আমি ইহার বধ করিব। দেখ, এই দুরাত্মা নির্দ্দয় মারীচ পূর্ব্বে বনে বিচরণ করত মুনিমুখ্যগণের প্রাণ বধ করিয়াছে। এবং মৃগয়া সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া, পরম ধনুর্দ্ধর অনেক রাজাকেও সংহার করিয়াছে। অতএব এই মৃগকে বধ করা কর্ত্তব্য। স্বীয় গর্ভ যেমন অশ্বতরীকে বিনষ্ট করে, পূর্ব্বে এই অরণ্যে রাক্ষস বাতাপিও তেমনি উদরস্থ হইয়া, তপস্বী ব্রাহ্মণগণের পরিভবপূর্ব্বক প্রাণসংহার করিত। এই রূপে বহু কাল অতীত হইলে, কোন সময়ে সেই বাতাপি পরম তেজস্বী মহামুনি অগস্ত্যকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার ভক্ষ্য হইয়াছিল। পরে ভোজনান্তে উত্থানসময়ে বাতাপিকে রাক্ষসরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া, ভগবান্ অগস্ত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, বাতাপি! তুমি তেজে হতজ্ঞান হইয়া, এই জীবলোকে অনেক দ্বিজশ্রেষ্ঠের পরিভব করিয়াছ। সেই জন্য, আমি তোমায় জীর্ণ করিলাম। লক্ষ্মণ! যে, আমার ন্যায় ধর্ম্মনিত্য ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে অতিক্রম করে, সেই মারীচেরও বাতাপির ন্যায়, প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মারীচ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া, অগস্ত্যকর্ত্তৃক বাতাপির ন্যায়, মৎকর্ত্তৃক নিহত হইবে। এক্ষণে তুমি কবচাদি বন্ধন পূর্ব্বক সযত্নে মৈথিলীর রক্ষা কর। হে রঘুনন্দন! জানকীকে রক্ষা করাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য প্রধান কার্য্য। অতএব তুমি সাবধানে অবস্থিতি কর। আমি এই মৃগকে হয়, সংহার, না হয়, গ্রহণ করিব। হে সৌমিত্রে! এই মৃগচর্ম্মে জানকীর অতিমাত্র অভিলাষ উপস্থিত হইয়াছে, দেখ। অতএব আমি সত্বরই মৃগের আনয়নার্থে গমন করিব। এই মৃগের ত্বক্ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অদ্য নিশ্চয়ই ইহার প্রাণত্যাগ ঘটিবে। লক্ষ্মণ! আমি যতক্ষণ না

এই মৃগকে একমাত্র সায়কেই সংহার করিতেছি, তাবৎ তুমি সীতার সহিত অতি সাবধানে আশ্রম মধ্যে অবস্থিতি কর। আমি শীঘ্রই ইহাকে হত্যা করিয়া, চর্ম্ম লইয়া আসিব। লক্ষ্মণ! এই জটায়ু অতিশয় সামর্থ্যশালী, অতিশয় বলবান্ এবং অতিশয় বুদ্ধিবিশিষ্ট। তুমি ইঁহার সহিত জানকীকে লইয়া, রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিকেই বিচরণ করিতেছে, তজ্জন্য প্রতিক্ষণেই শঙ্কিত হইয়া, সাবধানে অবস্থিতি কর।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

পরম তেজস্বী রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইপ্রকার উপদেশ করিয়া, স্বর্ণময় মুষ্টিসম্পন্ন খড়্গ ধারণ করিলেন। অনন্তর, যাহার মধ্যদেশ তিন স্থলে অবনত ঈদৃশ আত্মশোভাসাধন ধনু গ্রহণ ও তূণীরযুগল বন্ধন পূর্ব্বক প্রচণ্ড পরাক্রমে প্রস্থান করিলেন। বন্যরাজ মারীচ-মৃগ রাজেন্দ্র রামকে আগমন করিতে দেখিয়া, ভয়বশতঃ অন্তর্হিত হইয়া, পুনরায় তাঁহার দর্শনগোচরে উপনীত হইল। রামও ধনুর্গ্রহণ ও খড়্গবন্ধন পূর্ব্বক, যেদিকে মৃগ, সেই দিকে ধাবমান হইলেন এবং ধাবনসময়ে অবলোকন করিলেন, মৃগ স্বীয় রূপে চতুর্দ্দিক আলোকময় করিয়া, যেন সম্মুখেই অবস্থিতি করিতেছে; কখনও ধনুষ্পাণি রামকে বারংবার অবলোকন করিয়া, অরণ্যমধ্যে ধাবমান হইতেছে; কখন যেন উৎপতন পূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; কখন প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক যেন হস্তপ্রাপ্ত হইতেছে; কখন যেন শঙ্কিত ও সমুদ্ভ্রান্ত হইয়া, আকাশে উৎপতন করিতেছে; কখন বনভূমির কোথাও অদৃশ্য ও কোথাও দৃশ্যমান হইতেছে; এবং কখনও বা বিচ্ছিন্ন মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন শারদীয় চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, মুহূর্ত্তমাত্র দৃশ্য ও মুহূর্ত্তমাত্রেই দূরে প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপে মৃগরূপী মারীচ বারংবার দৃশ্য ও অদৃশ্য হইয়া, রামকে

আশ্রম হইতে দূরে লইয়া চলিল। রাম তদীয় মায়ায় মোহিত ও নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া, ক্রোধে আক্রান্ত হইলেন। অনন্তর একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, ছায়া আশ্রয় পূর্ব্বক হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাক্ষেত্রে অবস্থান করিলেন। মৃগরূপী মারীচ তাঁহার চিত্তবিভ্রম সমুৎপাদন করিয়াছিল। সে পুনরায় অন্যান্য মৃগগণে পরিবৃত্ত হইয়া, অদূরে তাঁহার দর্শনগোচরে উপস্থিত হইল। এবং রামকে ধরিতে উদ্যত দেখিয়া, পুনর্ব্বার দৌড়িতে আরম্ভ করিল। অনন্তর অতিমাত্র ত্রাস বশতঃ তৎক্ষণেই আবার অন্তর্হিত হইল। এবং দূরে গমন পূর্ব্বক পুনরায় পাদপপুঞ্জের অন্তরাল হইতে বিনিঃসৃত হইলে, পরম তেজস্বী রাম তদ্দর্শনে তাঁহাকে সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া, রোষভরে পুনরায় তূণ হইতে সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ শত্রুনিপাতন প্রজ্বলিত শর উদ্ধৃত করিলেন। ঐ শর অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট এবং স্বয়ং ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বলশালী রাম বিষজ্বালাপরিবৃত আশীবিষের ন্যায়, উল্লিখিত ব্রহ্মাস্ত্র দৃঢ়রূপে শরাসনে সন্ধান ও বলপূর্ব্বক ধনু আকর্ষণ করিয়া, মৃগের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। শরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, বজ্রের ন্যায়, মৃগরূপী মারীচের হৃদয় নির্ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তখন সে নিরতিশয় আতুর হইয়া তালপ্রমাণ উল্লম্ফন করিয়া, নিপতিত হইল। এবং ক্ষীণ প্রাণে ধরাতলে পতিত হইয়াই, ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিল। অনন্তর মারীচ মরিবার সময় সেই মায়াময় মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া, রাবণের আদেশ স্মরণ পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, সীতা লক্ষ্মণকেও এখানে প্রেরণ এবং রাবণ শূন্যে সীতাকে হরণ করিতে পারে? এইপ্রকার চিন্তানন্তর, মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া, রাবণের উপদিষ্ট পরামর্শানুসারে, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া, রামের ন্যায় কণ্ঠস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। রামের অনুপম শরে তাহার মর্ম্মদেশ একান্ত বিদ্ধ হইয়াছিল। সে আর মৃগরূপ ধারণ করিতে না পারিয়া, রাক্ষসমূর্ত্তি পরি-

প্রকাশপূর্ব্বক মরিবার সময়ে স্বীয় শরীর গাঢ়তিশয় সংবর্দ্ধিত করিল। রাম ভীমদর্শন নিশাচর মারীচকে রক্তাক্তকলেবরে ধরাতলে পতিত ও লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, মনে মনে সীতাকে ও লক্ষ্মণের কথা স্মরণ করত আশ্রমোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, ইহা মারীচের মায়া। তাঁহার কথাই এখন সত্য হইল। যথার্থই মারীচকে আমি বধ করিলাম। এক্ষণে, মারীচ, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে প্রাণত্যাগ করিল। না জানি, সীতার এখন কি ঘটে এবং মহাবাহু লক্ষ্মণেরই বা কিরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়! এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে, ত্রাস-বশতঃ ধর্ম্মাত্মা রামের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তৎকালে মৃগরূপী রাক্ষসকে হত্যা করিয়া, তাহার উক্তপ্রকার চীৎকারশব্দ শ্রবণ করত, বিষাদজন্য নিরতিশয় ভয়ে তিনি অভিভূত হইলেন। অনন্তর তিনি অন্যান্য মৃগ সংহার ও তাহাদের মাংস গ্রহণ করিয়া, দ্রুতপদসঞ্চারে জনস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে, বনমধ্যে স্বামির সদৃশ আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, যাও, জানিয়া আইস, রামের কি হইয়াছে। তিনি নিরতিশয় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছেন। সেই শব্দ শুনিয়া, আমার মন ও প্রাণ আর স্বস্থানে অবস্থিতি করিতেছে না। তিনি তোমার ভ্রাতা, অরণ্যমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন। তাঁহাকে পরিত্রাণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি শীঘ্রই শরণার্থী ভ্রাতার রক্ষা জন্য ধাবমান হও। গো-বৃষ যেমন সিংহের, তিনিও তেমনি রাক্ষসদের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের আদেশ স্মরণ

করিয়া, সীতার কথায় গমন করিলেন না। তখন সীতা নিতান্ত বিচলিতান্তঃকরণ হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি রামের মিত্ররূপী শত্রু। দেখ, তুমি এই সংকটসময়েও তাঁহার রক্ষার্থ গমন করিতেছ না। বুঝিলাম, আমার প্রতি তোমার অভিলাষ হইয়াছে। সেইজন্য, তুমি তাঁহার বিনাশ কামনা করিতেছ। নিশ্চয়ই আমার প্রতি লোভ হওয়াতে, তুমি তাঁহার অনুগমন করিতেছ না। সেই জন্য, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, রামের বিপদও তোমার পরম সুখের বিষয় হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি তোমার পূর্ব্বস্নেহও দূর হইয়াছে। সেই জন্য, তুমি মহাদ্যুতি রামকে না দেখিয়াও, নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ। কিন্তু তুমি যে রামের অধীনে এখানে আসিয়াছ, তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইলে, তোমার রক্ষাধীনে থাকিয়া, আমি আর কি করিব; আমার মরণই মঙ্গল।

বৈদেহী বাষ্প ও শোকে আচ্ছন্ন এবং মৃগবধূর ন্যায় ত্রাসযুক্ত হইয়া, এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, জানকি! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পন্নগ, কেহই আপনার স্বামীকে জয় করিতে সমর্থ নহে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অয়ি শোভনে! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য, কিন্নর, মৃগ ও বিহঙ্গম, ইহাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, যুদ্ধে ইন্দ্রের সমান রামের প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ, রামকে যুদ্ধে বধ করা কাহারও সাধ্য নহে। অতএব আপনার এপ্রকার বলা শোভা পায় না। আর, আপনাকে রাম বিনা একাকিনী এই অরণ্য মধ্যে ত্যাগ করিতেও, কোন ক্রমেই আমার সাহস হইতেছে না। দেখুন, ইন্দ্রাদি প্রচুর-বল-বিশিষ্ট পুরুষগণও স্বকীয় বলে রামের বল নিবারণ করিতে সক্ষম হয়েন না। অথবা, স্বয়ং ঈশ্বর ও অমরগণের সহিত ত্রিভুবন একত্র মিলিত হইলেও, রামকে পরাজয় করিতে পারে না। অতএব আপনি শোক ত্যাগ করিয়া

প্রহৃষ্ট-চিত্ত হউন। আপনার স্বামী রাম মৃগ-রূপীকে সংহার করিয়া, শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন। আর, এই স্বর নিশ্চয়ই তাঁহার নহে এবং কোন অশরীরিণী দেবতাও এই-প্রকার স্বর প্রয়োগ করেন নাই। নিশাচর মারীচই গন্ধর্ব্বনগর-সদৃশী মিথ্যা মায়া বিস্তার করিয়া, এইপ্রকার চীৎকার করিতেছে। অয়ি জানকি! মহাত্মা রামও গচ্ছিত ধনস্বরূপ আপনাকে আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য, আপনাকে ত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। অয়ি কল্যাণি! অয়ি বরারোহে! এই সকল রাক্ষসের সহিত আমাদের শত্রুতা হইয়াছে। দেবি! খরকে নিধন করিয়া, জনস্থান ধ্বংস করাতে, তদুপলক্ষে কৃতবৈর নিশাচরগণ এই মহাবনমধ্যে আমাদের ব্যামোহসাধনার্থ নানাপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। জানকি! সাধুগণের হিংসা করাই রাক্ষসদিগের একমাত্র আমোদ প্রমোদ। অতএব এ বিষয়ে চিন্তিত হওয়া কোন অংশেই আপনার শোভা পায় না।

লক্ষ্মণ এইপ্রকার কহিলে, ক্রোধবশতঃ জানকীর লোচন-যুগল নিতান্ত লোহিত ভাতি ধারণ করিল। তিনি পরুষ বাক্যে সত্যবাদী সুমিত্রাতনয়কে কহিতে লাগিলেন, তুমি রামকে মারিয়া, দয়া করিয়া আমার রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ। অতএব তোমার এই দয়ার কোন মহত্ত্ব বা প্রশংসা নাই। তুমি অতি নিষ্ঠুর ও কুলনাশন। বুঝিলাম, রাম মহাবিপদে পতিত হইলেই, তোমার পরম প্রীতির বিষয় হইয়া থাকে। সেই-জন্য, তুমি তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়াও, এইপ্রকার কথা বলিতেছ। লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায়, জ্ঞাতিত্ব বশতঃ শত্রুভাবা-পন্ন পুরুষগণ যে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহা বিচিত্র নহে; তাহাতে, আবার, তুমি অতীব নির্দয় এবং সর্ব্বদাই স্বকীয় দুরভিসন্ধি গোপন করিয়া, বিচরণ করিয়া থাক। বুলিয়াছি, তুমি নিতান্ত দুষ্টপ্রকৃতি। সেইজন্য, রাম একাকী

বনে আসিলে, তুমিও একাকী তাঁহার অনুযায়ী হইয়াছ; অথবা, ভরত আমার প্রতি লোভপরতন্ত্র হইয়া, গুপ্ত শত্রু রূপে তোমায় রামের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মণ! তুমি বা ভরত যাহা মনে করিয়াছ, তাহা কখনই ঘটিবে না। আমি পদ্মপলাশলোচন নীলোৎপলশ্যাম রামের গৃহিণী হইয়া, কি রূপে ইতর জনে অভিলাষিণী হইব। অতএব, লক্ষ্মণ! আমি তোমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব, কোন সন্দেহ নাই। রাম বিনা ক্ষণকালও আমি এই সংসারে প্রাণ ধারণ করিব না।

সীতা যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলেন, শুনিলে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি আমার সাক্ষাৎ দেবতা; সুতরাং উত্তর করিতে আমার সাহস হইতেছে না। কিন্তু জানকি! আপনি যে অযোগ্য কথা বলিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিচিত্র নহে। কেননা, ঐপ্রকার কুৎসিত কথা বলাই স্ত্রীজাতির স্বধর্ম্ম; ইহা সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই ক্রূর, চঞ্চল, ধর্ম্মজ্ঞানহীন এবং পিতা ও পুত্রাদির মধ্যে পরস্পর ভেদ সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু, জানকি! আপনার এই কথা আমার সহ্য হইতেছে না। অত্যুগ্র নারাচের ন্যায়, ইহা আমার উভয় কর্ণই বিদ্ধ করিতেছে। যাহা হউক, বনচারী দেবগণ সকলেই আমার সাক্ষী। আমি যথার্থ কথাই বলিয়াছি। তথাপি, তুমি আমায় যেপ্রকার কটূক্তি করিলে, ইহাঁরা সকলে তাহা শ্রবণ করুন। আমি সর্ব্বদাই গুরুর কথা পালন করিয়া থাকি। কিন্তু তুমি স্ত্রীস্বভাব ও দুষ্ট প্রকৃতি বশতঃ আমায় এইপ্রকার সন্দেহ করিতেছ; নিশ্চয়ই তোমার বিনাশ উপস্থিত। তোমায় ধিক্! অয়ি বরাননে! রাম যেখানে, আমি চলিলাম; তুমি কুশলে থাক। এবং বনদেবতারা তোমার রক্ষা করুন। অয়ি বিশালাক্ষি! ঘোরতর দুর্নিমিত্ত সকল আমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত

হইতেছে। অতএব, পুনরায় রামের সহিত আসিয়া তোমায় যেন দেখিতে পাই?

লক্ষ্মণ এইপ্রকার কহিলে, জনকনন্দিনী অবিরল-বাহিনী অশ্রুধারায় পরিপ্লুতা হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে প্রত্যুত্তর করিলেন, লক্ষ্মণ! রামের সহিত বিরহ ঘটিলে, আমি গোদাবরীসলিলে ডুবিয়া মরিব; কিম্বা গলায় দড়ি দিব; অথবা কোন উচ্চস্থানে উঠিয়া এই দেহপাত করিব; কিম্বা তীক্ষ্ণ বিষ পান করিব; না হয়, আগুণে প্রবেশ করিব। তথাপি, রাম ভিন্ন আর কোন পুরুষকে আমি কখনও স্পর্শ করিতে পারিব না। সীতা শোকভরে রোদন করিতে করিতে লক্ষ্মণের নিকট এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, দুঃখভরে উদরে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ বিশাললোচনা জনকদুহিতাকে নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে দেখিয়া, বিমনা হইয়া, আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি দেবরকে আর কোন কথাই বলিলেন না। অনন্তর জিতেন্দ্রিয় ও জিতচিত্ত লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে অভিবাদন ও কিঞ্চিৎ প্রণাম করিয়া, বারংবার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

—:*:—

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণ সীতার কটূক্তিতে কুপিত হইয়া, রামকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্রচিত্তে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। দশানন এই সুযোগ পাইয়া, সুকোমল কাষায় বস্ত্র, শিখা, ছত্র, উপানৎ এবং বাম স্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিবেশে সীতার সকাশে সমাগত হইল। সীতা রাম লক্ষ্মণ বিরহে চন্দ্র-সূর্য্য-বিবর্জ্জিত সন্ধ্যার ন্যায় হইয়াছিলেন। দশানন, ঘোরতর অন্ধকারের ন্যায়, তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল, এবং অতীব দারুণ

রাহু যেমন শশিহীন রোহিণীকে দর্শন করে, তদ্রূপ সেই যশস্বিনী বালিকা রাজনন্দিনীকে দেখিতে লাগিল। জনস্থানস্থ বৃক্ষ সকল উগ্রপ্রকৃতি পাপকর্ম্মা রাবণকে দর্শন করিয়া ভয়ে স্পন্দহীন হইল এবং বায়ুও আর প্রবাহিত হইল না। তাহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ। সীতার প্রতি তাহাকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, দ্রুতগামিনী গোদাবরী নদীও শঙ্কাবশতঃ মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে দশগ্রীব রাবণ রামের রন্ধ্রান্বেষী হইয়া, ভিক্ষুবেশে জানকীর সকাশে উপস্থিত হইল। তিনি স্বামীর জন্য শোক করিতেছিলেন। শনিগ্রহ যেমন চিত্রার সমীপস্থ হয়, অভব্য রাবণও তেমনি ভব্যবেশে সীতার নিকটবর্ত্তী হইল, এবং তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায়, কপট সাধুবেশে অভিমুখীন হইয়া, সেই যশস্বিনী রামপত্নী জানকীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া, দণ্ডায়মান হইল। সীতার ওষ্ঠ ও দশনপংক্তি পরম সুন্দর, বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, এবং লোচনযুগল পদ্মপত্রসদৃশ। তিনি পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া, বাষ্প ও শোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, পর্ণশালায় উপবেশন করিয়াছিলেন। রাবণ দণ্ডায়মান হইয়া, বারংবার তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। দর্শন করিয়া, তাহার হৃদয় কামশরে বিদ্ধ ও হর্ষরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তখন সে বেদোচ্চারণ করিয়া, স্বীয় শরীর সৌন্দর্য্যে পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমানা ত্রিভুবনসুন্দরী জানকীকে প্রশংসা পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, অয়ি শুভাননে! তোমার বর্ণের আভা অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণ সদৃশ, তাহাতে আবার তুমি পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র পরিধান এবং পদ্মিনীর ন্যায়, পরম সুন্দর কমলমালা ধারণ করিয়াছ। অয়ি বরারোহে! তুমি কি হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, অপ্সরা, অথবা ভূতি, কিম্বা সাক্ষাৎ রতি, ইচ্ছানুসারে বনে বিহার করিতেছ? তোমার দশনপংক্তি সম সংস্থিত, কুন্দপুষ্পের কুট্মলের ন্যায় প্রশস্তাগ্র, স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুরবর্ণ। তোমার নেত্রযুগল বিশাল, বিমল, রক্তান্ত

ও কৃষ্ণতারক। তোমার জঘন অতি স্থূল ও সুবিস্তৃত। তোমার উরুযুগল করিকরসদৃশ, বর্ত্তুলের ন্যায় আকার বিশিষ্ট, পরম পরিপুষ্ট, এবং সর্ব্বতোভাবে প্রগল্‌ভিত ও সংহত। তোমার স্তনযুগল পীন ও উন্নতাগ্র, পরম মনোহর, সুস্নিগ্ধ তালফলের সদৃশ, নিরতিশয় সুন্দর ও উৎকৃষ্ট মণিসমূহে অলঙ্কৃত। ফলতঃ তোমার দন্ত, নেত্র ও স্মিত সমুদায়ই সুন্দর। অয়ি বিলাসিনি! নদী যেমন সলিলবেগে কূল হরণ করে, তুমি তেমনি ঐ সকলে আমার মন হরণ করিতেছ। তোমার কেশগুচ্ছ পরম সুন্দর, পয়োধর-যুগল সংহত এবং তোমার মধ্যদেশ এরূপ ক্ষীণ, যে, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারাও ধারণ করা যায়। কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি যক্ষী, কি কিন্নরী, কেহই তোমার সদৃশ-রূপশালিনী নহে। আমি পূর্ব্বে কখন পৃথিবীতে তোমার সদৃশী ললনা দর্শন করি নাই। তোমার রূপ, যৌবন, সৌকুমার্য্য এবং অরণ্যবাস, এই চারিটিই লোকমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তজ্জন্য, আমার চিত্তবিকার সমুৎপাদন করিতেছে। অতএব বাহির হইয়া আইস; তোমার মঙ্গল হউক, বনে বাস করা তোমার শোভা পায় না। কামরূপী ভয়ংকর নিশাচরগণ সর্ব্বদা এখানে বাস করে। রমণীয় প্রাসাদশিখর, এবং সুসমৃদ্ধ ও সুগন্ধি নগরোপবন, এই সকলেই বিচরণ করা তোমার শোভা পায়। অয়ি অসিতেক্ষণে! উৎকৃষ্ট মাল্য, উৎকৃষ্ট গন্ধ, উৎকৃষ্ট বস্ত্র এবং উৎকৃষ্ট স্বামী, এই সকলই তোমার উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। অয়ি শুচিস্মিতে! তুমি রুদ্র অথবা মরুদ্‌গণ, কিংবা বসুগণের মধ্যে কাহার রমণী? বরারোহে! আমার ত তোমায় দেবতা বলিয়া, স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। রাক্ষসগণই এই অরণ্যে বাস করে। না দেবগণ, না গন্ধর্ব্বগণ, না কিন্নরগণ, কেহই এখানে আগমন করে না। তুমি কি রূপে এখানে আসিলে? মৃগ, শাখামৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, বৃক, ঋক্ষ, তরক্ষু ও কঙ্কগণ এখানে বিচরণ করে। তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি কি রূপে নির্ভয়ে আছ? অয়ি বরাননে! ভয়ঙ্কর

পরাক্রান্ত মদমত্ত হস্তিগণও এই অরণ্যে বাস করিয়া আছে; তুমি একাকিনী, ভয় পাইতেছ না ? তুমি কে, কাহার পরিগ্রহ, কোথা হইতে কিনিমিত্ত একাকিনী রাক্ষসগণের অধিষ্ঠিত ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছ ?

মহাত্মা রাবণ ব্রাহ্মণবেশে সমাগত হইয়া, এইপ্রকার প্রশংসা করিলে, জানকী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রথমে আসন প্রদান ও পাদ্য দ্বারা অভিনিমন্ত্রণ পুর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার অতিথিসংকার সহযোগে পূজা করিলেন। পরে, সেই সৌম্যদর্শন রাবণকে কহিলেন, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে। রাবণ কমণ্ডলু ও কুসুম্ভবস্ত্র ধারণ পুর্ব্বক ব্রাহ্মণবেশে আগমন করিল, দেখিয়া, জানকী তাহার ঐ দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি ব্রাহ্মণের লক্ষণ সমস্ত দর্শনে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণবেশে সমাগত দশাননকে ব্রাহ্মণের ন্যায়, নিমন্ত্রণ পুর্ব্বক কহিলেন,, বিপ্র! এই কুশাসন, ইচ্ছানুসারে উপবেশন করুন, এই পাদ্য, প্রতিগ্রহ করুন এবং এই বনজ দ্রব্য সমস্ত আপনারই জন্য বিধান করা হইয়াছে, অব্যগ্র চিত্তে উপযোগ করুন। নরেন্দ্রপত্নী জানকী এইরূপে নিমন্ত্রণ করিলে, রাবণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত আত্মবিনাশার্থ বলপুর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইল। পরমপ্রিয়মূর্ত্তি রাম, লক্ষ্মণের সহিত মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। জানকী তৎকালে তাঁহাদের প্রতীক্ষা করত ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কেবল চতুর্দ্দিকে সুবিস্তৃত সেই হরিদ্বর্ণ বনভূমিই দর্শন করিলেন; রাম লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন না।

—০:০—

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ সন্ন্যাসিবেশে হরণাভিলাষে এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, সীতা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি অতিথি ও ব্রাহ্মণ; কোন কথা না কহিলে, আমায় শাপ দিতে পারেন। মুহূর্ত্তকাল এইপ্রকার চিন্তা করিয়া তাহাকে কহিলেন, আপনার কল্যাণ হউক। আমি মিথিলাপতি মহাত্মা জনকের দুহিতা ও রামের প্রিয় মহিষী, আমার নাম সীতা। আমি ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের গৃহে দ্বাদশবর্ষ বাস করিয়া, বিবিধ অমানুষ ভোগ সম্ভোগ করি এবং আমার সকল কামনাই পূর্ণ হয়। অনন্তর ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হইলে, রাজা দশরথ মন্ত্রি-গণের সহিত মিলিত হইয়া, রামকে অভিষেক করিতে মন্ত্রণা করিলেন। তদনুসারে অভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিলে, মদীয় শ্বশ্রূ কৈকেয়ী শ্বশুর দশরথের নিকট বর যাচ্ঞা করিলেন। দশরথ প্রতিজ্ঞা করিয়া কখন ভঙ্গ করিতেন না। কৈকেয়ী সুকৃতবলে তাঁহাকে বশীভূত করিয়া, আমার স্বামী রামের বন-বাস এবং ভরতের অভিষেক, এই দুই বর নৃপোত্তম দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন। এবং কহিলেন, রামকে যদি রাজা কর, তাহা হইলে, আমি কখনই পান, ভোজন বা শয়ন করিব না, এই পর্য্যন্তই আমার জীবনের শেষ হইল। কৈকেয়ী এইপ্রকার কহিলে, মদীয় শ্বশুর রাজা দশরথ তাঁহাকে বলিলেন, যাহাতে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে, এরূপ বিবিধ বিষয় তোমাকে প্রদান করিব; তুমি রামের অভিষেকের বিঘ্ন করিও না। কিন্তু কৈকেয়ী তাহাতে সম্মত হইলেন না। যাহা হউক, আমার স্বামী রামের বয়স পঁচিশ বৎসর হইয়াছে। এবং তাঁহার তেজের সীমা নাই। আর, আমার বয়স জন্ম হইতে বনপ্রবেশপর্য্যন্ত আঠার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার স্বামী রাম নামে বিখ্যাত। তিনি অতিশয় সত্যশীল, সুশীল, নির্ম্মলস্বভাব, এবং প্রাণিমাত্রেরই

হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত এবং লোচনযুগল আকর্ণবিশ্রান্ত। মহারাজ পিতৃদেব দশরথ কামার্ত্ত হইয়া, কৈকেয়ীর প্রিয় কামনায় তাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন রামকে অভিষেক করিলেন না। রাম অভিষেকার্থ পিতার নিকট আসিলে, কৈকেয়ী তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, হে রঘুনন্দন! তোমার পিতা আমাকে এইপ্রকার আজ্ঞা করিয়াছেন যে, ভরতকে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিবেন এবং তোমাকে চৌদ্দবৎসর বনবাসী হইতে হইবে। অতএব তুমি বন গমন করিয়া, পিতাকে মিথ্যার হস্তে পরিত্রাণ কর। রাম কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, কৈকেয়ীকে তাহাই হইবে, বলিলেন। এবং সবিশেষ দৃঢ়তা অবলম্বন পূর্ব্বক বনবাসী হইলেন। বিপ্র! তিনি কেবল লোককে দান করেন, কখন কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করেন না এবং সর্ব্বদা সত্য কহেন, কখনও মিথ্যা বলেন না; ইহাই রামের উৎকৃষ্ট ব্রত। তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা অতিশয় বীর, তাঁহার নাম লক্ষ্মণ। তিনি রামের সহায়, সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ, সমরে শত্রুকুল নির্ম্মূল করেন এবং তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও দৃঢ়ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক শরাসন হস্তে আমার সহিত বনবাসী রামের অনুগামী হইয়াছেন। এইরূপে দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মনিত্য রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সমভিব্যাহারে জটাধর তাপসবেশে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অধুনা আমরা তিন জনে কৈকেয়ীর জন্য রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, স্বকীয় বলবিক্রমে গম্ভীর কাননমধ্যে বিচরণ করিতেছি। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে, ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। আমার স্বামী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বন্য ফল মূল এব রুরু, বরাহ ও গোধা হত্যা করিয়া, প্রচুর আমিষ গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিবেন। এক্ষণে, আপনার নাম, গোত্র ও বংশ সত্য করিয়া বলুন। দ্বিজ! আপনি কিজন্য একাকী দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছেন?

রামদয়িতা সীতা এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাবল

রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁর বাক্যে উত্তর করিল, জানকি! সুর, অসুর ও মনুষ্য সহিত সমুদায় লোক যাহাকে অতিশয় ভয় করে, আমি সেই রাক্ষসকুলপতি রাবণ। তোমার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ এবং তুমি কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছ। অয়ি অনিন্দিতে! তোমাকে দর্শন করিয়া, স্বকীয় পত্নীগণে আর আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। অতএব, আমি যে বহুসংখ্য উত্তম স্ত্রী ইতস্ততঃ আহরণ করিয়াছি, তুমি তাহাদের সকলেরই মধ্যে প্রধানা মহিষী হও। তোমার কল্যাণ হউক। জানকি! লঙ্কানামে আমার যে মহানগরী সাগরমধ্যে পর্ব্বতোপরি সন্নিবিষ্ট আছে, তুমি তথায় আমার সহিত উপবনসমূহে বিচরণ করিবে। অয়ি ভামিনি! তথায় বিচরণ করিলে, আর তোমার এই বনবাসে স্পৃহা থাকিবে না। সীতে! তুমি যদি আমার পত্নী হও, তাহা হইলে, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যা করিবে।

রাবণ এইপ্রকার কহিলে, অনবদ্যাঙ্গী জানকী কুপিতা হইয়া, তাহাকে অনাদর করিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, যিনি মহাপর্ব্বতের ন্যায় বিচলিত ও মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হয়েন না, আমি সেই মহেন্দ্রসদৃশ পতি রামের একমাত্র অনুগতা। যিনি সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্ন ও বটবৃক্ষের ন্যায় সকলের আশ্রয়, আমি সেই সত্য-প্রতিজ্ঞ মহাভাগ রামের একমাত্র অনুগতা। যাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, হৃদয় অতি বিশাল এবং যিনি সিংহবিক্রমে পদ-বিক্ষেপ করেন, আমি সেই নৃসিংহ ও সিংহসঙ্কাশ রামের একমাত্র অনুগতা। তাঁহার বদন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, কীর্ত্তি অতি বিস্তৃত এবং বাহুযুগল সাতিশয় বিশাল। আমি সেই রাজপুত্র জিতেন্দ্রিয় রামের একমাত্র অনুগতা। তুমি শৃগাল হইয়া, সিংহী আমার অভিলাষ করিতেছ। কিন্তু সূর্য্যের প্রভার ন্যায়, আমাকে সহজে লাভ বা স্পর্শ করিতে পারিবে না। হে রাক্ষস! আমি রামের দয়িতা ভার্য্যা! তুমি আমায় হরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ। বুঝিলাম, তোমার পরমায়ু ক্ষয়

হইয়াছে। সেইজন্য তুমি কাঞ্চনবৃক্ষ সকল দর্শন করিতেছ। এবং সেইজন্য তুমি পরম তেজস্বী মৃগশত্রু ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ও ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পের বদন হইতে দংষ্ট্রা উৎপাটন, হস্ত দ্বারা পর্ব্বতরাজ মন্দরের উত্তোলন, কালকূট বিষ পান করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে গমন, সূচী দ্বারা চক্ষুপরিষ্করণ এবং জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন, করিতে উদ্যত হইয়াছ। অথবা, তুমি রাঘবের প্রিয় ভার্য্যা আমায় প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া, কণ্ঠে শিলা বাঁধিয়া সমুদ্র উত্তরণ, সূর্য্য চন্দ্র উভয়কেই হস্তদ্বয়ে আহরণ এবং অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া বস্ত্র দ্বারা তাহা ধারণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ। অথবা, তুমি যখন রামের সদাচারিণী পত্নী আমায় হরণ করিতে অভিলাষ করিতেছ, তখন নিশ্চয়ই লৌহমুখ শূলসমূহের মধ্যে বিচরণ করিতে উৎসুক হইয়াছ। সিংহ ও শৃগালে যে প্রভেদ, ক্ষুদ্র নদী ও সমুদ্রে যে প্রভেদ এবং অমৃত ও কাঞ্জিকে যে প্রভেদ, তোমাতে ও রামে সেই প্রভেদ। অথবা, স্বর্ণ ও লৌহসীসে যে প্রভেদ, চন্দনসলিলে ও পঙ্কে যে প্রভেদ এবং হস্তী ও বিড়ালে যে প্রভেদ, তোমাতে ও রামে সেই প্রভেদ। কিংবা, কাক ও গরুড়ে যে প্রভেদ, মদ্গু ও ময়ূরে যে প্রভেদ এবং হংস ও গৃধ্রে যে প্রভেদ, রামে ও তোমাতেও সেই প্রভেদ। মক্ষিকা যেমন আজ্য ভক্ষণ করিলে, মরিয়া যায়, ইন্দ্রসমতেজস্বী রাম সশর শরাসন হস্তে বিদ্যমান থাকিতে, তুমিও তেমনি আমাকে হরণ করিয়া, জীর্ণ করিতে পারিবে না। এইপ্রকার নিরতিশয় ক্লেশজনক বাক্য প্রয়োগ করিয়া, শরীর কম্পিত হইয়া উঠিলে, সৎস্বভাবা জানকী বায়ুবেগে কম্পিতা ক্ষীণতনু কদলীর ন্যায় ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কাঁপিতে লাগিলেন, দেখিয়া, মৃত্যুসমপ্রভাব দশানন তাঁহার ভয় উৎপাদনার্থ আপনার কুল, বল, নাম ও কর্ম্ম সমুদায় কহিতে লাগিল।

জীবনধারণ করা যদিও সাধ্য হয়; কিন্তু রামপত্নী আমাকে হরণ করিয়া, কোন ব্যক্তি নিরাপদ হইতে পারে না। রে রাক্ষস! অনুপম-সৌন্দর্য্য-শালিনী দেবরাজমহিষীকেও অবমানিত করিয়া, জীবিত থাকাও সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু মাদৃশী রমণীকে কোন রূপে অবমাননা করিয়া, তুমি যদি সুধাপান কর, তাহাতেও মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না।

—:*:—

একোনপঞ্চাশৎ সর্গ।

প্রতাপশালী রাবণ সীতার কথা শুনিয়া, হস্তে হস্ত আঘাত করিয়া, স্বীয় শরীর সাতিশয় বর্দ্ধিত করিল। অনন্তর বাক্য-বিশারদ দশগ্রীব পুনরায় জানকীকে কহিল, বুঝিলাম, তুমি উন্মত্ত হইয়াছ। আমার বীর্য্যপরাক্রমও তোমার কর্ণগোচর হয় নাই। আমি অম্বরে অবস্থিতি করিয়া, ভুজদ্বয়সহায়ে পৃথিবীকেও উদ্বহন করিতে পারি; সমুদায় সাগরসলিলও পান ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, মৃত্যুরও মৃত্যু বিধান করিতে পারি; এবং সুশাণিত শর-পরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, এককালে স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশও ভেদ করিতে পারি। তুমি কাম ও রূপে উন্মত্ত হইয়াছ। সে যাহা হউক, আমি ইচ্ছামাত্রেই নানাপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারি, অবলোকন কর। এইপ্রকার কহিয়াই, ক্রোধভরে রাবণের শ্যামলপ্রান্ত নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ হইয়া, প্রজ্বলিত পাবক-প্রতিভা বিস্তার করিল। সে, তৎক্ষণাৎ সৌম্যমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, কালরূপসদৃশ তীক্ষ্ণরূপ স্ব-স্বরূপ পরিগ্রহ করিল। এবং নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, দশ মুখ, বিংশতি বাহু, অতীব রক্তবর্ণ নয়ন ও তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত ভূষণ এই সকলে সুশোভিত, নীলনীরদ-সন্নিভ, শ্রীমান্ নিশাচররূপে প্রাদুর্ভূত হইল। এইরূপে রাক্ষস-রাজ রাবণ কপট-সন্ন্যাসিবেশ ত্যাগ ও প্রকাণ্ড দেহ বিস্তার করিয়া, আপনার পূর্ব্বরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক রক্তাম্বরধারী নিশা-

চর বেশে স্ত্রীরত্ন সীতার সম্মুখদেশে দণ্ডায়মান হইল। এবং সূর্য্যপ্রভার ন্যায়, অসিতকেশান্তা, বস্ত্রাভরণভূষিতা সেই জানকীকে কহিতে লাগিল, ত্রিভুবনবিখ্যাত স্বামী লাভের যদি ইচ্ছা থাকে, অয়ি বরারোহে! আমাকে আশ্রয় কর; আমিই তোমার উপযুক্ত পতি। তুমি চিরকালের জন্য আমাকে ভজনা কর; আমিই তোমার শ্লাঘ্য স্বামী। ভদ্রে! আমি কখনও তোমার বিপ্রিয় অনুষ্ঠান করিব না। তুমি মানুষের প্রতি প্রীতি ত্যাগ করিয়া, আমার প্রতি প্রণয় প্রণয়ন কর। অয়ি মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি মৈথিলি! তুমি কোন্ গুণে রাজ্যভ্রষ্ট, অকৃতমনোরথ ও অল্পজীবী রামের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ? দেখ, দুর্ম্মতি রাম স্ত্রীর কথায় রাজ্য ও সুহৃজ্জন ত্যাগ করিয়া, এই হিংস্র জন্তুর আবাস-ক্ষেত্র অরণ্যে বাস করিতেছে।

নিরতিশয় দুষ্টাত্মা রাবণ প্রিয়া ও প্রিয়বাদিনী মৈথিলীকে এই কথা কহিয়াই, কামে মোহিত হইয়া, ধারণ করিল, বোধ হইল, আকাশে বুধ যেন রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। সে, বাম হস্তে পদ্মাক্ষী সীতার কেশপাশ এবং দক্ষিণ হস্তে উরুদ্বয় ধারণ করিল। তাহার শরীর পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, দংষ্ট্রা সকল তীক্ষ্ণ এবং বাহু সকল বিশাল। দেখিলে, বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু। বনদেবতারা তাহাকে দর্শন করিয়া, ভয়ার্ত্ত হইয়া, দশ দিকে পলায়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাবণের সেই মায়াময়, স্বর্ণময়, গর্দ্দভযুক্ত, দিব্য রথ তথায় প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ রথের স্বর অতি কর্কশ। তদ্দর্শনে দশানন গম্ভীর স্বরে পরুষ বাক্যে সীতাকে তর্জ্জনা করিয়া, ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ রথে তুলিয়া লইল। যশস্বিনী সীতা তদীয় ভুজ-পিঞ্জর-মধ্যগতা ও ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, রামকে উদ্দেশ করিয়া, চীৎকার করিতে লাগিলেন। রাম তখন অনেক অন্তরে ছিলেন। যাহা হউক, রাবণের প্রতি জানকীর কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। তজ্জন্য তিনি আত্মমোচনের অভিলাষে

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সীতা এইপ্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, ললাটে ভ্রূকুটিবন্ধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, অয়ি বরবর্ণিনি! আমি কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা। আমার নাম পরমপ্রতাপশালী দশগ্রীব রাবণ। অতএব তোমার মঙ্গল হউক। আমার ভয়ে ভীত হইয়া, মৃত্যুভয়ে অভিভূত প্রজাগণের ন্যায়, দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পন্নগ ও উরগগণ সকলেই সর্ব্বদা পলায়ন করে। আমি কোন কারণবশতঃ ক্রোধভরে দ্বন্দ্ব করিয়া, সংগ্রামে বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরকেও সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়াছি। তাহাতে, তিনি আমার ভয়ে অভিভূত হইয়া, স্বীয় সুসমৃদ্ধ লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া, পর্ব্বতরাজ কৈলাসে বাস করিতেছেন। ভদ্রে! আমি বীর্য্যপ্রভাবে তাঁহার কামগামী পরম সুন্দর পুষ্পকনামক বিমানও হরণ করিয়া লইয়াছি। তুমি সেই বিমানে আরোহণ করিয়া, আকাশপথে গমন করিবে। মৈথিলি! আমি জাতক্রোধ হইলে, আমার মুখদর্শনেই ইন্দ্রপ্রভৃতি সুরগণ নিরতিশয় ভীত হইয়া, দশ দিকে পলায়ন করে। আমি যেখানে অবস্থান করি, বায়ু সেখানে শঙ্কিত হইয়া, প্রবাহিত হয়। এবং সূর্য্যও আমার ভয়ে চন্দ্র হইয়া যায়। অধিক কি, আমি যেখানে অবস্থান ও বিচরণ করি, সেখানে তরুগণেরও পত্র সকল কম্পিত এবং নদী সকলেও তরঙ্গাদি সমুত্থিত হয় না। সাগরের পারে আমার লঙ্কানামে পরম সুন্দর নগরী। উহা দেখিতে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়; ভয়ংকর নিশাচরগণে পরিপূর্ণ এবং পাণ্ডুরবর্ণ প্রাকারে পরিব্যাপ্ত ও বিরাজমান। উহার তোরণ সকল বৈদূর্য্যময় এবং কক্ষ্যাসকল স্বর্ণময়। তাহাতে, ঐ পুরী পরম মনোহারিণী হইয়াছে। উহাতে সর্ব্বদাই বাদ্যধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতেছে। তত্রত্য উদ্যান সকল সর্ব্বকামফল পাদপপরম্পরায়

পরিপূর্ণ। তদ্দ্বারা উহার অতিশয় শোভা হইয়াছে। রাজপুত্রি জানকি! তুমি আমার সহিত হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকীর্ণ ঐ নগরীতে বাস কর। তাহা হইলে, মনুষ্যরমণীগণ আর তোমার স্মরণপথে সমুদিত হইবে না। অয়ি মনস্বিনি বরবর্ণিনি মৈথিলি! তথায় অমানুষ দিব্য ভোগসমূহ ভোগ করিয়া, রামকেও আর তোমার মনে থাকিবে না। দেখ, রাম মানুষ, তাহার আয়ুও ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। আর, ভরতই রাজা দশরথের প্রিয় পুত্র। সেইজন্য, তিনি তাহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বীর্য্যহীন জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে বনে প্রেরণ করিয়াছেন। অয়ি বিশালাক্ষি! রাম এখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য তাহার চিত্তের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। তুমি সেই শোচনীয় দশাপন্ন বীর্য্যহীন রামকে লইয়া আর কি করিবে? আমি সমুদায় রাক্ষসগণের অধিপতি, স্বয়ং উপযাচক হইয়াছি। অতএব আমাকে রক্ষা ও ভজনা কর। বিশেষতঃ, আমি কামশরে বিদ্ধ হইয়াছি। আমাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয় না। অয়ি ভীরু! আমায় প্রত্যাখ্যান করিলে, অনুতাপ করিতে হইবে। উর্ব্বশী পুরূরবাকে পদাঘাত করিয়া, এইপ্রকার অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। রাম মানুষ, যুদ্ধে আমার এক অঙ্গুলিরও সমান হইবে না। অয়ি বরবর্ণিনি! আমি তোমার সৌভাগ্যক্রমেই স্বয়ং সমাগত হইয়াছি; অতএব আমায় ভজনা কর।

রাবণ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রোষভরে সীতার নয়নযুগল নিতান্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সেই নির্জ্জন প্রদেশে পরুষ বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, সমুদায় দেবতাও যাঁহাকে নমস্কার করেন, সেই পরমপূজনীয় কুবেরকে ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া, গর্হিত অনুষ্ঠানে কিরূপে অভিলাষ করিতেছ? রাবণ! তোমার ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধি, কর্কশ ও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যাহাদের রাজা, সেই রাক্ষসগণের সকলকেই অবশ্য মরিতে হইবে। ইন্দ্রপত্নী শচীকে অপহরণ করিয়া,

বিবিধমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কামাভিভূত দশানন, তাঁহাকে, পন্নগরাজ-মহিষীর ন্যায়, গ্রহণ করিয়া, উৎপতিত হইল। এই রূপে রাক্ষসরাজ রাবণ আকাশপথে হরণ করিয়া লইয়া চলিলে, জানকী, মত্তের ন্যায়, আতুরের ন্যায়, এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, হা গুরু চিত্ত-প্রসাদক মহাবাহু লক্ষ্মণ! কামরূপী নিশাচর আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তুমি ইহা জানিতেছ না! হা রাম! তুমি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ, সুখ ও অর্থ, সমুদায়ই ত্যাগ করিয়া থাক। এক্ষণে, অধর্ম্মে আমায় হরণ করিতেছে, দেখিতেছ না! তুমি শত্রু সকলের দমন এবং অবিনয়ীদিগের শাসন করিয়া থাক; ইহা লোকমধ্যে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। তবে কেন এবংবিধ পাপাত্মা রাবণকে শাসন করিতেছ না? অথবা, শস্য যেমন কাল-সহকারে পক্ক হয়, অবিনয়ী পুরুষের কর্ম্মফলও তেমনি কাল-বশে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; সদ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। রাবণ! তুমি কাল প্রভাবে হতচেতন হইয়া, এই যে কর্ম্ম করিলে, ইহার জন্য তোমাকে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইবে। হায়! আমি ধর্ম্মাভিলাষী যশস্বী রামের ধর্ম্মপত্নী, আমায় হরণ করিতেছে! এতদিনে আত্মীয়-গণের সহিত কৈকেয়ীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল! এই সকল কুসু-মিত কর্ণিকার এবং এবং জনস্থান, সকলকেই আমি আমন্ত্রণ করিতেছি; তোমরা শীঘ্রই রামকে বলিবে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। হংস ও সারসগণের কোলাহলে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত তরঙ্গিণী গোদাবরী, তোমায় আমি বন্দনা করি তুমিও শীঘ্র রামকে এই কথা বলিও। নানাজাতীয়-তরু বিশিষ্ট এই কাননমধ্যে যে সকল দেবতা বাস করেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই নম-স্কার করিতেছি, তাঁহারাও আমার স্বামী রামকে এই কথা বলিবেন। এতদ্ভিন্ন, এই অরণ্যে মৃগ ও পক্ষি প্রভৃতি যে কোন নানাজাতীয় প্রাণী অবস্থিতি করে, আমি তাহাদের সকলেরই

শরণাপন্ন হইতেছি। আমি স্বামীর প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী প্রেয়সী ভার্য্যা, সকলেই তাঁহাকে বলিবে, তোমার সীতা বিবশা অবস্থায় রাবণকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। মহাবাহু মহাবল রাম যদি জানিতে পারেন, তাহা হইলে, স্বয়ং যম পরলোকেও হরণ করিয়া লইয়া গেলে, তিনি পরাক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক তথা হইতে আমায় আনয়ন করিবেন।

বিশাললোচনা জানকী নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া, করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে, সহসা অবলোকন করিলেন জটায়ু বনস্পতি আশ্রয় করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে রাবণের বশীকৃত সুশ্রোণী জনকনন্দিনী ভয়াতুর হইয়া, দুঃখিত বচনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, জটায়ু! অবলোকন কর, রাবণ আমাকে অনাথের ন্যায়, হরণ করিতেছে। এই পাপাত্মা রাক্ষসরাজের কিছুমাত্র দয়া নাই। এই দুর্ম্মতি ক্রূর নিশাচর অতিশয় বলবান্; আয়ুধ ধারণ করিয়া আছে এবং লোক সকল জয় করিয়া, নিরতিশয় অহঙ্কৃত হইয়াছে। তুমি ইহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না। অতএব রামকে আমার হরণ কথা যথাযথ অবগত করিও এবং লক্ষ্মণকেও সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিও।

পঞ্চাশৎ সর্গ।

জটায়ু ভোজনানন্তর গাঢ়নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন। এই চীৎকারশব্দ শ্রবণমাত্র,তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া, রাবণ এবং জানকী উভয়কেই অবলোকন করিলেন। তদ্দর্শনে গিরিশৃঙ্গসদৃশপ্রকাণ্ডাকৃতি তীক্ষ্ণতুণ্ড শ্রীমান্ পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ু বনস্পতি আশ্রয় করিয়াই, মিষ্টবাক্যে রাবণকে কহিলেন, ভ্রাতঃ দশগ্রীব! আমি সর্ব্বদা অনাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি এবং সীতাকে রক্ষা করিব বলিয়া সত্যসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অতএব তুমি

আমার সমক্ষে নিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। আমি মহাবল গৃধ্ররাজ জটায়ু। দশরথনন্দন রামও সাক্ষাৎ মহেন্দ্র ও বরুণের ন্যায়, সকল লোকের রাজা এবং সকল লোকেরই হিতানুষ্ঠান-নিরত। তুমি যাহাঁকে হরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, সেই এই বরারোহা যশস্বিনী সীতা সেই লোকনাথ রামের ধর্ম্মপত্নী। তুমিই বা প্রজাপালনরূপ ধর্ম্মনিরত রাজা হইয়া, কি রূপে পরদার হরণ করিবে? অয়ি মহাবল! রাজপত্নীদিগকে রক্ষা করা বিশেষ রূপে কর্ত্তব্য। এক্ষণে, পরস্ত্রীহরণ জন্য নীচ গতি নিবর্ত্তিত কর। যে কর্ম্ম করিলে, লোকের নিন্দাভাজন হইতে হয়, ধীর পুরুষ সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। আপনার ন্যায়, অন্যের স্ত্রীকেও পরপুরুষ-স্পর্শ হইতে রক্ষা করা ব্যক্তিমাত্রের কর্ত্তব্য। অয়ি পৌলস্ত্যনন্দন! রাজারা ধর্ম্ম অর্থ ও কামের অনুসরণ করিবেন। শাস্ত্রে ইহার কোনরূপ স্পষ্ট নিদর্শন না থাকিলেও, শিষ্টগণ ঐরূপ অভিলাষ করিয়া থাকেন। কেননা, প্রজারা স্বভাবতঃ রাজচরিত্রেরই অনুকরণ করে। আর, রাজাই ধর্ম্ম, রাজাই কাম এবং রাজাই উত্তম বস্তু সকলের উত্তম নিধি। ধর্ম্ম, কাম বা পাপ, সমুদায়ই রাজমূলক। অয়ি রাক্ষসরাজ! তুমি যেরূপ দুষ্টস্বভাব ও চপল, তাহাতে কি রূপে দুষ্কৃতীপুরুষের দেবযানের ন্যায়, ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে বলিতে পারি না? যে ব্যক্তি কামস্বভাব, সে সেই স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। কেননা, দুরাত্মাদিগের আলয়ে পুণ্য কখন অবস্থিতি করে না। মহাবল ধর্ম্মাত্মা রাম তোমার নগর বা অধিকার মধ্যে কোন অপরাধই করেন নাই; তবে তুমি কিজন্য তাঁহার অপরাধে প্রবৃত্ত হইয়াছ? দেখ, জনস্থানবাসী খর অতিশয় দুর্বৃত্ত; সুতরাং অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম শূর্পণখার জন্য যদি তাহাকে নিহত করিয়া থাকেন, তাহাতেই বা তাঁহার অপরাধ কি, সত্য করিয়া বল। তুমি কি মনে করিয়াছ, লোকনাথ রামের ভার্য্যা হরণ করিয়া, প্রাণে প্রাণে গমন করিবে? এখনই জানকীকে ছাড়িয়া

দাও। ইন্দ্রের বজ্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, রামও যেন প্রজ্বলিত অগ্নি সদৃশ ভয়ঙ্কর দৃষ্টিপাতে তোমাকে সেই রূপে ভস্মীভূত না করেন। তুমি যে স্বীয় বসনাঞ্চলে আশীবিষ সর্প বন্ধন করিয়াছ, তাহা বুঝিতেছ না। অথবা, তোমার গলদেশে কালপাশ বদ্ধ হইয়াছে, তাহাও দেখিতে পাইতেছ না। সৌম্য! যে ভার বহন করিলে, অবসন্ন হইতে না হয়, তাদৃশ ভারই ধারণ করিবে, এবং যাহা জীর্ণ হইলে, কোনরূপ পীড়াদায়ক না হয়, সেইরূপ অন্নই ভোজন করিবে। যাহার অনুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্ম, কীর্ত্তি বা চিরস্থায়ী যশঃ কিছুরই সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত, শরীর খিন্ন হইয়া থাকে, কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? রাবণ! ষাটিহাজার বৎসর হইল, আমি জন্মগ্রহণ করিয়া, যথাবিধানে পিতৃপৈতামহ রাজ্য পালন করিতেছি। এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি। তুমি যুবা, তাহাতে আবার ধনুর্বাণ ধারণ ও কবচ পরিধানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া আছ। তথাপি, জানকীকে লইয়া, নিরাপদে যাইতে পারিবে না। ন্যায় সংযুক্ত হেতু দ্বারা যেরূপ সনাতন বেদশ্রুতির অপলাপ করা সহজ নহে, তুমিও সেইরূপ বলপূর্ব্বক আমার সমক্ষে জানকীকে হরণ করিতে সমর্থ হইবে না। যদি শূর হও, যুদ্ধ কর। অথবা, রাবণ! মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর। পূর্ব্বে খর যেমন ভূশায়ী হইয়াছে, তুমিও তেমনি হত হইয়া, ধরাতলে শয়ন করিবে। যে তুমি বারংবার যুদ্ধে দৈত্য ও দানবদিগকে নিহত করিয়াছ, বল্কলধারী রাম অচিরাৎ সেই তোমার সংহার করিবেন। রাম লক্ষ্মণ দূরে আছেন, আমি কি করিব? রে নীচ! তোমাকে শীঘ্রই তাঁহাদের ভয়ে পলায়ন করিতে হইবে। আর, আমি বাঁচিয়া থাকিতেও, তুমি রামের প্রিয় মহিষী কমলপত্রাক্ষী সৎস্বভাবা এই সীতাকে লইয়া যাইতে পারিবে না। প্রাণ দিয়াও মহাত্মা রাম ও দশরথের প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব, রাবণ! তুমি মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা কর। দেখিবে,

আমি বৃন্ত হইতে ফলের ন্যায়, তোমায় এই রথবর হইতে, নিপাতিত করিব। রে নিশাচর! আমি যথাসাধ্য তোমায় যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব।

একপঞ্চাশ সর্গ।

পতগরাজ জটায়ু এইপ্রকার কহিলে, তপ্তকাঞ্চনের কুণ্ডল-মণ্ডিত রাক্ষসরাজ রাবণ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। তখন, আকাশে বায়ুপ্রেরিত মেঘদ্বয়ের ন্যায়, তাহাদের উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ ও তুমুল সংপ্রহার উপস্থিত হইল। পক্ষবিশিষ্ট দুই মাল্যবান্ মহাপর্ব্বতের ন্যায়, জটায়ু ও রাবণের ঐ যুদ্ধ অদ্ভুত হইয়া উঠিল। অনন্তর রাবণ মহাবল গৃধরাজের উপরি অনবরত তীক্ষ্ণাগ্র নালীক ও নারাচ এবং ঘোরতর বিকর্ণি সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। বিহঙ্গমরাজ জটায়ু যুদ্ধে রাবণের প্রেরিত অস্ত্র ও শরজাল, সমুদায়ই প্রতিগ্রহ করিলেন। এবং তীক্ষ্ণ-নখাঙ্কিত পদদ্বয়ের আঘাতে রাবণের গাত্রে বহুধা ব্রণ সমুদ্ভাবিত করিলেন। তদ্দর্শনে দশগ্রীব রাবণ কুপিত হইয়া, শত্রুর সংহারবাসনায় মৃত্যুদণ্ড-সদৃশ ভয়ঙ্কর দশ শর গ্রহণ করিল। এবং শরাসন আকর্ণ-পূর্ণ আকর্ষণ করিয়া, সেই অজিহ্মগ তীক্ষ্ণ নিশিত ভয়ঙ্কর শিলীমুখ সায়কপরম্পরা মোচন করত জটায়ুকে বিদ্ধ করিল। জানকী রাবণের রথে ক্রন্দন করিতেছিলেন, দেখিয়া, জটায়ু সেসমস্ত শর তুচ্ছ করিয়া, রাবণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এবং পদদ্বয়ের আঘাতে তাহার মণিমুক্তা-ভূষিত সশর শরাসন ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে রাবণ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া, শত শত ও সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিল। পতগেশ্বর জটায়ু শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া, কুলায়স্থিত পক্ষীর ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর মহাতেজা, পক্ষদ্বয়সহায়ে উল্লিখিত শরজাল বিধুনিত

করিয়া, চরণাঘাতে তাহার মহাধনু ভাঙ্গিয়া দিলেন ; পক্ষের প্রহারে তাহার অগ্নি সদৃশ প্রদীপ্ত কবচও নিপাতিত করিলেন। তদনন্তর তিনি সংগ্রামে রাবণের কাঞ্চনময় দিব্য উরশ্ছদ চূর্ণ করিয়া, অতিশয় বেগবান্ পিশাচ-বদন গর্দ্দভদিগকে সংহার করিলেন। পরে বেগভরে রাবণের কামগামী, পাবকপ্রতিম, মণি-সোপানে বিচিত্রাঙ্গ, ত্রিবেণুসম্পন্ন মহারথ ভগ্ন, ছত্রাদি-ধর রাক্ষসগণের সহিত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ ছত্র ও ব্যজন নিপাতিত, এবং তুণ্ডপ্রহারে সারথির মস্তক ছিন্ন, করিয়া ফেলিলেন।

এই রূপে পরম শ্রীমান্ মহাবল পক্ষিরাজ কর্তৃক শরাসন ছিন্ন, রথ ভগ্ন এবং অশ্ব ও সারথি হত হইলে, রাবণ জানকীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, ভূমিতলে পতিত হইল। তাহাকে ভগ্নবাহন ও ভূপতিত দর্শন করিয়া, প্রাণিগণ বারংবার সাধুবাদপূর্ব্বক গৃধ্ররাজের প্রশংসা করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে রাবণ, পক্ষিযূথপতি জটায়ুকে জরাবশতঃ পরিশ্রান্ত দর্শন করিয়া, পুনরায় হৃষ্টচিত্তে মৈথিলীকে গ্রহণ করিয়া উৎপতিত হইল। তাহার সমুদয় যুদ্ধসাধনই বিনষ্ট ও হত হইয়াছিল ; কেবল খড়্গমাত্র অবশিষ্ট ছিল। সে সেই অবস্থায় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া, জানকীকে ক্রোড়ে করিয়া, গমনে উদ্যত হইলে, মহাতেজা গৃধ্ররাজ জটায়ু সমুৎপতিত হইয়া, তাহার অভিমুখীন হইলেন এবং তাহাকে সম্যক্‌রূপে অবরোধ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, রাবণ! তোমার বুদ্ধি অতি সামান্য। সেইজন্য রাক্ষসকুলের উচ্ছেদ জন্য তুমি রামের পত্নী এই সীতাকে হরণ করিতেছ। জান না, রামের শর সকল বজ্রসমস্পর্শবিশিষ্ট। বুঝিলাম, পিপাসিত হইয়া লোকে যেমন জল পান করে, তুমি তেমনি মিত্র, বন্ধু, অমাত্য, চতুরঙ্গ সৈন্য এবং দাস দাসী প্রভৃতি সমুদায় পরিজনের সহিত বিষপানে উদ্যত হইয়াছ। অবিচক্ষণ ব্যক্তিগণ, কর্ম্মফল অবগত না হইয়া, শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তোমারও সেইরূপ ঘটিবে। তুমি

কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ। মৎস্য যেমন আমিষসংযুক্ত বড়িশ গ্রহণ করিয়া, আত্মবিনাশ জন্য ধাবমান হয়, তুমিও তেমনি কোথায় গমন করিয়া; উল্লিখিত পাশ হইতে পরিহার প্রাপ্ত হইবে? রাবণ! রামলক্ষ্মণকে পরাভূত করা দুঃসাধ্য। তুমি যে এই আশ্রমের অভিভব করিলে, তাঁহারা কখনই ক্ষমা করিবেন না। তুমি ভয়বশতঃ সর্ব্বলোকনিগর্হিত যাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তস্করগণই সচরাচর এইপ্রকার আচরণ করে; বীর পুরুষেরা কখন ইহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না। যদি শূর হও, যুদ্ধ কর, না হয়, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; ভ্রাতা খরের ন্যায়, ধরাতলে শয়ন করিবে। আসন্ন কালে লোকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তুমি আত্মবিনাশবাসনায় তাদৃশ ধর্ম্মবহির্ভূত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে একমাত্র পাপই প্রাদুর্ভূত হয়, কোন্ ব্যক্তি তাহাতে হস্তক্ষেপ করে? ইন্দ্রাদি লোকপাল অথবা স্বয়ং ভগবান্ স্বয়ম্ভূও তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না।

বীর্য্যবান্ জটায়ু এইপ্রকার নীতিগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, দশগ্রীব রাবণের পৃষ্ঠোপরি নির্ভর নিপতিত হইলেন। দুষ্ট হস্তির পৃষ্ঠদেশে অধিরূঢ় হস্তিপক যেমন তাহাকে অঙ্কুশাদি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করে, তিনিও তেমনি রাবণকে আক্রমণপূর্ব্বক খরতর নখরপ্রহারে সর্ব্বতোভাবে বিদারিত করিলেন। এইরূপে তুণ্ডাঘাতপূর্ব্বক নখরপ্রহারে রাবণের পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিয়া, পরে তিনি নখ, পক্ষ ও তুণ্ডায়ুধ সহায়ে তাহার কেশ সমস্ত উৎপাটিত করিলেন। গৃধ্ররাজের বারংবার আক্রমণে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া, অমর্ষভরে রাবণের অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত ও সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সে অতিমাত্র ব্যাকুল ও মূর্চ্ছিত হইয়া, বাম অঙ্কে জানকীকে গাঢ়তর আলিঙ্গনপূর্ব্বক জটায়ুকে তল প্রহার করিল। অরিন্দম জটায়ু সেই তলপ্রহার অতিক্রম করিয়া, তুণ্ডের আঘাতে রাবণের দশ বাম বাহু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন বাহু হইলেও রাবণের বাহু সকল

সহসা তৎক্ষণাৎ প্রাদুর্ভূত হইল। বোধ হইল, যেন বিষজ্বালা-সমূহে পরিব্যাপ্ত ভুজঙ্গমসমূহ বল্মীক হইতে বহির্গমন করিল। বিপুলবীর্য্য দশগ্রীব ক্রোধভরে সীতাকে ত্যাগ করিয়া, জটায়ুকে মুষ্টি ও চরণদ্বয়ের আঘাত করিল। তখন উভয়ের মুহূর্ত্তকাল তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাবণ যেমন রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ, জটায়ু তেমনি পক্ষিগণেব বরিষ্ঠ। এবং উভয়েই অতুল-বীর্য্য-বিশিষ্ট। জটায়ু রামের উপকার জন্য পরাক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলে, রাবণ খড়্গ উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার দুই পক্ষ, দুই পদ এবং দুই পার্শ্ব ছেদন করিয়া দিল। রৌদ্রকর্ম্মা নিশাচর পক্ষ ছেদন করিলে, গৃধ্ররাজ আসন্নমৃত্যু হইয়া, তৎক্ষণাৎ ধরাতল আশ্রয় করিলেন। তিনি রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া, পতিত হইলেন, দেখিয়া, সীতা দুঃখিতা হইয়া, স্বীয় বন্ধুর ন্যায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। জটায়ু দেখিতে নীল নীরদের ন্যায়; এবং অতিশয় বীর্য্য বিশিষ্ট। তাঁহার বক্ষস্থল পাণ্ডুবর্ণ। তাঁহাকে ভূপতিত দেখিয়া, রাবণের বোধ হইল, যেন দাবানল নির্ব্বাণ হইয়া গেল। অনন্তর শশিপ্রভাননা জনকদুহিতা সীতা রাবণের তেজে নিপীড়িত ও ভূমিতলন্যস্ত-দেহ জটায়ুকে পুনরায় গাঢ় করে গ্রহণ করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন।

—০ঃ০—

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

দশানন কর্ত্তৃক গৃধ্ররাজ বিনষ্ট হইলেন, দেখিয়া, চন্দ্রমুখী সীতা নিরতিশয় দুঃখিতা হইয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, মনুষ্যদিগের সুখ ও দুঃখসময়ে বাম ও দক্ষিণাক্ষির স্পন্দনাদি বিবিধ শুভাশুভ নিমিত্ত, জল ও আদর্শাদিতে আত্ম-মস্তকের দর্শন ও অদর্শনাদি নানাপ্রকার লক্ষণ, স্বপ্ন, মৃগপক্ষি-গণের বাম দক্ষিণে গমনবিশেষ-দর্শন এবং তাহাদের কঠোর মধুর নানাপ্রকার স্বর শ্রবণ, এই সকল ঘটনা অবশ্যই লক্ষিত হইয়া

থাকে। অতএব রাম! তুমি নিশ্চয়ই জানিতেছ, মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে. নিশ্চয়ই মৃগ ও পক্ষিগণ এই বিপদ সূচনা করিয়া আমার জন্য ধাবমান হইতেছে। কাকুৎস্থ! এই বিহঙ্গম জটায়ু করুণাপ্রযুক্ত আমার পরিত্রাণার্থ এখানে আগমন পূর্ব্বক আমারই ভাগ্যদোষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া, ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন। অতএব রাম ও লক্ষ্মণ! তোমরা এখন আমায় রক্ষা কর। এই বলিয়া বরাঙ্গনা সীতা অতিশয় শঙ্কিতা হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিকটস্থ লোকেরা তাহা শুনিতে লাগিল। তিনি মাল্যাভরণ সমুদায় পরিমর্দ্দিত করিয়া, অনাথের ন্যায়, বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে,রাক্ষস-রাজ রাবণ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে তিনি বৃক্ষদিগকে বারংবার. মুক্ত কর, মুক্ত কর. বলিয়া, লতার ন্যায় বেষ্টন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় রাবণ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। ঐ সময়ে তিনি রামবিরহে বারং-বার তাঁহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ রাবণ মরিবার জন্য তাঁহাকে কেশপাশে গ্রহণ করিল। জানকীর এই অবমাননায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ মর্য্যাদাশূন্য ও ঘোরতর নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বায়ুর গতি রুদ্ধ হইল। প্রভাকর প্রভাশূন্য হইলেন। শ্রীমান্ দেব পিতামহ দিব্যদৃষ্টিতে এই কেশাকর্ষণ ঘটনা দৃষ্টি করিয়া, কহিলেন, কার্য্য সিদ্ধ হইল। দণ্ডকারণ্যবাসী পরমর্ষিগণ সীতার উল্লিখিত অবমাননা দর্শন করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে রাবণের বিনাশ উপস্থিত হইল, ভাবিয়া, যুগপৎ ব্যথিত ও প্রহৃষ্ট হইলেন।

এদিকে, সীতা বারংবার রাম ও লক্ষ্মণের নাম উচ্চারণ করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, আকাশমার্গে প্রস্থান করিল। তপ্তকাঞ্চনের ভূষণসদৃশ-বর্ণযুক্তাঙ্গী রাজনন্দিনী জানকী পীতকৌষেয় বসন পরিধান করিয়া, নিরতিশয় দ্যুতিশালিনী সৌদামিনীর ন্যায়

বিরাজমান হইলেন। তৎকালে তাঁহার পীত বসন উদ্ধৃত হওয়াতে, রাবণও, পাবকপ্রদীপ্ত পর্ব্বতের ন্যায়, সমধিক শোভা বিস্তার করিল। পরমকল্যাণী সীতার শরীরে যে সকল সুগন্ধি তাম্রবর্ণ পদ্মপত্র সুবিন্যস্ত ছিল, তৎসমস্ত দশাননের অঙ্গে নিপতিত হইল। এতদ্ভিন্ন, জানকীর সুবর্ণপ্রতিম কৌশেয় বসন আকাশে সমুদ্ধৃত হইয়া, সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যকিরণসংযুক্ত মেঘের ন্যায়, প্রতিভা বিস্তার করিল। এবং তদীয় সুবিমল বদনমণ্ডল রাবণের ক্রোড়ে ন্যস্ত হইয়া, রাম বিনা, মৃণালহীন পঙ্কজের ন্যায়, কোন মতেই বিরাজমান হইল না। সুন্দর ললাট, সুচিক্কণ কেশপাশ, সুবিমল ও সুবিশদ দশনপংক্তি, সুচারু লোচনযুগল, এই সকলে সীতার মুখমণ্ডল অলঙ্কৃত। উহার আভাও পদ্মগর্ভসদৃশ এবং উহাতে ব্রণের লেশমাত্র নাই। তৎকালে, রাবণের ক্রোড়ে ন্যস্ত হওয়াতে, ঐ বদনমণ্ডল, নীল নীরদ ভেদ করিয়া, তন্মধ্যে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায়, প্রতীয়মান হইল; তাহার আর পুর্ব্বের ন্যায় শোভা রহিল না। অথবা, তাঁহার মুখমণ্ডল, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়-দর্শন, সুন্দর নাসিকা ও সুচারু তাম্রবর্ণ অধরোষ্ঠে অলঙ্কৃত, স্বর্ণসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এবং যাহার পর নাই সুশোভন। অনবরত রোদন করাতে, অশ্রুসলিলে মলিন এবং রাবণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, রামবিরহে, দিবাভাগে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায়, ঐ মুখমণ্ডলের সকল শোভাই তিরোহিত হইল। কাঞ্চননির্ম্মিত কাঞ্চী যেমন নীলবর্ণ হস্তীর আশ্রয়ে শোভা পায়, স্বর্ণবর্ণা জানকীও সেইরূপ শ্যামলাঙ্গ রাবণের সহযোগে শোভমান হইলেন। তিনি পদ্মপরাগসদৃশ পীতবর্ণ ও স্বর্ণসদৃশ কান্তিসম্পন্ন, এবং তাঁহার ভূষণ সমস্ত তপ্তকাঞ্চনবিনির্ম্মিত। সুতরাং, রাবণের সংসর্গে, জলদসমাবিষ্ট সৌদামিনীর ন্যায়, তাঁহার শোভা হইল। তৎকালে, তদীয় ভূষণপরম্পরা ধ্বনিত হওয়াতে, দশানন, শব্দায়মান সুবিমল শ্যামল জলধরের সাদৃশ্য ধারণ করিল। হরণসময়ে সীতার মস্তক হইতে রাশি রাশি পুষ্প স্খলিত হইয়া,

ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই পুষ্পধারা দশাননের গমনবেগজনিত বায়ুবশে সমাধূত হইয়া, পুনরায় সেই কুবেরানুজেরই চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিল; বোধ হইল, সুবিমল নক্ষত্রমালা যেন পর্ব্বতরাজ মেরুর সমন্তাৎ প্রস্ফুরিত হইতেছে। ঐ সময়ে জানকীর চরণ হইতে রত্নভূষিত নূপুর স্খলিত হইয়া বিদ্যুন্মণ্ডলের ন্যায়, ভূমিতল আশ্রয় করিল। তিনি বালপল্লবসদৃশ রক্তবর্ণা। তদীয় সংসর্গে নীলাঙ্গ দশানন, কাঞ্চন-কক্ষ্যাবেষ্টিত হস্তীর ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। সীতা, মহোল্কার ন্যায়, স্বকীয় তেজে আকাশমধ্যে দীপ্যমান হইতে লাগিলেন। রাবণ তদবস্থায় তাঁহাকে আকাশপথে হরণ করিয়া লইয়া চলিল। তৎকালে সীতার অগ্নি-সমবর্ণ ভূষণ সমস্ত সশব্দে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিলে, বোধ হইল, যেন তারকাস্তবক গগন হইতে বিচ্যুত হইতেছে। তাঁহার চন্দ্র-সমদ্যুতি হারগুচ্ছ স্তনান্তর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, গগনভ্রষ্ট গঙ্গার ন্যায়, শোভা বিস্তার করত পতিত হইতে লাগিল। উৎপাত-বায়ুর সঞ্চারণ বশতঃ শিরঃসমূহ আন্দোলিত হওয়াতে, বিবিধ বিহঙ্গমযুক্ত পাদপ সমস্ত, যেন জানকীকে ভয় নাই, এই কথা বলিতে লাগিল। কমল সকল বিনষ্ট এবং মৎস্য ও অন্যান্য জলচর সমস্ত ত্রস্ত হওয়াতে, বোধ হইল যেন, পুষ্করিণী সকল, সখীর ন্যায়, উৎসাহহীনা জানকীর শোকে বিহ্বল হইয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও বিহঙ্গমসমূহ রোষভরে সীতার ছায়ানুসরণে ইতস্ততঃ বেগে সঞ্চরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ফলতঃ রাবণ জানকীকে হরণ করিয়া লইলে, পর্ব্বত সকল শৃঙ্গরূপ বাহুপরম্পরা উত্তোলন করিয়া, প্রস্রবণ রূপ অশ্রুধারাকুল বদনে যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল। শ্রীমান্ দিবাকর তদবস্থা জানকীকে দর্শন করিয়া, নিরতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার প্রভা তিরোহিত এবং মণ্ডল প্রদেশ পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া উঠিল। প্রাণিমাত্রেই দলে দলে মিলিত হইয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, রাবণ যখন রামদয়িতা

সীতাকে হরণ করিতেছে, তখন, দয়া, ঋজুতা ও ধর্ম্ম সমুদায়ই অন্তর্হিত হইয়াছে, সত্যই বা কিরূপে অবস্থিতি করিবেন। মৃগশাবকগণ নিরতিশয় শঙ্কিত হইয়া, বারংবার উদ্বীক্ষণ পূর্ব্বক বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতে লাগিল। ভয়বশতঃ তাহাদের নয়ন শোভাশূন্য হইয়া গেল। সীতা তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে মধুর স্বরে ক্রন্দন ও উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ এবং বারংবার ধরাতল নিরীক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার কেশপাশ ইতস্ততঃ বিস্রস্ত ও তিলক বিলুলিত হইয়াছে। দশানন আপনার বিনাশ নিমিত্ত সেই মনস্বিনীকে ঐ অবস্থায় হরণ করিল। এই সকল দর্শন করিয়া, বনদেবতাদের শরীর নিরতিশয় কম্পিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর শুচিস্মিতা সুন্দরদশনা জানকী রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কেই দেখিতে না পাইয়া, বন্ধুজনবিরহে মলিনমুখী ও অতিমাত্র ভয়ে অভিভূতা হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণ আকাশে উৎপতিত হইল, দর্শন করিয়া, জনকদুহিতা সীতা নিরতিশয় ভীতা, উদ্বিগ্না ও দুঃখিতা হইলেন। রোষভরে ও রোদন করিয়া, তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি করুণস্বরে রোদন করিয়া, তৎকালে ভীমলোচন রাক্ষসপতিকে কহিতে লাগিলেন, রে রাক্ষসাধম রাবণ! আমাকে একাকিনী জানিয়া, চুরি করিয়া, পলায়ন করিতেছ। ইহাতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? রে দুরাত্মন্! বুঝিলাম, তুমি ভীরুস্বভাব, সেইজন্য, হরণ করিতে উদ্যত হইয়া, মায়াবিস্তারপূর্ব্বক মৃগরূপ ধারণ করিয়া, মদীয় ভর্ত্তা রামকে অন্যত্র লইয়া গিয়াছ। এবং যিনি আমার রক্ষা করিতে কৃতযত্ন হইয়াছিলেন, আমার শ্বশুরের সখা সেই এই বৃদ্ধ গৃধ্ররাজকেও নিপাত করিয়াছ। রে রাক্ষ-

সাধম! তুমি আমায় স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়াই যুদ্ধে জয় করিলে; তুমি যে অতিশয় বীর, ইহাতেই তাহা জানা যাইতেছে! রে নীচ! নির্জ্জনে পরস্ত্রী-হরণ রূপ ঈদৃশ গর্হিত কর্ম্ম করিয়া, তোমার লজ্জা হইতেছে না? আপনাকে শূর বলিয়া তোমার বিলক্ষণ অভিমান আছে। তুমি যে এই অতি নৃশংস ও জঘন্য কার্য্য করিলে, লোকে ব্যক্তিমাত্রেই ইহার ঘোষণা করিবে। তুমি তখন আপনার যে শৌর্য্য ও দৈহিক বলের কথা বলিয়াছিলে, তোমার সেই শৌর্য্য ও বলে ধিক্। তোমার কুলের কলঙ্কজনক ঈদৃশ চরিত্রেও ধিক্! তুমি এইরূপে হরণ করিয়া, বেগে ধাবমান হইতেছ, আমি কি করিতে পারি! কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্রও যদি অপেক্ষা কর, প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তুমি সসৈন্যেও মুহূর্ত্তকালও প্রাণ ধারণ করিতে পার না। বিহঙ্গম যেমন অরণ্যমধ্যে প্রজ্ব-লিত অগ্নি স্পর্শ করিতে অসমর্থ, সেইরূপ, তাঁহাদের শরস্পর্শও সহ্য করা কোন অংশেই তোমার সাধ্য হয় না। অতএব রাবণ! ভালরূপে আপনার হিতচিন্তা করিয়া, ভাল ভাবে আমায় ছাড়িয়া দাও। যদি ছাড়িয়া না দাও, তাহা হইলে, মদীয় স্বামী ভ্রাতার সহিত আমার এই অবমাননায় নিরতি-শয় ক্রুদ্ধ হইয়া, তোমার বিনাশার্থ যত্ন করিবেন। রে রাক্ষসা-ধম! তুমি যে অভিপ্রায়ে আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছ, কখনই তাহা সিদ্ধ হইবে না। সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায়, স্বামী রামকে না দেখিলে, শত্রুর অধীনে প্রাণধারণ করিতে কখনই আমার উৎসাহ হয় না। আসন্নকালে লোকের যেমন বিপরীত বুদ্ধি হয়, তোমারও তেমনি আপনার শ্রেয় ও মঙ্গলের দিকে নিশ্চয়ই দৃষ্টি নাই। অথবা, মুমূর্ষুমাত্রেরই পথ্যে রুচি হয় না। রে রাক্ষস! তুমি এই ভয়ের বিষয়েও ভয় করিতেছ না; দেখি-তেছি, তোমার গলে কালপাশ বদ্ধ হইয়াছে। এবং স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি মরিবে বলিয়া, হিরণ্ময় বৃক্ষসমূহ, রুধির-রাশি-

প্রবাহিণী ভয়ঙ্কর বৈতরণী নদী, অতীব ভীষণ খড়্গাপত্রের বন, এবং উৎকৃষ্ট-বৈদূর্য্যময়-পত্রবিষ্টি, তপ্তকাঞ্চন-বিনির্ম্মিত-পুষ্পযুক্ত ও লৌহময় কণ্টকাকীর্ণ সুতীক্ষ্ণ শাল্মলী, এই সকল দর্শন করিতেছ। কিন্তু রে নির্ঘৃণ! তুমি সেই মহাত্মা রামের এইপ্রকার অপকার করিয়া, বিষপানবৎ, কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হইবে না। রে রাবণ! তুমি দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ। আমার স্বামী মহাত্মা রামের অপকার করিয়া, আর কোথায় গিয়া, পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে? যিনি একাকীই নিমেষান্তরমাত্রে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাস্ত্রনিপুণ মহাবল বীর্য্যশালী রাম সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহে প্রিয়-ভার্য্যাপহারী তোমাকে কি রূপে সংহার না করিবেন? রাবণের অঙ্ক-নিবিষ্টা বৈদেহী ভয়-শোক সমাবিষ্টা হইয়া, এইরূপ ও অন্যরূপ পরুষ প্রয়োগ সহকারে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি নিরতিশয় আকুল হইয়া, আত্মমোচনের চেষ্টা করত উল্লিখিতরূপ সকরুণ বিলাপ করিয়া, অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া চলিল। তৎকালে জানকীর গুরুতর দেহভারে তাহার শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল।

—:*:—

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণ হরণ করিলে, সীতা আর কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে না পাইয়া, গিরিশৃঙ্গে কপিকুলকেশরী পাঁচটী দর্শন করিলেন। তাহারা রামকে এই ঘটনা বলিতে পারে, এই আশয়ে তিনি তাহাদের মধ্যে আপনার কনকপ্রভ কৌশেয় উত্তরীয় ও সুন্দর আভরণসমূহ মোচন করিলেন। এবং এই রূপে বানরগণের মধ্যে ভূষণসহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, কর্ণোৎপলাদিও নিক্ষেপ করিলেন। সীতাকে হরণ করিয়া, ভয়ে রাবণের মন

বিহ্বল হইয়াছিল। তজ্জন্য, সে জানকীর এই বস্ত্রাভরণাদি-বিক্ষেপ-ব্যাপার জানিতে পারিল না। তৎকালে সীতা ক্রন্দন করিতেছিলেন। পিঙ্গলাক্ষ বানরশ্রেষ্ঠেরা তাঁহাকে যেন অনিমিষ লোচনে দেখিতে লাগিল।

এদিকে, রাক্ষসরাজ রাবণ জানকীকে গ্রহণ করিয়া, পম্পা অতিক্রমপূর্ব্বক লঙ্কানগরীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আপনার মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুস্বরূপ মৈথিলীকে হরণ করিয়া, তাহার আহ্লাদের অবধি রহিল না। সে, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা মহাবিষা ভুজঙ্গীর ন্যায়, সীতাকে উৎসঙ্গে ধারণ করিয়া, শরাসন হইতে পরিচ্যুত সায়কের ন্যায়, দেখিতে দেখিতেই আকাশপথে সরিৎ, সরোবর, বন ও পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিল। এবং অবিলম্বেই নদী সকলের আশ্রয়স্থান, তিমি ও নক্রসমূহের আবাসভূত, বরুণালয়, অক্ষয় সাগর পার হইয়া গেল। রাবণ জানকীকে হরণ করিলে, জগন্মাতার অপহরণ জন্য ক্ষোভবশতঃ বরুণালয় সমুদ্রের তরঙ্গপরম্পরা রুদ্ধ এবং মীন ও মহোরগ সকলেরও সঞ্চার বন্ধ হইয়া গেল। অন্তরীক্ষচারী চারণগণ বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিতে লাগিল, রাবণকে আর বাঁচিতে হইবে না—এই পর্য্যন্তই তাহার শেষ হইল। সিদ্ধগণও এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

এদিকে, রাবণ, আত্মপরিত্রাণের নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্নশীলা সীতাকে আপনার সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক লঙ্কানগরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ নগরীর মহা-পথ সকল সুবিভক্ত এবং দ্বার সকল বহু লোকে সমাকীর্ণ। রাবণ সেই সুবিপুল পুরে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার অন্তঃপুরে গমন করিয়া, শোকমোহে অভিভূতা অসিতাপাঙ্গী সীতাকে তথায় স্থাপন করিল। বোধ হইল, যেন ময়দানব স্বীয় পুরে আসুরী মায়া সন্নিবিষ্ট করিল। দশানন সীতাকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়া, ঘোরদর্শনা পিশাচীদিগকে আদেশ করিল, কোন স্ত্রী বা পুরুষ আমার বিনানুমতিতে সীতাকে যেন দেখিতে না পায়। মুক্তা, মণি, সুবর্ণ, বস্ত্র ও

আভরণ ইত্যাদি যে যে বস্তু সীতা ইচ্ছা করিবে, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তৎসমস্তই ইহাকে প্রদান করিবে। জানিয়া অথবা না জানিয়াও, সীতাকে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলিলে, তাহার জীবন আমার প্রীতিকর হইবে না। প্রতাপশালী দশানন রাক্ষসীদিগকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া, কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, আটজন মহাবীর মাংসাশী রাক্ষসকে দর্শন করিল। ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া, রাবণের বীর্য্য যেরূপ বর্দ্ধিত, জ্ঞান সেইরূপ ভ্রষ্ট হইয়াছিল। সে সেই রাক্ষসদিগকে দর্শন করিয়া, তাহাদের বলবীর্য্যের প্রশংসা করত কহিতে লাগিল, তোমরা বিবিধ প্রহরণ ধারণ করিয়া, সত্বর এস্থান হইতে জনস্থানে প্রস্থান কর, খর পূর্ব্বে যেস্থানে বাস করিত এবং রাম যাহাকে জনশূন্য করিয়াছে। তত্রত্য রাক্ষসমাত্রেই নিহত হইয়াছে। তোমরা বল ও পৌরুষ অবলম্বন এবং ভয় দূরে পরিহার করিয়া, জনশূন্য জনস্থানে অবস্থিতি কর। তথায় খর ও দূষণের সহিত যে মহাবীর্য্য বহু সৈন্য সন্নিবেশিত ছিল, রামের বাণে সকলেই নিহত হইয়াছে। তজ্জন্য অভূতপূর্ব্ব ক্রোধে আমার ধৈর্য্যলোপ এবং রামের প্রতি সুদারুণ ও সুবিপুল বৈর সমুপস্থিত হইযাছে। এক্ষণে পরম শত্রু রামের সেই বৈরনির্যাতনের ইচ্ছা করি। যুদ্ধে শত্রুকে সংহার না করিলে, আমার নিদ্রা হইবে না। রাম খরকে নিধন করিয়াছে। তাহাকে এক্ষণে বধ করিতে পারিলেই, নির্ধনের ধন-লাভবৎ, আমার পরম সুখ সঞ্চরিত হইবে। তোমরা জনস্থানে বাস করিয়া, রাম কি করিতেছে, সর্ব্বদা এবিষয়ের যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করিবে। সকলেই অতি সাবধানে তথায় গমন এবং সর্ব্বদা রামের বধার্থ যত্ন করিবে। আমি পূর্ব্বে অনেকবার যুদ্ধস্থলে তোমাদের বলের পরিচয় পাইয়াছি। এই জন্যই তোমাদিগকে জনস্থানে নিয়োজিত করিলাম। আট জন রাক্ষস এই মহার্থ মিষ্ট বাক্য অবধারণ ও রাবণকে অভি-

আসন করিয়া, লঙ্কা ত্যাগ করত জনস্থানের অভিমুখে অন্যের অলক্ষিতে একত্রে প্রস্থান করিল।

এইরূপে রাবণ সীতাকে পরম প্রহৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ ও স্বগৃহে স্থাপন করিয়া, রামের সহিত নিরতিশয় বৈরসংঘটন পূর্ব্বক আহ্লাদিত হইল।

—০ঃ০—

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণের বুদ্ধিবৈপরীত্য উপস্থিত হইয়াছিল। সেইজন্য সে উগ্রপ্রকৃতি মহাবল আট জন রাক্ষসকে জনস্থানে নিয়োগ করিয়া, কৃতকৃত্য বোধ করিল। অনন্তর সে জানকীকে চিন্তা করিতে করিতে, কামবাণে নিতান্ত অভিভূত হইয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ত্বরাপূর্ব্বক রমণীয় গৃহে প্রবিষ্ট হইল। রাক্ষসপতি রাবণ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, অবলোকন করিল, সীতা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া, রাক্ষসীমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তিনি শোকভারে নিরতিশয় নিপীড়িত ও সাতিশয় ব্যাকুলভাবাপন্ন; তাঁহার বদনমণ্ডল অশ্রুসলিলে পরিপূর্ণ। দেখিলে বোধ হয়, নৌকা যেন বায়ুবেগে আক্রান্ত হইয়া, সাগরমধ্যে মগ্ন হইতেছে, অথবা, মৃগী যেন যূথভ্রষ্ট ও কুক্কুরগণে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তিনি শোকবশে বিবশ ও ব্যাকুল হইয়া, অবনত মুখে উপবিষ্ট ছিলেন। রাক্ষসপতি রাবণ সম্মুখীন হইয়া, সীতার ইচ্ছা না থাকিলেও, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই দেবগৃহসদৃশ দিব্য গৃহ দেখাইতে লাগিল। ঐ গৃহ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদপরম্পরায় পরিপূর্ণ, সহস্র সহস্র ললনায় অধিষ্ঠিত, এবং নানাজাতীয় বিহঙ্গম ও নানাজাতীয় রত্নে অলঙ্কৃত। উহার স্তম্ভ সকল হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, স্ফটিক, রজত, ও বৈদূর্য্য এই সকলে নির্ম্মিত ও পরম চিত্রিত এবং দেখিতে অতি মনোহর। তত্রত্য ভূষণ সমস্ত তপ্তকাঞ্চনে সুগঠিত এবং তথায় দিব্য দুন্দুভি নিনাদিত হইতেছে। রাবণ

সীতার সহিত ঐ গৃহের কাঞ্চনময় বিচিত্র সোপানে আরোহণ করিল। তাহার গবাক্ষ সকল হস্তিদন্ত ও রৌপ্যে নির্ম্মিত, দেখিতে অতি সুন্দর এবং স্বর্ণময় জালপরম্পরায় আবৃত। তথায় সুধা ও মণিসমূহে বিচিত্রভাবাপন্ন ভূমিভাগ এবং প্রাসাদশ্রেণী চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দশগ্রীব শোকপরায়ণা সীতাকে ঐ সকল এবং নানাজাতীয় পুষ্পসংকীর্ণ পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা সমস্ত দর্শন করাইতে লাগিল।

এই রূপে পাপাত্মা রাবণ জানকীকে আপনার সেই সমস্ত দিব্য গৃহ প্রদর্শন করিয়া, পরে তাঁহার লোভ সমুৎপাদন কামনায় কহিতে লাগিল, জানকি! বালক ও বৃদ্ধদিগকে বর্জ্জন করিয়া, যে উগ্রকর্ম্মা দ্বাত্রিংশৎ কোটি রাক্ষস আছে, আমি তাহাদের সকলেরই প্রভু। তাহাদের মধ্যে আবার এক এক সহস্র রাক্ষস সর্ব্বদাই আমার কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইয়া আছে। এই রূপে আমার এই রাজ্যতন্ত্র তোমারই পরতন্ত্র। অয়ি বিশালাক্ষি! আমার প্রাণ পর্য্যন্তও তোমার অধীন। অধিক কি, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী। মৈথিলি! আমার অন্তঃপুরে যে সকল উত্তমা স্ত্রী আছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা আমার পত্নীপদে প্রতিষ্ঠিত, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া, তাহাদের সকলেরই উপর আধিপত্য কর। আমি যাহা বলিলাম, তোমার পক্ষে বিশেষ হিতজনক। তুমি ইহাতে সম্মত হও। অন্য মত করিলে, কোন ফলই হইবে না। আমি কামানলে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি। প্রসন্ন হইয়া, আমাকে ভজনা কর। চতুর্দ্দিকে সাগরবেষ্টিত শতযোজনবিস্তৃত এই লঙ্কাপুরী, ইন্দ্রের সহিত সংমিলিত সুরাসুরগণেরও সাধ্য নাই, ইহাকে কোনরূপে পরাভূত করে। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি ঋষি, ইহাদের মধ্যে কাহাকেও এমন দেখি না, যে ব্যক্তি বীরত্বে আমার সমকক্ষ হইতে পারে। দীন, তপস্বী, রাজ্যভ্রষ্ট, পাদচারী, ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ রাম আমার কি করিবে? অতএব সীতে! আমিই

তোমার সদৃশ ভর্তা, আমায় ভজনা কর। অয়ি ভীরু! যৌবনও চিরস্থায়ী নহে। অতএব আমার সহিত এই লঙ্কানগরে বিহার কর। বরাননে! রামকে দেখিবার জন্য আর মন করিও না। কি সাধ্য, সে মনেও করিতে পারে, এখানে আসিবে। দেখ, যে বায়ু মহাবেগে শূন্য পথে ধাবমান হইতেছে, কাহারই শক্তি নাই, তাহাকে বন্ধন করে। প্রজ্বলিত অগ্নির বিমল শিখাও ধারণ করা কাহার সাধ্য নহে। লঙ্কায় আগমন করাও সেইপ্রকার দুঃসাধ্য। অয়ি শোভনে! সমুদায় ভুবনেও এমন কাহাকে দেখি না, যে ব্যক্তি বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক আমার বাহুপরিপালিত তোমাকে লইয়া যাইতে পারে। অতএব, তুমি এই সুবিস্তৃত লঙ্কারাজ্য পালন কর। মদ্বিধ ব্যক্তিগণ সকলেই তোমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য হইবে। আর, আমাকেও যদি সেবক বলিয়া গ্রহণ কর, তাহা হইলে, আমিও তোমার আজ্ঞার অধীন হইব। তাহাতে, সমুদায় দেবগণ, ফলতঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার, সকলেই তোমার আজ্ঞা বহন করিবে। অধুনা, তুমি অভিষেকসলিলে অভিষিক্ত হইয়া, সন্তুষ্ট চিত্তে আমার চিত্তবিনোদন কর। পূর্ব্বজন্মের তোমার যাহা কিছু দুষ্কৃতি ছিল, বনে বাস করিয়া, তাহার ক্ষালন হইয়াছে। এক্ষণে লঙ্কায় থাকিয়া, স্বীয় পূর্ব্ব পুণ্যের ফল ভোগ কর। অয়ি মৈথিলি! এখানে যে সমস্ত দিব্য মাল্য, দিব্য গন্ধ ও দিব্য ভূষণ আছে, সে সকল আমার সহবাসে উপভোগ কর। সুশ্রোণি! আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক ভ্রাতা বৈশ্রবণের যে সূর্য্যসঙ্কাশ পুষ্পক বিমান জয় করিয়াছি, তুমি সেই মনোবেগগামী, সুবিপুল, রমণীয় বিমানে আমার সহিত আরোহণ করিয়া, যথাসুখে বিহার কর। অয়ি বরারোহে! অয়ি বরাননে! তোমার এই মুখমণ্ডল, পদ্মের ন্যায় পরম সুন্দর ও সুবিমল কান্তিসম্পন্ন। কিন্তু শোকাকুল হওয়াতে, উহার আর সে শোভা নাই।

রাবণ এইপ্রকার কহিতে লাগিলে, বরাঙ্গনা সীতা বস্ত্রাঞ্চলে

স্বীয় ইন্দুনিভ বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া, রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। চিন্তায় তাঁহার দেহ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি নিতান্ত অস্বস্থার ন্যায়, ধ্যানমগ্ন হইলেন। তদ্দর্শনে বীর্য্যশালী নিশাচর রাবণ তাঁহাকে বলিতে লাগিল, বৈদেহি! স্বীয় স্বামী ত্যাগ করিয়া, পরপুরুষ-পরিগ্রহে ধর্ম্মলোপ হইবে, ভাবিয়া, তোমার লজ্জা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। দেখ, তোমার প্রতি আমি ঋষিগণের উপদিষ্ট বিধিক্রমেই প্রণয়বন্ধনে উদ্যত হইয়াছি। এই, আমি মস্তকপরম্পরায় তোমার স্নিগ্ধ পদযুগল পরিপীড়ন করিলাম। আমার প্রতি প্রসাদবিতরণে আর বিলম্ব করিও না। আমি তোমার বশংবদ ভৃত্য। আমি কামে অভিভূত হইয়া, এই যে কথা বলিলাম, এ সকল যেন কোন অংশেই নিষ্ফল না হয়। রাবণ কখন এরূপে কোন স্ত্রীকেই মস্তক দ্বারা প্রণাম করে না।

দশানন কৃতান্তের বশবর্ত্তী হইয়াছিল। সেইজন্য, জনকনন্দিনী মৈথিলীকে এইপ্রকার কহিয়া, মনে করিল, ইনি আমারই হইয়াছেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

জানকী শোকে অভিভূতা হইয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, মনে মনে রাবণকে তৃণ জ্ঞান করত প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজা দশরথ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অচল সেতু ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া, সর্ব্বত্র বিখ্যাত। রাম তাঁহারই পুত্র। তিনিও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া, ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সেই দীর্ঘবাহু দীর্ঘলোচন রাম আমার স্বামী ও সাক্ষাৎ দেবতা। তাঁহার স্কন্ধ সিংহসদৃশ এবং তেজের সীমা নাই। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া, অবশ্যই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন। যদি

তুমি তাঁহার সমক্ষে আমাকে বলপূর্ব্বক অবমাননা করিতে, তাহা হইলে, যুদ্ধে খরের ন্যায়, নিহত হইয়া, তোমাকেও শয়ন করিতে হইত। তুমি যে এই সকল ভয়ঙ্করস্বভাব মহাবল রাক্ষসের কথা বলিলে, ইহারা, গরুড়ের নিকট সর্পকুলের ন্যায়, রামের নিকট বিষশূন্য হইয়া থাকে। তরঙ্গ যেমন ভাগীরথীর তীরদেশ প্রতিহত করে, তেমনি তাঁহার জ্যামুক্ত সেই সকল কাঞ্চনলাঞ্ছিত শর, তোমার ও এই সকল রাক্ষসের শরীর কম্পিত করিবে। রাবণ! যদিও সুর বা অসুর কেহই তোমায় বধ করিতে পারে না, কিন্তু রামের সহিত দারুণ বৈরসংঘটন করিয়া, তুমি কখনই প্রাণে পরিহার পাইবে না। সেই বলবান্ রামই তোমার জীবিতশেষ নিঃশেষ করিবেন। যূপকাষ্ঠে বদ্ধ পশুর ন্যায়, তোমার প্রাণ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। রাম রোষপ্রজ্বলিত লোচনে দর্শন করিলেই, তোমাকে তৎক্ষণাৎ মহাদেবের নেত্রানলে কামের ন্যায়, একবারেই দগ্ধ হইতে হইবে। যিনি চন্দ্রকেও আকাশ হইতে পাতিত বা বিনষ্ট করিতে পারেন, অথবা, সাগরকেও শোষণ করিতে যাঁহার ক্ষমতা আছে, তিনি সীতাকেও লঙ্কা হইতে অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন। তোমার আয়ু, শ্রী, বল, বীর্য্য ও ইন্দ্রিয় সমুদায়, সকলেরই ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। তোমার জন্য লঙ্কানগরী নিশ্চয়ই বিধবা হইবে। তুমি যে পাপানুষ্ঠান করিলে, তাহাতে, ভবিষ্যতে কখনই সুখী হইতে পারিবে না। দেখ, তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র প্রীতি বা অনুরাগ নাই। তথাপি, তুমি বলপূর্ব্বক আমাকে স্বামীর সহবাসে বঞ্চিতা করিলে। আমার সেই পরম তেজস্বী স্বামী দেবরের সহিত মিলিত হইয়া, বীর্য্যমাত্র আশ্রয় পূর্ব্বক, নির্ভয়ে নির্জ্জন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া থাকেন। তিনি যুদ্ধে শরবৃষ্টি করিয়া, তোমার গাত্র হইতে বল, বীর্য্য, দর্প ও উৎসেক, সমুদায়ই অপনীত করিবেন। কালবশে যখন প্রাণিগণের বিনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন তাহারা কালের নিতান্ত আয়ত্ত হইয়া, পদে পদেই বিপরীত

পথে পদার্পণ করে। রে রাক্ষসাধম! আমাকে অবমাননা করিয়া, তোমারও সেই বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে তোমার নিজের, সমুদায় রাক্ষসের ও যাবতীয় অন্তঃপুরের, নিধনসংঘটন হইবে। চণ্ডাল যেমন দ্বিজাতিগণের মন্ত্রপূত স্রুক্‌ভাণ্ডাদি যজ্ঞোপকরণমণ্ডিত যজ্ঞমধ্যস্থ বেদি স্পর্শ করিতে পারে না, তুমিও তেমনি আমাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। রে রাক্ষসাধম! তুমি জান না, আমি ধর্ম্মনিত্য রামের ধর্ম্মপত্নী, কায়মনে স্বামীর প্রতিই অনুরক্ত হইয়া আছি, কখনও ইহার অন্যথা করি না। তুমি অতি পাপাত্মা। যে হংসী পদ্মসমূহমধ্যে রাজহংসের সহিত নিত্য ক্রীড়া করে, সে কিরূপে তৃণমধ্যস্থ মদ্গুর (কাকবিশেষ) প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে? রে রাক্ষস! এই দেহ স্বভাবতঃ জড়, ইহাকে বন্ধন বা আঘাত, যাহা ইচ্ছা কর। আমি কিন্তু ইহা কোন মতেই রক্ষা করিব না। প্রাণেও আমার আর মমতা নাই। বলিতে কি, সীতা অসতী হইয়াছে, নিজের এই অপযশ পৃথিবীতে কখনই রাখিতে পারিব না। বৈদেহী ক্রোধভরে এইপ্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া; রাবণকে আর কোন উচ্চবাচ্যই করিলেন না।

সীতার এই রোমাঞ্চকর পরুষ কথা কর্ণগোচর করিয়া, দশানন বিভীষিকাপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মৈথিলি! আমার কথা শুন। দ্বাদশ মাস অপেক্ষা করিব। অয়ি চারুহাসিনি! ঐ সময় মধ্যে যদি আমার বশে না আইস, তাহা হইলে, পাচকগণ তোমাকে প্রাতরাশ জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে। শত্রু-রাবণ রাবণ এইপ্রকার কঠোর কথা নির্দ্দেশ করিয়া, পরে ক্রুদ্ধ হইয়া, রাক্ষসীদিগকে আজ্ঞা করিল, অয়ি বিকটরূপা বিকটদর্শনা রাক্ষসীগণ! তোমরা সকলেই মাংসশোণিত ভোজন করিয়া থাক। শীঘ্রই জানকীর সমুদায় গর্ব্ব খর্ব্ব কর। ঘোরদর্শনা ও ঘোরস্বরূপা নিশাচরীগণ রাবণের এই কথায় তৎক্ষণাৎ অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক যে আজ্ঞা, বলিয়া, সীতাকে বেষ্টন করিল। তদ্দর্শনে

রাবণ পদবিক্ষেপে পৃথিবীকে যেন বিদীর্ণ করিয়া, দুই তিন পদ গমন পুর্ব্বক সেই ঘোরদর্শনা রাক্ষসীদিগকে পুনরায় বিশেষরূপে আদেশ করিল, তোমরা জানকীকে অশোকবনে লইয়া যাও। এবং সকলে সর্ব্বদা ইহাকে বেষ্টন পুর্ব্বক গূঢ়ভাবে রক্ষা কর। বন্য-হস্তিনীকে যে ভাবে বশীভূত করে, তোমরাও সেই ভাবে ঘোর-তর তর্জ্জনা অথবা মিষ্ট কথা বলিয়া, ইহাকে বশে আনয়ন কর। রাজা রাবণ এইপ্রকার আজ্ঞা করিলে, নিশাচরীরা জানকীকে লইয়া, অশোকবনে গমন করিল। নানাজাতীয় পুষ্পফল-শোভিত, সর্ব্বকামপ্রদ পাদপসমূহ এবং সকল সময়েই মদযুক্ত বিবিধ বিহঙ্গম, এই সকলে অশোকবন সর্ব্বদাই অলঙ্কৃত। শোক-পরীতাঙ্গী জনকদুহিতা মৈথিলী তথায় ব্যাঘ্রীগণ মধ্যে হরিণীর ন্যায়, রাক্ষসীগণের বশতাপন্ন হইয়া রহিলেন। তাহাতে, পাশ-বদ্ধা ভীরুস্বভাবা মৃগীর ন্যায়, নিরতিশয় শোকে ও শঙ্কায় কোন-মতেই সুখ লাভ করিতে পারিলেন না। বিরূপনেত্রা রাক্ষসী-গণ তাঁহাকে অত্যন্ত তর্জ্জনা করিতে আরম্ভ করিল। তিনি পরমপ্রণয়ভাজন স্বামী ও দেবরকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া, ভয় ও শোকে অভিভূত ও হতচেতন হইয়া, স্বস্তিলাভে সক্ষম হইলেন না।

——

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাম মৃগরূপধর কামরূপী নিশাচর মারীচকে সংহার করিয়া, শীঘ্রই পথিমধ্যে নিবৃত্ত হইলেন। এবং জানকীকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ত্বরা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে গোমায়ু তাঁহার পশ্চাৎ দিকে কঠোরস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। তিনি শৃগালের ঐ রোমাঞ্চকর দারুণ স্বর শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত ভীত হইয়া, মনে মনে শঙ্কা করিতে লাগিলেন, গোমায়ু যেপ্রকার শব্দ করিতেছে, তাহাতে, কোন অশুভ ঘটিবে, বোধ

হইতেছে। এক্ষণে, রাক্ষসেরা ভক্ষণ না করিলে, সীতা কুশলে থাকেন, ইহাই প্রার্থনা। মৃগরূপী মারীচ আমার অপকার উদ্দেশে মদীয় স্বরধ্বনি করিয়া, যে চীৎকার করিয়াছে, লক্ষ্মণ যদি শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সীতা অবশ্যই তাঁহাকে প্রেরণ করিবেন। তিনিও সীতাকে ত্যাগ করিয়া, শীঘ্রই আমার নিকট সমাগত হইবেন। নিশ্চয়ই, রাক্ষসগণ একত্র মিলিয়া, জানকীকে বধ করিতে কামনা করিয়াছে। সেইজন্য নিশাচর মারীচ স্বর্ণমৃগরূপে আমাকে আশ্রম হইতে ব্যপনয়ন ও দূরে আনয়ন করিয়া, অবশেষে শরে আহত হইয়া, হায়, লক্ষ্মণ! আমি হত হইলাম, বলিয়া, চীৎকার করিল। জনস্থান নিমিত্ত রাক্ষসগণের সহিত আমার শত্রুতা হইয়াছে। অতএব, আমা বিনা অরণ্যমধ্যে সীতা ও লক্ষ্মণের কি মঙ্গললাভ হইবে? এদিকে আবার ঘোর নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে। আত্মবান্ রাম গোমায়ু-শব্দ শ্রবণানন্তর এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে, নিবৃত্ত হইয়া, ত্বরিত পদে আশ্রমে গমন করিতে লাগিলেন। মৃগরূপী মারীচ তাঁহাকে যে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া আসিয়াছে, তাহাও দর্শন করিয়া তিনি অতিমাত্র শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মন নিতান্ত ব্যাকুল ও বাহ্যভাবও ম্লান হইয়া উঠিল। মৃগ ও পক্ষিগণ তৎকালে তাঁহাকে বামে রাখিয়া, কঠোরস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। রাম ঐ সকল ঘোরতর নিমিত্ত দর্শন করিয়া, লক্ষ্মণ আসিতেছেন, অবলোকন করিলেন। তাঁহার শরীর বিবর্ণ। অনন্তর নিকটে রামের সহিত লক্ষ্মণের মিলন হইলে, উভয়েই বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে নিশাচরসেবিত বিজন বনে ত্যাগ করিয়া, আগমন করিয়াছেন, দেখিয়া, রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বামহস্ত ধারণ করিয়া, আর্ত্তের ন্যায়, আপাতকঠোর পরিণামমধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া যে এখানে আসিয়াছ, ইহা নিতান্ত নিন্দার বিষয় হইয়াছে। সৌম্য!

ইহাতে কি সীতার মঙ্গল হইবে! কখনই না। হে বীর! পদে পদেই যেরূপ অশুভ সকল সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে, বনচারী নিশাচরগণ সীতাকে হরণ কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে, এ বিষয়ে আমার কোন অংশেই সন্দেহ হইতেছে না। লক্ষ্মণ! জনকদুহিতা সীতা নির্ব্বিঘ্নে বাঁচিয়া আছেন, ইহা কি আমরা দেখিতে পাইব! অয়ি মহাবল! এই সকল মৃগ, গোমায়ু ও পক্ষিগণ সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া, যেরূপ ভয়ঙ্কর রবে শব্দ করিতেছে, তাহাতে, রাজপুত্রী জানকীর কি আর মঙ্গল হইবে! এদিকে এই মৃগরূপী রাক্ষসও আমায় প্রলোভিত করিয়া, দূরে আনিয়া, অবশেষে অনেক পরিশ্রমে কোনরূপে নিহত হইয়া, মরিবার সময় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আমার মনও নিতান্ত ব্যাকুল ও অপ্রহৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং বাম চক্ষুও স্পন্দিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! নিঃসন্দেহই সীতা নাই। হয়, তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, না হয়, তিনি পথিমধ্যে মরিয়া পড়িয়া আছেন।

—•:•—

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ নিতান্ত ব্যাকুল ও শূন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সীতা বিনা তদবস্থ আগমন করিতে দেখিয়া, ধর্ম্মাত্মা রাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলে, আমার যিনি অনুগমন করিয়াছেন এবং তুমি যাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, এখানে আসিয়াছ, সেই সীতা কোথায়? আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, ব্যাকুল চিত্তে দণ্ডকারণ্যে ধাবমান হইলে, যিনি আমার দুঃখে সহায় হইয়াছিলেন, সেই তনুমধ্যমা সীতা কোথায়? যিনি বিনা আমি মুহূর্ত্তমাত্রও প্রাণধারণে উৎসাহী নহি, আমার প্রাণসহায়া সুরসুতাসদৃশী সেই জনকসুতা কোথায়? লক্ষ্মণ! আমি সেই স্বর্ণবর্ণা জনকাত্মজা ব্যতিরেকে দেবগণের প্রভুত্ব

অথবা পৃথিবীর আধিপত্যেও অভিলাষ করি না। হে বীর! জানকী আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। তিনি কি বাঁচিয়া আছেন! আমার এই বনবাসব্রত কি মিথ্যা হইবে না! লক্ষ্মণ! সীতার জন্য আমি প্রাণত্যাগ করিলে এবং তুমি অযোধ্যায় একাকী সমাগত হইলে, কৈকেয়ীর কামনা কি পূর্ণ ও সুখোৎপত্তি হইবে? কৈকেয়ী ঐরূপে পুত্রের রাজপদপ্রাপ্তিতে সিদ্ধকাম হইলে, আমার মৃতপুত্রা দীনা জননী কৌশল্যাকে কি বিনয়সহকারে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে? লক্ষ্মণ! সীতা যদি বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে, পুনরায় আশ্রমে গমন করিব। আর, সেই শুদ্ধচারিণী যদি পরলোকে গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, প্রাণত্যাগ করিব। আমি আশ্রমে গমন করিলে, সীতা যদি অগ্রেই হাস্য করিয়া, আমাকে সম্ভাষণ না করেন, তাহা হইলেও, বিনষ্ট হইব। অতএব, লক্ষ্মণ! জানকী জীবিত আছেন কি না, অথবা তোমার অনবধানতাবশতঃ রাক্ষসে সেই দুঃখিনীকে ভক্ষণ করিয়াছে কি, না, আমাকে বল। তিনি সুকুমারী, বালিকা এবং কখন দুঃখভোগ করেন নাই। এক্ষণে আমার বিরহে নিশ্চয়ই ব্যাকুল চিত্তে শোক করিতেছেন। বুঝিলাম, অতিশয় দুরাত্মা ক্রূরস্বভাব নিশাচর মারীচ উচ্চৈঃস্বরে, লক্ষ্মণ, ইত্যাদি বাক্যে চীৎকার করিয়া, তোমারও ভয় জন্মাইয়া দিয়াছে। বুঝিলাম, মৎসদৃশ সেই স্বর জানকীরও শ্রবণগোচর হইয়াছে। তাহাতে, তিনি ত্রস্ত হইয়া, তোমাকে পাঠাইয়াছেন। তুমিও আমাকে দেখিবার জন্য শীঘ্র আগমন করিয়াছ। যাহা হউক, ভাই! তুমি সীতাকে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া আসিয়া, অতি কুৎসিত অনুষ্ঠান করিয়াছ। ইহাতে নির্দ্দয় রাক্ষসদিগকে আমাদের কৃত অপকারের প্রতিকার করিতে অবসর দেওয়া হইয়াছে। খরকে বিনাশ করাতে, মাংসাশী রাক্ষসগণ দুঃখিত হইয়াছে। সেই ভয়ঙ্করস্বভাব নিশাচরগণ নিঃসন্দেহই সীতাকে নিহত করিয়াছে। হায়, রিপুনাশন লক্ষ্মণ! সর্ব্বথা আমি

বিপদে মগ্ন হইলাম! স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, এইপ্রকার বিপদ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। অতএব, এখন আর কি করিব?

রাম বরারোহা সীতার জন্য এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে, লক্ষ্মণের সহিত ত্বরিত পদে জনস্থানে আগমন করিলেন। ক্ষুধা, শ্রম ও পিপাসায় তাঁহার মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি বিষণ্ণ চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে, ঐরূপে আশ্রমে সমাগত হইয়া, দেখিলেন, উহা শূন্য রহিয়াছে, সীতা তথায় নাই। অনন্তর আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সীতাকে সেখানেও দেখিতে না পাইয়া, তিনি পরিশেষে ক্রীড়াস্থান সকল সন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে, আশ্রমভূমির সমুদায় ক্রীড়াপ্রদেশ তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিয়া, যখন সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন, এই সেই ক্রীড়াপ্রদেশ, এইপ্রকার স্মরণ করিয়া, তিনি শোকে ব্যথিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ সীতার কথায় আশ্রম হইতে স্বীয় সকাশে সমাগত হইলে, রাম দুঃখিত হইয়া, পথিমধ্যে যাইবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ভাই! আমি তোমারই বিশ্বাসে সীতাকে বনমধ্যে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তবে তুমি কিজন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিলে? লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, দেখিবাই, আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি যে, আমার মন যে মহান অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ব্যথিত হইয়াছে, তাহা সত্যই ঘটিয়াছে। তোমাকে দূর হইতেই পথিমধ্যে সীতা বিনা একাকী দেখিয়া, আমার বামবাহু, বামনেত্র ও হৃদয়ের বামভাগ স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে।

শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ এই কথায় পুনরায় দুঃখিত হইয়া, তদবস্থ

রামকে কহিলেন, আমি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক সীতাকে ত্যাগ করিয়া, আসি নাই। তাঁহারই আদেশে ভবদীয় সকাশে সমাগত হইয়াছি। আপনি আমার নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সুবিকট স্বরে পরিত্রাণ কর, বলিয়া যে চীৎকার করেন, ঐ কথা জানকীর শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি সেই আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া, ভয়ে অবসন্ন হইয়া, আপনার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত রোদন করিতে করিতে, আমাকে, শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও, বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বারংবার এইপ্রকার আদেশ করিতে লাগিলে, আমি তাঁহাকে তাঁহার বিশ্বাসার্থ এই কথা কহিলাম, এমন কোন রাক্ষসই দেখি না, যে, রামের ভয়োৎপাদন করিতে পারে। অতএব, এ কাতরবাক্য রামের নহে, রাক্ষস বা অন্য কেহ উচ্চারণ করিয়া থাকিবে, আপনি ক্ষান্ত হউন। সীতে! যিনি দেবতাদিগকেও ত্রাণ করিতে পারেন, সেই আর্য্য রাম, ত্রাণ কর, ইত্যাদি অতি জঘন্য নীচ কথা কিরূপে বলিতে পারেন? অতএব, কোন ব্যক্তি কোন কারণে রামের স্বর আশ্রয় করিয়া, লক্ষ্মণ! আমায় ত্রাণ কর, বলিয়া, ব্যাকুলস্বরে চীৎকার করিয়াছে, সন্দেহ নাই। অয়ি শোভনে! কোন রাক্ষস ত্রাস বশতঃ ত্রাণ কর, এই কথা বলিয়াছে। অতএব, আপনি ইতর-স্ত্রী-সুলভ মনোবেদনা ত্যাগ করুন। বৃথা অবসন্ন বা ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই, প্রকৃতিস্থ হউন এবং ঔৎসুক্য পরিহার করুন। ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান, কোন কালেই ত্রিভুবনে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে, রামকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও রামকে জয় করিতে অপারগ।

বৈদেহীর জ্ঞানচৈতন্য রহিত হইয়াছিল। তজ্জন্য, তিনি আমার এই কথায় ক্রন্দন করিয়া দারুণ বাক্যে কহিলেন, আমার প্রতি তোমার পাপাভিসন্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ভ্রাতার মৃত্যুতে তুমি সেই অভিসন্ধি সিদ্ধি করিবে, মনে করিয়াছ। কিন্তু কোনমতেই তুমি আমায় প্রাপ্ত হইবে না। বুঝিলাম, ভর-

ত্তের সঙ্কেতানুসারেই তুমি রামের অনুগামী হইয়াছ। সেই জন্য, রাম চীৎকার করিতেছেন, জানিয়াও, তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিতেছ না। অথবা, তুমি প্রচ্ছন্নচারী শত্রু, আমারই জন্য রামের আনুগত্য করিতেছ। এবং সর্ব্বদা তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর আছ। সেইজন্য, তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিতেছ না।

বৈদেহী এইপ্রকার কহিলে, অতি ক্রোধে আমার নয়ন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং রোষভরে অধরোষ্ঠও প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। তখন আমি আশ্রম হইতে একবারেই বাহির হইয়া পড়িলাম।

লক্ষ্মণ এইপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, রাম শোকে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া, এখানে আসিয়াছ, যারপর নাই গর্হিত অনুষ্ঠান করিয়াছ। দেখ, রাক্ষসদিগের নিরাকরণে আমার বিলক্ষণ শক্তি আছে, ইহা জানিয়াও, তুমি জানকীর ঐ সামান্য রাগের কথায় আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আসিলে। জানকী একে স্ত্রী, তাহাতে আবার ক্রুদ্ধা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরুষ বাক্যে তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, এখানে আসিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইতে পারিলাম না। তুমি সীতার কথায় ক্রোধের বশীভূত হইয়া, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ, ইহাতে তোমার যার পর নাই অন্যায় করা হইয়াছে। ঐ দেখ, ঐ রাক্ষস, যে আমায় মৃগরূপে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া আসিয়াছে, আমার শরে বিনষ্ট হইয়া, শয়ন করিয়া আছে। আমি শরাসন আকর্ষণ ও সায়ক সন্ধান পূর্ব্বক অনায়াসেই সেই শর নিক্ষেপ করিয়া, ইহাকে আঘাত করিয়াছি। তাহাতে, ঐ রাক্ষস মৃগতনু ত্যাগ করিয়া, কাতরস্বর-প্রয়োগপুরঃসর কেয়ূরধর নিশাচর-কলেবর ধারণ করিয়াছে। তৎকালে আমার শরে আহত হইয়া, দূর হইতে শ্রবণ করা যায় এইরূপে মদীয় স্বর

আশ্রয় করিয়া, এই নিশাচর আর্ত্তরবে তাদৃশ অতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল ; যে বাক্যে তুমি জানকীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ ।

—০:০—

ষষ্টিতম সর্গ ।

আশ্রমে আসিবার সময় রামের বামাক্ষির অধোভাগ অত্যন্ত স্পন্দিত, পদে পদেই পদদ্বয় স্খলিত ও শরীর কম্পিত হইতে লাগিল । তিনি বারংবার অশুভ নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, সীতা কুশলে আছেন কি না, এই কথা বলিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি সীতার দর্শনলালসা-বশংবদ হইয়া, ত্বরিত পদে গমন করিয়া দেখিলেন, আবসথ শূন্য রহিয়াছে । তদ্দর্শনে তাঁহার চিত্তে উদ্বেগ উপস্থিত হইল । তিনি সবেগে হস্তাদিবিক্ষেপ ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক সমুদায় উটজস্থানের চারিদিক্ তন্নতন্ন দেখিতে লাগিলেন । পর্ণশালায় গমন করিয়া দেখিলেন, তথায় সীতা নাই । তাহাতে হেমন্তের সমাগমে স্বাভাবিক-শোভা-হীন ও বিনষ্ট দশায় নিপতিত কমলিনীর ন্যায়, ঐ পর্ণশালার নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা আপতিত হইয়াছে । সমুদায় উটজস্থান বিধ্বস্ত ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে । বনদেবতারা একবারেই তাহা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । তত্রত্য মৃগ, পক্ষী ও পুষ্পমাত্রেই ম্লান হইয়াছে । বৃক্ষ সকল যেন ক্রন্দন করিতেছে । অজিন ও কুশ সকল ইতস্ততঃ বিভ্রষ্ট এবং কুশাসন ছিন্ন ভিন্ন পতিত রহিয়াছে ; সীতা তথায় নাই । তদবস্থ উটজস্থান দর্শন করিয়া, তিনি বারংবার এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, সীতাকে কেহ বধ করিয়াছে ; অথবা, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিংবা কোথায় অদৃশ্যা হইয়াছেন ; অথবা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে ; কিংবা সেই ভীরুস্বভাবা লুকাইয়া আছেন, না হয়, অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন ; অথবা তিনি ফল পুষ্প চয়নার্থ গমন করিয়াছেন,

কিংবা পল্লিমধ্যে বাহির হইয়াছেন, অথবা নদীতে গমন করিয়াছেন! রাম এই রূপে যত্নসহকারে অন্বেষণ করিয়াও, বনমধ্যে প্রিয়াকে কোথাও প্রাপ্ত হইলেন না। তখন, শোকে তাঁহার লোচনযুগল অরুণবর্ণ হইয়া উঠিলে, তিনি উন্মত্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। এবং শোক-পঙ্কার্ণবে মগ্ন ও সবেগে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ধাবমান হইয়া, বিলাপ করিতে করিতে নদ, নদী ও পর্ব্বত সকল ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি উন্মত্তের ন্যায়, কদম্বাদি বৃক্ষ সকলকেও সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি কদম্ব! প্রিয়া তোমায় অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি কোথায় আছেন, দেখিয়াছ? যদি জান, তাহা হইলে, সেই শুভাননা কোথায়, আমাকে বলিয়া দাও। অয়ি বিল্ব! তাঁহার স্তন বিল্বসদৃশ বর্ত্তুলায়ত। এবং তাঁহার দেহকান্তি সুকোমল কিসলয় তুল্য। তিনি পীতবর্ণ কৌশেয় বসন পরিধান করিয়া আছেন। যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, বল। অথবা, অর্জ্জুন! প্রিয়া তোমায় অতিশয় ভাল বাসিতেন। সেই ক্ষীণতনু জনকদুহিতা জীবিত আছেন কি না, বল। অথবা, সীতার উরুযুগল এই ককুভবৃক্ষের সদৃশ সুস্নিগ্ধ ও সুকোমল। এই বৃক্ষ নিশ্চয়ই অবগত আছে, জানকী কোথায়। কিংবা এই বনস্পতি লতা কুসুম ও পল্লব সমূহে সমাকীর্ণ এবং ভ্রমরগণের সঙ্গীতরবে পরিপূর্ণ হইয়া, শোভা পাইতেছে। অয়ি বনস্পতি! তুমি সমুদায় বৃক্ষের প্রধান। জানকীও সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ! অতএব, তিনি কোথায়, বলিয়া দাও। অথবা, প্রিয়া তিলকপুষ্প অতিশয় ভাল বাসিতেন। অতএব, এই তিলক বৃক্ষ নিশ্চয়ই তাঁহার বিষয় বিদিত আছে। হে অশোক! তুমি শোকাপনোদন করিয়া থাক। আমি শোকে সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছি। অতএব প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া, আমাকে সত্বর শোকহীন কর। হে তাল! প্রিয়ার পয়োধরদ্বয় পক্ব-তাল-সদৃশ। যদি তুমি তাঁহাকে

দেখিয়া থাক এবং যদি আমার প্রতি তোমার দয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই বরারোহা কোথায়, বলিয়া দাও। হে জম্বু! জাম্বুনদ-প্রভাময়ী প্রিয়াকে যদি দেখিয়া থাক, বল, তোমার কোন শঙ্কা নাই। হে কর্ণিকার! কুসুমসমূহের সমাগমে আজি তোমার কি অতিমাত্র শোভাই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে! প্রিয়াও তোমার অতিশয় স্নেহ করিতেন। যদি সেই সাধ্বীকে দেখিয়া থাক, বল। এই রূপে রাম চূত, নীপ, মহাসাল, পনস, কুরব, দাড়িম, বকুল, পুন্নাগ, চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বৃক্ষদিগকেও সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, উন্মত্তের ন্যায়, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগি-লেন।

অনন্তর তিনি মৃগপ্রভৃতি পশুদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, অয়ি মৃগ! তোমার শাবক সদৃশ জানকীর চক্ষু। অতএব তুমি তাঁহার বিষয় বিদিত আছ। অথবা, সেই মৃগলোচনা, মৃগীগণের সহিত মিলিত হইয়া থাকি-বেন। হে গজ। তোমার ন্যায়, তাঁহার নাসা ও ঊরু। যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, বল। আমার বোধ হইতেছে, তুমি তাঁহার বিষয় জান। অতএব হে গজরাজ! আমাকে বলিয়া দাও, তিনি কোথায়? অয়ি ব্যাঘ্র! সেই চন্দ্রনিভাননা প্রিয়া মৈথিলীকে যদি দেখিয়া থাক, বিশ্বস্ত চিত্তে বল, তোমার ভয় নাই। অয়ি প্রিয়ে! অয়ি কমলেক্ষণে! তুমি আর কিজন্য ধাবমান হইতেছ? আমি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখিয়াছি। তুমি কিনিমিত্ত ঐ বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া, আমাকে সম্ভা-ষণ করিতেছ না?, অয়ি বরারোহে! আমি বারংবার বলি-তেছি, তুমি অপেক্ষা কর, আর ধাবমান হইও না। আমার প্রতি তোমার কি দয়া নাই? তুমি ত কখন অত্যন্ত পরিহাস কর না। তবে কেন আমায় উপেক্ষা করিতেছ? অয়ি বর-বর্ণিনি! আমি তোমার পীত কৌষেয় বসন দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং তুমি দৌড়িলেও, তোমায় দেখিয়াছি। অতএব,

আমার প্রতি যদি তোমার সৌহার্দ্দ থাকে, তাহা হইলে, ক্ষান্ত হও, আর ধাবমান হইও না। অথবা, অয়ি চারুহাসিনি! আমি যাহাকে দেখিলাম, সে তুমি নহ। নিশ্চয়ই তোমায় বিনাশ করিয়াছে। তাহা না হইলে, দারুণ ক্লেশের সময়েও তুমি কি কখন আমায় উপেক্ষা করিতে পার? স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মাংসাশী রাক্ষসগণ আমাদিনা অঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রিয়াকে ভক্ষণ করিয়াছে। আহা, তাঁহার মুখমণ্ডল সুন্দর দশন, সুন্দর নাসিকা ও সুন্দর কুণ্ডলে অলঙ্কৃত এবং পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। রাক্ষসগণ গ্রাস করাতে, নিশ্চয়ই তাহা প্রভা-শূন্য হইয়াছে! তাঁহার গ্রীবা কোমল ও গ্রীবা-ভূষণে অলঙ্কৃত এবং তাঁহার বর্ণের দীপ্তি চন্দনবৎ সুস্নিগ্ধ ও সুবিশদ। রাক্ষস-গণ তাদৃশ সুন্দর গ্রীবাও ভক্ষণ করিয়াছে। ভক্ষণসময়ে প্রিয়া কতই বিলাপ করিয়াছেন! তাঁহার বাহুযুগল পল্লবসদৃশ কোমল, এবং হস্তাভরণ অঙ্গদে সুশোভিত। নিশ্চয়ই রাক্ষসেরা ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া, তাহাও ভক্ষণ করিয়াছে। তৎকালে ঐ বাহু-দ্বয়ের অগ্রভাগ নিশ্চয়ই কম্পিত হইয়াছিল। আহা, আমি কি রাক্ষসগণের ভক্ষণজন্যই তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়া-ছিলাম! সেইজন্য, তিনি বহু বান্ধবসত্ত্বেও, সার্থ-হীনার ন্যায়, রাক্ষসগণের উদরস্থা হইলেন! হা লক্ষ্মণ! হা মহাবাহো! তুমি কি প্রিয়ার কোথাও দেখা পাইয়াছ? হা প্রিয়ে! হা ভদ্রে! হা সীতে! তুমি কোথায় গেলে! এই রূপে বারংবার বিলাপ করিতে করিতে, রাম কখন বনে বনে সবেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন, কখন উদ্‌ভ্রমণ ও কখন বাত্যার ন্যায় দিগ্‌ বিদিক্‌ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন; কখন উন্মত্তের ন্যায়, প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন; কখন প্রিয়ার অন্বেষণতৎপর হইয়া, বেগভরে নদী, পর্ব্বত, প্রস্রবণ ও কানন সকল বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তৎকালে সুবিস্তৃত মহারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার চতু-

দিকে জানকীর তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিয়াও, তাঁহার আশানিবৃত্তি হইল না; পুনরায় তিনি প্রিয়ার অন্বেষণে নিরতিশয় পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

—•:•—

একষষ্টিতম সর্গ।

আশ্রমপদ ও পর্ণশালা শূন্য এবং আসন সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, দর্শন করিয়া, এবং চতুর্দ্দিক্ সবিশেষ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সীতাকে তথায় দেখিতে না পাইয়া, দশরথাত্মজ রাম স্বীয় সুন্দর ভুজযুগল উৎক্ষেপ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া, কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! জানকী কোথায়? এখান হইতেই বা তিনি কোন্ স্থানে গমন করিয়াছেন? হে সৌমিত্রে! কোন্ ব্যক্তি প্রিয়াকে হরণ অথবা ভক্ষণ করিয়াছে? অয়ি জানকি! যদি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া, আমাকে পরিহাস করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, যথেষ্ট হইয়াছে। দেখ, আমি যারপর নাই দুঃখে অভিভূত হইয়াছি। এ সময় আসিয়া আমাকে আশ্রয় প্রদান কর। সৌম্যে! তুমি যে ঐ সকল বিশ্বস্ত মৃগ-পোতকের সহিত ক্রীড়া করিতে, ইহারা তোমার বিরহে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ধ্যানে মগ্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি সীতাবিরহে কখনই প্রাণ ধারণ করিব না। তদীয় হরণ জন্য ঘোরতর শোকে আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। পিতৃদেব মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই পরলোকে আমায় অবলোকন করিবেন। এবং নিশ্চয়ই আমায় এই কথা বলিবেন, রাম! আমি যে তোমায় প্রতিজ্ঞা করিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তুমি সেই কাল পূর্ণ না হইতেই কিরূপে এখানে আমার নিকটে আসিলে? তোমায় ধিক্! পরলোকে এই কথা বলিয়া, তিনি স্বেচ্ছাচারী ও মিথ্যাবাদী অনার্য্য আমায় অবশ্যই অনুযোগ করিবেন।

অয়ি বরারোহে জানকি! আমি শোকে সন্তপ্ত ও নিরুৎ-

শয় ব্যাকুল এবং একান্ত অবসন্ন ও ভগ্নমনোরথ হইয়াছি। অয়ি সুমধ্যমে! কীর্ত্তি যেমন কুটিল ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তুমি সেইরূপ আমাকে ত্যাগ করিয়া, কোথায় যাই-তেছ? আমি তোমার বিরহে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। রাম সীতার দর্শনলালসায় নিরতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া, এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। তাহাতে, তিনি সীতাশোকে অভিভূত হইয়া, সুবিপল-পঙ্কপতিত মহাগজের ন্যায়, একান্ত অবসন্ন হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ হিতকামনা বশংবদ হইয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগি-লেন, আপনি সাতিশয় বুদ্ধিমান্। অতএব বিষণ্ণ হইবেন না। আমার সহিত যত্ন করুন, অবশ্য সীতার দর্শন পাইবেন। হে বীর! বহু-কন্দর-শোভিত এই গিরি-কানন। জানকী কাননে বিচরণ করিতে অতিশয় ভাল বাসেন এবং তজ্জন্য নিরতিশয় আহ্লাদে মত্ত হইয়া থাকেন। অতএব তিনি ঐ বনমধ্যে প্রবেশ কিংবা সুন্দর কুসুমশালিনী পুষ্করিণীতে গমন করিয়াছেন; অথবা, বেতসলতা ও মৎস্যগণে সমাকীর্ণ নদীতে সমাগত হইয়া-ছেন; কিংবা আমাদিগকে ভয় দেখাইবার মানসে অরণ্যের কোন স্থানে লুকাইয়া আছেন। হে পুরুষসিংহ! আমি বা আপনি, কেমন তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারি, ইহাই জানিবার জন্য তিনি ঐ রূপে লুক্কায়িত হইয়াছেন। হে শ্রীমন্! শীঘ্রই তাঁহার অন্বেষণে যত্ন করি, চলুন। হে কাকুৎস্থ! আপনার যদি বোধ হয়, তিনি এই অরণ্যে আছেন, তাহা হইলে, আমরা ইহার সকল অংশই অন্বেষণ করিব। শোকে আর মন করিবেন না।

লক্ষ্মণ সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত এইপ্রকার কহিলে, রাম সমাহিত হইয়া, তাঁহার সহিত সীতার অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু গিরি, বন, সরিৎ, সরোবর, সানু, শিলা ও শিখর সমুদায় তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিয়া কুত্রাপি তাঁহার দর্শন পাইলেন না।

তৎকালে সমুদায় পর্ব্বতে সন্ধান করিয়া, রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, ভাই! এই পর্ব্বতে প্রিয়া জানকীকে দেখিতে পাইলাম না। লক্ষ্মণ সমুদায় দণ্ডকারণ্য বিচরণ করত সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, দুঃখে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। পরমতেজস্বী ভ্রাতা রামকে কহিতে লাগিলেন, মহাবাহু বিষ্ণু যেমন বলিকে বন্ধন করিয়া, এই পৃথিবী লাভ করেন, আপনি তেমনি জনক-দুহিতা সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন। বীর লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া, দুঃখে হতচেতন রাম ব্যাকুল বচনে কহিলেন, অয়ি মহাপ্রাজ্ঞ! সমুদায় বন, সমুদায় প্রফুল্লপঙ্কজ পুষ্করিণী, এবং এই বহু কন্দর ও বহু নির্ঝর সুশোভিত পর্ব্বত, সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিলাম। তথাপি, প্রাণ অপেক্ষা গরীয়সী জানকীর দর্শন পাইলাম না। সীতাহরণ-কর্শিত রাম শোকে আচ্ছন্ন ও ব্যাকুল হইয়া, এইপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। তাঁহার বুদ্ধি বিলুপ্ত, চেতনা বিভ্রষ্ট ও সর্ব্বশরীর বিহ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি অতিশয় ব্যাকুল ও আতুরভাবাপন্ন হইয়া, দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করত বিষাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজীবলোচন রাম বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, হা প্রিয়ে! বলিয়া, বাষ্পগদ্গদ বচনে বারংবার রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় প্রিয়ভ্রাতা বিনয়োপেত লক্ষ্মণ শোকে অভিভূত হইয়া, কৃতাঞ্জলি করে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম তাঁহার ওষ্ঠপুটবিনির্গত সে কথায় উপেক্ষা করিয়া, প্রিয়তমা সীতার অদর্শনে বারংবার রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

———

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা কমললোচন রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, শোকে জ্ঞানশূন্য হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাকে দর্শন না করিলেও, যেন দেখিলেন, এই ভাবে কামাতুর হইয়া, বিলাপপূর্ব্বক গদ্‌গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, অয়ি প্রিয়ে! তুমি পুষ্প অতিশয় ভাল বাস। অশোকশাখায় স্বীয় শরীর আবৃত করিয়া, আমার শোক সাতিশয় বর্দ্ধিত করিতেছ। দেবি! তোমার ঊরুযুগল কদলীকাণ্ডসদৃশ। তুমি কদলীতে উহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছ; আমি দেখিতে পাইয়াছি। অতএব তুমি আর উহা গোপন করিতে পারিতেছ না। ভদ্রে! তুমি হাসিতে হাসিতে কর্ণিকার বনে প্রবেশ করিতেছ। কিন্তু আর আমারে পীড়ন করিয়া, পরিহাস করিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষে, আশ্রমস্থানে পরিহাস করা প্রশস্ত নহে। অয়ি প্রিয়ে! তুমি স্বভাবতই পরিহাস করিতে ভাল বাস, ইহা আমি অবগত আছি। কিন্তু অয়ি বিশালাক্ষী! তোমার উটজ শূন্য রহিয়াছে; অতএব আগমন কর। অথবা, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, রাক্ষসেরা সীতাকে, হয় ভক্ষণ, না হয়, হরণ করিয়াছে। সেই জন্য, তিনি আমাকে বিলাপ করিতে দেখিয়াও, নিকটস্থ হইতেছেন না। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, এই সকল মৃগযূথ ক্রন্দন করিতে করিতে যেন বলিতেছে, রাক্ষসগণ সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। হা সাধ্বি! হা বরবর্ণিনি! হা আর্য্যে! তুমি কোথায় গিয়াছ! হায়! আমি সীতার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম; অধুনা, সীতা বিনা দেশে গমন করিতে হইবে। এতদিনে কৈকেয়ীর কামনা পূর্ণ হইল! আমি কিরূপে সীতাশূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব! লোকে আমাকে নির্দ্দয় ও নির্বীর্য্য বলিয়া নিন্দা করিবে। সীতার বিনাশে নিশ্চয়ই আমার ভীরুতা প্রকাশ হইবে। আমি যখন বনবাস

হইতে দেশে প্রত্যাগত হইব, তখন রাজা জনক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, কিরূপে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইব? তিনিও আমাকে সীতাহীন দেখিলে, নিশ্চয়ই দুহিতৃবিয়োগশোকে সন্তপ্ত ও মোহের বশীভূত হইবেন। পিতা দশরথই ধন্য! যেহেতু, তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন। অথবা, আমি আর ভরতের পালিত অযোধ্যায় গমন করিব না। অযোধ্যার কথা কি, সীতাবিরহে স্বর্গও আমার শূন্য বলিয়া মনে হয়। অতএব, তুমি আমায় এই অরণ্যমধ্যে ত্যাগ করিয়া, অযোধ্যায় গমন কর। আমি সীতা ব্যতিরেকে কোন মতেই প্রাণধারণ করিতে পারিব না। তুমি আমার কথানুসারে ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিবে, রাম অনুমতি দিয়াছেন, তুমিই এই বসুন্ধরা পালন কর। হে বিভো! জননী কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা, ইহাঁদের প্রত্যেককে আমার আজ্ঞানুসারে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া, সর্ব্বদা সদ্‌বাক্য-প্রয়োগপূর্ব্বক যত্নাতিশয়-সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। হে অরাতিনাশন! জননীকে বিস্তারপূর্ব্বক সীতাবিনাশঘটনা নিবেদন করিবে।

রাম সুকেশী সীতার বিরহে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, এই-প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলে, ভয়ে লক্ষ্মণের মুখ বিবর্ণ ও মন ব্যথিত হইল এবং তিনি যার পর নাই আতুর হইয়া পড়িলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাজপুত্র রাম প্রিয়াবিরহে শোক মোহে অভিভূত ও আর্ত্ত-রূপ হইয়া, লক্ষ্মণের বিষাদ উৎপাদন পূর্ব্বক পুনরায় স্বয়ং নিরতিশয় বিষাদগ্রস্ত হইলেন। অনন্তর তিনি বিপুল শোকে মগ্ন হইয়া, শোকভরে উষ্ণনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, রোদন করিতে করিতে শোকবশাভিপন্ন লক্ষ্মণকে উপস্থিত বিপদের অনুরূপ বাক্যে

বলিতে লাগিলেন, বোধ হয়, আমার ন্যায় দুষ্কর্ম্মকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই! দেখ, উপর্য্যুপরি অবিশ্রামে শোক সংঘটিত হইয়া, আমার মন ও হৃদয় ভেদ করিতেছে। পূর্ব্ব জন্মে নিশ্চয়ই আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক বারংবার অনেক পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অদ্য তাহারই পরিণাম সংঘটিত হইল। সেই জন্য, দুঃখের উপর দুঃখ উপস্থিত হইতেছে। রাজ্যনাশ, পিতৃবিয়োগ, মাতৃবিয়োগ ও আত্মীয়বিচ্ছেদ, এই সকল স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া, আমার শোকবেগ পরিপূর্ণ করিতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণ! বনে আসিয়া, সীতার সহবাসে সমুদায় দুঃখই নিবৃত্তি পাইয়াছিল, শারীরিক ক্লেশমাত্র অনুভূত হইত। অদ্য সীতার বিয়োগে, কাষ্ঠসংযোগে সহসা প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায়, তৎসমস্ত পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই কোন রাক্ষস সেই ভীরুস্বভাবা আর্য্যা সীতাকে আকাশপথে হরণ করিয়া লইয়াছে। আহা, তৎকালে সেই মধুরভাষিণী ভয়বশতঃ বিকৃত স্বরে বারংবার ক্রন্দন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। প্রিয়ার সেই বর্ত্তুলায়ত স্তনযুগল সর্ব্বদাই পরম সুন্দর ও উৎকৃষ্ট রক্তচন্দন ভোগ করিবার উপযুক্ত। নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ ভক্ষণ করিবার সময়ে, তাহা শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছে। আর, আমি এই শরীরে তাহা আশ্লেষ করিতে পাইব না। তাঁহার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কেশকলাপে অলঙ্কৃত এবং সুন্দর সুমধুর, সুকোমল ও সুস্পষ্ট বাগ্‌বিন্যাসে সুশোভিত। তিনি রাক্ষসের বশীভূত হইলে, রাহুমুখ নিপতিত চন্দ্রের ন্যায়, নিশ্চয়ই সেই মুখের সমুদায় শোভা তিরোহিত হইয়াছে। প্রিয়ার সেই সুন্দর গ্রীবা সর্ব্বদাই হারগুচ্ছে অলঙ্কৃত। রক্তাশী রাক্ষসেরা শূন্যে পাইয়া, নিশ্চয়ই তাহা ভেদ করিয়া, রক্ত পান করিয়াছে। আমি না থাকাতে, নির্জ্জন বনে রাক্ষসেরা চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, সেই রুচিরায়তলোচনা নিশ্চয়ই ব্যাকুল হইয়া, কুররীর ন্যায়, চীৎকার করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ! সেই চারুশীলা ও চারুস্মিতা পূর্ব্বে আমার সহিত এই শিলাতলে তোমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, হাসিতে হাসিতে তোমায় কত কথাই বলিতেন। এই সরিদ্বরা গোদাবরী; প্রিয়া ইহার প্রতি সর্ব্বদাই আসক্ত। আমার মনে হইতেছে, হয় ত তিনি ঐ নদীতে গমন করিয়াছেন। অথবা, তিনি কখন একাকিনী তথায় গমন করেন না। তবে কি সেই পদ্মপলাশ-লোচনা পদ্মমুখী জানকী পদ্ম সকল চয়ন করিতে গমন করিয়াছেন? তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তিনি কখন আমা বিনা পদ্ম আনিতে যান না। অথবা, তিনি এই কুসুমিত-পাদপরাজিবিরাজিত নানা জাতীয় বিহঙ্গমপূর্ণ অরণ্য মধ্যে যদৃচ্ছাবশতঃ প্রবেশ করিয়া থাকিবেন; ইহাও কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, তিনি ভীরুস্বভাবা, একাকিনী অরণ্যে প্রবেশ করিতে সাতিশয় শঙ্কিতা হয়েন।

অয়ি ভগবন্ আদিত্য। আপনি সকলের কৃতাকৃত অবগত এবং সত্য মিথ্যা সমুদায় কার্য্যেরই সাক্ষী। অতএব, আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, কিম্বা, কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, সমুদায় আমাকে বলুন; শোকে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে বায়ু! সমুদায় লোকে এমন কিছুই নাই, যাহা নিত্যই আপনার জ্ঞানপথে উদিত না হয়। অতএব আমার সেই কুল-পালিনী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কি অপহৃত হইয়াছেন, অথবা পথিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, বলুন।

রাম এইরূপে শোকভারাচ্ছন্ন কলেবরে অচেতন অবস্থায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, ন্যায়পথানুবর্ত্তী অদীনসত্ত্ব সৌমিত্রি তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! শোক ত্যাগ করিয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। এবং উৎসাহসহকারে সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হউন। উৎসাহশালী পুরুষগণ সংসারে অতি দুষ্কর কার্য্য সকলেও অবসন্ন হয়েন না।

প্রবল-পুরুষকার বিশিষ্ট সুমিত্রানন্দন নিরতিশয় ব্যাকুল

হইয়া, এইপ্রকার কহিলে, রঘুবংশসত্তম রাম তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গণনা করিলেন না। একবারেই ধৈর্য্য ত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় নিরতিশয় দুঃখে মগ্ন হইলেন।

—:০:—

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর তিনি সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, ব্যাকুল বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! সীতা হয়ত পদ্ম আনিতে গোদাবরীতে গমন করিয়াছেন। অতএব শীঘ্র তথায় গিয়া জানিয়া আইস। লক্ষ্মণ রামের এই বাক্যে পুনরায় দ্রুতপদসঞ্চারে গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন। এবং সেই সুপ্রশস্ত-তীর্থশালিনী গোদাবরীর চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিয়া, রামকে আসিয়া কহিলেন, আমি সকল ঘাটই অন্বেষণ করিলাম, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। এবং উচ্চ স্বরে চীৎকার করিলেও, কাহারও তাহা শ্রুতিগোচর হইল না। আর্য্য! তনুমধ্যমা ক্লেশহারিণী বৈদেহী কোন্ স্থানে গিয়াছেন, তাহা জানি না।

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া, রাম আরও ব্যাকুল ও সন্তাপমোহিত হইয়া, স্বয়ং গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং তথায় উপনীত হইয়া, সীতা কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু রাবণের সংহার করা কর্ত্তব্য হইয়াছিল। এইজন্য গোদাবরী নদী অথবা তত্রস্থ ভূতগণ কেহই তাঁহাকে বলিল না যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। অনন্তর ভূতগণ রামকে সীতার কথা বলিতে বলিলে, এবং রামও স্বয়ং শোকভরে জিজ্ঞাসা করিলে, গোদাবরী দুরাত্মা রাবণের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও ভয়ঙ্কর কার্য্য স্মরণ করিয়া, ভয়বশতঃ সীতার কথা কহিলেন না। এইরূপে গোদাবরী সীতাদর্শনে নিরাশ করিলে, রাম সীতাবিরহে কর্শিত হইয়া, লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, সৌম্য! এই গোদাবরী কিছুই প্রত্যুত্তর করিতেছে না। কিন্তু আমি সীতা বিনা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া,

রাজা জনক ও তদীয় সহধর্ম্মিণীকে কি বলিব? আমি রাজ্য-ভ্রষ্ট ও বনবাসী হইয়া, বন্য ফলমূলাদি দ্বারা জীবনধারণে প্রবৃত্ত হইলে, যিনি আমার শোক সংহরণ করিয়াছিলেন, সেই বৈদেহী কোথায় গেলেন! আমি জ্ঞাতিবর্গবিহীন হইয়াছি, এক্ষণে আবার জানকীও অদৃশ্য হইলেন। অতএব বোধ হইতেছে, অতঃপর জাগরণ করিয়া, রাত্রি সকল আমার পক্ষে দীর্ঘ হইবে, সহজে প্রভাত হইবে না। যদি সীতাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে, তদনুরোধে আমি এই প্রস্রবণ গিরি, জনস্থান ও মন্দাকিনী, সর্ব্বত্রই বিচরণ করিব। হে বীর! ঐ দেখ, মহা-মৃগ সকল আমাকে বারংবার দর্শন করিতেছে। ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, যেন কিছু বলিতে উৎসুক হইয়াছে। অনন্তর, নর-ব্যাঘ্র রাম তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, সবিশেষ পর্য্যালোচনা করত বাষ্পগদ্গদ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, সীতা কোথায়? মৃগগণ রামের এই কথায় তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া, আকাশপানে চাহিয়া রহিল। সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া ঐ দিকেই গমন করিয়াছেন। মৃগগণ এই দক্ষিণ দিক্ মার্গে গমন করিতে করিতে রামকে দেখিতে লাগিল। ঐ সময়ে লক্ষ্মণ লক্ষ্য করিলেন যে, মৃগগণ একবার আকাশমার্গ, আরবার ভূপৃষ্ঠ নিরীক্ষণ এবং পুনরায় শব্দ করিতে করিতে গমন করিতেছে। ইহাতে তিনি ইঙ্গিতে তাহাদের সমুদায় কথাই বুঝিয়া লইলেন। অনন্তর ধীমান্ লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন, আপনি. সীতা কোথায়, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, এই সকল মৃগ সহসা উত্থিত হইয়া, ভূমি ও দক্ষিণ দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে। অতএব দেব! আমরা এই দক্ষিণ দিকে গমন করি, চলুন। ইহাই প্রশস্ত কল্প। ইহাতে হয় ত তাঁহাকে, না হয়, তাঁহার কোনরূপ সন্ধান, পাইতে পারিব। শ্রীমান্ রাম এই কথায় সম্মত হইয়া, ভূমি দর্শন করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগামী হইলেন।

এই রূপে দুই ভ্রাতা পরস্পর কথোপকথন করত যাইবার সময় অবলোকন করিলেন, কোন স্থানে পথিমধ্যে পুষ্পরাশি পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে রাম দুঃখিত হইয়া, দুঃখিত বাক্যে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই সেই সকল কাননকুসুম, আমি চিনিতে পারিয়াছি। ঐ সকল আমি বৈদেহীকে দিয়াছিলাম; তিনি কেশপাশে বন্ধন করিয়াছিলেন। বোধ হইতেছে, সূর্য্য, বায়ু ও যশস্বিনী পৃথিবী, ইহাঁরা আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কামনায় ঐ সকল পুষ্প রক্ষা করিতেছেন। সেইজন্য, ইহারা ম্লান ও স্থানান্তরিত হয় নাই।

মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা রাম পুরুষসিংহ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, চতুর্দ্দিকে প্রস্রবণাকীর্ণ সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, গিরিনাথ! তুমি কি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রামাকে আমাবিরহে রমণীয় বনবিভাগে অবলোকন করিয়াছ? অনন্তর তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে, সেইরূপ, পর্ব্বতকে কহিলেন, তোমার সানু সকল ধ্বংস না করিতে করিতে, সেই হেমবর্ণা ও হেমাঙ্গী সীতাকে দেখাইয়া দাও। তিনি মৈথিলীর উদ্দেশে এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, গিরিরাজ যেন সীতাকে দেখাইয়াও দেখাইলেন না। তখন রাম তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার বাণানলে নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া, ভস্মীভূত হইবে। তোমার তৃণ ও দ্রুমপল্লব সকলও এককালেই বিনষ্ট হইবে। তখন আর কেহই তোমার আশ্রয় লইবে না। লক্ষ্মণ! চন্দ্রনিভাননা সীতার কথা না বলিলে, এই নদীকেও আজি আমি শোষণ করিব। রাম এই রূপে নিরতিশয় রোষাবিষ্ট ও দৃষ্টিপাতে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া, ভূপৃষ্ঠে রাক্ষসের অত্যায়ত পদ-বিক্ষেপ-চিহ্ন অবলোকন করিলেন, এবং রাক্ষস অনুসরণ করাতে, জানকী ভীত হইয়া, রামদর্শনবাসনায় ইতস্ততঃ ধাবমানা হইয়াছিলেন, তাঁহারও পদপংক্তি দেখিতে পাইলেন।

এই রূপে জানকী ও রাক্ষসের ইতস্ততঃ পরিক্রমণ এবং তজ্জ

ধনু, ছিন্ন তূণীর ও বহুধাবিকীর্ণ রথ, ইত্যাদি দর্শন করিয়া, রাম সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, জানকীর ভূষণস্থ কনকবিন্দু সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সৌমিত্রে! বিবিধ মাল্যও পতিত রহিয়াছে। এদিকে আবার অবলোকন কর, স্বর্ণবিন্দুসদৃশ বিচিত্র রক্তবিন্দুসমূহে ভূপৃষ্ঠ আবৃত হইয়াছে। বোধ হয়, কামরূপী নিশাচরগণ জানকীকে খণ্ডে খণ্ডে ছেদন কিংবা ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। সৌমিত্রে! সীতার জন্য এই স্থানে দুই জন নিশাচর বিবাদ করিতে করিতে তুমুল যুদ্ধ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সৌম্য! কাহার এই মুক্তামণি-খচিত, রমণীয়, বিভূষিত ধনু ভূপৃষ্ঠে ভগ্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে? বৎস! এই ধনু, হয়, দেবগণের, না হয়, রাক্ষসগণের। ঐ দেখ, কাহার এই তরুণাদিত্যসন্নিভ বৈদূর্য্যমণিলাঞ্ছিত কাঞ্চন-কবচ বিশীর্ণাবস্থায় ভূপৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়াছে। সৌম্য! এই শত শলাকা সুশোভিত দিব্যমাল্য-বিভূষিত ছত্রই বা কাহার, ভূমিতে নিপাতিত রহিয়াছে? ইহার দণ্ড ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই কাঞ্চনময় উরশ্ছদ-সম্পন্ন, পিশাচ-সদৃশ-বদনবিশিষ্ট, মহাকায়, ভীমরূপ গর্দ্দভগণই বা কাহার, সংগ্রামে নিহত হইয়াছে? এই প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম দ্যুতিমান্, সমর-ধ্বজ সাংগ্রামিক রথই বা কাহার, ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত পতিত রহিয়াছে? এই স্বর্ণ-সমলঙ্কৃত, ঘোরদর্শন, চতুঃশতাঙ্গুলি-দীর্ঘ, ফলকবিহীন বাণ সকলই বা কাহার, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, ঐ শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় একবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাহারই বা ঐ সারথি প্রতোদ ও অভীষু হস্তে নিহত হইয়াছে? কোন্ রাক্ষসেরই বা এই পদসঞ্চারমার্গ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে? সৌম্য! এই কারণে অতীব কঠিনহৃদয় কামরূপ নিশাচরগণের সহিত আমার পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বৈর সংঘটিত হইল, ইহাতে তাহাদের জীবনান্ত উপস্থিত হইবে, দেখিও।

যাহা হউক, রাক্ষসেরা সীতাকে হরণ কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে; না হয়, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই মহারণ্যে হরণ করিবার সময় ধর্ম্ম সীতাকে পরিত্রাণ করিলেন না। লক্ষ্মণ! এই রূপে জানকীকে হরণ কিংবা ভক্ষণ করিলে, ধর্ম্মও যদি তাঁহাকে পরিত্রাণ না করিলেন, তাহা হইলে, সংসারে ঐশীশক্তিবিশিষ্ট আর কোন্ ব্যক্তিগণ আমার প্রিয়ানুষ্ঠানে সমর্থ হইবেন? যিনি লোক সকলের কর্ত্তা ও সমধিক শৌর্য্যবিশিষ্ট, এবং যিনি করুণাপূর্ব্বক সকলেরই শুভাশুভ অবগত হইয়া থাকেন, সেই মহেশ্বরও যদি এ বিষয়ে মৌন অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, ভূতমাত্রেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে। আমার স্বভাব সাতিশয় কোমল ও ইন্দ্রিয়গণ বিষয়প্রবৃত্তি-পরিশূন্য এবং সর্ব্বদাই আমি লোক সকলের হিতানুষ্ঠান ও করুণাপূর্ব্বক তাহাদের শুভাশুভ পরিজ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু আমি সীতার পরিত্রাণ করিলাম না। অতএব, ইন্দ্রাদি ত্রিদশেশ্বরগণ নিশ্চয়ই আমায় নির্বীর্য্য জ্ঞান করিবেন। লক্ষ্মণ! ভাবিয়া দেখ, আমায় প্রাপ্ত হইয়া, সাধুবাদিগুণ সকলও দোষরূপে পরিণত হইল। অতএব, প্রলয়কালে চন্দ্রের জ্যোৎস্না সংহার করিয়া, সর্ব্বভূতসংতাপন সূর্য্য যেমন সমুদিত হয়েন, অদ্য সমুদায় গুণ সংহরণ পূর্ব্বক মদীয় তেজও তেমনি প্রকাশিত হইবে। লক্ষ্মণ! অদ্য যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস, কিন্নর বা মনুষ্য কেহই সুখলাভে সমর্থ হইবে না। অদ্য আমার অস্ত্রজালে সমুদায় আকাশ ব্যাপ্ত হইবে, দেখ। অদ্য আমি ত্রিভুবনবাসী ব্যক্তিমাত্রেরই ক্রিয়ালোপ করিব। অদ্য আমি ত্রিলোকী কালকবলে নিক্ষেপ করিব। তাহাতে, গ্রহগণের গতি রুদ্ধ, নিশাকর অন্তর্হিত, বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দ্যুতিসমূহের বিনাশবশতঃ গাঢ় অন্ধকারে সমুদায় আবৃত, শৈলশিখর সমস্ত বিনির্ম্মথিত, সাগর সকল শুষ্ক, ক্রম লতা ও গুল্ম সমুদায় বিনষ্ট, এবং কানন সকল এক কালেই বিনিপাতিত হইবে। হে সৌমিত্রে! ইত্যাদি

ঈশ্বরগণ যদি কুশলে থাকিতে থাকিতে, সীতাকে প্রদান না করেন, তাহা হইলে, এই মুহূর্ত্তে মদীয় বিক্রম অবলোকন করিবেন। আর কেহই আকাশে উৎপতিত হইতে পারিবে না। লক্ষ্মণ! দেখ, অদ্য আমার চাপমুখ-বিনির্ম্মুক্ত শরজালে নিরন্তর মর্দ্দিত হইয়া, সমস্ত জগৎ নিরতিশয় ব্যাকুল ও মর্য্যাদাশূন্য এবং মৃগ ও বিহঙ্গম সকল সর্ব্বতোভাবে ভ্রান্ত ও বিনষ্ট হইবে। অদ্য আমি সীতার নিমিত্ত আকর্ণপূর্ণ বাণপরম্পরায় বিশ্বসংসার রাক্ষস ও পিশাচশূন্য করিব। জীবলোকে আমার ঐ শর নিবারণ করিতে পারিবে না। অদ্য দেবগণ অবলোকন করিবেন, রাশি রাশি শর মৎকর্ত্তৃক রোষ ও অমর্ষভরে প্রযুক্ত ও বিমুক্ত হইয়া, দূরে গমন করিতেছে। আমার ক্রোধে ত্রিলোক বিনষ্ট হইলে, দেব, দানব, পিশাচ ও রাক্ষস, কেহই রক্ষা পাইবে না। ফলতঃ, সুর, অসুর, যক্ষ ও রাক্ষস-লোক সমুদায় আমার শরপরম্পরায় খণ্ড খণ্ড হইয়া, নিপতিত হইবে। অদ্য আমি সায়কসমূহ প্রয়োগ করিয়া, এই সমস্ত লোক মর্য্যাদাশূন্য করিব। প্রিয়া বৈদেহী মরিয়াই যান, বা অপহৃতাই হউন, ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণ তাঁহাকে তদবস্থায় প্রদান না করিলে, আমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ বিনাশ করিব। এবং তাঁহাকে যাবৎ দেখিতে না পাইব, তাবৎ সায়কসমূহে চরাচর সন্তাপিত করিব। এই বলিয়া ক্রোধে তাঁহার লোচনযুগল তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি বল্কল, অজিন ও জটাজূট বন্ধন করিলেন। তৎকালে ধীমান্ রাম ক্রুদ্ধ হইয়া, ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলে, পূর্ব্বে ত্রিপুরবধোদ্যত মহাদেবের ন্যায়, তদীয় তনু প্রতিভাত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের নিকট হইতে কার্ম্মুক গ্রহণ ও দৃঢ় করে ধারণ করিয়া, আশীবিষসদৃশ ঘোর প্রদীপ্ত সায়ক তাহাতে সন্ধান করিলেন এবং প্রলয়কালীন পাবকের ন্যায়, ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! জরা, মৃত্যু, কাল ও বিধি এই সকল যেমন প্রাণিমাত্রেই কোন

কালে প্রতিহত হইবার নহে, সেইরূপ, আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি, নিঃসন্দেহই কেহ আমাকে নিবারণ করিতে পারিবে না। মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে তাঁহার প্রকৃত অবস্থায় প্রাপ্ত না হইলে, অদ্য আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পন্নগ ও পর্ব্বত সহিত সমুদায় জগৎ পরিমর্দ্দিত করিব।

—•:•—

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

সীতাহরণকর্শিত রাম সন্তপ্ত হইয়া, সংবর্ত্তক অনলের ন্যায় লোকবিনাশে উদ্যত হইলে এবং প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিতে অভিলাষী মহাদেবের ন্যায়, বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, জ্যাযুক্ত শরাসনে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রোধ দর্শন করিয়া, শুষ্ক মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আপনি পূর্ব্বে মৃদু, দান্ত ও সর্ব্বভূতহিতানুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। এক্ষণে ক্রোধের বশীভূত হইয়া, স্বীয় স্বভাব ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। চন্দ্রে শ্রী, সূর্য্যে প্রভা, বায়ুতে গতি, পৃথিবীতে ক্ষমা এবং আপনাতে উৎকৃষ্ট যশ, নিত্য সিদ্ধ। এক জনের অপরাধে সমুদায় লোক সংহার করা আপনার উচিত হয় না। নিশ্চয়ই আমার প্রতীতি হইতেছে, এই যে সাংগ্রামিক রথ ভগ্ন হইয়াছে, ইহা এক ব্যক্তিরই অধিকৃত, বহুজনের নহে। কিন্তু এই যুগযুক্ত ও পরিচ্ছদ সহিত রথ কাহার, কিজন্যই বা ভগ্ন হইয়াছে, তাহা জানি না। ঐ দেখুন, এই স্থান খুরনেমি-ক্ষত ও রুধিরবিন্দুতে অভিষিক্ত এবং তজ্জন্য অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছে। নিশ্চয়ই এখানে সংগ্রাম ঘটিয়াছে। এই সকল কারণে ইহাও বোধ হইতেছে, এক জন রথির সহিত অন্য কাহারও যুদ্ধ হইয়াছে, দুই জন রথিতে যুদ্ধ করে নাই। সুবিপুল সৈন্যের পদচিহ্নও এখানে লক্ষিত হইতেছে না। অতএব একজনের অপরাধে সমুদায় লোক সংহার করা আপনার

উচিত হয় না। নরপতিগণ সচরাচর অতিশয় শান্ত ও মৃদুস্বভাব হইয়া থাকেন এবং অপরাধানুসারেই দণ্ডবিধান করেন। আপনিও সর্ব্বদা সকল ভূতের শরণ্য ও পরম আশ্রয়। হে রঘুনন্দন! সংসারে কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার জীবিনাশ সর্ব্বথা কল্পনা করিতে পারে? আর, সাধুগণ যেরূপ দীক্ষিত ব্যক্তির অপ্রিয় অনুষ্ঠানে সমর্থ নহেন, সেইরূপ, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সরিৎ, সাগর ও শৈল, কেহই আপনার অনিষ্ট করিতে পারে না। রাজন্! যে ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে, আমার ও পবমর্ষিগণের সহায়ে, ধনুষ্পাণি হইয়া, সেই ব্যক্তিরই অন্বেষণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। অতএব আমরা সমুদায় সমুদ্র, বন ও পর্ব্বত, সমুদায় ঘোর গুহা ও পুষ্করিণী এবং দেব ও গন্ধর্ব্বগণেরও লোকসমুদায় সাবধানে অন্বেষণ করিব। যতক্ষণ না আপনার ভার্য্যাপহারির দর্শন পাইব, তাবৎ এইরূপে শান্তভাবে অন্বেষণ করিলেও, ইন্দ্রাদি অমরেশ্বরগণ যদি আপনার পত্নীকে না দেন, তাহা হইলে, হে কোশলেন্দ্র! আপনি পশ্চাৎ দণ্ড অবলম্বন করিবেন। হে নরেন্দ্র! শীল, সাম, বিনয় ও নয় অবলম্বন করিয়াও যদি সীতাকে না পান, তাহা হইলে, মহেন্দ্রের বজ্র সদৃশ, সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে সমুদায় সংসার সমুৎসাদিত করিবেন।

—০:০—

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

রাম ঐরূপে শোকে সন্তপ্ত, নিরতিশয় মোহে আচ্ছন্ন, অভিভূত ও হতচেতন হইয়া, অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তদীয় চরণ স্পর্শ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া, প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজা দশরথ অনেক তপস্যা ও বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক, দেবগণের অমৃতের ন্যায়, আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভরতের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে, রাজা দশরথ আপনারই গুণে বদ্ধ হইয়া

আপনারই বিয়োগে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। হে কাকুৎস্থ! আপনি যদি এই উপস্থিত দুঃখ সহ্য না করিবেন, তাহা হইলে আর কোন্ অল্পসত্ত্ব ক্ষুদ্রপ্রকৃতি পুরুষ ইহা সহ্য করিবে? অত-এব, হে নরশ্রেষ্ঠ! আশ্বস্ত হউন। দেখুন, সংসারে কোন্ ব্যক্তিকে আপদপরম্পরা, অগ্নির ন্যায়, স্পর্শ করিয়া, ক্ষণমধ্যেই বিলীন না হয়? লোকের স্বভাবই এই। দেখুন, নহুষনন্দন যযাতি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেও, দুর্নীতিদোষে দুঃখগ্রস্ত হইয়া-ছিলেন। যিনি আমাদের পিতৃদেবের পুরোহিত, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠ শতপুত্র উৎপাদন করেন। কিন্তু এক দিনেই সকলে নিহত হয়েন। হে কোশলরাজ! যিনি সকলের মাতা ও সকল লোকেই যাঁহাকে নমস্কার করে, সেই এই বসুমতীরও কম্পন দেখিতে পাওয়া যায়। যে সূর্য্য ও চন্দ্র জগতের নেত্র ও সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্বরূপ এবং যাহাতে সমুদায় সংসার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মহা-বল চন্দ্র সূর্য্যেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই রূপে অতি মহৎ ভূত ও দেবগণও যখন দৈবের বশীভূত, তখন সামান্য শরীরী প্রাণীগণের কথা আর কি বলিব? অধিক কি, ইন্দ্রাদি দেবগণেও নয়ানয়ের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব হে নরসিংহ! আপনার আর ব্যথিত হওয়া উচিত হয় না। হে রঘুনন্দন! জানকী মৃতা বা নিরুদ্দিষ্টা, যাহাই হউন, তজ্জন্য প্রাকৃত পুরুষের ন্যায়, শোক করাও আপনার বিধেয় নহে। হে বীর! আপনার ন্যায় সর্ব্বদর্শী ও হিতদর্শী পুরুষগণ সচরা-চর সুমহৎ কৃচ্ছ্রেও শোক করেন না। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি সবিশেষ বিচার পূর্ব্বক তত্ত্বানুসারে যুক্তিযুক্ত চিন্তা করুন। আপনার ন্যায় মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষগণ বুদ্ধিযুক্ত হইয়াই, শুভাশুভ বিশেষ রূপে বিদিত হয়েন। যাহাদের গুণ দোষ আপাততঃ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে, তাদৃশ অধ্রুব কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কখন ইষ্টফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। হে বীর! আপনিই পূর্ব্বে আমাকে অনেকবার এইপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন। স্বয়ং

বৃহস্পতিও আপনাকে অনুশাসন করিতে সমর্থ নহেন; অন্যের কথা কি বলিব? হে মহাপ্রাজ্ঞ! দেবগণও আপনার জ্ঞানের পরিচ্ছেদ করিতে পারেন না। অধুনা আপনার সেই জ্ঞান শোকে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছে, যে, আমিও তাহার উদ্বোধন করিতেছি। হে ইক্ষ্বাকুসিংহ! এক্ষণে নিজের মানুষ ও অমানুষ পরাক্রম পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক শত্রুসংহারে সমুদ্যত হউন। হে পুরুষপ্রবর! সমুদায় সংহার করিয়া আপনার ইষ্টাপত্তি কি? যে ব্যক্তি শত্রু, তাহাকেই বিশেষ নির্ণয় করিয়া, বিনাশ করা আপনার সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ এইরূপে নিরতিশয় সারগর্ভ সুন্দর বাক্য প্রয়োগ করিলে, সারগ্রাহী মহাবাহু রাম তাহা পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সংবর্দ্ধিত রোষ নিগৃহীত এবং বিচিত্র ধনু অবষ্টব্ধ করিয়া, লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! আমরা এখন কোথায় যাইব, কি করিব, কি উপায়েই বা সীতাকে দেখিতে পাইব, এই সকল চিন্তা কর। লক্ষ্মণ নিরতিশয় পরিতপ্ত রামকে কহিলেন, এই জনস্থানই অন্বেষণ করা আপনার উচিত হইতেছে। বহুসংখ্য রাক্ষস ও বিবিধ লতাবৃক্ষে আচ্ছন্ন এই জনস্থানে অনেক গিরিদুর্গ, কন্দর, খণ্ডপাষাণ, নানাজাতীয় মৃগপূর্ণ ভয়ঙ্কর গুহা, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণের আবাস ও ভবন সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। আমার সহিত সাবধানে ঐ সকল অন্বেষণ করাই আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনার ন্যায় বুদ্ধিবিশিষ্ট মহানুভাব নরশ্রেষ্ঠগণ আপৎকালে, বায়ুবেগে অচলরাজির ন্যায়, কখন বিচলিত হয়েন না।

রাম এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুতে ক্ষুরধার ভয়ঙ্কর শর সন্ধানপুরঃসর লক্ষ্মণের সহিত উল্লিখিত বনভূমির সমুদায় স্থলে

বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নতাকৃতি, মহাভাগ, বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ জটায়ুকে রুধিরাক্ত কলেবরে ভূপতিত নিরীক্ষণ করিলেন। তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এই গৃধ্ররূপী কাননচর নিশাচরই জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই রাক্ষস সেই বিশালাক্ষীকে ভক্ষণ করিয়া সুখে শয়ন করিয়া আছে। অতএব আমি অজিহ্মগামী, দীপ্তাগ্র, ভয়ঙ্কর শরসমূহে ইহাকে বধ করিব। রাম এই বলিয়া রোষাবিষ্ট হইয়া, সমুদ্রান্তা পৃথিবীকে যেন কম্পিত করিয়া, শরাসনে ক্ষুরাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক ঐ গৃধ্রকে দেখিবার জন্য তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

তদ্দর্শনে জটায়ু সফেন রুধির বমন করত নিরতিশয় ব্যাকুল বচনে দশরথাত্মজ রামকে কহিলেন, আয়ুষ্মন্! তুমি সঞ্জীবনী ওষধির ন্যায়, যাঁহাকে এই মহাবনে অন্বেষণ করিতেছ, সেই দেবী জানকী ও আমার প্রাণ, উভয়ই রাবণ হরণ করিয়াছে। অয়ি রঘুনন্দন! মহাবল দশানন, আপনার ও লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে দেবী জানকীকে হরণ করিয়াছে, আমি দেখিয়াছি। তৎকালে আমি সীতার পরিত্রাণার্থ সম্মুখে সমাগত হইয়া, যুদ্ধে রথ ও ছত্র বিনষ্ট করিলে, রাবণ ধরাতলে পতিত হইল। এই তাহার ধনু ভগ্ন রহিয়াছে, এই তাহার শর সকল পড়িয়া আছে, এই তাহার সাংগ্রামিক রথ যুদ্ধে ভগ্ন হইয়াছে এবং এই তাহার সারথি মদীয় পক্ষাঘাতে নিহত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে। অনন্তর আমি পরিশ্রান্ত হইলে, রাবণ খড়্গাঘাতে আমার পক্ষদ্বয় ছেদন ও সীতাকে গ্রহণ করিয়া, আকাশে উৎপতিত হইয়াছে। পূর্ব্বে রাক্ষস আমায় নিহত করিয়াছে। অতএব আর আমায় বধ করা আপনার উচিত হয় না।

রাম তদীয় মুখে সীতাসম্বন্ধিনী প্রিয় বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মহাধনু ত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শোকে অবশ ও ধরাতলে পতিত হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত রোদন

করিতে লাগিলেন। তিনি সাতিশয় ধীর হইলেও, দ্বিগুণীকৃত সন্তাপে অভিভূত হইয়া উঠিলেন। জটায়ু তৎকালে ঊর্দ্ধশ্বাস-রুদ্ধে পতিত হইয়া, অসহায় অবস্থায় বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন, দেখিয়া, রাম দুঃখিত হইয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, রাজ্যনাশ, বনবাস, সীতার নিরুদ্দেশ এবং জটায়ুর মৃত্যু হইল; এইরূপে আমার দুষ্কর্ম্মজনিত অলক্ষ্মী অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে, মদীয় সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব! আমি এই দুঃখসন্তাপ শান্তির জন্য পরম পরিপূর্ণ মহাসাগরেও যদি অবগাহন করি, তাহা হইলে, সেই সরিৎপতিও নিশ্চয়ই এই অলক্ষ্মীর প্রভাবে একবারেই শুষ্ক হইয়া যায়। এই স্থাবরজঙ্গমপূর্ণ সংসারে আমা অপেক্ষা সাতিশয় অভাগ্য আর কেহই নাই। দেখ, এই সুবিশাল বিপদ্-বাগুরা আমাকে আক্রমণ করিল। এই মহাবল গৃধ্ররাজ আমার পিতৃদেবের বয়স্য। ইনিও আমার ভাগ্যবিপর্য্যয় বশতঃ বিনিহত হইয়া, ধরাতলে শয়ন করিয়াছেন।

রঘুনন্দন রাম এবংবিধ বহুবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত পিতৃবৎ স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক জটায়ুকে স্পর্শ করিলেন। জটায়ুর পক্ষদ্বয় বিচ্ছিন্ন ও কলেবর রুধিরপ্রবাহে অভিষিক্ত। রঘুনন্দন তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক, প্রাণসমা মৈথিলী কোথায় গেলে; বলিয়া, ধরাতলে পতিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

রৌদ্রপ্রকৃতি রাক্ষস কর্ত্তৃক ভূপাতিত জটায়ুকে দর্শন করিয়া, রাম মৈত্রীসম্পন্ন সৌমিত্রিকে কহিলেন, নিশ্চয়ই এই পক্ষী আমার অর্থে যত্ন করিয়া, আমারই জন্য যুদ্ধে রাক্ষস হস্তে নিহত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিতেছেন। লক্ষ্মণ! ইঁহার স্বর হীন ও দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এবং প্রাণও অতিমাত্র খিন্ন হইয়া, কথঞ্চিৎ ইঁহার দেহে অবস্থিতি করিতেছে।

অয়ি জটায়ো! যদি পুনর্ব্বার বাক্যনিঃসরণে ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে, সীতা কোথায় এবং আপনিও কি রূপে নিহত হইলেন, বলুন। আপনার মঙ্গল হউক। রাবণই বা কিনিমিত্ত আর্য্যা সীতাকে হরণ করিল? আমিই বা তাহার কি অপরাধ করিয়াছিলাম, যে, সে প্রিয়াকে হরণ করিল? হে বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ! হরণসময়ে সীতার সেই চন্দ্রসদৃশ মনোহর মুখমণ্ডল কিরূপ হইয়াছিল? তিনি তৎকালে কি বলিয়াছিলেন? সেই রাক্ষস রাবণের বীর্য্য, রূপ ও কর্ম্মই বা কিরূপ? তাত! তাহার নিবাসই বা কোথায়? জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। এই বলিয়া রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিলাপের আর শেষ হইল না।

তদ্দর্শনে ধর্ম্মাত্মা জটায়ু স্খলিত বচনে রামকে এই কথা বলিলেন, রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণ বায়ু ও দুর্দ্দিন সঙ্কুল বিপুল মায়া আশ্রয় করিয়া, সীতাকে হরণ করিয়াছে। তাত! আমি সবিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, নিশাচর আমার দুই পক্ষ ছেদন ও সীতাকে গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিল। অয়ি রঘুনন্দন! আমার প্রাণরোধ ও দৃষ্টিভ্রম হইতেছে। এবং আমি উশীরময় কেশপাশ-বিশিষ্ট সুবর্ণময় বৃক্ষ সকল দর্শন করিতেছি। রাবণ যে মুহূর্ত্তে সীতাকে লইয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে ধনস্বামী আপনার বহুদিনের নষ্ট (হারান) ধনও তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ মুহূর্ত্তের নাম বিন্দ (অর্থাৎ ঐ মুহূর্ত্তে কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে, তাহা শীঘ্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়, রাবণ ইহা অবগত নহে। অতএব বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় আশু তাহার বিনাশ হইবে। তুমিও আর জানকীর প্রাপ্তিবিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না। রাবণকে যুদ্ধে সংহার করিয়া, শীঘ্রই সীতার সহিত বিহার করিতে সমর্থ হইবে।

মৃত্যু উপস্থিত হইলেও, কিছুমাত্র বিহ্বল না হইয়া জটায়ু উল্লিখিতরূপ বাগ্‌বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার বদন হইতে

শাণিত রুধির বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন তিনি, রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং সাক্ষাৎ কুবেরের ভ্রাতা, এইমাত্র বলিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া, বলুন, বলুন, এইপ্রকার কহিতে লাগিলেন। তাঁহার সমক্ষেই তৎক্ষণাৎ জটায়ুর প্রাণ কলেবর পরিহার করিয়া, আকাশে প্রস্থান করিল। তখন গৃধ্ররাজ চরণযুগল প্রসারিত ও স্বীয় শরীর বিক্ষিপ্ত করিয়া, ভূমিস্পৃষ্ট মস্তকে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। রাম অচলসদৃশ প্রকাণ্ডাকৃতি তাম্রাক্ষ গৃধ্রকে গতাসু দর্শন করিয়া, নিরতিশয় দুঃখে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, সৌমিত্রিকে কহিলেন, জটায়ু এই রাক্ষস-নিবাস দণ্ডকারণ্যে বহুবৎসর বাস করিয়া, সম্প্রতি কলেবর পরিহার করিলেন। এই রূপে যিনি অনেক বর্ষ জীবিত ও চিরকাল সমুত্থিত ছিলেন, তিনি আজি নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। বুঝিলাম, কালকে অতিক্রম করা সহজ নহে। লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, এই গৃধ্র আমাদের উপকারী, সীতার পরিত্রাণার্থ সমুদ্যত হইয়া, মহাবল রাবণের হস্তে নিহত হইয়াছেন, এবং আমারই জন্য পিতৃপৈতামহিক সুবিপুল গৃধ্ররাজ্য ত্যাগ করিয়া, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বুঝিলাম, সকল জাতিতেই শূর, শরণ্য ও ধর্ম্মাচারসম্পন্ন সাধুগণ লক্ষিত হইয়া থাকেন; তির্য্যগ্‌জাতিতেও এ বিষয়ের পরিহার নাই। সৌম্য! আমারই জন্য এই গৃধ্র প্রাণত্যাগ করিলেন। সুতরাং ইহাঁর মৃত্যুতে সীতার হরণ অপেক্ষাও আমার অধিক দুঃখ হইয়াছে। পরম যশস্বী শ্রীমান্ রাজা দশরথ আমার যেরূপ পূজ্য ও মাননীয়, এই গৃধ্রও সেইরূপ। অতএব, লক্ষ্মণ! তুমি কাষ্ঠ সকল আহরণ কর, আমি অগ্নি উদ্ভাবন করিব। এবং আমার জন্য নিধনগত এই গৃধ্ররাজের সংকার করিব। সৌমিত্রে! এই জটায়ু পক্ষিগণের নাথ এবং রৌদ্রকর্ম্মা রাক্ষস হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি ইহাঁকে চিতায় আরূঢ় করিয়া, দাহ করিব। যজ্ঞশীল ও আহিতাগ্নিগণের যে গতি এবং সমরে অপরাঙ্মুখ ও ভূমি-

দাতা ব্যক্তিবর্গের যে গতি, মহাবল গৃধ্ররাজ! তুমি মৎকর্তৃক সংস্কৃত ও সমনুজ্ঞাত হইয়া, সেই সকল উৎকৃষ্ট গতি লাভ কর। ধর্ম্মাত্মা রাম এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া, দুঃখিত হইয়া, স্বীয় বন্ধুর ন্যায়, পতগেশ্বর জটায়ুকে প্রজ্বলিত চিতায় আরোপিত করিয়া, দাহ করিলেন। অনন্তর সেই বীর্য্যবান্ রাম লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন ও স্থূলকায় মৃগ সকল হত্যাপূর্ব্বক তাহাদের মাংস গ্রহণানন্তর প্রত্যাগত হইয়া, জটায়ুর উদ্দেশে পিণ্ডদানার্থ তৃণ বিস্তৃত করিলেন। এবং তৎসমস্ত মাংস খণ্ডে খণ্ডে ছেদন ও পিণ্ড করিয়া, রমণীয় হরিতশাদ্বলে জটায়ুকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ মৃত ব্যক্তির স্বর্গসাধনসমুদ্দেশে যে সকল মন্ত্র বলিয়া থাকেন, রাম জটায়ুর শীঘ্র স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য তৎসমস্ত জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নরবরনন্দন রাম ও সৌমিত্রি উভয়ে গোদাবরী নদীতে গমন করিয়া, জটায়ুর উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। তাঁহারা স্নান করিয়া, শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে ঐরূপে জটায়ুকে জলদানপূর্ব্বক উদকক্রিয়া সমাধান করিলেন।

গৃধ্ররাজ জটায়ু সুদুষ্কর যশস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যুদ্ধে নিপাতিত ও মহর্ষিসদৃশ রামকর্তৃক সংস্কৃত হইয়া, পরম পবিত্র শুভগতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে উদকক্রিয়াসমাধানান্তে পক্ষিসত্তম জটায়ুর প্রতি পিতৃবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সীতার অন্বেষণে মনঃসন্নিধান পূর্ব্বক সুরেন্দ্র বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায়, অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

—০ঃ০—

ঊনসপ্ততিতত্তম সর্গ।

জটায়ুর জলক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, রাম লক্ষ্মণ উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, অরণ্যমধ্যে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে নৈঋত দিকে গমন করিলেন। এবং শর, চাপ ও অসি হস্তে সেই দিকে গমন করিয়া, এক জরাজীর্ণ পথে উপনীত হইলেন। ঐ পথ গুল্ম, বৃক্ষ ও লতাবিতানে পরিবেষ্টিত ও সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন এবং অতিশয় দুর্গম, গহন ও দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। তাঁহারা দক্ষিণ দিক ধরিয়া, বেগভরে চলিয়া, মহারণ্য অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিলেন। তাঁহারা দুই জনেই মহাবল, এবং দুই জনেই পরম তেজস্বী। ক্রমে জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ গমন করিয়া, ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্য অতি দুর্গম, দেখিতে রাশীকৃত মেঘের ন্যায় অতীব নিবিড়, নানা বর্ণের সুন্দর পুষ্পের সন্নিধান বশতঃ যেন সর্ব্বতোভাবে হর্ষবিশিষ্ট এবং মৃগ ও বিহঙ্গমসমূহে পরিবৃত। তাঁহারা সীতার হরণজন্য দুঃখিত হইয়া, তদীয়দর্শনকামনায় সেই বন অন্বেষণ করিতে করিতে, শ্রান্তিবশতঃ স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্বদিকে তিন ক্রোশ গমন করিয়া, ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম পূর্ব্বক মাতঙ্গাশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রম-কানন সাতিশয় ভীষণ ও ভীষণ প্রকৃতি নানাজাতীয় মৃগ ও পক্ষিতে পরিপূর্ণ, এবং অনেকপ্রকার বৃক্ষে আচ্ছন্ন ও গহনপাদপে সমাকীর্ণ। অনন্তর তাঁহারা সেই বনমধ্যে পাতালসম গম্ভীর গিরি-গুহা অবলোকন করিলেন। ঐ গুহা নিত্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া, তাহার নিকটে প্রকাণ্ডাকৃতি ও বিকৃতাননা এক রাক্ষসী নয়নগোচর করিলেন। ঐ রাক্ষসী দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। উহাকে দর্শন করিলে, স্বল্পপ্রাণ ব্যক্তিগণের ভয় জন্মিয়া থাকে এবং স্বভাবতই জুগুপ্সার উদয় হয়। উহার উদর লম্বিত, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ, ত্বক অতি কর্কশ, স্বভাব

ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড, এবং কেশপাশ আলুলায়িত। তাঁহারা দেখিলেন, রাক্ষসী ভয়ঙ্কর মৃগসকল ভক্ষণ করিতেছে।

অনন্তর নিশাচরী সেই বীরযুগলের সান্নিধ্যে সমাগত হইয়া, আইস, আমরা বিহার করিব, এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাস পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিল। লক্ষ্মণ রামের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে-ছিলেন। রাক্ষসী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, কহিতে লাগিল, আমার নাম অয়োমুখী। অদ্য তুমি নিধিবৎ আমাকে লাভ করিলে। এবং তুমিই আমার ভর্ত্তা। নাথ! আইস, আমার সহিত চিরজীবন নদীপুলিন ও গিরিদুর্গসমূহে বিহার করিবে। শত্রুনিসূদন সৌমিত্রি এই কথায় কুপিত হইয়া, অসি উত্তোলন করিয়া, রাক্ষসীর নাসা, কর্ণ ও স্তন ছেদন করিয়া দিলেন। কর্ণ ও নাসিকা ছিন্ন হইলে, ঘোরদর্শনা নিশাচরী বিকৃত স্বরে শব্দ করিয়া, যেস্থান হইতে আসিয়াছিল, তথায় বেগে ধাবমান হইল। সে প্রস্থান করিলে, পরমতেজস্বী শত্রুঘ্ন রাম ও লক্ষ্মণ গমন করিতে করিতে গহনবনমধ্যে উপনীত হইলেন।

অনন্তর সত্যবান্, শীলবান্, শৌচবান্ ও পরমতেজীয়ান্ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া, দীপ্ততেজা রামকে কহিলেন, আমার বাম বাহু ঘন ঘন স্পন্দিত ও মন যেন উদ্বিগ্ন হইতেছে, এবং প্রায়ই দুর্নিমিত্ত সকলও লক্ষিত হইতেছে। অতএব আর্য্য! আপনি সজ্জীভূত হইয়া, যাহা বলিতেছি, করুন। এই মুহূর্ত্তেই যে ভয় উপস্থিত হইবে, নিমিত্ত সকল তাহা স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিতেছে। রাম! ঐ পরম দারুণ বঞ্জুলপক্ষী আমাদের যুদ্ধবিজয় যেন ঘোষণা করিয়া শব্দ করিতেছে।

এই রূপে তাঁহারা নিরতিশয় তেজঃ সহায়ে সমস্ত বন অন্বেষণ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই অরণ্যানী যেন এক বারেই ভগ্ন করিয়া, তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। এবং সমীরণ যেন সমস্ত কানন একবারেই ব্যাপ্ত করিলেন। সমুদায় বন যেন পূর্ণ করিয়া, উল্লিখিত বনমধ্যেই, ঐ শব্দ সমুত্থিত হইল। খড়্গধারী মহাভুজ

রাম, ঐ শব্দ কোথা হইতে উত্থিত হইল, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া, অতি প্রকাণ্ডাকৃতি এক রাক্ষসকে সহসা দর্শন করিলেন। তাহার উরোদেশ সাতিশয় বিস্তৃত এবং তাহার নাম কবন্ধ। সে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। তাহার মস্তক ও গ্রীবা অদৃশ্য, শরীর সাতিশয় বর্দ্ধিত, মুখ উদরমধ্যে সন্নিহিত, রোম সকল নিশিত ও তীক্ষ্ণ, আকার মহাগিরির ন্যায় উন্নত, স্বর মেঘের গর্জ্জন সদৃশ, দৃশ্য নীলাম্বুদসন্নিভ, স্বভাব ও আকৃতি অতি প্রচণ্ড, এবং তাহার এক নেত্র ললাটে সন্নিবদ্ধ। ঐ নেত্র অগ্নিশিখার ন্যায়, দীপ্যমান, সুদীর্ঘ পক্ষ্মপংক্তিতে আচ্ছন্ন, পিঙ্গলবর্ণ, বিপুল ও আয়ত। এবং তাহার অন্য নেত্র উরস্থলে সন্নিহিত। ঐ নেত্র অতিশয় ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। তাহার মুখও সাতিশয় প্রকাণ্ড ও প্রকাণ্ড দশনপংক্তিতে পরিবৃত। সে, সেই মুখ বারংবার লেহন, মহাঘোর ভল্লূক সিংহ মৃগ ও বিহঙ্গমদিগকে ভক্ষণ, যোজনবিস্তীর্ণ ভয়ঙ্কর ভুজযুগল বিক্ষেপ এবং করযুগল সহায়ে নানাজাতীয় মৃগ বিহঙ্গম ভল্লূক ও মৃগযূথদিগকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতে করিতে, নিকটে সমাগত রাম লক্ষ্মণের গমনপথ আবরণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিল। তাঁহারা ইহা অবগত হইয়া, তাহার ভুজবেষ্টন অতিক্রম পূর্ব্বক দূরে অবস্থান করিয়া, সেই অতীব ঘোরদর্শন, দারুণ, ভয়ঙ্কর, ক্রোশপরিমিত, মহাকায় কবন্ধকে দেখিতে লাগিলেন। সে ভুজদ্বয়সহায়ে জন্তুদিগকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া থাকে এবং তাহার শরীরের গঠনভঙ্গি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহাকে প্রকৃত কবন্ধ বলিয়া বোধ হয়।

অনন্তর মহাবাহু কবন্ধ সুবিশাল ভুজযুগল নিরতিশয় প্রসারিত ও রাম লক্ষ্মণকে সবলে নিপীড়িত করিয়া, একত্রে গ্রহণ করিল। তাঁহারা দুই জনে খড়্গ ও দৃঢ় শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন এবং দুই জনেই পরমতেজস্বী, মহাবল ও মহাবাহু। তথাপি দুই জনেই অবশ হইয়া পড়িলেন। রাক্ষস তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। রাম স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশীল ও শৌর্য্যসম্পন্ন,

সুতরাং ব্যথিত হইলেন না। কিন্তু লক্ষ্মণ বালক ও অধীর বলিয়া একবারেই ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। এবং বিষণ্ণ হইয়া রামকে বলিতে লাগিলেন, দেখুন, আমি রাক্ষসের বশ ও অবশ হইয়া পড়িয়াছি। অতএব আপনি একমাত্র আমাকে দিয়াই রাক্ষসের বল অতিক্রম পূর্ব্বক আত্মাকে মোচন এবং এই মহাভূতাকার নিশাচরের হস্তে আমাকে বলিস্বরূপ প্রদান করিয়া, যথাসুখে পলায়ন করুন। আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, আপনি অচিরেই বৈদেহীকে প্রাপ্ত হইবেন। এবং, পিতৃপৈতামহিক রাজ্যও সত্বর লাভ করিবেন। এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সর্ব্বদাই আমাকে স্মরণ করিবেন। লক্ষ্মণ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন, বীর! বৃথা ভীত হইও না। তোমার ন্যায় ব্যক্তি কখন বিষণ্ণ হয় না।

উভয় ভ্রাতায় এইপ্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় ক্রূরস্বভাব মহাবাহু দানবোত্তম কবন্ধ তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিল, তোমাদের স্কন্ধ বৃষবৎ বিশাল এবং হস্তে সুবৃহৎ খড়্গ ও শরাসন। তোমরা কে, দৈববশে আমার দৃষ্টিপথে পতিত ও এই ভয়ঙ্কর স্থানে উপস্থিত হইয়াছ? তোমাদের এখানে কি কার্য্য আছে এবং কি জন্যই বা তোমরা এখানে আসিয়াছ, বল। আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, এখানে অবস্থিতি করিতেছি। তোমরা ধনু শর খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভযুগলের ন্যায়, এখানে আমার নিকট উপস্থিত হইলে। তোমাদের বাঁচিয়া থাকা দুর্লভ হইবে।

দুরাত্মা কবন্ধের এই কথা শুনিয়া, রামের মুখ একবারেই শুকাইয়া গেল। তিনি লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, অয়ি সত্যবিক্রম! প্রিয়া সীতাকে না পাইয়া যে বিষম বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে, নিশ্চয়ই প্রাণসংশয় সম্ভাবনা। তাহার উপর আবার পুনঃ পুনঃ দারুণ কৃচ্ছ্র সংঘটিত হইতেছে। বুঝিলাম, কাল ভূতমাত্রের উপরি অনিবার্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়া

থাকে। অয়ি নরব্যাঘ্র! আমরা দুইজনেই উপর্য্যুপরি বিপদ-ঘটনায় মোহিত হইয়াছি, দেখ। অথবা, ভূতমাত্রের বিষয়ে কালের কোন অংশেই অতিভার নাই। কালকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, বল ও শৌর্য্যবিশিষ্ট কৃতাস্ত্র পুরুষগণও, বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায়, সমরাঙ্গণে অবসন্ন হইয়া থাকে। উৎকট-পরাক্রম দৃঢ়-সত্য-বিক্রম প্রতাপশালী পরমযশস্বী দশরথনন্দন ধীমান্ রাম সৌমিত্রিকে লক্ষ্য করিয়া, এইপ্রকার বলিতে বলিতে আত্মবলে তৎক্ষণাৎ স্বীয় চিত্ত স্থির করিলেন।

— —

সপ্ততিতম সর্গ।

রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া, তথায় দণ্ডায়-মান হইলেন, দেখিয়া, কবন্ধ তাঁহাদিগকে কহিল, বিধাতা তোমাদিগকে চেতনাহীন করিয়া আমার আহারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। আমিও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি! অতএব আমাকে দেখিয়া তোমরা কিজন্য আর অপেক্ষা করিতেছ?

লক্ষ্মণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি এই কথা শুনিয়া, বিক্রমপ্রকাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, তৎকালোচিত বাক্যে রামকে বলিলেন, এই রাক্ষসাধম আমাদের দুই জনকেই গ্রহণ করিবে। অতএব আমরা শীঘ্রই অসিযুগল দ্বারা ইহার অতি-ভার বাহুদ্বয় ছেদন করিব। এই মহাকায় ভীষণ রাক্ষস এক-মাত্র বাহুর সাহায্যেই বিক্রম প্রকাশ করিয়া, লোকসকল সর্ব্বতো ভাবে জয় করিয়াছে। এক্ষণে, আমাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু রাজন্! যজ্ঞমধ্যে উপনীত পশুগণের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া, নিহত হওয়া, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার বিষয়।

তাঁহাদের এইপ্রকার জল্পনা শ্রবণ করিয়া, নিশাচর কবন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীষণ বদন ব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে

উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে দেশকালবিশারদ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই খড়্গ গ্রহণ করিয়া, পরম প্রহৃষ্ট চিত্তে তাহার বাহুদ্বয় অংস পর্য্যন্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তন্মধ্যে পরম শক্তিসম্পন্ন রাম তাহার দক্ষিণ বাহু এবং বীর্য্যশালী সৌমিত্রি তাহার বাম হস্ত ছেদন করিলেন। বাহু ছিন্ন হইলে, মহাবাহু কবন্ধ মেঘের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিয়া, গগনমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত পতিত হইল।

অনন্তর বাহুদ্বয় ছিন্ন হইল দেখিয়া, দানব কবন্ধ রুধিররাশি-পরিপ্লুত হইয়া, ব্যাকুল চিত্তে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে? সে এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, মহাবল শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণ তাহাকে কহিলেন, ইনি দশরথের পুত্র, রামনামে লোকমধ্যে বিখ্যাত। আর, আমি ইহাঁর অনুজ, জানিও। আমার নাম লক্ষ্মণ। জননী রাজ্যপ্রাপ্তির ব্যাঘাত করাতে, রাম সর্ব্বত্যাগী হইয়া, বনবাসী হইয়াছেন, এবং আমার ও পত্নীর সহিত মহাবনে বিচরণ করিয়া থাকেন। ইনি দেবতার সদৃশ শক্তিসম্পন্ন। বিজনবনে বাস করিবার সময় রাক্ষস কর্ত্তৃক ইহাঁর পত্নী অপহৃতা হইয়াছেন। তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে করিতে আমরা এখানে আসিয়াছি। তুমিই বা কে, কবন্ধের ন্যায়, অরণ্যপ্রান্তরে বিচরণ করিতেছ? তোমার জঙ্ঘা ভগ্ন এবং বদনমণ্ডল অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট ও বক্ষস্থলে সন্নিহিত।

লক্ষ্মণ এইপ্রকার উত্তরবাক্য প্রয়োগ করিলে, ইন্দ্রের বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে, কবন্ধ প্রীত বাক্যে কহিল, আপ-নারা উভয়েই পুরুষমধ্যে অগ্রগণ্য! আপনাদের স্বাগত? অদ্য নিরতিশয় সৌভাগ্যযোগবশেই আপনাদিগকে নয়নগোচর করিলাম। আর, আপনারা যে আমার বাহুবন্ধন ছেদন করি-লেন, ইহাও আমার সাতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত যেরূপে এইরূপ বিরূপ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

অয়ি মহাবাহু রাম! পূর্ব্বে আমার রূপ সূর্য্য, চন্দ্র ও ইন্দ্রের শরীর সদৃশ মহাবলপরাক্রান্ত, তিন লোকেই বিশেষ বিখ্যাত এবং সকলেরই দুর্ব্বিভাব্য ছিল। আমি অসামান্য শক্তি বিশেষ সহায়ে তাদৃশ দেহ ঈদৃশ সর্ব্বলোকভয়াবহ অতি প্রকাণ্ড রাক্ষসরূপে পরিণত করিয়া, বনবাসী ঋষিদিগকে যখন তখন বিত্রাসিত করিতাম। অনন্তর কোন সময়ে মহর্ষি স্থূলশিরা অরণ্যজাত দ্রব্যজাত আহরণ করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৃশ্যমান রাক্ষসরূপ আবির্ভূত করিয়া, অবমাননা পূর্ব্বক তদীয় রোষ উৎপাদন করিলে, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ঙ্কর শাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমাকে এইরূপ অতি গর্হিত ও অতীব নির্দ্দয় রাক্ষস-রূপই প্রাপ্ত হইতে হইবে। অনন্তর আমি ক্রুদ্ধ ঋষির নিকটে এই শাপমুক্তি প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন, রাম যে সময়ে ভুজযুগল ছেদন করিয়া, বিজন অরণ্যে তোমায় দগ্ধ করিবেন, সেই সময়েই তুমি আপনার নিরতিশয় শুভ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। লক্ষ্মণ! জানিবেন, আমি দনুর শ্রীমান্ পুত্র। সমরাঙ্গণে ইন্দ্রের শাপ প্রযুক্ত ঈদৃশ কবন্ধরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কঠোর তপস্যা দ্বারা পিতামহকে তুষ্ট করিলে, তিনি আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। তাহাতে আমি গর্ব্বিত হইয়া বিবেচনা করিলাম, ইন্দ্র আমার কি করিবেন, আমি দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। এইপ্রকার বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধে ইন্দ্রকে ধর্ষিত করিলাম। তাহাতে, তদীয় ভুজ-প্রযোজিত শতপর্ব্ব বজ্রের আঘাতে আমার সক্থি ও শির শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। অনন্তর আমি মৃত্যু প্রার্থনা করিলেও, তিনি আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন না; এইমাত্র বলিলেন, পিতামহ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য হউক। আমি কহিলাম, আপনার বজ্রপ্রহারে আমার শির, সক্থি ও মুখ ভগ্ন হইয়াছে।

আমি কিরূপে অনাহারে দীর্ঘকাল জীবন ধারণে সমর্থ হইব? এই কথায় ইন্দ্র আমার বাহুদ্বয় যোজনবিস্তৃত, এবং আমার মুখ সুতীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রাসম্পন্ন ও কুক্ষিমধ্যে নিবিষ্ট, করিয়া দিলেন। তদবধি আমি দীর্ঘ বাহুযুগল সহায়ে চতুর্দ্দিক হইতে এই বনচর সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী ও মৃগদিগকে সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকি। ইন্দ্র আমায় বলিয়াছেন, রাম লক্ষ্মণের সহিত তোমার বাহুযুগল ছেদন করিলে, তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। অয়ি রাজসত্তম! তদবধি এই বনমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাই, তাহাকেই এই শরীরে সর্ব্বথা রুচিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি, এবিষয়ে আমার ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই। কেননা, ঋষি ও ইন্দ্রের কথায় বিশ্বাস বশতঃ আমার বিলক্ষণ ধারণা আছে যে, রাম অবশ্যই আমার হস্তমধ্যে আসিবেন। এবং আমার দেহবিনাশে কৃতযত্ন হইবেন। এইপ্রকার বুদ্ধি-পুরঃসর আমি সকলকেই গ্রহণ করিয়া থাকি। এক্ষণে আপনি সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়াছেন। আপনার মঙ্গল হউক। অয়ি রঘুনন্দন! মহর্ষি যথার্থই বলিয়াছেন, রাম ব্যতিরেকে আর কেহই আমাকে বধ করিতে পারিবেন না। এক্ষণে আপনারা আমার অগ্নিসংস্কার করিলে, যাহা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আমি আপনাদিগের বুদ্ধিসাহায্য বিধান করিব এবং যাহার সহিত বন্ধুতা করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহাও উপদেশ করিব।

কবন্ধ এইপ্রকার কহিলে, ধর্ম্মাত্মা রাম লক্ষ্মণের সমক্ষে তাহাকে কহিলেন, রাবণ আমার যশস্বিনী ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়াছে। আমি তৎকালে ভ্রাতার সহিত জনস্থান হইতে সচ্ছন্দ চিত্তে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, রাবণের নামমাত্র আমার জানা আছে। কিন্তু তাহার রূপ, নিবাস বা প্রভাব কিছুই অবগত নহি। আমরা সর্ব্বদাই পরের উপকার করিয়া জীবন যাপন করি। এক্ষণে শোকাকুল ও অনাথ হইয়া, এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছি। অতএব এই সময়ের সমুচিত কারুণ্য-

প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। হে বীর! হস্তিতে ভগ্ন করাতে যে সকল কাষ্ঠ কালসহকারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তৎসমস্ত আহরণ করিয়া, সুবৃহৎ গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক তোমাকে আমরা দগ্ধ করিব। যে ব্যক্তি বা যেখানে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সমস্ত আমাদিগকে বল। যদি যথার্থই ইহা অবগত থাক, তাহা হইলে, আমাদের নিরতিশয় কল্যাণ সমাহিত কর।

রাম এইপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে, সুনিপুণ বক্তা কবন্ধ সেই বক্তা রঘুনন্দনকে বলিতে লাগিল, আমার দিব্য জ্ঞান নাই। সুতরাং জানকী কোথায়, জানি না। যে ব্যক্তি বলিতে পারিবে, তাহার কথা বলিব। আপনারা আমায় দগ্ধ করুন। পরে আমি স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া, যে ব্যক্তি রাবণকে জানেন, তাহার কথা বর্ণন করিব। হে প্রভো! যে মহাবীর্য্য রাক্ষস আপনার সীতাকে হরণ করিয়াছে, দগ্ধ না হইলে, আমি কোন অংশেই তাহাকে জানিতে সমর্থ হইব না। অয়ি রঘুনন্দন! শাপ দোষে আমার মহাবিজ্ঞান ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আমি নিজ কর্ম্মদোষে ঈদৃশ লোকবিগর্হিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। রাম! বাহন সকল শ্রান্ত হইয়া উঠিলে, সূর্য্য যাবৎ অস্ত না যান, তাবৎ আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধানে দগ্ধ করুন। হে মহাবীর রঘুনন্দন! আপনি ন্যায়ানুসারে আমাকে গর্ত্তমধ্যে দগ্ধ করিলে, যে ব্যক্তি রাবণকে অবগত আছে, তাহার কথা বলিব। হে রাঘব! আপনি সেই ন্যায়বৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিবেন এবং তিনিও আপনার সাহায্য করিবেন। হে লঘুবিক্রম! ত্রিভুবনে ঐ ব্যক্তির কিছুই অবিদিত নাই। তিনি পূর্ব্বে কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে সমুদায় লোক পরিভ্রমণ করেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধ এইপ্রকার কহিলে, নরবর বীর রাম ও লক্ষ্মণ তাহাকে গিরিগহ্বরে লইয়া গিয়া, অগ্নি প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ মহোল্কা-সমূহ প্রজ্বলিত করিয়া, চতুর্দ্দিকে চিতায় অগ্নি সংযোগ করিলে, উহা সর্ব্বতোভাবে জ্বলিয়া উঠিল। তখন কবন্ধের ঘৃতপিণ্ডসদৃশ মেদপূর্ণ সুবিশাল শরীর মন্দ মন্দ দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবল কবন্ধ তৎক্ষণাৎ চিতা বিধূনিত করিয়া নির্ম্মল বস্ত্র ও দিব্য মাল্য ধারণ পূর্ব্বক ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায়, উত্থিত হইল। এবং দিব্যকান্তিবিশিষ্ট কলেবরে বেগভরে প্রফুল্ল অন্তরে তৎক্ষণাৎ আকাশে আরোহণ করিল। তাহার সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত। অনন্তর সে অতিশয় উজ্জ্বল হংসযুক্ত যশস্কর বিমানে অবস্থান ও স্বীয় শরীরপ্রভায় দশ দিক্ বিরাজমান করিয়া আকাশে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল, হে রঘুনন্দন! যেরূপ উপায়ে সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন যথাতত্ত্ব শ্রবণ করুন। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয় এই যে ছয়টী যুক্তি বা উপায় আছে, রাজারা ইহাদের সহায়ে সমুদায় বিষয় হস্তগত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দুর্দ্দশা সময়ে সমাশ্রয়নামক যে উপায় অবলম্বন করা বিধেয় বলিয়া উপদিষ্ট হয়, দুর্দ্দশার শেষদশা উপস্থিত হইলে, লোকে তাহা আশ্রয় করিয়া থাকে। আপনার এখন তাহাই কর্ত্তব্য হইয়াছে। কেননা, আপনি লক্ষ্মণের সহিত তাদৃশ দুর্দ্দশায় পতিত ও রাজ্যাদি ভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই জন্য আপনার স্ত্রীহরণরূপ নিরতিশয় দুঃখও উপস্থিত হইয়াছে। অতএব হে সুহৃৎপ্রবর! আপনাকে সবান্ধবে অন্যের সহিত অবশ্যই সৌহার্দ্দস্থাপন করিতে হইবে। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, ঐরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে, আপনার সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে। রাম! শ্রবণ করুন, বলিতেছি, সুগ্রীব নামে বানর, স্বীয় ভ্রাতা ইন্দ্রপুত্র বালী

কর্ত্তৃক ক্রোধভরে তাড়িত হইয়া, বানরচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে গিরিবর ঋষ্যমূকে বাস করিতেছেন। ঐ ঋষ্যমূক পম্পানদীর পর্য্যন্তপ্রদেশে অলঙ্কৃত। মহাত্মা বালী রাজ্য নিমিত্ত সুগ্রীবকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

সুগ্রীব অতিশয় জিতচিত্ত, বীর, বানরগণের প্রধান, নিরতিশয় বীর্য্য ও তেজসম্পন্ন, এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ, অনন্যসাধারণ কান্তি, বিনয়, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, মহত্ত্ব, কার্য্যনৈপুণ্য, প্রগল্ভতা, দ্যুতি, সাতিশয় বল ও পরাক্রম ইত্যাদিগুণে অলঙ্কৃত। তিনি নিশ্চয়ই সীতার অন্বেষণে আপনার সহায় ও মিত্র হইবেন। আপনি আর শোকে চিত্ত সন্নিবেশ করিবেন না। কোন ব্যক্তিই ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারে না। হে ইক্ষ্বাকুপ্রবর! কালেরও অতিক্রম করা অনায়াসসাধ্য নহে। অতএব বীর! শীঘ্রই এস্থান হইতে মহাবল সুগ্রীবের নিকট প্রস্থান করিয়া, সত্বর তাঁহার সহিত বন্ধুতা করুন। হে রঘুনন্দন! অদ্যই আপনি গমন করুন। পরস্পর বিদ্রোহ না ঘটে, এইজন্য প্রজ্বলিত অগ্নির সমক্ষে তাঁহার সহিত প্রণয়বন্ধন করিবেন। বানররাজ সুগ্রীবকে কোনমতেই অবজ্ঞা করিবেন না। কেননা, তিনি কৃতজ্ঞ, কামরূপী ও বীর্য্যবান্, বিশেষতঃ নিজেও সহায়ার্থী হইয়াছেন। আপনারাও তাহাতে অভিলষিত সাধন করিতে পারিবেন। ফলতঃ, কার্য্যার্থী সুগ্রীব কৃতকার্য্য হইলে আপনাদের কার্য্য সাধন করিবেন। তিনি ঋক্ষরজার ক্ষেত্রে সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বালির সহিত শত্রুতা করিয়া, সর্ব্বদা শঙ্কিতভাবে পম্পাতটে বিচরণ করিয়া থাকেন। আপনি সত্বর অগ্নিসান্নিধ্যে আয়ুধস্থাপন পূর্ব্বক সেই ঋষ্যমূকবাসী বনচারী কপির সহিত সত্যপ্রমাণ সখিতা বন্ধন করুন। কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব অতিশয় কার্য্যদক্ষ। তিনি সংসারে মনুষ্যমাংসাশী রাক্ষসগণের সমুদায় স্থান সর্ব্বতোভাবে অবগত আছেন। অয়ি পরন্তপ রঘুনন্দন! সহস্রাংশু সূর্য্য যেপর্য্যন্ত তাপ দান করেন,

সে পর্য্যন্ত ইহলোকে তাঁহার অবিদিত কিছু নাই। তিনি সুবিশাল শৈল, গিরিদুর্গ, কন্দর ও নদী সমুদায় বানরগণসহায়ে অন্বেষণ করিয়া, আপনার ভার্য্যার সংবাদ আহরণ করিবেন। এবং আপনার বিয়োগযোগবশতঃ সতত শোকপরায়ণা সীতার সন্ধানসঙ্ঘটনমানসে মহাকায় বানরদিগকে দিকে দিকে প্রেরণ করিবেন। অধিক কি, তিনি রাবণগৃহেও বরারোহা মৈথিলীর অন্বেষণ করিবেন। অথবা, অনিন্দিতা সীতা মেরুশৃঙ্গশীর্ষে গমন, কিংবা পাতালতলে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিলেও, তিনি তাঁহার সংবাদ সংগ্রহ করিবেন। অথবা, তিনি রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া, আপনার পত্নীকে আনিয়া দিবেন।

—:*০*:—

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

অর্থবিৎ কবন্ধ এই রূপে রামকে সীতার অন্বেষণের উপায় প্রদর্শন করিয়া, পুনরায় অর্থবৎ বাক্য কহিল, রাম! এই যে পিয়াল, পনস, ন্যগ্রোধ, প্লক্ষ, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, চূত ধব, নাগ, তিলক, নক্তমাল, নীলাশোক, কদম্ব, করবী, অগ্নিমুখ, রক্তচন্দন, পারিভদ্র ও অন্যান্য মনোরম কুসুমিত পাদপ সকল প্রতীচী দিক্ আশ্রয় করিয়া, যে পথে শোভা পাইতেছে, এই পথেই নির্ব্বিঘ্নে ঋষ্যমূকে গমন করা যায়। আপনারা ঐ সকল বৃক্ষে আরোহণ অথবা উহাদিগকে বলপূর্ব্বক ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, অমৃতায়মান ফল সকল ভক্ষণ পূর্ব্বক গমন করিবেন। হে কাকুৎস্থ! এই রূপে কুসুমিতপাদপপূর্ণ এই বন অতিক্রম করিয়া, পরে কাননান্তরে প্রবেশ করিবেন। সেই কানন সাক্ষাৎ উত্তরকুরু ও নন্দনের ন্যায়, এবং তথায় চৈত্ররথ বনের ন্যায়, পাদপ সকল সকল কালেই ফল প্রসব ও মধুক্ষরণ করিয়া থাকে, সকল ঋতুই এককালে বিরাজমান হয় এবং মেঘ ও পর্ব্বতাকৃতি, সুবৃহৎ বিটপশালী, ফলভারনত বৃক্ষ সকল সর্ব্বতোভাবে শোভা

বিস্তার করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ ঐ সকল তরুতে আরোহণ অথবা অনায়াসে উহাদিগকে ভূপাতিত করিয়া, অমৃতায়মান ফল সকল আপনাকে প্রদান করিবেন। আপনারা উভয়ে বন হইতে বন, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট শৈল-সমূহে বিচরণ করিতে করিতে, পরে পম্পানামক পুষ্করিণীতে গমন করিবেন। ঐ পুষ্করিণী শর্করা, শৈবাল ও পিচ্ছিলভূমি-বিরহিত, সমতল ঘাটসমূহে অলঙ্কৃত, এবং কমল, উৎপল ও বালুকারাশিতে সুশোভিত। তথায় হংস, মণ্ডূক, ক্রৌঞ্চ ও কুরর সকল সলিলে বিচরণ পূর্ব্বক মধুরস্বরে শব্দ করিতেছে। পূর্ব্বে কেহ কখন তাহাদিগকে বধ করে নাই। সুতরাং সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাহেতু, মনুষ্য দেখিলে তাহাদের উদ্বেগসঞ্চার হয় না। হে রঘুনন্দন! আপনারা স্থূলকায় ও ঘৃতপিণ্ডসদৃশ ঐ সকল পক্ষী এবং রোহিত, চক্রতুণ্ড ও নলজাতীয় মৎস্য-দিগকে ভক্ষণ করিবেন। রাম! যাহাদের পক্ষদেশ ত্বক্‌শূন্য, এবং কলেবর স্থূল ও বহুকণ্টকবিশিষ্ট, তাদৃশ উৎকৃষ্ট মৎস্য সকলও শরপ্রয়োগে বিনষ্ট ও শূলপক্ক করিয়া, আপনারা তথায় ভক্ষণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন, লক্ষ্মণ আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ, তত্রত্য পদ্মাদি কুসুমকাননে বিচরমাণ আপনাকে উল্লিখিত মৎস্যসমূহ সম্প্রদান করিবেন। পম্পার জল পদ্মগন্ধি, রোগ-শূন্য, স্বাস্থ্যকর, সুখশীতল, রৌপ্য ও স্ফটিকসদৃশ নির্ম্মল এবং পান করিলে, কোন ক্লেশই উপস্থিত হয় না। তৎকালে লক্ষ্মণ পদ্মপত্রে ঐ বারি উদ্ধৃত করিয়া, আপনাকে পান করাই-বেন। এবং সায়াহ্নে বিচরণ সময়ে গিরিগুহাশায়ী স্থূলকায় বনচর বানরদিগকে দর্শন করাইবেন। হে নরোত্তম! আপনিও সন্ধ্যাসময়ে বিচরণ করিতে করিতে, জললোভে নদীতীরে সমা-গত, বৃষের ন্যায় গর্জ্জনশীল উল্লিখিত স্থূলকায় বানরদিগকে অবলোকন করিবেন। এবং তত্রত্য কুসুমিত পাদপপুঞ্জ ও সুশী-তল সলিল সন্দর্শনপূর্ব্বক আপনার শোকভার বিগলিত হইয়া

যাইবে। হে রঘুনন্দন! তত্রস্থ পুষ্পভারাবনত তিলক, নক্ত-মালক এবং প্রফুল্ল পঙ্কজ ও উৎপল সকলও আপনার শোক নির্হরণ করিবে। তথায় এমন কেহ মনুষ্য নাই যে, ঐ সকল কুসুমের মাল্য করিয়া, পরিধান করে। হে রঘুকুমার! মতঙ্গ-শিষ্য ঋষি সকল পরম সমাহিত হইয়া, তথায় বাস করিয়া-ছিলেন। তজ্জন্য, তত্রত্য কুসুমগ্রথিত মাল্যদাম কখন ম্লান বা শীর্ণ হয় না। ঐ সকল শিষ্ট ঋষি গুরুর জন্য বন্যভার আহরণ সময়ে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিলে, তাঁহাদের কলেবর হইতে যে স্বেদবিন্দুধারা বিনির্গলিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহারাই তৎকালে তাঁহাদের তপোবনে মাল্যদামরূপে পরিণত হইয়াছিল। হে রাঘব! ঋষিগণের স্বেদবিন্দু হইতে সমুত্থিত বলিয়া, উল্লিখিত মাল্য সকল অবিনশ্বর হইয়াছে। ঋষিগণ যদিও তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদের পরিচারিণী শ্রমণীনাম্নী চিরজীবিনী শবরী তথায় দৃশ্য হইয়া থাকেন। রাম! আপনি সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায়, সকল লোকের নমস্কৃত। নিত্যধর্ম্মনিরতা শ্রমণী আপনাকে দর্শন করিয়া, স্বর্গে গমন করিবেন। হে ককুৎস্থনন্দন! আপনি পম্পার পশ্চিমতীর আশ্রয় করিলেই, মহর্ষি মতঙ্গের গুহ্য আশ্রম দেখিতে পাইবেন। পৃথিবীতে ঐ আশ্রমের তুলনা নাই। মতঙ্গ মুনির প্রভাবে নাগগণ ঐ আশ্রমকানন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য উহা মতঙ্গকানন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। রাম! আপনি নানাজাতীয়বিহঙ্গমপূর্ণ, নন্দনাদি-দেবারণ্যসদৃশ উল্লিখিত আশ্রমে বিচরণ করিলে, সর্ব্বথা সুখী ও পরম আহ্লাদিত হইবেন।

পম্পার সম্মুখেই কুসুমিত পাদপসমূহে অলঙ্কৃত ও অতিশয় দুরারোহ ঋষ্যমূক পর্ব্বত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প সকল ঐ পর্ব্বত রক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে উহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উদার্য্যগুণসম্পন্ন ঐ পর্ব্বতশিখরে যে ব্যক্তি শয়ন করিয়া, স্বপ্নে

ধনলাভ করে, সে জাগরিত হইয়া, তাহা প্রাপ্ত হয়। বিষমাচার বিশিষ্ট পাপকর্ম্মা পুরুষ উহাতে আরোহণ করিলে, রাক্ষসগণ, নিদ্রা যাইবার সময় তাহাকে গ্রহণ করিয়া, সেই স্থানেই প্রহার করিয়া থাকে। রাম! অনন্তর আপনি মতঙ্গাশ্রমনিবাসী পম্পাবিহারী শিশু নাগগণের তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর করিবেন। এতদ্ভিন্ন, তথায় ঈষদ্রক্তবর্ণ মদধারায় পরিপ্লুত, জলদসবর্ণ, বেগবান্ মত্ত মাতঙ্গ সকল দলবদ্ধ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাইবেন। ঐ সকল বনচর মহাগজ পম্পার অত্যন্ত সুখস্পর্শ, সর্ব্বগন্ধসমন্বিত, সুন্দর, শোভন, সুনির্ম্মল সলিল পান করিয়া, পুনরায় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। আপনি তথায় ঋক্ষ, দ্বীপী এবং নীলমণিসদৃশ কোমলকান্তিসম্পন্ন রুরু মৃগদিগকে দর্শন করিয়া, বীতশোক হইবেন। ঐ সকল মৃগ সাতিশয় নির্ব্বিরুদ্ধ এবং মনুষ্য দেখিলে, কখন পলায়ন করে না। রাম! ঐ শৈলের গুহা অতি প্রকাণ্ড ও শোভমান এবং উহার নাম শিলাপিধানা। উহাতে প্রবেশ করা অতীব কষ্টজনক। ঐ গুহার পূর্ব্বদ্বারে সুশীতলসলিলপূর্ণ সুবিস্তৃত হ্রদ নানাজাতীয় তরুতে পরিব্যাপ্ত এবং বহুবিধ ফল মূলে রমণীয়। ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বানরগণের সহিত ঐ গুহায় বাস করেন। তিনি কখন কখন পর্ব্বতশিখরেও বাস করিয়া থাকেন। বীর্য্যশালী কবন্ধ রাম লক্ষ্মণ উভয়কে এইপ্রকার অনুশাসন করিয়া, মাল্যদামভূষিত ভাস্করসবর্ণ কলেবরে আকাশমণ্ডলে বিদ্যোতিত হইতে লাগিল। এই রূপে মহাবেগ কবন্ধ স্বর্গারোহণে সমুদ্যত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাহাকে কহিলেন, আমরা এক্ষণে সুগ্রীবের নিকট চলিলাম, তুমিও স্বর্গে গমন কর। কবন্ধও তাঁহাদিগকে কহিল, আপনারা কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত প্রস্থান করুন। রাম লক্ষ্মণ নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন কবন্ধ তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান ও স্বর্গে আরোহণ করিল। তৎকালে

পূর্ব্বস্বরূপপ্রাপ্তি নিবন্ধন তাহার সর্ব্বশরীর নিরতিশয় শোভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বর্গারোহণ সময়ে প্রথমে পথাদির উপদেশ বিধানপূর্ব্বক পরে কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া, রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপুরঃসর বলিতে লাগিল, আপনি সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করুন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক পম্পাসরোবর লক্ষ্য করিয়া, পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন। সুগ্রীবকে দর্শন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। যাইবার সময় পর্ব্বত সকলে মধুতুল্য সুস্বাদ ফল ও পুষ্পবিশিষ্ট ভূরি ভূরি বৃক্ষ তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা শৈলপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া পম্পার পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপনীত হইলে, শবরীর রমণীয় আশ্রমপদ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাঁহারা বৃক্ষরাজিরাজিত তদীয় আশ্রমপদে পদার্পণ পূর্ব্বক তাহা দর্শন করিতে করিতে শবরীর সমীপে সমাগত হইলেন। সিদ্ধা শবরী তাঁহাদের দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলি পুটে উত্থান করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েরই পদ গ্রহণ এবং যথাবিধি পাদ্য ও আচমনীয় সমুদায় প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাম ধর্ম্মচারিণী শ্রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি চারুভাষিণি তপোধনে! তোমার বিঘ্ন সমুদায় নিরাকৃত, তপোবৃদ্ধি সমাগত, কোপ ও আহার সংযত, নিয়ম সকল সঞ্চিত, হৃদয় নির্বৃত এবং গুরুশুশ্রূষার ফল সমুদ্ভূত হইয়াছে?

রাম এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, সিদ্ধগণের বহুমানাস্পদ তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধা তাপসী শবরী সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, অদ্য আপনার সাক্ষাৎকারে আমার তপঃসিদ্ধি লাভ হইল, জন্ম সফল হইল, গুরুগণের পূজা

সম্পন্ন হইল ও তপস্যাও সার্থক হইল। হে পুরুষোত্তম! আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য। এক্ষণে আপনার পূজা করিলে আমার স্বর্গলাভ হইবে। হে সৌম্য! হে মানদ! হে অরিন্দম! আপনি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমি তদ্দ্বারা পবিত্র হইয়া, ভবদীয় অনুগ্রহে অক্ষয় লোক সকলও প্রাপ্ত হইব। আমি যাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম, তাঁহারা আপনার চিত্রকূট পর্ব্বতে পদার্পণমাত্রেই অসদৃশ প্রভাশালী বিমানপরম্পরায় আরোহণ করিয়া, এই আশ্রম হইতে স্বর্গে অধিরূঢ় হইয়াছেন। সেই সকল মহাভাগ ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি আমায় বলিয়া গিয়াছেন, রাম তোমার এই পরম পবিত্র আশ্রমপদে পদার্পণ করিবেন। তুমি লক্ষ্মণের সহিত সেই অতিথিকে সবিশেষ পূজাদি করিও। তাঁহার দর্শনমাত্রেই তোমার অত্যুৎকৃষ্ট অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্তি হইবে। হে পুরুষোত্তম! তৎকালে মহাভাগ মহর্ষিগণ আমাকে এইপ্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন। হে পুরুষাগ্রগণ্য! তদবধি আমি আপনার পরিচর্য্যাদিজন্য পম্পাতীরসমুদ্ভূত নানাজাতীয় আরণ্য দ্রব্যজাত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি।

নিত্যবিজ্ঞানাধিকারিণী শবরী এইপ্রকার কহিলে, ধর্ম্মাত্মা রাম তদ্দত্ত আহারাদি প্রতিগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, আমি কবন্ধের নিকট ত্বদীয় মহানুভাব আচার্য্যগণের মাহাত্ম্য যথাতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে যদি উপযুক্ত বোধ কর, তাহা হইলে, উহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করি।

রামমুখবিনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শবরী তাঁহাদের উভয়কেই সেই মহাবন প্রদর্শন করিলেন। এবং কহিলেন, হে রঘুনন্দন! মৃগ ও পক্ষিগণে সমাচ্ছন্ন, মেঘের ন্যায় নিবিড়াকৃতি এই বন অবলোকন করুন। এই অরণ্যানী মতঙ্গবন বলিয়া বিখ্যাত। অয়ি মহাত্মন্! আমার সেই ভাবিতাত্মা গুরুগণ গায়ত্র্যাদি জপ পূর্ব্বক পূজা করিয়া, এই বনে মন্ত্রবৎ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সেই প্রত্যক্‌স্থলীনাম্নী নদী,

যে নদীতে অধিষ্ঠান করিয়া, মদীয় পরম পূজ্য আচার্য্যগণ শ্রম বশতঃ প্রকম্পিত হস্তে দেবতাদিগকে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন। হে রঘুবর! অবলোকন করুন, এই অতুলপ্রভাশালিনী বেদী তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে আজিও স্বীয় প্রভায় সমুদায় দিক্‌ সমুদ্ভাসিত করিতেছে। তাঁহারা উপবাসপরিশ্রমে অলস হইয়া, গমন করিতে অসমর্থ হওয়াতে, তাঁহাদের চিন্তামাত্রেই এই সপ্তসাগর এখানে সমবেত হইয়াছে, দর্শন করুন। তাঁহারা স্নানান্তে এই প্রদেশে বৃক্ষোপরি যে বল্কল ন্যস্ত করিয়াছিলেন, আজিও তাহা শুষ্ক হয় নাই। হে রঘুনন্দন! তাঁহারা দেবকার্য্য সাধনার্থ সমুদ্যত হইয়া, কুবলয় সহিত এই যে সকল কুসুম দেবোদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন, আজিও ইহারা ম্লান হয় নাই। আপনি সমুদায় বন সাক্ষাতে দর্শন ও যাহা শুনিবার তাহাও শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন, এই দেহ ত্যাগ করিব; ইচ্ছা করিয়াছি। যাহাঁদের এই আশ্রম ও আমি যাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতাম, সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিগণের সমীপগমনে আমার অভিলাষ হইয়াছে।

রাম লক্ষ্মণের সহিত শবরীর এই নিরতিশয় ধর্ম্মসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং কহিলেন, ইহা অতীব বিস্ময়জনক। অনন্তর তিনি সেই সংশিতব্রতা শবরীকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার অর্চ্চনা করিয়াছ। এক্ষণে যথাসুখে ও ইচ্ছানুসারে গমন কর।

রাম এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, জটা, চীর ও কৃষ্ণাজিনধারিণী শ্রমণী হুতাশনে আত্মাকে আহুত করিয়া, প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম কলেবরে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে দিব্য মাল্য, দিব্য অনুলেপন, দিব্য আভরণ ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করাতে, তিনি দেখিতে যারপরনাই মনোহারিণী হইলেন, এবং নিরতিশয় দ্যুতিশালিনী সৌদামিনীর ন্যায়, সেই প্রদেশ আলোকময় করিতে লাগিলেন। তদীয় গুরু পরম-

পুণ্যাত্মা সেই পরমর্ষিগণ যে স্থানে বিহার করিতেছেন, শবরী আত্মসমাধিপ্রভাবে পরম পবিত্র সেই প্রদেশে গমন করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

শবরী স্বকীয় সুকৃতি সহায়ে স্বর্গে গমন করিলে, ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত উল্লিখিত মহাত্মা মহর্ষিগণের প্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হিতকারী ও একাগ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সৌম্য! আমরা পুণ্যাত্মা মহর্ষিগণের বহ্বাশ্চর্য্যময় এই আশ্রম দর্শন করিলাম। এখানে মৃগ ও ব্যাঘ্রগণ বিশ্বস্তভাবে বিচরণ এবং নানাজাতীয় বিহঙ্গম বাস করিতেছে। লক্ষ্মণ! তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত এই সপ্ত সাগর-তীর্থেও আমরা যথাবিধানে স্নান ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলাম। ইহাতে, আমাদের যে অশুভ নাশ ও কল্যাণ সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমার মন সম্প্রতি সাতিশয় হর্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে, সূর্য্যতনয় ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বালির ভয়ে বানরচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে যাহাতে বাস করিতেছেন, সেই ঋষ্যমূক গিরি নাতিদূরে যে স্থানে বিরাজমান আছে, বানর-রাজ সুগ্রীবের সহিত সন্দর্শনার্থ সেই স্থানে যাইবার জন্য আমি ত্বরাপর হইয়াছি। কেননা, সীতার অন্বেষণব্যাপার একমাত্র সুগ্রীবের আয়ত্ত। রাম এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলে, সৌমিত্রি তাঁহাকে কহিলেন, আমারও মন ত্বরাপন্ন হইয়াছে। অতএব আমরা শীঘ্রই তথায় গমন করিব।

অনন্তর পরমপ্রভাব নরপতি রাম মতঙ্গাশ্রম হইতে বিনির্গত হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত পম্পাসরোবরে প্রস্থান করিলেন। গমন-সময়ে কোয়ষ্টি, অর্জ্জুন, শতপত্র, কীচক ও অন্যান্য বিহঙ্গমগণে প্রতিনাদিত এবং সর্ব্বত্র বিপুল দ্রুম ও পুষ্পে আচ্ছন্ন উল্লিখিত মহাবন এবং বিবিধ বৃক্ষ ও সরোবর তাঁহার নয়নপথে পতিত

হইতে লাগিল। তিনি তদ্দর্শনে কামাবির্ভাববশে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া, পম্পার অন্তর্গত উৎকৃষ্ট হ্রদে সমাগত হইলেন। ঐ হ্রদের জল অতিমধুর, শীতল ও নির্ম্মল। এবং উহা মতঙ্গসর নামে বিখ্যাত। তাঁহারা উভয়ে অব্যগ্র ও সমাহিত হইয়া, তথায় গমন করিলেন। অনন্তর দশরথাত্মজ রাম শোকসমাবিষ্ট হইয়া পদ্মসমাচ্ছন্ন পরমমনোহর পম্পাসরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সরোবর তিলক অশোক পুন্নাগ বকুল ও উদ্দালক সমূহে সুশোভিত, রমণীয় উপবনসকলে পরিব্যাপ্ত, স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছ ও পদ্মসমাচ্ছন্ন সলিলরাশিতে পরিপূর্ণ, মৃদুস্পর্শ বালুকাস্তূপে আচ্ছাদিত, রাশি রাশি মৎস্য কচ্ছপ ও তীরজাত পাদপরাজিতে বিরাজিত, সখীর ন্যায় লতা সকলে সংবেষ্টিত ও আলিঙ্গিত, কিন্নর উরগ গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসগণে নিষেবিত, নানাজাতীয় দ্রুম ও লতাজালে আচ্ছন্ন, সুশীতল সলিলে পরিপূর্ণ, নিরতিশয় সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন, পদ্ম-সৌগন্ধিক, কুমুদ ও কুবলয়মণ্ডলের অধিষ্ঠান বশতঃ যথাক্রমে তাম্র শুক্ল ও নীল বর্ণে অলঙ্কৃত এবং তজ্জন্য বহুবর্ণবিচিত্রিত গজাচ্ছাদন চিত্র-কম্বলের ন্যায় বিরাজমান। দশরথনন্দন তেজস্বী রাম অরবিন্দ, উৎপল, পুষ্পিত আম্রকানন এবং ময়ূরগণের কেকারব এই সকলে অলঙ্কৃত উল্লিখিত পম্পা নয়নগোচর করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় অবলোকন করিলেন, তিলক, বীজপূরক, বট, শুক্লদ্রুম, করবীর, পুন্নাগ, মালতী, কুন্দ, গুল্ম, ভাণ্ডীর, নিচুল, অশোক, সপ্তপর্ণ, কেতক, অতিমুক্তক এবং অন্যান্য নানাজাতীয় কুসুমিত পাদপসমূহের সান্নিধ্য বশতঃ প্রমদার ন্যায় পম্পার নিরতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। ইহারই তীরে পূর্ব্বকথিত ঋষ্যমূক নামে বিখ্যাত ধাতুমণ্ডিত পর্ব্বত কুসুমিত পাদপপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। মহাত্মা ঋক্ষরজার পুত্র মহাবীর সুগ্রীব ঐ পর্ব্বতে বাস করেন।

সত্যবিক্রম রাম তদ্দর্শনে পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, তুমি এক্ষণে বানররাজ সুগ্রীবের নিকট গমন কর। আমি সীতাবিরহে কিরূপে প্রাণধারণে সমর্থ হইব? তিনি নিতান্ত কামার্ত্ত হইয়া, সীতাগত চিত্তে লক্ষ্মণকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া, নিরতিশয়শোকপ্রকাশপুরঃসর মনোহর পম্পা সরোবরে প্রস্থান করিলেন। এবং চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী বনরাজি দর্শন করিতে করিতে, ক্রমে গমন করিয়া, সুদৃশ্যকাননরাজিত উল্লিখিত সরোবর নেত্রগোচর করিলেন। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের সহিত বহুবিধ ও বহুসংখ্য পক্ষিসঙ্কুল পম্পায় প্রবিষ্ট হইলেন।

আরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত।

বাল্মীকিরামায়ণ।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রাম লক্ষ্মণের সহিত পদ্মোৎপল-মৎস্য-সঙ্কুল উল্লিখিত পুষ্করিণীতে গমন করিয়া, ব্যাকুল চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পম্পাদর্শনে হর্ষবশতঃ তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি কামের বশীভূত হইয়া, লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, অয়ি সুমিত্রানন্দন! অবলোকন কর, পম্পার কেমন শোভা হইয়াছে! ইহার জল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নির্ম্মল; পদ্ম ও উৎপল সকল ইহাতে বিকসিত রহিয়াছে; এবং নানাজাতীয় বৃক্ষ সকলে ইহার তীরদেশ সর্ব্বদাই অলঙ্কৃত। ঐ দেখ, ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী কানন দেখিতে অতি মনোহর, যেখানে অত্যুন্নত পাদপ সকল সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় বিরাজমান হইতেছে। একে আমি শোকে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছি; তাহার উপর ভরতের সেই জটাভারবহনাদি ক্লেশ স্মৃতিপথে সমুদিত এবং সীতা অপহৃত হওয়াতে, মনঃপীড়ায় একান্ত অভিভূত হইয়া উঠিয়াছি। তথাপি, বিচিত্র কানন, বহুবিধ কুসুম, সুশীতল সলিল, সর্প ও ব্যালসমূহ, মৃগ ও বিহঙ্গমনিকর, এবং রাশি রাশি পদ্ম এই সকলে অলঙ্কৃত ও পরিব্যাপ্ত এই শুভদর্শনা পম্পা আমার শোকের উপর সুখ সম্পাদন করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা এই নীল পীত উভয় বর্ণে মিশ্রিত এবং নানাজাতীয় কুসুমস্তোমে সুশোভিত হরিত তৃণাচ্ছন্ন ভূভাগ সমধিক প্রতিভাত হইতেছে। ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষশিখর সকল পুষ্পভারে আচ্ছন্ন ও কুসুমিতাগ্র লতাবলয়ে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

হে সৌমিত্রে! এই বসন্তকাল সাতিশয় কামোদ্দীপক এবং

কামোদ্দীপক বিবিধ গন্ধে পরিপূর্ণ। এই কালে মলয় সমীরণ অনবরত প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহাব অনুষঙ্গী এই মধুমাসও ফলকুসুমসুশোভিত পাদপসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। এই দেখ, সলিলধারাবর্ষী জলদরের ন্যায়, রাশি রাশি পুষ্পবর্ষী, পুষ্পশালী কানন সকলের নিরতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। রমণীয় প্রস্তরসমূহে নানাজাতীয় আরণ্যপাদপ বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া, কুসুমরাশি বর্ষণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে আকীর্ণ করিতেছে। হে সৌমিত্রে! এই দেখ, সমীরণ তরুশিখর হইতে পতিত ও পতমান কুসুমসমূহের সহিত যেন ক্রীড়া করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। এবং স্ববেগে কুসুমবহুল শাখা সকল বিক্ষিপ্ত করাতে, মধুকরগণ তত্তৎ কুসুম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, তাহার অনুগমনপূর্ব্বক গান করিতেছে। ঐ দেখ, বায়ু মদমত্ত কোকিলকুলের কলনাদ রূপ মৃদঙ্গ বাদ্য সহায়ে পাদপদিগকে যেন নর্ত্তিত করিয়া, সশব্দে গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইয়া, স্বয়ংও যেন উচ্চস্বরে গান করিতেছে। ঐ দেখ, সমীরণ ইতস্ততঃ নিরতিশয় আন্দোলন করাতে, এই সকল বৃক্ষ শাখায় শাখায় সংসক্ত হইয়া, যেন একত্রে গ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে আবার অবলোকন কর, এই চন্দনশীতল সুখস্পর্শ সমীরণ পবিত্র গন্ধ বহন ও শ্রমাপনোদন করত প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দেখ, মধুগন্ধমোদিত বনভূমিসমূহে মধুকরকদম্ব চতুর্দ্দিকে শব্দ করাতে, বায়ুবেগবিক্ষিপ্ত বৃক্ষ সকল যেন উচ্চধ্বনি করিতেছে। ঐ দেখ, রমণীয় গিরিপ্রস্থসমূহে সমুৎপন্ন, মনোহর, কুসুমশালী প্রকাণ্ড পাদপগণে শিখরসকল সংবদ্ধ হওয়াতে, ভূধরনিকর নিরতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে। এই দেখ, বৃক্ষ সকল কুসুমমণ্ডিত শিখরসমূহে অলঙ্কৃত ও বায়ুবেগে চঞ্চল হইয়া, মধুকররূপ চূড়া ধারণ পূর্ব্বক যেন নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, মনোহরকুসুমভূষিত কর্ণিকার সকল পীতবর্ণ বস্ত্র ও রাশি রাশি স্বর্ণে অলঙ্কৃত পুরুষগণের ন্যায় ইত-

স্ততঃ বিরাজমান হইতেছে। সৌমিত্রে! বিবিধ বিহগনাদিত এই বসন্তকাল সীতার বিয়োগবশতঃ মদীয় শোক সন্দীপিত করিতেছে। এবং তাহার অনুষঙ্গী মদন শোকের উপর আমায় শোকাকুল করিতেছে! লক্ষ্মণ! এই কোকিল হর্ষভরে শব্দ করিয়া, যেন স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক আমায় আহ্বান এবং এই রমণীয় বন-নির্ঝরবিহারী জলকুক্কুটও হর্ষধ্বনিসহকারে কামাভিভাবে হত-চিত্ত ও হতজ্ঞান আমার শোক সমুৎপাদন করিতেছে। আশ্রম-বাসিনী প্রিয়া জানকী পূর্ব্বে ইহার শব্দ কর্ণগোচর করিয়া, আমাকে আহ্বান পূর্ব্বক, নিরতিশয় আহ্লাদভরে প্রতিনন্দন করিতেন।

ঐ দেখ, বিচিত্র পতঙ্গসমূহ বিচিত্র রবে শব্দ করিয়া, ইতস্ততঃ বিরাজমান বৃক্ষ, গুল্ম ও লতা সকলে সম্পতিত হইতেছে। ঐ দেখ, বিহঙ্গমিথুন সকল পরস্পর মিলিত হইয়া, স্ব স্ব জাতিসমূহে আন্তরিক আনন্দ অনুভব করত, নিরতিশয় আহ্লাদিত ভৃঙ্গ-রাজের ন্যায়, মধুর স্বরে বিহার করিতেছে। এবং পক্ষী সকল জলকুক্কুটগণের রতিবিক্রন্দ ও পুংস্কোকিলগণের কোলাহল শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় আনন্দিত হইয়া, পম্পাপুলিনে দলে দলে বিচরণ করিতেছে। এই দেখ, এই পাদপ সকল আমার কাম প্রদীপিত করিয়া, শব্দ করিতেছে। অশোকস্তবক যাহার অঙ্গার, ষট্পদনিস্বন যাহার শব্দ এবং পল্লব সকল যাহার তাম্রবর্ণ শিখারাশি, সেই এই বসন্তরূপ অগ্নি নিশ্চয়ই আমাকে দগ্ধ করিবে। লক্ষ্মণ! সেই সূক্ষ্মপক্ষ্মাক্ষী, সুকেশী ও মৃদুভাষিণী সীতাকে যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে, আমার জীবিত-প্রয়োজন ভ্রষ্ট হইবে। জানকী এই বসন্তকাল অতিশয় ভাল বাসিতেন। এই কালে কানন সকল সাতিশয় শোভমান এবং বনসীমান্ত কোকিলকুলে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। হে অনঘ! কামপীড়া হইতে সমুদ্ভূত এই শোকরূপ অনল মলয়ানিল প্রভৃতি বসন্তগুণ সহায়ে প্রজ্বলিত হইয়া, এই মুহূর্ত্তে শীঘ্রই

আমাকে দগ্ধ করিবে। জানকী আমার নয়নপথ অতিক্রম করিয়াছেন। এক্ষণে, এই মনোহর শোভাময় পাদপপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর করিয়া, আমার আত্মপ্রভব কাম নিরতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে। লক্ষ্মণ! জানকী যেমন দৃষ্টিপথ পরিহার পূর্ব্বক আমার শোক সংবর্দ্ধিত করিতেছেন, বসন্তকালও সেইরূপ কামবিকার সমুৎপাদন পূর্ব্বক আত্মা মলিন করিয়া, আমাকে নিরতিশয় শোকাকুল করিতেছে। হে সৌমিত্রে! মৃগশাবলোচনা সীতা ও অতীবদারুণপ্রকৃতি চৈত্রবনানিল উভয়েই আমাকে চিন্তা ও শোকপ্রভাবে হতশক্তি করিয়া, সন্তাপ সমুদ্ভাবন করিতেছে।

ঐ দেখ, মদমূর্চ্ছিত ময়ূর সকল কেকারবে নৃত্য করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিরাজমান হইতেছে। উহাদের পক্ষ সকল পবনবেগে সমুদ্ধূত হইয়া, স্ফটিকময় গবাক্ষের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে। এবং ময়ূরী সকল ইহাদিগকে বেষ্টন করিয়া, বিচরণ করিতেছে। লক্ষ্মণ! কুসুমশর আমায় এক বারেই আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহার উপর আবার ঐ ময়ূরী কামে অভিভূত হইয়া, আমার কামবেগ বর্দ্ধিত করিয়া, শৈলসানুতে নৃত্যপরায়ণ সহচর শিখীর সমীপে নৃত্য করিতেছে। এবং ময়ূরও আন্তরিক অনুরাগভরে স্বীয় পক্ষযুগল বিস্তারিত করিয়া, শব্দ করিতে করিতে আমাকে যেন উপহাস করত একমাত্র প্রিয়ারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। বুঝিলাম, এই ময়ূরের বনে প্রিয়া জানকীকে রাক্ষসে হরণ করে নাই। সেইজন্যই ময়ূরেরা স্ব স্ব কান্তার সহিত এই রমণীয় অরণ্যে নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছে। যাহা হউক, জানকীবিরহে চৈত্রমাসে এই রূপে একাকী অবস্থিতি করা আমার নিরতিশয় দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মণ! যাহারা পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও রাগাতিশয্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ দেখ, ময়ূরী এখনও কামবশে স্বামীর সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে। রাক্ষস যদি

হরণ না করিত, তাহা হইলে, বিশালাক্ষী জনকদুহিতা সীতাও মদনভয়ে ভীতা হইয়া, এইরূপ আমার অভিমুখে অবস্থান করিতেন। লক্ষ্মণ! বসন্তকালের সমাগমে সমুদায় অরণ্যই পুষ্পভারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সীতার বিয়োগযোগবশতঃ ঐ সকল অরণ্যজাত পুষ্প নিতান্ত প্রায়ে জনশূন্য হইয়াছে; অধিক কি, ঐ পাদপপুঞ্জের দিব্যশ্রীবিরাজিত এই সকল পুষ্পও জানকীবিরহে নিষ্ফল হইয়া, মধুকরনিকরসমভিব্যাহারে ধরাতলে পতিত হইতেছে।

লক্ষ্মণ। ঐ দেখ, পক্ষিগণ বসন্তসমাগমে প্রফুল্ল হইয়া, মদীয় মদনোন্মাদ সমুদ্ভাবনপূর্ব্বক পরস্পরকে যেন আহ্বান করিয়া, দলে দলে মধুর স্বরে শব্দ করিতেছে। প্রিয়া জানকী যেখানে বাস করিতেছেন, সেখানেও যদি বসন্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই পরবশা জানকী নিশ্চয়ই আমার ন্যায় শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছেন। অথবা, তিনি যেখানে আছেন, বসন্ত কখনই সে দেশ স্পর্শ করে নাই। কেননা, সেই অসিতপদ্মাক্ষী বসন্ত সময়ে আমা বিনা কিরূপে তথায় অবস্থিতি করিবেন? অথবা, প্রিয়া যেখানে আছেন, বসন্ত তথায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কিন্তু শত্রুগণ সুশ্রোণীকে বদ্ধ করিয়া, পীড়া প্রদান করিতেছে। বসন্ত তাঁহার কি করিবে? বুঝিলাম, সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, পদ্মপলাশলোচনা, মধুরভাষিণী প্রিয়া জানকী এই বসন্তের সমাগমে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। ফলতঃ, আমার হৃদয়ে বারংবার এইপ্রকার স্থির বুদ্ধি সমুদিত হইতেছে, যে, বসন্ত হউক, বা না হউক, সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা, তাহাতে আমার বিরহে কখনই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবেন না। আমি যেমন সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রতি সবিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাঁহারও তেমনি আমাতে যথার্থই একচিত্ততা সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহাকে সর্ব্বদা চিন্তা করাতে, এই সুখস্পর্শ, সুশীতল, কুসুমবহ সমীরণও

আমার প্রজ্বলিত অনল তুল্য প্রতীত হইতেছে। আমি পূর্ব্বে সীতার সহযোগে যাহাকে সর্ব্বদাই সুখময় বোধ করিতাম, অধুনা সীতা বিনা সেই বায়ু আমার শোক সমুদ্ভাবন করিতেছে। এই বায়স সীতার সহিত সংযোগ সময়ে আকাশে বিচরণ পূর্ব্বক তারস্বরে শব্দ করিত, এক্ষণে সীতার সহিত বিয়োগ ঘটাতে, এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া হর্ষভরে ধ্বনি করিতেছে। এই বায়সই তৎকালে বিহগরূপে সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে এই বায়সই সেই বিশালাক্ষীর সমীপে আমায় লইয়া যাইবে।

লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, অরণ্যমধ্যে পুষ্পিতশেখর বৃক্ষসমূহে আরোহণ করিয়া, বিহঙ্গমগণ কোলাহল সহকারে আমার কামমদ বর্দ্ধনপূর্ব্বক শব্দ করিতেছে। ঐ দেখ, এই মধুকর, মন্দবেগে স্খলিতগতি প্রিয়ার ন্যায় বায়ুবেগবিক্ষিপ্ত ঐ তিলক মঞ্জরীর অভিমুখে সবেগে সমাগত হইতেছে। কামিগণের নিরতিশয়শোকবর্দ্ধন এই অশোক পবনবেগে সমুৎক্ষিপ্ত পুষ্পস্তবক সহায়ে আমাকে যেন তর্জ্জনা করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, এই কুসুমভূষিত সহকার তরুনিকর শৃঙ্গাররসে উৎসিক্তচিত্ত ও অঙ্গরাগে রঞ্জিত পুরুষগণের ন্যায়, বিরাজমান হইতেছে। ঐ দেখ, পম্পার অন্তর্গত বিচিত্র কানন ভূমিতে কিন্নর সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ঐ দেখ, এই তরুণাদিত্যসন্নিভ, সুরভিগন্ধি নলিন সকল পম্পাসলিলের সর্ব্বত্র প্রতিভা বিস্তার করিতেছে। সুনির্ম্মল জল, পদ্ম, নীলোৎপল, হংস, কারণ্ডব ও সৌগন্ধিক, এই সকলে অলঙ্কৃত ও পরিব্যাপ্ত এই পম্পা বালসূর্য্যসমপ্রভ পঙ্কজনিচয়ে সমন্তাৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া বিরাজমান হইতেছে। ঐ সকল পঙ্কজের কেশরসমূহ ষট্পদগণে আহত। চক্রবাক সকল সর্ব্বদাই এই সরোবরে বিহার করিতেছে। ইহার অন্তর্গত বনবিভাগ বিচিত্র ভাবে অলঙ্কৃত। মাতঙ্গ ও মৃগযূথ জলপানাশয়ে

আগমন করাতে, ইহার শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, ইহার নির্ম্মল সলিলে তরঙ্গপরম্পরা পবনাঘাত জন্য বেগবান্ হইয়া বারংবার প্রতিঘাত করাতে, পঙ্কজ সকল সাতিশয় সুষমা বিস্তার করিতেছে। পদ্মপত্রের ন্যায় আয়তলোচনা সীতা সর্ব্বদাই পদ্মের প্রতি পরম প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। এক্ষণে তিনি নয়নের অন্তরাল হওয়াতে প্রাণ ধারণে আমার আর অণুমাত্র ইচ্ছা নাই।

হায়! কামের কি কুটিলতা! সীতা একবারেই আমারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারে প্রাপ্ত হওয়াও আর সহজ নহে। তথাপি, কুটিল কন্দর্প সেই নিরতিশয় প্রিয়বাদিনী কল্যাণীকে পদে পদেই আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত করিতেছে। যাহা হউক, যদি কুসুমিত-পাদপরাজি-বিরাজিত বসন্তকাল আমারে এক বারেই বিনাশ না করে, তাহা হইলেই আমি এই আপতিত কামসন্তাপ সংবরণ করিতে সমর্থ হইব।

সীতার সহবাসে যে সকল পদার্থ আমার মনঃপ্রীতি সমাধান করিত, এক্ষণে তাহারা সীতার বিয়োগযোগে নিরতিশয় অপ্রীতি বহন করিতেছে। লক্ষ্মণ! এই পদ্মকোশপল্লব সকল সীতার নেত্রকোষসদৃশ। সেইজন্য, ইহাদিগকে দর্শন করিতে আমার দৃষ্টি নিরতিশয় উৎসুক হইয়া থাকে। ঐ দেখ, পদ্মপরাগসম্পৃক্ত মনোহর বায়ু বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া, সীতার শীতলসুগন্ধি মৃদুমন্দ নিশ্বাসের ন্যায়, প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দেখ, পম্পার দক্ষিণদিকে শৈলসানুতে কুসুমিত কর্ণিকারযষ্টি নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা শৈলরাজ বিবিধ ধাতুতে বিভূষিত হইয়া, বায়ুবেগবিদলিত বিচিত্র রেণু বিসর্জ্জন করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সর্ব্বতোভাবে পত্রশূন্য মনোরম কিংশুক সকল বিকসিত কুসুমসমূহে নিরতিশয় আচ্ছন্ন হওয়াতে, তাহাদের অধিষ্ঠানভূত পর্ব্বতপ্রান্ত যেন প্রজ্বলিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, পম্পাতীরসমুৎ-

পদ্ম এই পাদপরাজি সকলেই ইহার সলিলসেকে বর্দ্ধিত এবং সকলেই মধুগন্ধে আমোদিত। এতদ্ভিন্ন, ইহার অন্তর্গত বন-বিভাগে মালতী, মল্লিকা, পদ্মকরবীর, কেতকী, সিন্ধুবার, বাসন্তী, মাতুলিঙ্গ, কুন্দ, গুল্ম, চিরিবিল্ব, মধুক, বঞ্জুল, বকুল, চম্পক, তিলক, নাগ, পদ্মক (গন্ধবৃক্ষবিশেষ) ও নীলাশোক এবং গিরি-পৃষ্ঠে সিংহকেশরসদৃশ পীত ও রক্তবর্ণশাল্মিত লোধ্র, অঙ্কোল, কুরণ্ট, চূর্ণক, পারিভদ্র, সহকার, পাটল ও কোবিদার, এবং শৈল-সানুতে মুচুকুন্দ, অর্জ্জুন, কেতক, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা, ধব, শাল্মলী, কিংশুক, রক্তকুরবক, তিনিশ, নক্তমাল, চন্দন, স্যন্দন, হিন্তাল, তিলক ও নাগকেশর ইত্যাদি লতা ও বৃক্ষ সকলেই পূর্ণাবয়বে বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হইয়াছে। ঐ দেখ, পম্পার তীরজাত কুসুমভূষিত মনোহর পাদপরাজি কুসুমিতশেখর লতাজালে পরিবেষ্টিত হইয়া, শোভা পাইতেছে। এবং ইহা-দের বিটপ সকল বায়ুবেগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। ঐ দেখ, লতাব্রততী, মদমত্ত বরাঙ্গনার ন্যায়, এই সকল আসন্নসন্নি-বিষ্ট পাদপের অনুবর্ত্তিনী হইতেছে। ঐ দেখ, সমীরণ নানাবিধ রসাস্বাদনিবন্ধন নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়াই যেন, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে এবং বন হইতে বনান্তরে প্রধা-বিত হইতেছে। কোন কোন বৃক্ষ কুসুমে আচ্ছন্ন, কোন কোন তরু মধুগন্ধে আমোদিত, এবং কোন কোন মহীরুহ মুকুলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, শ্যামবর্ণে রঞ্জিতবৎ, প্রতিভাত হইতেছে।

ঐ দেখ, পম্পাতীরস্থ দ্রুমসমূহে মধুলুব্ধ মধুকর রাগভরে নিরতিশয় আসক্ত হইয়া, মধুপানবাসনায় কখন মধুর, কখন সুস্বাদ ও কখন বা প্রফুল্ল কুসুম সকলে উপবেশন করিতেছে এবং উপবেশন করিয়াই পুনরায় উৎপতিত হইয়া, তথা হইতে তৎক্ষণাৎ অন্যত্র গমন করিতেছে। এই সুখময়ী ভূমি স্বয়ং পতিত কুসুমসমূহে আকীর্ণ হইয়া, যেন বিচিত্র শয়নাস্তরণে আচ্ছাদিত হইয়াছে। ঐ দেখ, শৈলসানুসমূহে নানাজাতীয়

পুষ্প বিকসিত হওয়াতে, বোধ হইতেছে, যেন পীত ও রক্ত-বর্ণরঞ্জিত বিচিত্র শয্যা সকল প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ দেখ, বসন্তের আবির্ভাব হওয়াতে, বৃক্ষ সকল রাশি রাশি কুসুম প্রসব করিতেছে। তথাহি, চৈত্র মাসে তরুগণ পরস্পর যেন স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া, ভূরি ভূরি পুষ্প সমুদ্ভাবন করে। লক্ষ্মণ! ঐ সকল পাদপ ষট্পদশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া, যেন পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে এবং শাখা সকল কুসুমসান্নিধ্যে বিভূষিত হওয়াতে, নিরতিশয় শোভমান হইতেছে। ঐ দেখ, এই কারণ্ডব, কান্তার সহিত সুনির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া, কাম উদ্দীপন করত বিহার করিতেছে।

এই সকল কারণে, মন্দাকিনীসদৃশ ঈদৃশ মনোরম বিগ্রহশালিনী এই পম্পার মনোরম গুণ সমুদায় যে জগতে বিখ্যাত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবেই উপযুক্ত বটে। হে রঘুত্তম! যদি সেই সাধ্বীকে দেখিতে পাইতাম, যদি তাঁহার সহিত বাস করিতে পাইতাম, তাঁহা হইলে ইন্দ্রত্বপদ বা অযোধ্যাতে স্পৃহা করিতাম না। এতাদৃশ বনে তৃণোপরি তাঁহার সহিত বিহার করিতে পাইলে, আমার কোন চিন্তা থাকিত না; বিষয়ান্তরেও অভিলাষ হইত না। কান্তাবিরহে, এই কাননমধ্যে বিবিধ পত্রমণ্ডিত পাদপ সকল বিবিধ পুষ্প ধারণ করিয়া আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত করিতেছে। হে সৌমিত্রে! চাহিয়া দেখ, এই শীতলসলিলা পম্পা অসংখ্য পুষ্করে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; চক্রবাককুল ইহাতে বিচরণ ও কারণ্ডবগণ বিহার করিতেছে। বিবিধ জলকুক্কুট ও ক্রৌঞ্চবৃন্দ ইহাকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে আবার বিচিত্র বিহঙ্গমগণ কলরব করাতে ইহার সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আনন্দিত বিবিধ পক্ষী আমার কাম উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছে, কারণ তাহাদিগকে দর্শন করিয়া আমার শ্যামাঙ্গী পদ্মনয়না প্রেয়সী স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইতেছেন। বিচিত্র সানু সকলে মৃগীসহচর ঐ

মৃগদিগকে দর্শন কর; উহারা এই কামোন্মত্ত-দ্বিজকুল-সমাকুল সানুপ্রদেশে ইতস্ততঃ বিহার করিয়া আমার মৃগশাবাক্ষী বৈদেহীর বিরহ নূতন করিয়া তুলিল; ও আমার চিত্তকে সাতিশয় ব্যথিত করিল! হে সৌমিত্রে! যদি সেই কান্তাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলেই আমার শান্তি জন্মে;—যদি সেই ক্ষীণমধ্যা বৈদেহী আমার সহিত পম্পার সুখস্পর্শ বায়ু সেবন করেন, তাহা হইলেই আমি জীবন ধারণ করিতে পারি। লক্ষ্মণ! যাঁহাদিগের পুণ্য আছে, তাহারাই পম্পার পদ্ম ও নীলপদ্মের সৌগন্ধবাহী স্বাস্থ্যজনক সন্তাপহারক কাননবায়ু সেবন করিয়া থাকেন। শ্যামাঙ্গী পদ্মপলাশলোচনা প্রেয়সী জনকতনয়া শত্রুদিগের বশবর্ত্তিতাহেতু কাতরা হইয়া, জানি না আমার বিরহে কত কষ্টেই জীবন ধারণ করিতেছেন! ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী রাজা জনক যখন জনসমাজ মধ্যে সীতার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমরা তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর দিব। পিতা বনবাসার্থ আজ্ঞা করিলে যিনি পাতিব্রত্যধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য মন্দভাগ্য আমার অনুগামিনী হইয়াছিলেন, হায়, সেই প্রেয়সী সীতা এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন! লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছিলাম, তৎকালে যিনি আমার অনুগামিনী হইয়াছিলেন, তাঁহার বিরহে আমি নিতান্ত কাতর হইয়াছি, কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারি! তাঁহার সেই প্রশংসিত পদ্মনয়নশোভি, সুগন্ধি, সুশ্রীক নিষ্কলঙ্ক মুখ দর্শন না করিয়া আমার বুদ্ধি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। লক্ষ্মণ! বৈদেহী মৃদুমন্দ হাস্য করিতে করিতে যে প্রসাদগুণশালী অনুপম মধুর হিতবাক্য কহিতেন, আমি আর কত দিনে সে বাক্য শ্রবণ করিব। শ্যামাঙ্গী বনে দুঃখ পাইয়াও দুঃখ বোধ না করিয়া প্রফুল্লিত থাকিতেন; আমি যখন মদনতাড়নায় অভিভূত হইতাম তখন সাধ্বী আমাকে কত প্রিয়সম্ভাষণ করিতেন। হে রাজনন্দন! অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলে

যখন অতি মনস্বিনী কৌশল্যা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার সেই বধূ কোথায় ও কেমন আছেন, তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব। বৎস লক্ষ্মণ! তুমি যাইয়া সেই ভ্রাতৃবৎসল ভরতের সহিত মিলিত হও; আমি সেই জনকাত্মজার বিরহে নিশ্চয়ই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

মহাত্মা রাম উক্তপ্রকারে অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে থাকিলে, ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁহাকে তৎকালোচিত যুক্তিযুক্ত বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন; হে রামচন্দ্র! শোক নিবারণ করুন; আপনার চিত্তশান্তি হউক্; হে পুরুষোত্তম! শোক করিবেন না; আপনার ন্যায় স্থিরচিত্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি কখন বিহ্বল হয় না। বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রিয়জন বিরহ জন্য দুঃখ এক সময়ে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, অতএব প্রিয়জনের প্রতি স্নেহ করিবেন না, জলসিক্ত বর্ত্তিকাও অধিক স্নেহে (তৈলে) মগ্ন হইলেই জ্বলিয়া যায়। হে আর্য্য রাঘব। রাবণ পাতালে, বা ততোধিক নিম্নতলে প্রবিষ্ট হইলেও কোন প্রকারেই জীবিত থাকিতে পারিবে না। আপনি প্রথমতঃ সেই রাক্ষসের সন্ধান মাত্র করুন, পরে সেই পাপকে, হয় সীতা প্রত্যর্পণ, না হয়, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। রাবণ যদি জানকীকে লইয়া দিতির গর্ভেও প্রবেশ করে, তথাপি তাহাকে সংহার করিব, না হয় সে সীতা প্রত্যর্পণ করিবে। হে আর্য্য! হে রামচন্দ্র! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; বুদ্ধির বিকলতা দূর করুন; যাঁহাদিগকে নষ্ট বিষয়ের উদ্ধার করিতে হইবে, অযত্ন হইলে, আর তাঁহাদিগের সে বিষয় লাভ হয় না। আর্য্য! উৎসাহই বলবান; উৎসাহ হইতে অধিকতর বল আর নাই। পৃথিবীতে উৎসাহশালী ব্যক্তির দুর্লভ কিছুই নাই। উৎসাহী ব্যক্তিগণ কোন কার্য্যেই অবসন্ন হন না; আমরা কেবল উৎসাহ অবলম্বন করিলেই জানকী লাভ করিতে পারিব। কাম স্বভাব পরিত্যাগ করুন; শোক পশ্চাৎ ভাগে নিক্ষেপ করুন;

আপনি যে কৃতবিদ্য ও মহাত্মা, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না।

শোকবিহ্বলচেতা রাম লক্ষ্মণের উক্তপ্রকার বাক্যে চৈতন্য লাভ করিয়া শোক মোহ দূর করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। অচিন্ত্যবিক্রমশালী রাম সুস্থচিত্ত হইয়া বায়ুবেগে সঞ্চারিত পাদপগণ বিরাজিতা রম্যা মনোহারিণী পম্পা অতিক্রম করিলেন। বন সকল এবং নির্ঝর ও কন্দর দর্শন করিয়া সহসা চিত্ত উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল; কিন্তু মহাত্মা লক্ষ্মণের বাক্য পর্য্যালোচনা করত মনোমধ্যে দুঃখ সংযত করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি মত্তমাতঙ্গ বিলাসে সুস্থচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন, মহাত্মা হিতৈষী লক্ষ্মণ ধর্ম্মোপদেশ এবং স্বীয় বলবীর্য্য উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া চলিলেন। অদ্ভুত দর্শন তাঁহারা দুইজন যখন ঋষ্যমূকের নিকট বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন বলবান্ বানররাজ তথায় বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, তিনি তাঁহাদিগকে ভোজনাদি করাইবার জন্য যত্ন পাইলেন না। গজের ন্যায় মন্দগামী মহাত্মা সেই শাখামৃগ ঐ স্থানে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, ভয় ভরে বিহ্বল হওয়াতে তাঁহার মহা চিন্তা উপস্থিত হইল। বানরগণ সকলেই মহাবলশালী রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করত ভীত হইয়া আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিল, ঐ আশ্রম পবিত্র, সুখজনক এবং রক্ষাপ্রদ বানরগণ নিরন্তর উহার মধ্যে বিচরণ করিতেছিল।

—:*০*:—

দ্বিতীয় সর্গ।

রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে মহাত্মা, উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রধারী ও বীর দর্শন করিয়া সুগ্রীব শঙ্কিত হইলেন। চিত্ত উদ্বিগ্ন হওয়াতে

বানরশ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কোন স্থানেই সুস্থ থাকিতে পারিলেন না। মহাবলশালী দুই জনকে যতই দর্শন করিতে লাগিলেন, ততই স্থির থাকিতে মন হইল না; অতি ভীত বানরের চিত্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব চিন্তা ও গুরুলাঘব পর্য্যালোচনা করিয়া, সাতিশয় উদ্‌বিগ্ন হইলেন; বানরেরাও সকলে উদ্‌বিগ্ন হইল। অনন্তর বানরাধিপতি সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করত সাতিশয় উদ্‌বিগ্ন হইয়া মন্ত্রিদিগকে কহিলেন, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বালী এই দুই জনকে এই দুর্গে প্রেরণ করিয়াছে, ইহারা ছলক্রমে চীরবসন পরিধান করিয়া এই স্থানে আসিয়া বিচরণ করিতেছে। অনন্তর সুগ্রীবের সচিবগণ দুই উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারীকে দর্শন করিয়া সুগ্রীবের সমভিব্যাহারে ঐ গিরিশ্রেষ্ঠ হইতে অন্য এক উচ্চ শিখরে গমন করিল। ঐ সকল যূথপতি বানর সত্বর ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া যূথপতিপ্রধান বানররাজকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইল। সমানসুখদুঃখভাগী অন্যান্য বানরগণও সকলে এক শিখর হইতে শিখরান্তরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বেগে গিরিশিখর সকল কম্পিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ঐ সময় মহাবল বানরগণ সকলে লম্ফ প্রদান করিয়া দুর্গাশ্রিত পুষ্পিত বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিল। এবং মহাবনের সর্ব্বত্র লম্ফন করত বানরশ্রেষ্ঠগণ মৃগ, মার্জ্জার ও শার্দ্দূলদিগকে বিত্রস্ত করিয়া তুলিল।

অনন্তর সুগ্রীবের সচিবগণ ঐ প্রধান পর্ব্বতে একত্রিত ও বানররাজের সহিত মিলিত হইয়া সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন বাক্‌পণ্ডিত হনূমান্ ভয়সন্ত্রস্ত, এবং বালী বধ করিতে পাঠাইয়াছে, এইপ্রকার শঙ্কাকারী সুগ্রীবকে কহিলেন, সকলে যে বালীর ভয়ে নিরতিশয় ভীত হইয়াছেন; সে ভয় পরিত্যাগ করুন। ঋষ্যমূকের অন্যতর বিভাগ এই মলয় পর্ব্বতে বালির ভয় নাই। হে বানররাজ! তুমি যাহার ভয়ে

ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পলাইয়া আসিয়াছ, সেই ভীমদর্শন ক্রূরকর্ম্মা অগ্রজ বালিকে এস্থানে দেখিতে পাই না। হে সৌম্য! যে পাপ-কর্ম্মা বালী তোমার ভয়ের কারণ, সে দুষ্টাত্মা এস্থানে নাই, অত-এব তোমার ভয়ের বিষয় দেখিতেছি না। হে প্লবঙ্গম! তুমি যে শাখামৃগ, তাহা ভাল রূপেই প্রকাশ করিলে; তোমার মন অতি লঘু, সেই জন্যই তুমি আপনার অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারিতেছ না। তোমার বুদ্ধি আছে, বিচার শক্তিও আছে; অতএব লোকের বাহ্যিক চেষ্টা দেখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির কর। যে রাজার বুদ্ধি বা জ্ঞান নাই, সে নিজের অধীন সমস্ত প্রজা শাসন করিতে পারে না।

সুগ্রীব হনুমানের সমুদায় হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া, পরে হনুমানকে তদপেক্ষাও অধিকতর হিতবাক্যে কহিলেন, ইঁহারা দুই জনে দেবকুমারপ্রতিম, দীর্ঘবাহু, বিশাললোচন, এবং শর-ধনু ও অসিধারী, অতএব ইহাঁদিগকে দেখিয়া কাহার না ভয় হয়। আমার শঙ্কা হইতেছে, বালীই নিশ্চয় এই দুই পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে প্রেরণ করিয়াছে, রাজাদিগের অনেকপ্রকার মিত্র থাকে, অতএব ইহারা ভিন্নজাতি বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় না। ছদ্মবেশী ব্যক্তি শত্রু কি মিত্র, লোকে তাহা বিলক্ষণ-রূপে অনুসন্ধান করিবে; কারণ, যাহারা প্রতারিত হয়, স্বয়ং অপ্রতারিত শত্রুগণ ছিদ্র পাইয়া তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকে। কার্য্যবিষয়ে বালীর বুদ্ধি আছে, যে সকল রাজা বিবিধ কৌশল জানে, তাহারাই শত্রুনাশ করিয়া থাকে; উহা-দিগকে বিশেষ করিয়া জ্ঞাত হইবে। অতএব উহাদিগকে বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া সামান্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। হে প্লবঙ্গম! তুমি উদাসীনভাবেই গমন করিয়া ইঙ্গিত-প্রকার ও কথাবার্ত্তায় উহাদিগের দুইজনকে জানিয়া আইস। তুমি যাইলে যদি উহারা হৃষ্ট হইয়া উত্তর কথা বার্ত্তা কহে, তাহা হইলে ঐ সময়ে উহাদিগের মনোভাব লক্ষ্য করিবে।

এবং যাহাতে উঁহাদিগের বিশ্বাস জন্মে, তদ্রূপে আমার পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবে। হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার অনুকূল কথাবার্ত্তা কহিয়াই জিজ্ঞাসা করিবে, ঐ দুই ধনুর্দ্ধারীর এই বনে আসিবার প্রয়োজন কি। হে বানর! জানিবে, ইহাদিগের মনে দুষ্টাভিসন্ধি আছে কি না। কথাবার্ত্তাতেই হউক, আর আকার ইঙ্গিত দ্বারাই হউক, উঁহাদিগের দুষ্টতা অবগত হইবে।

কপিরাজের উক্তপ্রকার আজ্ঞা পাইয়া মারুতনন্দন রাম লক্ষ্মণের নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যে আজ্ঞা বলিয়া সেই নিরতিশয় ভীত দুর্দ্ধর্ষ সুগ্রীবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, হনুমান্ যথায় বীর রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

হনুমান্ মহাত্মা সুগ্রীবের বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া, রাম লক্ষ্মণ যথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, ঋষ্যমূক হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া তথায় প্রস্থান করিলেন। মনে সন্দেহ ছিল, অতএব মারুতনন্দন হনুমান্ কপিরূপ পরিত্যাগ করিয়া, তপস্বী-রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর হনুমান্ বিনীতভাবে নিকট-বর্ত্তী হইয়া প্রণাম করত স্তোষবাক্যে বলিবার উপক্রম করিলেন। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ প্রথমতঃ বিধিবিধানে দুই বীরের সম্মাননা করিয়া যথাযোগ্য প্রশংসা করিলেন। পরে আপনার অভি-প্রায়ানুসারে অব্যর্থপরাক্রম, রাজর্ষি ও দেবপ্রতিম দৃঢ়ব্রত তাপস-দ্বয়কে মৃদু বাক্যে কহিলেন, আপনারা কিপ্রকারে এস্থানে উপ-স্থিত হইলেন, দেখিতেছি, আপনারা দুই জনে ব্রহ্মচারিশ্রেষ্ঠ। আপনাদিগকে দেখিয়া মৃগগণ ও অন্যান্য বনচারী সকলে ভীত হইয়াছে। বলবান্ আপনারা চারিদিকে পম্পাতীরজাত মহী-

বৃক্ষ সকল অবলোকন করিতেছেন এবং আপনারা এই তটিনীকে শোভিত করিয়াছেন। আপনারা ধৈর্য্যশালী, সুন্দরবর্ণ ও সুন্দরকান্তি, চীরবসন পরিধান করিয়াছেন; আপনারা কে। মহাবাহু আপনারা যে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, তাহাতে অন্য প্রাণী সকল ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনারা সিংহবিক্রান্ত, বীর ও মহাবলপরাক্রমশালী। দুইজনে দুইখানি ইন্দ্রধনুসদৃশ শত্রুনাশন শরাসন ধারণ করিতেছেন। আপনারা শ্রীমান্ ও রূপবান্; বৃষভশ্রেষ্ঠের ন্যায় আপনাদিগের বিক্রম এবং হস্তিশুণ্ডের ন্যায় আপনাদিগের বাহু। আপনারা দ্যুতিমান্ ও নরশ্রেষ্ঠ। আপনাদিগের প্রভায় এই পর্ব্বতরাজ উদ্ভাসিত হইয়াছে। আপনারা রাজত্ব কবিবার উপযুক্ত ও দেবদর্শন, এস্থানে কি কারণে উপস্থিত হইলেন? আপনাদিগের নয়ন পদ্মপত্রসদৃশ, আপনারা বীর, জটাজাল ধারণ করিতেছেন, উভয়ে পরস্পরের সদৃশ দেবলোক হইতে কি এই স্থানে আগমন করিয়াছেন? আপনারা কি চন্দ্রসূর্য্য, যদৃচ্ছাক্রমে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? আপনারা বিশালবক্ষা, বীর এবং দেবরূপী মানুষ। আপনাদিগের স্কন্ধ সিংহের স্কন্ধসদৃশ। আপনারা মত্ত বৃষের ন্যায় মহোৎসাহসম্পন্ন। আপনাদিগের বাহু আয়ত, সুগোল ও পরিঘ সদৃশ। আপনারা যাবদীয় ভূষণের যোগ্যপাত্র; কিন্তু ভূষিত নাই কেন? আমি বোধ করি, আপনারা দুইজনেই এই সসাগরা, সবনা এবং বিন্ধ্য ও মেরুবিভূষিতা পৃথিবী পালন করিতে পারেন, আপনাদিগের এই চিত্রবর্ণ, পরিমার্জ্জিত, চিত্ররঞ্জিত দুই খানি শরাসন ইন্দ্রের সুবর্ণমণ্ডিত বজ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সুন্দরদর্শন তূণীরগুলিও জীবিতান্তকর ভয়ানক সর্পগণসদৃশ প্রজ্বলিত শাণিত শরনিকরে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই যে দুইখানি সমুজ্জ্বল সুবর্ণমণ্ডিত প্রকাণ্ড খড়্গ দেখিতেছি, ইহার প্রমাণ অতি দীর্ঘ; দুইটীই নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

আমি আপনাদিগকে এই সকল প্রশ্ন করিতেছি; কিন্তু আপনারা প্রত্যুত্তর করিতেছেন না কেন? সুগ্রীব নামে এক বানর আছেন, তিনি ধর্ম্মাত্মা ও বীর। ভ্রাতা দূর করিয়া দেওয়াতে তিনি দুঃখিত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছেন। বানরের রাজা সেই মহাত্মা সুগ্রীব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, আমার নাম হনূমান্, আমি বানর। সেই ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবের ইচ্ছা, আপনাদিগের সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন। জানিবেন, আমি তাঁহার সচিব; আমি বানর, পবন আমার জন্মদাতা। সুগ্রীবের উপকার সাধনের জন্য আমি ভিক্ষু ব্রাহ্মণবেশে আত্মগোপন করিয়াছি; আমি কামগামী ও কামচারী; ঋষ্যমূক হইতে এই স্থানে আগমন করিয়াছি।

বাক্যবিৎ ও বাক্যনিপুণ হনূমান্ বীর রাম ও লক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ রামের মুখ হর্ষে উৎফুল্ল হইল। তিনি পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, ইনি কপিরাজ মহাত্মা সুগ্রীবের সচিব; এই স্থানে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন। আমি সুগ্রীবেরই অনুসন্ধান করিতেছিলাম। হে অরিন্দম সৌমিত্রে! তুমি বাক্যবিৎ সুগ্রীবসচিব এই বানরকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ কর; আমাদিগের প্রতি ইহাঁর স্নেহ আছে। যিনি ঋগ্বেদে শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, যিনি যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন নাই; এবং যিনি সামবেদ জানেন না, তিনি এপ্রকারে কথা কহিতে পারেন না। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইনি বহুবার সমগ্র ব্যাকরণে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন; কারণ ইনি অনেক কথা কহিয়াছেন, তথাপি একটীমাত্রও অপশব্দ প্রয়োগ করেন নাই। ইহাঁর মুখ, চক্ষুর্দ্বয়, ললাট, ভ্রূযুগল, বা অন্য কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই আমি আমাদিগের অবিশ্বাসের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। ইনি যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা অতিবিস্তর বা অর্থ

নহে। বলিবার সময় বাক্যস্খলনও হয় নাই। স্বর বক্ষঃস্থল হইতে যৎকালে কণ্ঠে উঠিয়াছিল, তৎকালে শুনিতে অতি উচ্চ বা অতি নীচ হয় নাই। ইনি বিশেষ্যবিশেষণবচনসংস্কার ক্রমে উচ্চারিত অসাধারণ অস্খলিত হিতকর হৃদয়গ্রাহী বাক্য বলিয়াছেন। যে শত্রু খড়্গ উত্তোলন করিয়াছে, সেও যদি বক্ষঃ, কণ্ঠ ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই স্থানত্রয়েই উচ্চারিত এতাদৃশ বাক্য বলে, তাহা হইলে কাহার না চিত্ত তাহার প্রতি অনুকূল হয়? হে অনঘ! যে রাজার দূত এপ্রকার না হয়, তাঁহার কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে। যাঁহার কার্য্যসাধক দূতগণের এতাদৃশ বিবিধ গুণ আছে, দূতের বাক্যে প্রযুক্ত হইয়া তাঁহার সমুদায় কার্য্য সিদ্ধ হয়।

বাক্যবিৎ সুমিত্রানন্দন রামের এইপ্রকার আদেশ পাইয়া সুগ্রীবসচিব, বাক্যবিৎ পবনতনয় বানরকে কহিলেন, হে বিদ্বন্! মহাত্মা সুগ্রীবের বিবিধ গুণ আমরা জ্ঞাত হইয়াছি; আমরা দুইজনে সেই বানররাজ সুগ্রীবেরই অনুসন্ধান করিতেছি। হে হনুমন্! সুগ্রীব যাহা কিছু বলিয়া দিয়াছেন, বল; হে সত্তম! আমরা তোমার মুখে শ্রবণ করিয়া তাহাই করিব।

তাঁহার সেই নিপুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পবনাত্মজ হনুমানের মুখ আনন্দে বিকসিত হইল; তিনি মনোমধ্যে সুগ্রীবের বিজয় পক্ষে লক্ষ্য রাখিয়া ইচ্ছা করিলেন, তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয়।

—০:০—

চতুর্থ সর্গ।

অনন্তর হনূমান্ রামের পূর্ব্বোক্ত বাক্য এবং সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার স্নেহভাব শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, সুগ্রীবের প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে; অতএব আনন্দিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, মহাত্মা সুগ্রীবের রাজ্যলাভ হইবে; কারণ রাম কোন

প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই প্রয়োজন সিদ্ধি সুগ্রীবের উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব সাতিশয় আনন্দিত হইয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ বচননিপুণ রামকে প্রত্যুত্তর করিলেন, পম্পাতীরজাত কাননমণ্ডিত এই বন অতি ভয়ানক; ইহাতে নানা হিংস্রক জন্তু বাস করে; আপনি কি উদ্দেশ্যে অনুজের সহিত এই বনে আগমন করিলেন?

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ রামের ইঙ্গিত ক্রমে দশরথনন্দন মহাত্মা রামের পরিচয় প্রদান করিলেন, দশরথ নামে এক ধর্ম্মবৎসল শ্রীমান্ রাজা ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিত্য চতুর্ব্বর্ণ প্রজা পালন করিতেন। কেহ তাঁহার দ্বেষ করিত না, তিনিও কাহারও দ্বেষ করিতেন না। সর্ব্ব প্রাণীর পক্ষে তিনি দ্বিতীয় প্রজাপতিস্বরূপ ছিলেন। দক্ষিণাদানপূর্ব্বক অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহার অগ্রজ পুত্র; লোকে রাম নামে পরিচিত। ইনি সর্ব্বভূতের শরণদাতা, পিতৃ আজ্ঞা পালন পক্ষে চরমসীমা প্রদর্শন করিয়াছেন। দশরথের পুত্রগণের মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠ এবং গুণে সকলের শ্রেষ্ঠ। সমুদায় রাজলক্ষণ ইহাঁতে বর্ত্তমান; রাজ্যসম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ অবস্থায় কোন কারণবশতঃ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আমার সহিত এই বনমধ্যে বসতি করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। হে মহাভাগ! দিনশেষে প্রভা যেমন মহাতেজা ভাস্করের অনুসরণ করে, তেমনি সীতানাম্নী ভার্য্যা এই জিতেন্দ্রিয়ের অনুগামিনী হইয়াছিলেন। ইনি বহুজ্ঞ, উপকার বিস্মৃত হন না। আমি ইহাঁর কনিষ্ঠ; গুণে বাধ্য হইয়া ইহাঁর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি। আমার নাম লক্ষ্মণ। ইনি সমস্ত সুখভোগ করিবার যোগ্যপাত্র, অতি পূজনীয় ও সর্ব্বভূতহিতৈষী; ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়া বনে বাস করিতেছেন। আমরা দুই জনে উপস্থিত ছিলাম না, এমন সময় কামরূপী এক রাক্ষস ইহাঁর ভার্য্যা হরণ করিয়াছে। যে রাক্ষস ইহাঁর পত্নী হরণ

করিয়াছে, তাহার সন্ধানও পাওয়া যাইতেছে না। দনু নামে দিতির এক পুত্র শাপহেতু রাক্ষসযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই বলিয়া দিয়াছে, বানররাজ সুগ্রীব সন্ধান করিতে পারিবেন। মহাবীর্য্য সুগ্রীব তোমার ভার্য্যাপহারীর সন্ধান করিয়া দিবে, এই কথা বলিয়া দনু দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছে। তুমি যে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি সে সমুদায়ের এই প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম। আমি এবং রাম, আমরা দুই জনে সুগ্রীবের শরণাগত। ইনি বহুবিত্ত দান করিয়াছেন; উৎকৃষ্ট যশ লাভ করিয়াছেন; এক সময়ে লোকের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন; এক্ষণে সুগ্রীবের নিকট রক্ষা ভিক্ষা করিতেছেন। সীতা যাঁহার পুত্রবধূ ছিলেন; যিনি লোকের রক্ষাকর্ত্তা ও ধর্ম্মবৎসল ছিলেন, সেই শরণ্যের পুত্র সুগ্রীবের শরণাগত হইতেছেন। যে ধর্ম্মাত্মা পূর্ব্বে সর্ব্বলোকের রক্ষাকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতা ছিলেন, আমার সেই পূজনীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাম সুগ্রীবের শরণার্থী হইয়াছেন। যাঁহার অনুগ্রহ হইলে, সতত সকল জীবের অনুগ্রহ লাভ করা যায়, সেই রাম বানররাজের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন। যে দশরথ নিয়ত পৃথিবীর সমুদায় মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজগণের আতিথ্যাদি সৎকার করিতেন, তাঁহার এই অগ্রজ পুত্র, লোকত্রয়ে বিখ্যাত রাম বানররাজ সুগ্রীবের শরণাগত হইয়াছেন। রাম শোকে অভিভূত ও কাতর হইয়া শরণাগত হইয়াছেন; ইহাঁর প্রতি অনুগ্রহ করা সুগ্রীবের এবং তাঁহার যাবতীয় যূথপতির কর্ত্তব্য হইতেছে।

সুমিত্রানন্দন সাশ্রু নয়নে কাতর বচনে এইপ্রকার বলিলে পর, বাক্যপণ্ডিত হনুমান তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে বলিলেন, এতাদৃশ বুদ্ধিসম্পন্ন, জিতক্রোধ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করা সুগ্রীবের কর্ত্তব্য; ভাগ্যক্রমে তাঁহারাই সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছেন। বালী শত্রুতাচরণ করাতে তিনিও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ত্রস্তভাবে বনমধ্যে ভ্রমণ করি-

ছেন ; তাঁহারও ভার্য্যা হরণ করিয়াছে। সীতার অনুসন্ধান বিষয়ে সেই সূর্য্যনন্দন সুগ্রীব আমাদিগের সমভিব্যাহারে আপনাদিগের সহায়তা করিবেন।

হনুমান মধুর বাক্যে বিনীতভাবে এই কথা কহিয়া রাঘবকে কহিলেন, তবে চলুন, এক্ষণে সুগ্রীবের নিকট গমন করি। হনুমান্ এইপ্রকার কহিলে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ যথাবিধানে তাঁহার প্রতিপূজা করিয়া রামকে কহিলেন, এই পবননন্দন কপি যেপ্রকার হৃষ্ট হইয়া কহিতেছে, তাহাতে বুঝিলাম, সেই সুগ্রীবেরও প্রয়োজন আছে। অতএব এই স্থানে আগমন করিয়া আপনার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। হনুমানের মুখবর্ণ প্রফুল্ল দেখিতেছি, হৃষ্ট হইয়া স্পষ্ট কথা কহিতেছে। পবননন্দন হনুমান বীর,—মিথ্যা কথা কহিবে না।

অনন্তর সুমহাপ্রাজ্ঞ পবননন্দন হনুমান্ দুই বীর রঘুনন্দনকে লইয়া বানররাজের নিকট লইয়া চলিলেন। কপিশ্রেষ্ঠ ভিক্ষু ব্রাহ্মণরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানররূপ ধারণ করত ঐ দুই বীরকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিপুলকীর্ত্তি অকপটবুদ্ধি মহাবিক্রমশালী পবনতনয় কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান, যেন কার্য্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এইরূপ জ্ঞান করত আনন্দিত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া গিরিবরে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

হনুমান্ ঋষ্যমূক হইতে মলয় পর্ব্বতে গমন করিয়া বানররাজের নিকট দুই বীর রঘুনন্দনের আগমন সংবাদ দান করিলেন ; হে মহাপ্রাজ্ঞ! দৃঢ়বিক্রমশালী অব্যর্থপ্রতাপসম্পন্ন রাম, লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়াছেন। রাম দশরথের পুত্র, ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পিতা সত্যপালনানুরোধে ইঁহাকে বনে প্রেরণ করিয়াছেন ; পিতৃ আজ্ঞা পালন করা

ইঁহার ব্রত। যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞপরম্পরা দ্বারা অগ্নির তৃপ্তিসাধন, এবং যজ্ঞান্তে শত সহস্র দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন; যিনি তপস্যা ও সত্যবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র রাম এক স্ত্রীর জন্য বনে আগমন করিয়াছেন। মহাত্মা শ্রীরাম নিয়ম পালন পূর্ব্বক বনে বাস করিতেছিলেন, এই সময় রাবণ ইঁহার ভার্য্যা হরণ করিয়াছে; সেই জন্য ইনি আপনার আনুকুল্যপ্রার্থী হইয়াছেন। আমি রাম লক্ষ্মণের এই পরিচয় দিলাম; ইঁহারা দুই ভ্রাতা আপনার সখ্য কামনা করিতেছেন। ইঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভ্যর্থনা করুন, ইঁহারা দুই জনেই পূজনীয় ব্যক্তি-দিগের সর্ব্ব প্রধান।

হনুমানের বাক্য শ্রবণ করত, বানররাজ সুগ্রীব অতি সুদৃশ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সপ্রণয় বচনে রামকে কহিলেন, বায়ুপুত্র আমাকে আপনার বিবিধ গুণের কথা কহিয়াছে, সেবিষয়ে সে কোন অত্যুক্তিই করে নাই। আপনি ধর্ম্মশিক্ষা ও সুচারুরূপে ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন; সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি আপনার দয়া আছে। প্রভো! আমি বানর; আপনি যে আমার সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাই আমার পরম লাভ; এবং ইহাতেই আপনার আমাকে যথেষ্ট সম্মাননা করা হইয়াছে। যদি আমার সহিত মিত্রতা করিতে আপনার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে, এই বাহু প্রসারণ করিলাম; হস্ত দ্বারা হস্ত স্পর্শ করুন; অচলা প্রতিজ্ঞা বন্ধন করুন।

সুগ্রীবের এই সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম মনোমধ্যে হৃষ্ট হইয়া হস্ত দ্বারা হস্ত মর্দ্দন করিলেন। মিত্রভাব অবলম্বন করিয়া হৃষ্টচিত্তে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর অরি-ন্দম হনুমান, রামাগমনসংবাদ প্রদান সময়ে পুনর্ব্বার যে ভিক্ষু-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিজরূপ ধারণ করত দুই কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিলেন। ঐ অগ্নি

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে পর, পুষ্পবিক্ষেপ পূর্ব্বক পূজা করিয়া সৎকার করত সাতিশয় হৃষ্ট ও তন্মনস্ক হইয়া তাঁহাদিগের দুই জনের মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সুগ্রীব ও রাম মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া ঐ দীপ্যমান অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর ঐ বানর ও রাঘব আন্তরিক সাতিশয় প্রণয়বদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। রাম নিরতিশয় হৃষ্ট হইয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, তুমি আমার প্রিয় মিত্র হইলে, আমাদিগের সুখ ও দুঃখ পরস্পর সমান হইল। অনন্তর সুগ্রীব এক সালবৃক্ষের সুন্দর-পত্র-ভূয়িষ্ঠ সুন্দরপুষ্পভূষিত শাখা ভগ্ন করত বিস্তার করিয়া রামের সহিত তাহাতে উপবেশন করিলেন। পরে পবননন্দন হনুমান হৃষ্টচিত্তে চন্দন বৃক্ষের পরমোৎকৃষ্ট পুষ্পমণ্ডিত এক শাখা ভগ্ন করিয়া লক্ষ্মণকে বসিবার নিমিত্ত প্রদান করিলেন। আনন্দে সুগ্রীবের লোচনযুগল ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি পরক্ষণে মধুরবাক্যে মৃদুভাবে রামকে কহিলেন, রাম! আমি রাজ্যবহিষ্কৃত ও ভয়ব্যাকুল হইয়া এই স্থানে বিচরণ করিতেছি। আমার ভার্য্যা হরণ করিয়াছে, আমি ভীত হইয়া এই দুর্গ আশ্রয় করিয়াছি। এতাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়াতে ভীত হইয়া আমি ব্যাকুল চিত্তে এই বন মধ্যে বাস করিতেছি। হে রাঘব। বালী আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া আমার নিগ্রহ করিয়াছে। হে মহাভাগ! আমি বালীর ভয়ে ভীত হইয়াছি; প্রতিজ্ঞা করুন, আমার ভয় দূর করিবেন। হে কাকুৎস্থ! যাহাতে আমার ভয় না থাকে, আপনার তাহা কর্ত্তব্য হইতেছে। সুগ্রীব এইপ্রকার কহিলে, তেজস্বী ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মবৎসল কাকুৎস্থ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাকপে! আমি জ্ঞাত আছি, উপকার পাইব, এই প্রত্যাশাতেই লোকে মিত্রতা করিয়া থাকে। তোমার ভার্য্যাপহারী বালীকে সংহার করিব। আমার এই সূর্য্যসঙ্কাশ ইন্দ্রবজ্রপ্রতিম

তীক্ষাগ্র, সরলপর্ব্ব, শাণিত বাণসমূহ সরোষ ভুজঙ্গগণের ন্যায়, সেই দুর্ব্বৃত্ত বালীর উপর বেগে পতিত হইবে। তুমি এখনই দেখিবে, সেই বালী আশীবিষোপম তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা নিহত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায়, ভূমিতে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

সুগ্রীব রাঘবের মুখে নিজ হিতজনক বাক্য শ্রবণ করত, সাতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রশংসনীয় বচনে কহিলেন, হে নরসিংহ! হে বীর! আমি আপনার প্রসাদে অবশ্যই রাজ্য ও স্ত্রী প্রাপ্ত হইব। হে নরদেব। আপনি এরূপ করিয়া দিবেন যে, আমার শত্রু অগ্রজ ভ্রাতা যেন আর আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে না পারে।

সুগ্রীব ও রামের মিত্রতা সংস্থাপন হইলে পর সীতা, বানররাজ বালী ও রাক্ষসের পদ্ম সুবর্ণ ও অনল প্রতিম বাম চক্ষু এককালে নৃত্য করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ সর্গ।

সুগ্রীব হৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, রাম! আপনি যেজন্য এই নির্জ্জন বনে আগমন করিয়াছেন, আপনার সেবক মন্ত্রিপ্রবর হনূমান্ আমাকে তাহা বলিয়াছে, সে আরও বলিয়াছে যে, আপনি যৎকালে ভ্রাতার সহিত বনে বসতি করিয়াছিলেন, তৎকালে একদা আপনি ও শ্রীমান্ লক্ষ্মণ নিকটে না থাকাতে, ছদ্মবেশী রাক্ষস জটায়ুকে সংহার করত আপনার ভার্য্যা রোরুদ্যমান জনকতনয়া মৈথিলীকে হরণ করিয়াছে। সেই রাক্ষস হইতে আপনি স্ত্রীবিয়োগ জন্য দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যেই আপনি এই ভার্য্যাবিয়োগ জন্য দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবেন। আমি তাঁহাকে প্রণষ্ট বেদবিদ্যার ন্যায়, পুনরুদ্ধার করিব। রসাতলেই থাকুন, আর নভস্তলেই থাকুন, হে অরিন্দম! আমি আপনার ভার্য্যাকে

আনিয়া দিব। রাঘব! জানিবেন, আমার এই বাক্য সত্য। ইন্দ্রাদিদেব এবং অসুরগণ একত্রিত হইলেও আপনার ভার্য্যাকে জীর্ণ করিতে পারিবেন না। হে মহাবাহো! আপনার ভার্য্যা বিষমিশ্রিত খাদ্য সদৃশ। আপনি শোক ত্যাগ করুন, আপনার ভার্য্যাকে আনিয়া দিতেছি। অনুমানে বোধ করিতেছি, আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি, তিনিই জানকী হইবেন; কারণ ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস যখন তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন তিনি কাতর স্বরে হা রাম! হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন। এবং সর্পরাজকামিনীর ন্যায় রাবণের ক্রোড়ে কম্পিত হইতেছিলেন। আমি তৎকালে আর চারি বানরের সহিত পর্ব্বত পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়া উত্তরীয় বসন এবং কয়েক খানি ভূষণ ফেলিয়াছিলেন। রাঘব। আমরা ঐ সকল গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং নিকটে রাখিয়াও দিয়াছি। সমস্ত আনয়ন করিতেছি, পরীক্ষা করিয়া দেখুন, তাঁহার কি না।

তখন রাম ইষ্ট-সংবাদদাতা সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! শীঘ্র আনয়ন কর, এত বিলম্ব করিতেছ কেন? সুগ্রীব এই কথা শুনিয়া রাঘবকে তুষ্ট করিবার জন্য সত্বর পর্ব্বতের গহনগুহায় প্রবেশ করিলেন। এবং উত্তরীয় ও ঐ সমস্ত আভরণ আনিয়া, এই দেখ, বলিয়া রামকে প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর রাম ঐ সুন্দর অলঙ্কার সকল গ্রহণ করিয়া, নীহার দ্বারা চন্দ্রের ন্যায় রামের মুখ বাষ্প দ্বারা আচ্ছন্ন হইল। সীতাসংস্পর্শজনিত বাষ্প দ্বারা কলুষিত হইয়া, ধৈর্য্যপরিত্যাগ পূর্ব্বক, হা প্রিয়া, বলিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ঐ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার বার বার হৃদয়ে স্থাপন করিয়া বিলমধ্যস্থ কোপিত ভুজঙ্গমের ন্যায় অতিবেগে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি তদবস্থায় পার্শ্বস্থিত

দীনভাবাপন্ন লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণ! দেখ, জানকী হরণকালে গাত্র হইতে এই উত্তরীয় এবং এই সকল অলঙ্কার ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সীতা ম্রিয়মাণ অবস্থায়, তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর এই ভূষণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কারণ ইহাকে সেইরূপই দেখিতেছি।

লক্ষ্মণ রামের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি কেয়ূর বা কুণ্ডলযুগল চিনি না, কেবলমাত্র নূপুরদ্বয় চিনিতে পারি, কারণ আমি নিত্য তাঁহার পাদবন্দন করিতাম।

অনন্তর রাঘব সুগ্রীবকে কহিলেন, সুগ্রীব! হরণসময়ে তুমি কোন্ স্থানে সীতাকে দর্শন করিয়াছিলে, বল। করালদর্শন রাক্ষস আমার প্রাণপ্রিয়াকে হরণ করিয়াছে, আমার ঘোর দুঃখদাতা সেই রাক্ষসই বা কোথায় বাস করে। তাহার অপরাধে আমি যাবতীয় রাক্ষসকে সংহার করিব। যে জানকীকে হরণ, এবং আমার কোপোৎপাদন করিয়াছে, নিশ্চয়ই সে নিজের নাশের নিমিত্ত মৃত্যুর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছে। যে রাক্ষস বঞ্চনা করিয়া বন হইতে আমার প্রিয়তমাকে হরণ করিয়াছে, হে বানররাজ! আমাকে তাহার পরিচয় প্রদান কর; আমি অদ্যই তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

—০:০—

সপ্তম সর্গ।

শোকার্ত্ত রাম এই কথা কহিলে পর, সুগ্রীব বানর ক্রন্দন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, সেই অপরাধকারী রাক্ষসের বাসস্থানের কোন সন্ধানই জ্ঞাত নহি। তাহার বিক্রম বা সামর্থ্যও অবগত নহি। সে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাও জ্ঞাত নহি; তবে এইমাত্র বলিতে পারি, সে নীচকুলে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমি সত্য

প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, হে অরিন্দম! যাহাতে আপনি সীতা প্রাপ্ত হন, আমি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ চেষ্টা করিব, আপনি শোক ত্যাগ করুন। আপনি যাহাতে তুষ্ট হন, আমি সত্বর রাবণকে সগণে সংহার, এবং নিজ পৌরুষ তৃপ্ত করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিব। চঞ্চল হইবার প্রয়োজন নাই; নিজের স্বাভাবিক ধৈর্য্য স্মরণ করুন। ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি এরূপ চঞ্চল হওয়া উচিত হয় না। আমিও ভার্য্যারই নিমিত্ত মহাদুঃখ ভোগ করিতেছি। কিন্তু আমি এরূপে বিলাপ করিয়া ধৈর্য্যও ত্যাগ করি না। আমি সামান্য বানর বটি, কিন্তু তাহার জন্য শোক করি না। আপনি মহাত্মা, কৃতবিদ্য ও অসামান্য ধৈর্য্যশালী হইয়াও এরূপ করিতেছেন কেন? ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক নয়নজল রোধ করা আপনার উচিত হইতেছে। ধৈর্য্য দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের মর্য্যাদা, তাহা ত্যাগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। ধৈর্য্যশালী ব্যক্তি কর্ত্তব্য পর্য্যালোচনা করিতে পারেন, অতএব বিপদ্, অন্য কষ্ট বা প্রাণ নাশের আশঙ্কা, কিছুতেই উঁহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। কিন্তু যে মূঢ় ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে চঞ্চল হইয়া পড়ে, ভারাক্রান্ত নৌকা যেমন জলগর্ভে প্রবেশ করে, সে তেমনি অবশ ও কাতর হইয়া শোকে মগ্ন হয়। আমি প্রণয় বশতঃ এই অঞ্জলি করিয়া আপনাকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি, আপনি পৌরুষ আশ্রয় করুন। শোককে অবসর দেওয়া আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। যাহারা শোককে প্রশ্রয় দেয়, তাহাদিগের সুখ থাকে না; তাহাদিগের তেজেরও হ্রাস হয়। অতএব আপনার শোক করা উচিত হইতেছে না। শোক যাহাকে আক্রমণ করে, তাহার জীবনেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি শোক ত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যমাত্র আশ্রয় করুন। আমি বয়স্য ভাবে আপনাকে হিত বাক্য বলিতেছি, উপদেশ দিতেছি না। বয়স্য-জ্ঞানে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনি শোক ত্যাগ করুন।

সুগ্রীব মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিলে পর, রাম বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা অশ্রুক্লিন্ন মুখ মার্জ্জনা করিলেন। জিতেন্দ্রিয় ককুৎস্থতনয় প্রকৃতিস্থ হইয়া, সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, সুগ্রীব! প্রণয়ী হিতৈষী মিত্রের যাহা কর্ত্তব্য, তুমি অবিকল তদুপযুক্ত অনুষ্ঠান করিয়াছ। সখে! তোমার অনুরোধে আমি এই প্রকৃতিস্থ হইলাম। এরূপ বন্ধু নিশ্চয় দুর্ল্লভ, বিশেষতঃ এতাদৃশ অবস্থায়। কিন্তু মৈথিলীর এবং সেই ক্রূরকর্ম্মা দুরাত্মা রাক্ষস রাবণের অনুসন্ধানবিষয়ে তোমাকে যত্ন করিতে হইবে। আমিও যাহা করিব, সত্য করিয়া তোমাকে কহিতেছি; বর্ষাকালে উর্ব্বরক্ষেত্রে বীজাদির ন্যায়, তোমার সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন হইবে। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আমি যে কথা কহিলাম, নিশ্চয় জানিবে, ইহা সত্য, বৃথা আত্মশ্লাঘা নহে। আমি কখন মিথ্যা বলি নাই; কখন বলিবও না। আমি সত্যের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাই করিলাম।

সুগ্রীব রাঘবের বাক্য, বিশেষতঃ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইলেন, তাঁহার সচিব, এবং অন্যান্য বানরগণও হৃষ্ট হইল।

ঐ দুই নর ও বানরের সুখদুঃখ একইপ্রকার ছিল; উক্তরূপে দৃঢ় মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা উভয়ে পরস্পর নিজ সুখদুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। বানর বীরাগ্রগণ্য বিদ্বান্ সুগ্রীব রাজচক্রবর্ত্তী মহানুভব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে স্থির করিলেন, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।

—:*০*:—

অষ্টম সর্গ।

সুগ্রীব এই কথায় সাতিশয় তুষ্ট ও হর্ষাবিষ্ট হইয়া, লক্ষ্মণাগ্রজ শৌর্য্যশালী রামকে কহিতে লাগিলেন, আমি সর্ব্বথা দেবগণের অনুগ্রহের পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা, আপনি

সকল গুণের আধার, আমার সখা হইলেন। হে অনঘ! হে প্রভো! আপনি সহায় হইলে, নিজরাজ্যের কথা কি, সুর-রাজ্যও অধিকার করা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। হে রঘু-নন্দন! আপনি সুপ্রসিদ্ধ রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার সহিত অগ্নিসাক্ষিক বন্ধুতা করিয়া, আমি সুহৃদ্ ও বন্ধুগণ সকলেরই সভাজনভাজন হইলাম। এক্ষণে আমিও যে আপনার উপযুক্ত বয়স্য, তাহা ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবেন। আত্ম-প্রশংসা সাক্ষাৎ মৃত্যু সমান। সুতরাং আমি নিজের গুণ সমুদায় আপনার নিকট বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। আপনি আত্ম-বান্ পুরুষগণের অগ্রগণ্য। আপনার ন্যায় কৃতাত্মা ও মহাত্মা বয়স্যগণের প্রীতি ও ধৈর্য্য স্বভাবতঃ নিরতিশয় নিশ্চল হইয়া থাকে। সৎস্বভাবসম্পন্ন বয়স্যগণ পরস্পরের রজত, সুবর্ণ বা সুন্দর আভরণ সমস্ত অবিভক্ত বলিয়া অবগত আছেন। ধনী বা দরিদ্র, সুখী বা দুঃখী, সদোষ বা নির্দ্দোষ যাহাই হউন, বয়স্য বয়স্যের একমাত্র গতি। হে অনঘ! যাহাতে অনুরাগ-বশতঃ ধনাদি ত্যাগ করিতে পারা যায়, এরূপ স্নেহ দর্শন করিলে, বয়স্যের জন্য ধনত্যাগ, সুখত্যাগ ও দেশত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে পারা যায়। শ্রীমান্ রাম বাসবের ন্যায় ধীমান্ লক্ষ্মণের সমক্ষে প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে, এবি-ষয়ে আমার অপ্রতিপত্তি নাই।

অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে সুগ্রীব মহাবল লক্ষ্মণের সহিত রামকে ধরাসনে আসীন অবলোকন করিয়া, অরণ্যের চতুর্দ্দিকে চঞ্চল চক্ষু নিপাতিত করিলেন। তাহাতে, নিকটেই সুন্দর-কুসুমভূষিত, ঈষৎ নিষ্পত্র ও মধুকরগণে সুশোভিত এক সাল-বৃক্ষ তাঁহার দৃষ্টিবিষয়ে উপনীত হইল। ঐ বৃক্ষের পত্রভূয়িষ্ঠ সুশোভিত একতর শাখা ভগ্ন ও রামের জন্য তাহাতে আসন কল্পনা করিয়া, তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের উভয়কে আসীন দেখিয়া, হনুমানও শালশাখা সমুৎপা-

ষ্টিত করিয়া, বিনয়সহকারে লক্ষ্মণকে উপবেশন করাইলেন। এইরূপে রাম, প্রশান্তসাগরের ন্যায়, সালপুষ্পসমাকীর্ণ শৈল-রাজ ঋষ্যমূকে সুখে উপবিষ্ট হইলে, সুগ্রীব প্রণয়প্রযুক্ত অতীব হর্ষাবিষ্ট হইয়া মনোহর মধুর বাক্যে হর্ষগদ্‌গদ অক্ষরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতা বালী ভার্য্যা হরণ পূর্ব্বক নিরতিশয় অবমান করাতে, আমি সাতিশয় দুঃখিত ও ভয়ে অভিভূত হইয়া, এই গিরিরাজ ঋষ্যমূকে বিচরণ করিতেছি। ফলতঃ, বালিকৃত অবমাননা ও তাঁহার সহিত শত্রুতাপ্রযুক্ত আমার জ্ঞান শূন্য হইয়া গিয়াছে। তদবধি আমি ভয়ে মগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া, বনবাস আশ্রয় করিয়াছি। আপনি সকল লোকের অভয়-দাতা। অতএব বালীর ভয়ে অভিভূত সহায়হীন আমায় অনু-গ্রহ বিচরণ করিতে হইবে।

ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মবৎসল তেজস্বী কাকুৎস্থ রাম এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, সহাস্য আস্যে সুগ্রীবকে প্রত্যুত্তর করিলেন, উপকার মিত্রের এবং অপকার শত্রুর প্রধান চিহ্ন। অদ্যই আমি তোমার ভার্য্যাপহারীর প্রাণ হরণ করিব। মহাভাগ! আমার এই স্বর্ণাল-কৃত সপুঙ্খ শরসমূহ অতিশয় তেজস্বী, কার্ত্তিকেয়ের শরবন হইতে সমুদ্ভূত, কঙ্কপত্রে আচ্ছন্ন, মহেন্দ্রের বজ্রসদৃশ, সুন্দর পর্ব্ব ও সুতীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট এবং রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গগণের ন্যায়, সাতিশয় ভয় ও সম্ভ্রমজনক। তোমার ভ্রাতা ও অপকারী শত্রু বালী এই সকল শরে এক বারেই নিহত হইয়া, পর্ব্বতের ন্যায়, ধরা-তলে পতিত হইবে, দেখ।

বাহিনীপতি সুগ্রীব রামের এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, যারপর নাই হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বারংবার সাধুবাদসহকারে তাঁহারে বলিতে লাগিলেন, রাম! আমি শোকে অভিভূত হইয়াছি। আপনিও শোকাকুল ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়। বিশেষতঃ, বয়স্য ভাবিয়াই আপনার নিকট বিলাপ করিতেছি। আমি অগ্নি সাক্ষী ও পাণিপ্রদানপুরঃসর আপনাকে বয়স্য করিয়াছি।

এক্ষণে সত্যশপথ করিতেছি, আপনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও বহুমানাস্পদ। অধিক কি, আপনাকে বয়স্য ভাবিয়া, বিশ্বাস পুর্ব্বক ইহাও বলিতেছি, আপনার অন্তরে যে দুঃখের সঞ্চার হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতিদিন আমার মন শূন্য হইয়া পড়িতেছে। বাষ্পাকুল লোচনে ও বাষ্পগদ্‌গদ বচনে এইপ্রকার বাক্য বিন্যস্ত করিয়া, তিনি আর কোন উচ্চবাচ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর তিনি নদীবেগের ন্যায়, সহসা সমাগত উল্লিখিত বাষ্পবেগ রামসান্নিধ্যে ধৈর্য্যসহকারে কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিলেন। এবং সম্বরণ করিয়া, সুন্দর লোচনযুগল প্রমার্জ্জন ও দীর্ঘ নিশ্বাস বিসর্জ্জনপূর্ব্বক রামকে পুনর্ব্বার বলিলেন, বলীয়ান্ বালী প্রথমে আমাকে নানাপ্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট ও ভৎর্সনাপূর্ব্বক আমার প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী প্রেয়সীকে হরণ এবং আমার সুহৃদদিগের সকলকেই বন্ধন করে। পরে সেই নিরতিশয় দুষ্টাত্মা বালী আমাকে বিনাশ করিবার জন্য কৃতযত্ন হইয়াছিল। সে তজ্জন্য যে সকল বানরকে বারংবার নিযুক্ত করে, আমি তাহাদেব সকলকে নিহত করিয়াছি। হে রঘুনন্দন! এই শঙ্কাপ্রযুক্তই আমি আপনাকেও দেখিয়া, ভয়ে আপনার নিকটে গমন করি নাই। কেননা, ভয়ের বিষয়ে সকলেই ভয় করিয়া থাকে। এই হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণই আমার একমাত্র সহায়। ইহাদের সাহয্যেই, আমি ঈদৃশ কৃচ্ছ্রগত হইয়া, আজিও প্রাণধারণ করিতেছি। এই সকল স্নেহশীল বানর চতুর্দ্দিকে আমার রক্ষা করিয়া আছেন। কোথাও যাইতে হইলে ইহাঁরা আমার সঙ্গে গমন এবং আমি অবস্থিতি করিলে, ইহাঁরা সঙ্গে অবস্থান করিয়া থাকেন। রাম! আমি সংক্ষেপে এই আত্মকথা কীর্ত্তন করিলাম, আপনার নিকট বিস্তার বলিয়া কি হইবে? আমার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর পৌরুষ অতি বিখ্যাত। তাহার বিনাশ হইলেই তৎক্ষণাৎ আমার সকল দুঃখ দূর হইবে। অধিক কি, তাহার বিনাশেই

আমার জীবনের সুখ নির্ভর করিতেছে। রাম। আমি শোকে অভিভূত হইয়াছি। যাহাতে সেই শোক নিবারণ হইতে পারে, আপনার নিকট তাহা এই নিবেদন করিলাম। সখা দুঃখী বা সুখী যাহাই হউক, সখার নিত্য আশ্রয়।

রাম এই কথা শুনিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, কিজন্য তোমাদের উভয়ের শত্রুতা জন্মিল, যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে বানর! শত্রুতার কারণ শ্রবণ ও তোমাদের বলাবল আকর্ণন পূর্ব্বক, অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা বিশেষ অবধারণ করিয়া তোমার সুখসংবিধান করিব। তোমার অবমাননা করিয়াছে শুনিয়া, আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে এবং বর্ষাকালীন জলবেগের ন্যায়, আমার অমর্ষবেগ বর্দ্ধিত হইয়া, হৃদয় কম্পিত করিতেছে। আমি যাবৎ শরাসনে শরযোজনা না করিতেছি, তাবৎ হৃষ্ট ও বিশ্বস্তচিত্তে সমুদায় কীর্ত্তন কর। আমার শর পরিত্যাগমাত্রই, তোমার শত্রু নিরস্ত হইবে।

মহাত্মা কাকুৎস্থ এইপ্রকার কহিলে, বানরচতুষ্টয়সমভিব্যাহারী সুগ্রীবের হর্ষের সীমা রহিল না। তখন তিনি প্রফুল্ল বদনে লক্ষ্মণাগ্রজ রামের নিকট বৈরকারণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

নবম সর্গ।

শত্রুনিসূদন বালী আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা তাঁহার পরম সমাদর করিতেন। পূর্ব্বে তিনি আমারও নিত্য বহুমানাস্পদ ছিলেন। পিতার পরলোক হইলে, মন্ত্রিগণ জ্যেষ্ঠ ভাবিয়া, তাঁহাকেই কপিরাজ্যের ঈশ্বর করিলেন। তিনিও সকলের সবিশেষ সম্মানভাজন হইয়া উঠিলেন। এবং যথা বিধানে পিতৃপিতামহের অধিকৃত মহৎ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

আমি সকল সময়েই ভৃত্যের ন্যায়, বিনীত হইয়া রহিলাম। দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজস্বী মায়াবীর সহিত পূর্ব্বে স্ত্রী লইয়া বালির নিরতিশয় বৈর সমুদ্ভূত হইয়াছিল। একদা রাত্রিতে লোক সকল নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলে, মায়াবী কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে সমাগত হইয়া, নিরতিশয় রোষভরে গর্জ্জন করিয়া, বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। ভ্রাতা বালী তৎকালে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি মায়াবীর ঘোর গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া, অসহমান হইয়া তৎক্ষণাৎ সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি ক্রোধভরে মায়াবীর সংহার নিমিত্ত বহির্গত হইলে, স্ত্রীগণ ও আমি সবিশেষে বিনতিপূর্ব্বক তাঁহাকে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলাম। মহাবল বালী সকলকেই নির্ধূত করিয়া বহির্গত হইলেন। তদ্দর্শনে আমিও সৌভ্রাত্র প্রযুক্ত তাঁহার সহিত বিনিঃসৃত হইলাম। অসুররাজ মায়াবী দূর হইতেই আমাদের উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া, নিরতিশয় ত্রাস বশতঃ তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে আমরাও দ্রুত-তর গমন করিতে লাগিলাম। তৎকালে চন্দ্রের উদয় হইতে-ছিল। তাহাতে, তাহার গমনপথ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভূমিমধ্যে যে তৃণাচ্ছন্ন, দুর্গম ও বিশাল বিবর ছিল, সে বেগভরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরাও দুই জনে ঐ বিলদ্বারে সমাগত হইয়া, অবস্থান করিলাম।

অনন্তর বালী শত্রুকে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, রোষাবেশবশে ক্ষুভিতচিত্ত হইয়া, আমাকে কহিলেন, সুগ্রীব! আমি যাবৎ গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যুদ্ধে শত্রু সংহার না করিতেছি, তাবৎ তুমি এই বিলদ্বারে সাবধানে অবস্থিতি কর। আমি এই কথা শুনিয়া, তাঁহার সঙ্গে গর্ত্তে প্রবেশ করিতে প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু, তিনি স্বীয় পাদগ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে শপথ করাইয়া, গর্ত্তমধ্যে সঙ্গে প্রবেশ করিতে নিবারণ করত স্বয়ং প্রবিষ্ট হইলেন। কিঞ্চিদধিক সংবৎসর

অতীত হইয়া গেল, তথাপি তিনি বহির্গত হইলেন না। এ দিকে, আমিও ঐ গর্ত্তের দ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক তাবৎকাল অতিবাহিত করিলাম। অনন্তর, তিনি বিনষ্ট হইয়াছেন, জ্ঞান করিয়া, স্নেহপ্রযুক্ত আমার মনে ত্রাস জন্মিল এবং তাঁহাকে না দেখিয়া পাপশঙ্কা হইতে লাগিল।

অনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে, সেই গর্ত্ত হইতে ফেনিল রুধির বিনিঃসৃত হইতে লাগিল, দেখিয়া, আমি নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম। ঐ সময়ে, গর্জ্জনপরায়ণ অসুরগণের শব্দও আমার শ্রবণবিষয়ে সমাগত হইল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া গর্জ্জন করিলেও, তাঁহার শব্দ শুনিতে পাইলাম না। তখন আমি ঐ সকল চিহ্ন দর্শনে, ভ্রাতা বালী নিহত হইয়াছেন, সবিশেষ বিচরপূর্ব্বক স্থির করিয়া, পর্ব্বত-প্রমাণ শিলা দ্বারা গর্ত্তের মুখ বদ্ধ করত শোকে ব্যাকুল হইয়া, ভ্রাতার উদ্দেশে জলদান বিধানানন্তর কিষ্কিন্ধ্যায় সমাগত হইলাম। এবং বিশেষ যত্ন সহকারে প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া রাখিলাম। কিন্তু মন্ত্রিগণ কোন সুযোগে ইহা শুনিতে পাইলেন। তখনি তাঁহারা সমবেত সমাগত হইয়া, আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। আমিও ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে বালী মায়াবীকে সংহার করিয়া, আগমন করিলেন। আমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, ক্রোধভরে তাঁহার লোচনযুগল নিরতিশয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি মদীয় মন্ত্রীদিগকে বদ্ধ করিয়া, পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হে রঘুনন্দন! শক্তি সত্ত্বেও, ভ্রাতৃগৌরব প্রযুক্ত সংকোচ উপস্থিত হওয়াতে, পাপাত্মা বালীর নিগ্রহে আমার বুদ্ধি হইল না। সুতরাং, তিনি শত্রুসংহারপূর্ব্বক পুর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, আমি সেই মহাত্মাকে যথাবিধানে অভি-বাদন করিলাম। কিন্তু তিনি প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন না। আমি পুনরায় প্রণতিপূর্ব্বক মুকুট দ্বারা

তদীয় পাদযুগল স্পর্শ করিলাম। তাহাতেও তিনি ক্রোধ বশতঃ আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না।

—:*০*:—

দশম সর্গ

তিনি ঐরূপে পুরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট ও ক্ষুভিত চিত্ত হইলে, আমি হিতকামনায় তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বলিতে লাগিলাম, আপনি শত্রুসংহারপূর্ব্বক সর্ব্বথা নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। আমি অসহায়, আপনিই আমার একমাত্র অভিভাবক এবং আপনিই অনাথের আনন্দ সমুৎপাদন করেন। এক্ষণে, আপনি আপনার এই সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পরম শোভমান, বহুশলাকা সংযুক্ত ছত্র বালব্যজনের সহিত গ্রহণ করুন। আমি এত দিন উহা ধারণ করিয়াছিলাম। রাজন্! আমি নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া, সেই বিলদ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক সংবৎসর যাপন করিলে, দেখিতে পাইলাম, গর্ত্তমধ্য হইতে দ্বারদেশে শোণিতরাশি সমুত্থিত হইতেছে। তদ্দর্শনে শোকে আমার হৃদয় সাতিশয় বিদ্ধ ও ইন্দ্রিয় সকল একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তখন আমি শৈলশৃঙ্গ দ্বারা বিলদ্বার রুদ্ধ করিয়া, তথা হইতে অপক্রান্ত ও পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবিষ্ট হইলাম। তৎকালে আমার চিত্ত সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়াছিল। মন্ত্রী ও পুরবাসীগণ আমাকে দর্শন করিয়া, রাজপদে বরণ করিল। কিন্তু ইহাতে আমার অণুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। অতএব আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আপনিই মাননীয় রাজা। আমি পূর্ব্বে যেমন, এক্ষণেও তেমনি, আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। ফলতঃ, আপনার বিরহেই আমি এই রাজপদে বিনিয়োজিত হইয়াছি। আপনার অমাত্য ও পৌরসমেত নগর নিষ্কণ্টকে আছে। এতদিন আপনার এই রাজ্য আমার নিকট গচ্ছিত ছিল। এক্ষণে আমি আপনাকে

প্রত্যর্পণ করিতেছি। হে সৌম্য! হে অরাতিনিসূদন! আমার প্রতি আর রুষ্ট হইবেন না। রাজন্! আমি এই অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক অবনত মস্তকে আপনার প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছি। রাজ্য অরাজক হইলে, শত্রুগণ যে জয় কামনা করে, তাহার নিবৃত্তি জন্যই পুরবাসী ও মন্ত্রিগণ সমবেত হইয়া, বলপূর্ব্বক আমায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমি নিজের ইচ্ছায় ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই।

আমি এইরূপ স্নিগ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলে, তিনি আমাকে অযথোচিত ভর্ৎসনা ও ধিক্কার প্রদান করিয়া, পুনঃ পুনঃ অবাচ্য কথা সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি আপনার প্রকৃতিবর্গ ও সম্মানাস্পদ অমাত্যদিগকে তৎক্ষণাৎ আনয়ন করিয়া, সুহৃৎগণ সান্নিধ্যে নিরতিশয় গর্হিত বাক্যে আমাকে কহিলেন, তোমাদের সকলেরই বিদিত আছে, যে, ক্রূরস্বভাব মহাসুর মায়াবী পূর্ব্বে যুদ্ধাভিলাষে রজনীতে সমাগত হইয়া, আমাকে আহ্বান করিয়াছিল। তাহার সেই কথা শুনিয়া আমি রাজভবন হইতে নির্গত হইলে, এই সুগ্রীব অতি দারুণবেগে তৎক্ষণাৎ আমার অনুগমন করে। মহাবল মায়াবী আমাকে ভ্রাতৃসহায় দর্শন এবং আমাদের দুই ভ্রাতাকেই সমুপাগত নিরীক্ষণ করিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, বেগ ভরে পলায়নপরায়ণ হইল এবং দ্রুততর ধাবমান হইয়া মহাগর্ত্তে প্রবেশ করিল। তাহাকে অতীব ভয়ঙ্কর ও অতীব বৃহৎ গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, আমি এই ক্রূরদর্শন ভ্রাতাকে কহিলাম, মায়াবীকে সংহার না করিয়া, পুরীমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আমার কোন ক্রমেই ইচ্ছা নাই। অতএব যাবৎ ইহাকে সংহার না করিতেছি, তাবৎ তুমি এই গর্ত্তের দ্বারে আমার প্রতীক্ষায় অবস্থান কর। অনন্তর সুগ্রীব দ্বারেই থাকিল, এই জ্ঞানে আমি সেই নিরতিশয় দুরাক্রম্য গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া, শত্রুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহাতে সং-

বৎসর অতীত হইলেও শত্রুর অদর্শন জন্য আমার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল না। অনন্তর, দর্শনমাত্র, আমি হর্ষাবিষ্ট হইয়া, সেই ভয়াবহ শত্রুকে সবান্ধবে তৎক্ষণাৎ সংহার করিলাম। সে সেই পাতালমধ্যে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার কলেবর হইতে রুধিররাশি প্রবাহিত হইয়া, সমুদায় গর্ত্ত পূর্ণ ও দুরাক্রম্য করিল। এদিকে আমি বিক্রমশালী শত্রুকে অনায়াসে নিহত করিয়া, বহির্গমন করিবার পথ দেখিতে পাইলাম না। কেননা, গর্ত্তের মুখ রুদ্ধ হইয়াছিল। তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া, বারংবার সুগ্রীবকে আহ্বান করিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রত্যুত্তর না পাইয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলাম। এই নৃশংস সুগ্রীব স্বয়ং রাজা হইবার চেষ্টা করিতেছিল। তজ্জন্য ভ্রাতৃস্নেহবিস্মরণপূর্ব্বক আমাকে গর্ত্তমধ্যে রুদ্ধ করিয়াছিল।

বালী সুহৃৎসভামধ্যে এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে আমাকে এক বস্ত্রে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিল। এবং আমার পত্নীকেও হরণ করিয়া লইল। আমি তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, তাহার ভয়ে বনার্ণবপরিপূর্ণ সমুদায় ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে এই গিরিবর ঋষ্যমূকে প্রবেশ করিলাম। ভার্য্যাহরণ দুঃখে আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া উঠিল। কোন হেতু বশতঃ এই ঋষ্যমূকে প্রবেশ করিতে বালির সাধ্য নাই। সেই জন্যই এখানে আশ্রয় লইয়াছি। অয়ি রঘুকুমার! এই আমি আপনার নিকট সুদীর্ঘ বৈরবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম। আমার কিছুমাত্র অপরাধ বা পাপ নাই। তথাপি, আমি বিপদে পতিত হইয়াছি, দেখুন। আপনি সকল লোকের ভয় নিবারণ করেন। আমিও বালিভয়ে একান্ত আকুল হইয়াছি। অতএব আমাকে অভয় দান করিতে হইবে।

সুগ্রীব এই কথা কহিলে, ধর্ম্মজ্ঞ তেজস্বী রাম হাস্য করিয়া, তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমার এই সূর্য্যসমদ্যুতি

সুশাণিত শর সকল কোনমতেই ব্যর্থ হয় না ইহারা সেই দুরাচার বালির উপরে রোষভরে পতিত হইবে। যতক্ষণ না তোমার ভার্য্যাপহারী বালীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতেছে, ততক্ষণই সেই চরিত্রদূষক পাপাত্মা জীবিত রহিবে। আমি আপনাকে দিয়াই দেখিতেছি, তুমি শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছ। যাহা হউক, তোমায় আমি উদ্ধার করিব। তুমি নিশ্চয়ই স্ত্রী ও রাজ্যসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

রামের এই হর্ষপৌরুষবর্দ্ধন কথা কর্ণগোচর করিয়া, সুগ্রীব প্রশংসাপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিল।

একাদশ সর্গ।

যাহাতে হর্ষ ও পৌরুষ উত্তেজিত হয়, রামের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব তাঁহার পূজা করিলেন ; যথেষ্ট প্রশংসাও করিলেন ; নিশ্চয় দেখিতেছি, আপনি ক্রুদ্ধ হইলে প্রজ্বলিত, তীক্ষ্ণ, মর্ম্মভেদী শরসমূহ দ্বারা, প্রলয়কালে সূর্য্যের ন্যায়, ত্রিলোক দগ্ধ করিতে পারেন। বালীর যেরূপ পৌরুষ এবং যেরূপ বীর্য্য ও ধৈর্য্য, আমি বলিতেছি, আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া, পরে যেরূপ কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, করিবেন। বালী প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সময়ে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর সমুদ্রে গমন করে, ইহাতে তাহার শ্রমবোধ হয় না। বীর্য্যবান্, শৈলগণের শিখরে আরোহণ করিয়া, অতি প্রকাণ্ড শিখর সকলকেও বলপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিয়া হস্তে ধারণ করে। বনমধ্যে নানাপ্রকারের যে সকল সারবান্ বৃক্ষ আছে ; বালী নিজ বল প্রদর্শন করিবার জন্য, বেগে ঐ প্রকার কতশত বৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছে। দুন্দুভি নামে বীর্য্যশালী মহিষ ছিল ; তাহার আকার কৈলাসশিখর সদৃশ ; সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিত। বীর্য্য ও বরলাভ গর্ব্বে গর্ব্বিত ও অন্ধ হইয়া

সেই মহাকায় মহিষ সরিৎপতি সাগরের নিকট গমন করিল। এবং তরঙ্গাকুল রত্নালয় মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া পরে তাঁহাকে কহিল, আমাকে যুদ্ধ দান কর। রাজন্! তখন মহাবলশালী ধর্ম্মাত্মা সমুদ্র জলগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া কালপ্রেরিত অসুরকে কহিলেন, হে যুদ্ধপণ্ডিত! আমি তোমাকে যুদ্ধ দান করিতে সমর্থ নহি। তোমাকে যে যুদ্ধ দান করিতে পারিবে, বলিতেছি শ্রবণ কর। মহারণ্য মধ্যে হিমালয় নামে বিখ্যাত শৈলরাজ আছেন; তিনি শঙ্করের শ্বশুর; এবং তপস্বিগণের উৎকৃষ্ট বাসস্থান। তাহাতে মহা মহা প্রস্রবণ এবং অনেক কন্দর ও নির্ঝর আছে। তিনি তোমাকে বিশেষ রূপে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন।

অসুরশ্রেষ্ঠ, সমুদ্র ভীত হইয়াছেন, বুঝিয়া শরাসনচ্যুত শায়কের ন্যায়, হিমাচল কাননে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া, দুন্দুভি ঐ পর্ব্বতের শ্বেতবর্ণ গজরাজপ্রমাণ শিলা সকল উৎক্ষেপণ করিয়া নানাদিকে ভূমিতলে পাতিত করিতে লাগিল। এবং চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তখন হিমালয় শ্বেতমেঘাকৃতি, সুন্দরদর্শন, আনন্দজনক মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নিজ শিখরেই দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মবৎসল দুন্দুভে! আমাকে ক্লেশ দেওয়া তোমার উচিত হয় না; আমি যুদ্ধে পণ্ডিত নহি, তপস্বিজন আমাতে বসতি করিয়া থাকেন।

ধীমান্, গিরিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, তুমি যদি যুদ্ধে অসমর্থ হও, অথবা যদি আমার ভয়ে তোমার সাহস না হয়, তাহা হইলে বলিয়া দাও, কে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে, আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা হিমালয় এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ হেতু সেই অসুরশ্রেষ্ঠকে বলিয়াদিলেন,—ইতিপূর্ব্বে আর কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই।—ইন্দ্রের মহাপ্রাজ্ঞ, বালী-

নামক প্রতাপশালী শ্রীমান্ বানর অতুলশোভাশালিনী কিষ্কিন্ধ্যায় বসতি করেন। ইন্দ্র যেমন নমুচিকে যুদ্ধ দান করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধবিশারদ বালী তেমনি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ দান করিবেন। যদি তোমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর। সকল অবস্থাতেই তিনি দুর্দ্ধর্ষ; এবং সমরকার্য্যে সাহসী।

দুন্দুভি হিমালয়ের বাক্য শ্রবণ করত কোপাবিষ্ট হইয়া তীক্ষ্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট ভয়াবহ মহিষ রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক, বর্ষাকালীন গগনমণ্ডলস্থ জলপূর্ণ সুনিবিড় জলধরের ন্যায়, বালীনগরী কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করিল। অনন্তর মহাবল দুন্দুভি কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে সমাগত হইয়া, নিকটবর্ত্তী পাদপপুঞ্জ ভগ্ন, খুরাঘাতে পৃথিবী বিদারিত, দ্বিরদের ন্যায় বিষাণ দ্বারা কিষ্কিন্ধার দ্বার ক্ষত বিক্ষত এবং ধরাতল কম্পিত করিয়া, দুন্দুভির ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। বালী অন্তঃপুরে ছিলেন। এই শব্দ শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হওয়াতে, তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া, স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে, তারাগণসমভিব্যাহারী চন্দ্রমার ন্যায়, বহির্গত হইলেন, এবং ব্যক্তাক্ষরপদযুক্ত পরিমিত বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, আমি যাবতীয় বনচর কপিগণের অধিপতি বালী। দুন্দুভে! তুমি কিজন্য এই নগরদ্বার রোধ করিয়া গর্জ্জন করিতেছ? আমি তোমায় চিনিয়াছি। হে মহাবল! এক্ষণে স্বীয় প্রাণ রক্ষা কর।

ধীমান্ বানরেন্দ্র বালীর এই কথা শুনিয়া, দুন্দুভি ক্রোধে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া কহিতে লাগিল, বীর! স্ত্রীগণের সান্নিধ্যে এরূপ কথা বলা তোমার উচিত হয় না। আমার সহিত যুদ্ধ কর। তাহা হইলে, এখনই তোমার বল জানিতে পারিব। অথবা, বানর! অদ্য রাত্রি আমি ক্রোধ সংবরণ করিয়া রহিব। তুমি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ইচ্ছানুসারে কামভোগে ব্যাপৃত হইয়া থাক। এবং বানরদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীতিসহকারে

পান কর। তুমি সমুদায় বানরের রাজা। এক্ষণে সমুদায় সুহৃদ্জনের প্রীতি সম্পাদন, সমুদায় কিষ্কিন্ধ্যার সম্যকরূপে দর্শন, পুত্র প্রভৃতি আত্মসম ব্যক্তিদিগকে রাজ্য রক্ষায় নিযুক্ত এবং স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া লও। কেননা, আমি তোমার সমুদায় দর্প চূর্ণ করিব, আর তুমি ঐ সকলের কিছুই করিতে পাইবে না। যে ব্যক্তি সুপ্ত, শরণাগত, পলায়িত, শস্ত্রাদিবিরহিত, কৃশ, তোমার ন্যায় স্ত্রীগণের মধ্যগত অথবা মদমোহিত শত্রুকে বধ করে, তাহার ভ্রূণহত্যার পাতক হয়।

বালী এই কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া, ক্রোধভরে তারাপ্রভৃতি সমুদায় স্ত্রীকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অসুররাজ দুন্দুভিকে কহিলেন, যদি যুদ্ধ করিতে তোমার ভয় না হয়, তাহা হইলে, আমাকে কোনরূপে মত্ত বলিয়া মনে করিও না। আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া, রণমদে এরূপ মত্ত হইয়াছি। বীরগণ মনের উৎসাহসম্পাদনার্থ যে পানক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েন, আমার এই মত্ততা তাদৃশ পানবিশেষ বলিয়া অবগত হইবে।

বালী দুন্দুভিকে নিরতিশয় রোষভরে এইপ্রকার কহিয়া, পিতা মহেন্দ্রের প্রদত্ত কাঞ্চনময়ী মালা কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং ঘোর গভীর গর্জ্জন সহকারে বিষাণদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বতাকৃতি দুন্দুভিকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। পরে তাহাকে ব্যাপাদিত করিয়া, পুনরায় তার স্বরে শব্দ করিতে লাগিলেন। পতনসময়ে দুন্দুভির দুই কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। তৎকালে বালী ও দুন্দুভি উভয়েই ক্রোধ ও অমর্ষভরে পরস্পরকে জয় করিবার বাসনায় ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তন্মধ্যে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত বালী মুষ্টি, জানু, পদ, শিলা ও বৃক্ষ এই সকল বারংবার প্রয়োগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বানর ও অসুর পরস্পর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অসুরের বল ক্ষয় এবং বানরের বলবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তখন বালী দুন্দুভিকে সেই প্রাণহর

মুণ্ডে ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ধরাতলে পাতিত করিয়া, নিষ্পিষ্ট করিলেন। পতন সময়ে তাহার দুই কর্ণ দিয়া পুনরায় রক্ত-রাশি বিনিঃসৃত হইল। মহাবাহু দুন্দুভি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত রহিল। বেগবান্ বালী বাহুযুগল সহায়ে গতসত্ব ও হতচেতন দুন্দুভিকে উত্তোলন পূর্ব্বক এক উদ্যমেই দুই ক্রোশ অন্তরে বিক্ষিপ্ত করিলেন। তাহাকে বেগভরে নিক্ষেপ করিলে, তদীয় বদন হইতে রাশি রাশি রক্তবিন্দু বিনিঃসৃত ও বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া, মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রমোদ্দেশে বিনিপতিত হইল। তদ্দর্শনে মহাভাগ মতঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন্ ব্যক্তি এই সকল শোণিতবিন্দু নিক্ষেপ করিল? কোন্ দুরাত্মা, দুর্ব্বুদ্ধি, অকৃতাত্মা ও মূর্খ সহসা আমায় শোণিত দ্বারা স্পর্শ করিল? মুনিসত্তম মতঙ্গ এই-প্রকার কহিয়া আশ্রমের বহির্গত হইয়া দেখিলেন, পর্ব্বতাকৃতি মহিষ গতাসু হইয়া, ভূপৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়াছে। অনন্তর, বালী এই ব্যাপার সমাহিত করিয়াছে, তপোবলে জানিতে পারিয়া, তিনি তাহাকে এই গুরুতর শাপ দিলেন, যে ব্যক্তি অসুরদেহ-নিক্ষেপ পূর্ব্বক এই সকল পাদপ ভগ্ন এবং রুধিরস্রাব পূর্ব্বক আমার আশ্রিত এই অরণ্য দূষিত করিয়াছে, সে আর এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রবেশ করিলে তাহার মৃত্যু হইবে। সেই দুর্ব্বুদ্ধি আমার আশ্রমের চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণ দুই ক্রোশের মধ্যে পদার্পণ করিলে, নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে। তাহার আশ্রিত সচিবগণের মধ্যে যে কেহ মদীয় আশ্রমকাননে প্রবেশ করিবে, তাহারও মৃত্যু হইবে। তাহারা আর কেহই এখানে বাস করিতে পারিবে না। আমি যে শাপ দিলাম, তাহা শুনিয়া তাহারা যথাসুখে এখান হইতে প্রস্থান করুক। আমি সর্ব্বদা নিরতিশয় যত্নসহকারে পুত্রের ন্যায় এই বনের রক্ষা করিয়া থাকি। যদি তাহারা এখানে থাকিয়া, পত্রাঙ্কুর বা ফলমূল বিনাশ করে; তাহা হইলে, তাহাদিগকে

আমি শাপ দিব। আজি হইতে আমি এই নিয়ম করিলাম, যে বানরকে এখানে দেখিব, তাহাকে বহুসহস্রবৎসর পর্য্যন্ত হইয়া থাকিতে হইবে।

অনন্তর ঐ সকল বানর ঋষির প্রদত্ত এই অভিশাপকথা শ্রবণ করিয়া, সেই বন হইতে নির্গত হইল। তদ্দর্শনে বালী তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা সকলে মতঙ্গাশ্রমে বাস করিতে-ছিলে, কিজন্য আমার নিকটে আগমন করিলে? বনবাসী সকলের কুশল ত? তখন তাহারা যে জন্য আসিয়াছে এবং মহর্ষি বালীকে যে শাপ দিয়াছেন, তৎসমস্ত সেই হেমমাল্যধারী বালির নিকট নিবেদন করিল। বালী বানরগণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া, মহর্ষির নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শাপমুক্তি প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এদিকে, বালী শাপ-বিষয়দোষ অবগত হইয়া, ভীত ও বিহ্বল হইলেন। এবং শাপ-ভয়ে শঙ্কিত হইয়া, আর তাঁহার মহাগিরি ঋষ্যমূক দর্শন ও তথায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না। রাম! আমি এই ঘটনা জানিতে পারিয়া, বিষাদপরিহারপূর্ব্বক অমাত্যগণের সহিত এই মহাবনে বিচরণ করিতেছি। বালী বীর্য্যগর্ব্ববশতঃ যাহাকে নিপাতিত করিয়াছেন, এই সেই দুন্দুভির গিরিশৃঙ্গ সদৃশ প্রকাণ্ড অস্থিনিচয় প্রতিভাত হইতেছে। এই সেই শাখাবলম্বী সুবিশাল সপ্ত শালতরু; বালী নিরতিশয় তেজঃপ্রতাপসহকারে এককালেই এই সাত বৃক্ষ কম্পিত করিয়া, সকলকেই পত্রশূন্য করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। রাম! আমি এই বালীর অতুল্য বীর্য্য প্রকাশ করিলাম। আপনি যুদ্ধে সেই বালীকে কিরূপে বধ করিতে সমর্থ হইবেন?

সুগ্রীব এইপ্রকার কহিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ উচ্চৈ স্বরে হাস্য করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, রাম কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিলে, বালিবধে সক্ষম হইবেন, বলিয়া তোমার বিশ্বাস

করিতে পারে ? অনন্তর সুগ্রীব তাঁহাকে কহিলেন, বালী পূর্ব্বে একে একে বারংবার এই সপ্ত তালবৃক্ষ উক্তপ্রকারে বিদ্ধ করিতেন। রাম যদি এক বাণে ইহাদের মধ্যে একমাত্র বৃক্ষকে বিদারিত করিতে পারেন, তাহা হইলে, ইহাঁর বিক্রম দর্শনে বালীকে নিহত বলিয়া বোধ করিব। আর, ইনি যদি বলপূর্ব্বক এক পদে দুন্দুভির এই অস্থিরাশি উত্তোলন করিয়া দুই শত ধনু দূরে প্রক্ষেপ করিতে পারেন, তাহা হইলেও, বালিবধে আমি বিশ্বস্ত হইতে পারি। রক্তান্তলোচন সুগ্রীব রামের উদ্দেশে এইপ্রকার বাক্যবিন্যাসপূর্ব্বক পরে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, বালী সাতিশয় বল ও শৌর্য্যসম্পন্ন। আপনাকে শূর বলিয়া তাঁহার অভিমান আছে। তাঁহার বল ও পৌরুষ অতি বিখ্যাত। যুদ্ধেও তাঁহাকে কেহ জয় করিতে পারে না। সুরগণও যাহা সহজে সম্পাদন করিতে পারেন না, বালী তাদৃশ কার্য্য সকলও সম্পাদন করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। আমি ঐ সকল সম্যকরূপে চিন্তা করিয়াই, ভয়বশতঃ ঋষ্যমূকে আশ্রয় লইয়াছি। ফলতঃ, বানররাজ বালী দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জ্জেয় এবং অমর্ষপরায়ণ। ইহা বিশেষরূপে বিচার পূর্ব্বক আমি এই ঋষ্যমূক ত্যাগ করিতেছি না। সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া, মহারণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি। এই হনুমান্ প্রভৃতি কতিপয় অনুরক্ত প্রধান মন্ত্রী আমার সমভিব্যাহারী হইয়াছেন। অয়ি মিত্রবৎসল! এক্ষণে আবার আপনাকে শ্লাঘনীয় অকৃত্রিম বন্ধু প্রাপ্ত হইয়া, হিমালয়ের ন্যায়, আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু বলশালী দুষ্ট ভ্রাতা বালীর বল আমার বিদিত আছে। আপনার সাময়িক বীর্য্য আমার প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই। আপনাকে আমি তুলনায় পরীক্ষা বা অবমাননা কিংবা বিভীষিকাপ্রদর্শন করিতেছি না। বালীর ভয়ঙ্কর কর্ম্মপরম্পরা আমায় এরূপ কাতর করিয়া তুলিয়াছে। অয়ি রঘুনন্দন! আমি আপনার বাক্যমাত্রেই বালিবধে বিশ্বাস করিতে পারি,

কেননা, আপনার অলোকসামান্য ধৈর্য্য ও অনুভাবসিদ্ধ দিব্য আকৃতি, উভয়ই ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, ভবদীয় অনীকতেজস্বিতা সূচনা করিতেছে।

অনন্তর রাম মহাত্মা সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের বিক্রমে যদি তোমার বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে, আমি যুদ্ধে তোমার সমুচিত প্রত্যয় সমুৎপাদন করিব। এই বলিয়া সুগ্রীবকে সান্ত্বনা করিয়া, তিনি পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অবলীলাক্রমে দুন্দুভির দেহ উত্তোলন পূর্ব্বক দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি অসুরের শুষ্কদেহ পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নিক্ষেপ করিলেন, দর্শন করিয়া, বীর্য্যবান্ সুগ্রীব পুনরায় লক্ষ্মণের ও বানরগণের সমক্ষে তপমান ভাস্করসম রামকে অর্থসঙ্গত বাক্য কহিলেন, সখে! মদীয় ভ্রাতা বালী পরিশ্রান্ত ও মত্ত অবস্থায়, পূর্ব্বে এই দুন্দুভির দেহ যখন আর্দ্র, সমাংস ও নূতন (টাটকা) ছিল তখন ইহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অধুনা এই দেহ তৃণবৎ, লঘু ও মাংসশূন্য হইয়াছে। এই কারণেই আপনি অনায়াসে ইহাকে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে, আপনার ও বালীর উভয়ের মধ্যে কাহার বল অধিক, জানিতে পারিলাম না। দেখুন, আর্দ্র ও শুষ্ক, এই উভয়ের মধ্যে অনেক অন্তর। তাত! এইরূপে বালীর ও আপনার, উভয়ের বলবত্তা বিষয়ে আমার যে সন্দেহ আছে, তাহার কোনরূপে নিরাকরণ হইল না। তবে যদি আপনি উল্লিখিত শালবৃক্ষগণের মধ্যে একমাত্র বৃক্ষ ভেদ করেন, তাহা হইলে, আপনাদের বলাবল সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব আপনি দ্বিতীয় হস্তিহস্তের ন্যায়, এই সুবিশাল শরাসনে জ্যারোপণ ও আকর্ণপূর্ণ আকর্ষণ করিয়া, সুশাণিত সায়ক মোচন করুন। সেই শর সুক্ষিপ্ত হইয়া, নিঃসন্দেহই ঐ শালতরু বিদারিত করিবে। আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। রাজন্! আমি শপথপূর্ব্বক আপনাকে নিয়োগ করিয়াছি।

অতএব নিশ্চয়ই আমার প্রিয় সাধন করিতে হইবে। সূর্য্য যেমন তেজস্বিগণের, হিমালয় যেমন মহাদ্রিগণের, এবং সিংহ যেমন চতুষ্পদগণের প্রধান, আপনিও তেমনি বিক্রমে যাবতীয় মনুষ্যের অগ্রগণ্য।

দ্বাদশ সর্গ।

সুগ্রীবের উক্ত যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করত, মহাতেজা রাম তাঁহার প্রত্যয়ের জন্য ধনুগ্রহণ করিলেন। ভীষণ ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি এক শাল বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাণে সূর্য্যের গমনপথ রোধ হইল। সুবর্ণভূষিত বাণ বলবান্ মানদ রাম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া, সপ্ত-শাল ও গিরিপ্রস্থ ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। মহা-বেগশালী বাণ মুহূর্ত্তমধ্যে সপ্ত শাল ভেদ করত, রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই তূণীরে আসিয়াই প্রবিষ্ট হইল।

রামের শরবেগে উক্ত সপ্ত শাল নির্ভিন্ন হইল দেখিয়া বানর-শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং সাতিশয় তুষ্ট হইয়া ভূমিতে মস্তক ন্যস্ত ও ভূষণ সকল লম্বিত করিয়া, রামকে প্রণাম করিলেন। পরে উক্ত কার্য্যে আনন্দিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে ধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্বাস্ত্রবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ বীর দণ্ডায়মান রামকে কহি-লেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি শরনিকর দ্বারা ইন্দ্র সহিত যাব-তীয় দেবতাকে যুদ্ধে সংহার করিতে পার; প্রভো! বালীকে যে বধ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। হে কাকুৎস্থ! তুমি একমাত্র বাণে সপ্ত মহাশাল এবং গিরিপ্রস্থ বিদারণ করিলে, এমন কোন্ ব্যক্তি আছে, যুদ্ধ স্থলে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে? আজ আমার শোক দূর হইল; আজ আমার নিরতিশয় আনন্দ জন্মিল; আমি আজ মহেন্দ্র ও বরুণ তুল্য তোমাকে মিত্র লাভ করিলাম। হে কাকুৎস্থ!

তুমি আমার তুষ্টি সাধনের জন্য অদ্যই আমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু বালীকে সংহার কর; আমি এই অঞ্জলি করিলাম।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ রাম প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে লক্ষ্মণের ন্যায় প্রিয়জ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, চল, এই স্থান হইতে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করি; তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর। গমন করিয়া সেই নামমাত্রে ভ্রাতা বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান কর।

পরে তাঁহারা সকলে সত্বর বালীর নগরী কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া গহন বন মধ্যে বৃক্ষের অন্তরালে আপনাপনাকে গোপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ওদিকে সুগ্রীবও দৃঢ়তর রূপে কটি বন্ধন করিয়া, বালীকে আহ্বান করিবার জন্য যেন নভস্তল বিদারণ করিয়া, অতিবেগে ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভ্রাতার ঐ চীৎকার শ্রবণ করত, মহাবল বালী ক্রুদ্ধ হইয়া, অস্তাচলশিখর হইতে ভাস্করের ন্যায়, লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তথায় নিপতিত হইলেন। অনন্তর আকাশতলে বুধ ও মঙ্গল গ্রহের ন্যায়, বালী ও সুগ্রীবের অতি ভীষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ দুই ভ্রাতা ক্রোধে অজ্ঞান হইয়া অশনি সদৃশ করতল, এবং বজ্রসার মুষ্টি দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই সময় রাম হস্তে ধনুর্দ্ধারণ করিয়া দেখিলেন, উভয় বীরই পরস্পরের সদৃশ; দুই জনে দুই অশ্বিনীকুমারের তুল্য। অতএব স্থির করিতে পারিলেন না, কে বালী, কে সুগ্রীব; সুতরাং রাঘব প্রাণান্তকর শর ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। ইতি মধ্যে সুগ্রীব বালী কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া, রক্ষাকর্ত্তা রামকে দেখিতে না পাইয়া বেগে ঋষ্যমূকের দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রহার দ্বারা জর্জ্জরীকৃত হইয়া ক্লান্ত হইয়া ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে সিক্ত হইয়াছিল। বালী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তিনি মহাবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তিনি মহাবনে প্রবিষ্ট হইলেন দেখিয়া, মহাত্মা বালী, তুই মুক্তি পাইলি,

কোপভরে এই কথা কহিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এ দিকে রামও, লক্ষ্মণ এবং হনুমানের সমভিব্যাহারে, বানর সুগ্রীব যে বনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই বনেই উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে তাঁহাকে আগত দেখিয়া, সুগ্রীব সলজ্জ ভাবে ভূমির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কাতর বচনে কহিলেন, বালীকে আহ্বান করিতে বলিয়া বিক্রম প্রদর্শন করিলে; কিন্তু এক্ষণে আমাকে শত্রুর প্রহার খাওয়াইয়া তুমি এ কি কার্য্য করিলে। রাম! বালীকে বধ করিব না, একথা তোমার তখন বলা কর্ত্তব্য ছিল। তাহা হইলে আমি এস্থান হইতে যাইতাম না।

মহাত্মা সুগ্রীব কাতর বচনে এই প্রকার দুঃখ করিতে থাকিলে, রাঘব তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, ভ্রাতঃ সুগ্রীব! ক্রোধ দূর কর; আমি যে কারণে বাণ ত্যাগ করি নাই শ্রবণ কর। অলঙ্কার, বেশ, শরীরপ্রমাণ ও গতি, সকলেতেই তুমি ও বালী পরস্পরে একই প্রকার। কি স্বর, কি দেহকান্তি, কি দর্শনভঙ্গি, কি বিক্রম, কি বাক্য, কিছুতেই তোমাদিগের দুই জনকে প্রভেদ করা যায় না। হে বানরোত্তম! রূপের সাদৃশ্য বশতঃ সুতরাং আমাকে ভ্রান্ত হইতে হইয়াছে; এই জন্য আমি শত্রুসংহারক মহাবেগ বাণ নিক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমার বাণশক্তি বিষম, কারণ জীবিতনাশকর, সুতরাং আমি সাদৃশ্য হেতু আশঙ্কিত হইয়া উহা ত্যাগ করি নাই, পাছে তদ্দ্বারা তোমারও প্রাণনাশ হইয়া একবারে মূলপর্য্যন্তও নষ্ট হয়। হে বীর! যদি আমি অজ্ঞান ও চাপল্যবশতঃ তোমাকে সংহার করিতাম, তাহা হইলে, হে কপীশ্বর! আমার মূঢ়তা ও বালস্বভাব ঘোষিত হইত। অভয় দান করিয়া বধ করা অতি অসাধারণ মহাপাতক। আর আমি, লক্ষ্মণ এবং সীতা সুন্দরী, আমরা সকলে তোমার আশ্রয়াধীন; এই বনমধ্যে তোমার শরণাগত হইয়াছি। অত-

এক, হে বানর! তুমি পুনর্ব্বার যুদ্ধ কর; আমার প্রতি কোন রূপ আশঙ্কা করিও না। তুমি এই মুহূর্ত্তেই দেখিবে, আমি যুদ্ধস্থলে বালীকে এক বাণেই সংহার করিয়াছি। সে ভূমিতে পতিত হইয়া অঙ্গবিক্ষেপ করিতেছে। হে বানরেশ্বর! তুমি নিজের কোন বিশেষ চিহ্ন কর, তোমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তদ্দ্বারা তোমাকে চিনিতে পারি। লক্ষ্মণ! এই পুষ্পিত শুভলক্ষণা নাগবল্লী লতা উৎপাটন করিয়া এই মহাত্মা সুগ্রীবের কণ্ঠে অর্পণ কর।

অনন্তর লক্ষ্মণ গিরিতটে জাত ঐ কুসুমিতা নাগপুষ্পী লতা উৎপাটন করিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। শ্রীমান্ সুগ্রীব কণ্ঠলগ্ন ঐ লতা দ্বারা, বলাকামালা দ্বারা সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভিত হইলেন।

এইরূপে শোভিত, এবং রামবাক্যে মনোযোগী হইয়া সুগ্রীব পুনর্ব্বার রামের সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যা গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণাগ্রজ রাম ঋষ্যমূকে সুগ্রীবের সমভিব্যাহারে বালীর বিক্রম দ্বারা পালিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরী গমন করিলেন। রাম কাঞ্চনভূষিত মহা ধনু এবং সূর্য্যসঙ্কাশ শর ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সকল লইয়া চলিলেন। সেই মহাত্মা রাঘবের অগ্রে অগ্রে মহাবল সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ পরস্পর কণ্ঠধারণ করিয়া চলিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ বানরযূথপতিপ্রধান বীর নল ও নীল এবং বীর্য্যবান্ মহাতেজা তার গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পথে তাঁহারা পুষ্পভারাবনত বিবিধ বৃক্ষ, স্বচ্ছসলিলবাহিনী সাগর-গামিনী নদী, কন্দর, শৈল, নির্ঝর, গুহা, প্রধান প্রধান শিখর, প্রিয়দর্শনা গিরিদরী, বৈদূর্য্যসদৃশ নির্ম্মল জল ও ঈষৎ বিকসিত পদ্মগণ দ্বারা উপশোভিত এবং কারণ্ডব, হংস, বঞ্জুল, জলকুক্কুট,

চক্রবাক ও অন্যান্য নানাপ্রকার পক্ষিগণ কর্তৃক প্রতিধ্বনিত প্রভূতজল তড়াগ, কোমল শস্যাঙ্কুরভোজী নির্ভয় বনস্থলীর সর্বত্র বিচরণকারী ও অবস্থিত হরিণ, তড়াগের শত্রুকূলবিপাটক, শুক্লদন্তশোভিত, যূথচারী বন্য গজ, গিরিতট মধ্যে বৃংহণকারী, অচলপর্বতপ্রেক্ষ্য ভীষণাকার মত্ত গজ, গজসদৃশাকার, মহাধূলিধূসরিত বানর, এবং অন্যান্য বনচর, খেচর ও বিহঙ্গম সকল দর্শন করত, সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। ত্বরিতগমনকারী তাঁহাদিগের মধ্যে রাম নিবিড় বৃক্ষপূর্ণ বন দর্শন করিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, আকাশে মেঘসমূহের ন্যায় এই বৃক্ষসমূহ প্রকাশ পাইতেছে, ইহার প্রান্তভাগ মেঘশ্রেণীর তীর ন্যায় কদলীশ্রেণীতে বেষ্টিত। সখে! ইহা কি, আমি জানিতে ইচ্ছা করি; আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। আমার অভিলাষ, তুমি আমার এই কৌতূহল চরিতার্থ কর।

মহাত্মা রাঘবের বাক্য শ্রবণ করত সুগ্রীব যাইতে যাইতেই সেই মহাচলের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, রাম! এই শ্রমনাশক আশ্রম অতি বিস্তীর্ণ। ইহাতে উদ্যান, বন এবং বিবিধ সুস্বাদু ফল ও মূল আছে। এই স্থলে সপ্তজল নামে সাতজন সংশিতব্রত মুনি ছিলেন। সাত জনেই নিয়ত অধঃশিরা হইয়া জলমধ্যে অবস্থিতি করিতেন। সাত রাত্রি অন্তর বায়ুমাত্র আহার করিতেন। এবং সাত বৎসর এইরূপে এই অচলে বাস করিয়া, অবশেষে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। বৃক্ষপ্রাচীরে বেষ্টিত এই আশ্রম তাঁহাদিগের প্রভাবে ইন্দ্রাদি সুরাসুরেরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে। পক্ষী এবং অন্যান্য কোন বনচারী জীবই ইহাতে প্রবেশ করে না। যে কেহ অজ্ঞানবশতঃ প্রবেশ করে, সে আর বহির্গত হইয়া আইসে না। ইহার মধ্য হইতে মধুর ভীষণ ধ্বনি এবং তূর্য্য ও গীত স্বর শ্রুত হইয়া থাকে। বিবিধ দিব্যগন্ধও উহা হইতে বহির্গত হয়। ত্রেতাগ্নিও ইহার মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। ঐ দেখ, ধূম বৃক্ষাগ্র সকল বেষ্টন

করিয়া কপিশবর্ণ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত বৃক্ষ অগ্রভাগে ধূমে আবৃত হইয়া মেঘজালাবৃত বৈদূর্য্যগিরি সকলের ন্যায় শোভা পাইতেছে; রাঘব! তুমি ভ্রাত লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম কর। যাহারা বিশুদ্ধাত্মা ঐ মুনিদিগকে নমস্কার করে, রাম! তাহাদিগের শরীরে কোন অশুভই থাকে না।

অনন্তর রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই সকল মহাত্মা ঋষিদিগকে অভিবাদন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব বানর অভিবাদন করিয়া সংহৃষ্ট মনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সেই সপ্তজনাশ্রম হইতে বহুদূর গমন করিয়া সেই বালিপালিতা দুর্দ্ধর্ষা কিষ্কিন্ধানগরীতে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর উদ্যত-তীব্রতেজা রামানুজ, রাম ও বানর অস্ত্র শস্ত্র লইয়া শত্রুবধার্থ, ইন্দ্রাত্মজের বীর্য্যপালিতা নগরীতে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

তাঁহারা সকলে সত্বর বালীর নগরী কিষ্কিন্ধায় গমন করত, মহাবন মধ্যে বৃক্ষের অন্তরালে আপনাপনাকে গোপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কাননের চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাননপ্রিয় স্থূলগ্রীব সুগ্রীবের ক্রোধ নিরতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তিনি স্বগণে বেষ্টিত হইয়া, যেন নভস্তল ভেদ করত, ঘোর শব্দ ও যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন; এবং বায়ুবেগচালিত মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে থাকিলেন, অনন্তর প্রভাত মার্ত্তণ্ড-প্রতিম সিংহ-সদৃশ-বিক্রান্তগামী সুগ্রীব কার্য্য-নিপুণ রামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন। আমরা বালীর নগরী কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়াছি। ইহা তপ্তকাঞ্চন

দ্বারা বিভূষিত এবং ধ্বজ ও যন্ত্র সম্পন্ন। বানরগণ যাগুরাজ্যে ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বীর! তুমি পূর্ব্বে বালিবধ-বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, ঋতুকাল উপস্থিত হইয়া যেমন লতাকে ফলবতী করে, তেমনি তুমি উহা সত্বর সফল কর।

শত্রুসংহারী রাম তাঁহাকে কহিলেন, এই নাগপুষ্পী লতা দ্বারা তোমার চিহ্ন করা হইয়াছে। লক্ষ্মণ এই লতা উৎপাটন করিয়া তোমার কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছেন। বীর! আকাশমণ্ডলে সূর্য্য যদি নক্ষত্রমালা দ্বারা বিশেষরূপে বেষ্টিত হন, তাহা হইলে তাঁহার যেরূপ শোভা হয়, এই লতা কণ্ঠে সংলগ্ন হওয়াতে তোমার সেইরূপ শোভা হইয়াছে। বানর বালী তোমার প্রতি যে শত্রুতাচরণ করিতেছে, এবং তাহা হইতে তোমার যে ভয় আছে, আমি যুদ্ধ স্থলে একমাত্র বাণ ত্যাগ করিয়া অদ্যই তাহা দূর করিব। সুগ্রীব! তুমি কেবল তোমার সেই ভ্রাতৃরূপী শত্রু বালীকে আমায় দেখাইয়া দাও, তাহা হইলেই বালী নিহত ও ভূতলে ধূলায় পতিত হইয়া অঙ্গ বিক্ষেপ করিবে। আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে যদি সে জীবন লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে, তাহা হইলে, তুমি আমায় দোষ দিও, এবং আমাকে তিরস্কার করিও। তুমি দেখিয়াছ, আমি বাণে সেই সপ্ততাল ভেদ করিয়াছি। ইহাতেই বিশ্বাস কর, যে আমি অদ্য বল প্রয়োগ করিয়া রণস্থলে বালীকে সংহার করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত, প্রাণ সঙ্কট বিপদে পতিত হইলেও, আমি কখন মিথ্যা কথা কহি নাই, কোন প্রকারে কহিবও না। ইন্দ্র যেমন বর্ষণ দ্বারা ধান্য ক্ষেত্রকে অঙ্কুরিত করেন, আমি তেমনি অবশ্যই প্রতিজ্ঞা সফল করিব; তুমি ভয় জন্য চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর কর। সুগ্রীব! হেমমাল্যধারী বালীকে আহ্বান করিবার জন্য তুমি পূর্ব্বরূপ চীৎকার কর, যাহাতে সেই বানর বহির্গত হইয়া আইসে। বালীর ভয় নাই। আপনাকে বিজয়ী বলিয়াও সে শ্লাঘা করিয়া থাকে; সংগ্রামও সে ভাল বাসে।

অতএব তুমি যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেই সে পুরী হইতে বহির্গত হইয়া আসিবে। যাহারা নিজ বীর্য্য জ্ঞাত আছে, শত্রুগণের যুদ্ধার্থ সাক্ষেপ আহ্বান বাক্য তাহারা কখন সহ্য করে না বিশেষতঃ তাহারা যদি তৎকালে স্ত্রীর সন্নিকটে থাকে।

সুবর্ণ সদৃশ পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব রামের বাক্য শ্রবণ করত, যেন নভস্তল ভেদ করিয়া, অতি কর্কশ শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অরাজকতা নিবন্ধন পর পুরুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কুলস্ত্রী সকল যেমন ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, মহাবৃষভ সকল তেমনি ঐ শব্দ শ্রবণ করত হতশক্তি হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মৃগগণ রণভগ্ন অশ্ব সকলের ন্যায় দ্রুত বেগে পলায়ন আরম্ভ করিল; বিহঙ্গম সমস্ত ক্ষীণপুণ্য গ্রহগণের ন্যায় আকাশ হইতে ভূমিতে পতিত হইল।

অনন্তর সূর্য্যতনয় আনন্দিত হইলেন, তাঁহার তেজ পরাক্রম প্রকাশ জন্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি মেঘ এবং বায়ুচালিত সাগরের ন্যায় বলপূর্ব্বক শব্দ ত্যাগ করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

অনন্তর অসহিষ্ণুস্বভাব বালী অন্তঃপুরে থাকিয়া মহাত্মা ভ্রাতা সুগ্রীবের সেই শব্দ শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সেই সর্ব্ব-প্রাণিপ্রকম্পন শব্দ শ্রবণ করিয়া এক কালে বালীর মত্ততা দূর এবং মহাক্রোধ উৎপন্ন হইল। স্বাভাবিক সুবর্ণকান্তি বালী ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হওয়াতে, রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, তৎক্ষণমাত্রে অনিলপ্রভ হইলেন। ভীষণদংষ্ট্রাধারী বালীর লোচন যুগল ক্রোধাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল; তিনি গলিতপদ্ম মৃণালব্যাপ্ত জলাশয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। বানর অসহ্য শব্দ শ্রবণ করিবার পর পাদবিক্ষেপ দ্বারা যেন মেদিনী বিদারণ করিয়া বেগে বহির্গত হইলেন। এই সময় তারা প্রণয়বশতঃ

ভীত ও ব্যাকুল হইয়া আলিঙ্গন করত সৌহৃদভাব প্রকাশ পূর্ব্বক হিতজনক বাক্যে কহিল, বীর! নিবৃত্ত ও শান্ত হও; শয্যোত্থিত ব্যক্তি যেমন নির্ম্মাল্য মালা ত্যাগ করে, তুমি তেমনি নদীস্রোতের ন্যায় সহসা আগত এই ক্রোধ পরিত্যাগ কর। কল্য ইহার সহিত সংগ্রাম্ করিও। তোমার এরূপ কোন শত্রু নাই বটে যে তোমা অপেক্ষা প্রধান; আর তুমিও ক্ষুদ্র নহ সত্য, কিন্তু আমার ইচ্ছা হইতেছে না যে তুমি সহসা যুদ্ধার্থ বহির্গত হও। যেজন্য নিবারণ করিতেছি, বলিতেছি শ্রবণ কর। ইতিপূর্ব্বে সুগ্রীব ক্রোধপূর্ব্বক আগমন করিয়া তোমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিল; কিন্তু তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাস্ত এবং তোমার নিকট প্রহার প্রাপ্ত হইতে হইতে কোন্ দিকে পলায়ন করে। সেরূপ পরাস্ত, বিশেষতঃ তাদৃশ পীড়িত হইয়াও, সে যে পুনর্ব্বার আসিয়া আহ্বান করিতেছে, ইহাতেই আমার শঙ্কা জন্মিতেছে। তাহার যেরূপ দর্প ও উৎসাহ দেখিতেছি, সে যেরূপ বেগে শব্দ করিতেছে, তাহাতেই জানা যাইতেছে, যে, সে অল্প কারণে এরূপ করিতেছে না। আমি বোধ করি না যে, সুগ্রীব নিঃসহায় হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছে। সহায় ইহার সঙ্গেই আছে; তাহাকেই আশ্রয় করিয়া এতাদৃশ গর্জ্জন করিতেছে। সুগ্রীব স্বভাবতঃ কার্য্যকুশল ও বুদ্ধিমান্। বীর্য্যের পরীক্ষা না লইয়া সুগ্রীব কখন তাহার সহিত মিত্রতা করে নাই। পূর্ব্বেই আমি এ কথা শ্রবণ করিয়াছি। কুমার অঙ্গদ আমাকে বলিয়াছে। আমি তোমাকে হিতবাক্য কহিতেছি। কুমার অঙ্গদ বনান্ত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিল। তৎকালে চরগণ তাহাকে এই সংবাদ দান করে। ইক্ষ্বাকুকুলে উৎপন্ন অযোধ্যাধিপতির দুই পুত্র শৌর্য্যশালী সমরদুর্জ্জয় দুর্দ্ধর্ষ রাম ও লক্ষ্মণ দেশান্তর হইতে সুগ্রীবের ইষ্টসাধনের জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই বিখ্যাত রাম তোমার ভ্রাতার সহায় হইয়াছেন। শত্রুবলমর্দ্দন-

কারী রাম প্রলয়াগ্নির ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি সাধুজনের নিবাসবৃক্ষ, বিপন্নজনের পরম আশ্রয়, আর্ত্তজনের অবলম্বন; কীর্ত্তির আধার; জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন; পিতৃ আজ্ঞা পালন তৎপর; এবং হিমাচল সর্ব্বধাতুর ন্যায়, সর্ব্বগুণের মহান্ আকর। অতএব তাদৃশ মহাত্মার সহিত বিবাদ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। রাম সমরকার্য্যে দুর্জ্জয় এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার সামর্থ্যের ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। বীর! তোমাকে কয়েকটী কথা বলিব, আমার উপর কোপ করিও না। তোমার যাহাতে হিত হইবে, আমি তাহাই বলিব, শ্রবণ কর, ও সেইমত কার্য্য কর। অন্যথা না করিয়া সুগ্রীবকে শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষেক কর। রাজন্! কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিও না। আমার মতে তোমারও সেই রামের সহিত মৈত্রী করা বিধেয়, শত্রুতা পরিহার করিয়া সুগ্রীবেরও সহিত প্রণয় করা কর্ত্তব্য। সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব সে তোমার লালনের পাত্র। বিদেশেই থাকুক, আর এই স্থানেই থাকুক তাহার ন্যায় তোমার বন্ধু আমি জগতে আর কাহাকেও দেখি না। দান মানাদি দ্বারা সমাদর করিয়া তাহাকে স্ববশে আনয়ন কর, সে বর্ত্তমান বৈরিভাব ত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে বাস করুক। স্থূলস্কন্ধ সুগ্রীব যুক্তি অনুসারে তোমার বন্ধু; সংসারে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। যদি আমার ইষ্ট-সাধন করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, যদি আমাকে হিতকারিণী বলিয়া তোমার জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে আমি যাহা বলিলাম, তাহাই কর; আমি প্রার্থনা করিতেছি। প্রসন্ন হও আমি যে হিতবাক্য বলিলাম, তাহা শ্রবণ কর। কোন ক্রোধই করিও না। ইন্দ্রসমান তেজস্বী কোশলরাজতনয়ের সহিত বিবাদ করা তোমার উচিত হয় না।

তারা তৎকালে বালীকে উক্তপ্রকার হিতজনক সুখসাধক বাক্যই বলিল, কিন্তু বালী কালগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার

বিনাশকাল উপস্থিত, সুতরাং তাঁহার তাহাতে অভিরুচি হইল না।

—:*০*:—

ষোড়শ সর্গ।

তারাধিপ-সদৃশ-মুখী তারা উক্তপ্রকার কথা বলিলে পর, বালী তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, সুবদনে! ভ্রাতা, বিশেষতঃ শত্রু এতাদৃশ উচ্চৈঃস্বরে স্পর্দ্ধা করিতেছে, আমি কি কারণে সহ্য করিয়া থাকিব। ভীরু! যে সকল বীর কখনও পরাজিত এবং যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয় নাই, তাহারা যদি স্পর্দ্ধা সহ্য করে, তাহা হইলে, সে তাহাদিগের পক্ষে মরণ অপেক্ষাও অধিক। যুদ্ধার্থী ক্ষুদ্রগ্রীব সুগ্রীবের যুদ্ধার্থ এই আস্ফালন ও গর্জ্জন আমি সহ্য করিতে সমর্থ নহি। রামের ভয়ে ভীত হইয়া আমার জন্য তোমাকে বিষণ্ণ হইতে হইবে না; রাম ধর্ম্মজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞ; তিনি পাপ করিবেন কেন? সখীজনের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হও, আর কেন অনুগমন করিতেছ? আমার প্রতি তোমার যে প্রণয় ও ভক্তি আছে, তাহা প্রদর্শন করাই হইয়াছে। এক্ষণে আমি যাইয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিব; তুমি চিত্তচাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর। আমি ইহার দর্প চূর্ণ করিব; প্রাণ লইয়া পলাইতেও পারিবে না। তোমার যেরূপ মনোবাঞ্ছা, যুদ্ধস্থলে আমি ইহার সেই দশাই করিব; বৃক্ষ ও মুষ্টির প্রহারে কাতর হইয়া পলায়ন করিবে। দুরাত্মা আমার কঠোর স্পর্শ সহ্য করিতে পারিবে না। প্রিয়ে! তুমি আমাকে অমাত্যের ন্যায় পরামর্শ দিয়াছ; আমার প্রতি বন্ধুভাবও প্রদর্শন করিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমাকে প্রাণের দিব্য দিতেছি, তুমি পরিচারিকাদিগের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হও। আমি আতাকে রণস্থলে জয়মাত্র করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

তখন প্রিয়বাদিনী প্রণয়িনী তারা মন্দ মন্দ রোদন করিতে

করিতে বালীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে মন্ত্রজ্ঞ তারা বিজয় কামনাপূর্ব্বক স্বস্ত্যয়ন করিয়া সখীদল সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তারা স্ত্রীদলের সহিত নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলে পর, বালী ক্রুদ্ধ অজগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। মহাক্রোধসম্পন্ন অতি বেগবান্ বালী গর্জ্জন করিতে করিতে, শত্রু দর্শন উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেখিতে পাইলেন, সুবর্ণপিঙ্গল শ্রীমান্ সুগ্রীব দৃঢ় কক্ষ বন্ধন পূর্ব্বক, মূর্ত্তিমান্ পাবকের ন্যায়, যুদ্ধকামনায় দৃঢ় ভাবে ভূমিতলে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া আছেন। নিরতিশয় ক্রুদ্ধ স্বভাব বালী সুগ্রীবকে দৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, দৃঢ়রূপে কটিবন্ধন করিলেন। দৃঢ় কটি বন্ধন পূর্ব্বক বীর্য্যবান্ বালী মুষ্টি উদ্যত করিয়া লক্ষ্য করত, যুদ্ধার্থ সুগ্রীবের দিকে অগ্রসর হইলেন। সুগ্রীবও মুষ্টি উদ্যত করিয়া হেমমাল্যধারী বালীকে উদ্দেশ করত, ক্রোধবেগে কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিলেন। তখন বালী ক্রোধরক্তনয়ন রণপণ্ডিত মহাবেগশালী সুগ্রীবকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, এই যে আমি অঙ্গুলি সকল দৃঢ়ভাবে একত্রিত করিয়া মহামুষ্টি বন্ধন করিয়াছি, বেগে তোমার উপর প্রহার করিলে, ইহাতেই তোমার প্রাণ হরণ করিবে। এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া বালীকে কহিলেন, আমার এই মুষ্টিও তোমার মস্তকে পতিত হইয়া তোমার প্রাণ হরণ করিবে। এই বলিয়া ক্রোধ পূর্ব্বক বেগে বালীকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু স্বয়ং বালী কর্ত্তৃক আহত হইয়া সনির্ঝর পর্ব্বতের ন্যায়, রুধির বমন করিতে লাগিলেন। পরে সাহস পূর্ব্বক এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তেজে বালীর দেহে প্রহার করিলেন। বজ্রপ্রহারে যেমন মহাগিরি ভগ্ন হয়; বৃক্ষপ্রহারে বালী তেমনি ভগ্নদেহ হইয়া সাগরবক্ষে বণিক্সমূহপূর্ণা-গুরুভারাক্রান্তা তরণীর ন্যায় চঞ্চল হইলেন। দুই জনেই ভীষণ

বল ও বিক্রম সম্পন্ন গরুড়ের ন্যায় বেগবান্, মহাকায় ও শত্রুঘাতী; গগন তলে চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় পরস্পর তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উভয়ে উভয়ের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলবীর্য্যসম্পন্ন বালীর বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মহাবীর্য্য সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইতে লাগিলেন। বালীর নিকট দর্প চূর্ণ হইয়া সুগ্রীবের বিক্রম মন্দ হইয়া আসিল; তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বালীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া রামকে দেখাইয়া দিলেন। শাখা সহিত বৃক্ষ, শৈলশিখর, বজ্রাস্ত্র-সম নখর, মুষ্টি, জানু, পাদ ও বাহু প্রহার করিয়া পরস্পরের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইতে লাগিল। বনচারী দুই বানর, মেঘদ্বয়ের ন্যায় মহাশব্দে পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন করত, শোণিতাক্ত কলেবরে বৃত্রাসুর ও বাসবের ন্যায় ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম দেখিলেন, বানরেশ্বর সুগ্রীব ক্ষীণবল হইয়া বার বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। তখন মহাতেজা রাম বানররাজকে কাতর দেখিয়া বালীকে সংহার করিবার ইচ্ছায় শর পরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শরাসনে এক আশীবিষাকার বাণ যোজনা করিয়া, অন্তক যেমন কালচক্রকে আকর্ষণ করে, তেমনি ঐ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন। উহার জ্যা শব্দে মহা মহা পক্ষী সকল ত্রস্ত এবং মৃগগণ মোহিত হইয়া, যেন প্রলয় কালের ন্যায়, ইতস্ততঃ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাম পরিত্যাগ করিলে পর, ঐ মহাবাণ বিদ্যুদগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া বজ্র তুল্য মহাশব্দ করত বালীর বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। মহাতেজা, বীর্য্যবান্ বানররাজ বালী সেই বাণ দ্বারা বেগে আহত হওয়াতে, হীনবল ও জ্ঞানশূন্য হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন, বোধ হইল যেন আশ্বিন মাসের পৌর্ণমাসীতে ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। বাষ্পে বালীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; তিনি নীচ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

হর যেমন নেত্র হইতে সধূম বহ্নি বিকিরণ করিয়াছিলেন, কালতুল্য রাম তেমনি অন্তক সদৃশ, শত্রুসংঘাতী স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত প্রদীপ্ত মহাবাণ নিক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রনন্দন বালী যুদ্ধস্থলে শোণিতনিস্রাবে আপ্লুত হইয়া দেখিতে গিরিপৃষ্ঠজাত পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় আভা ধারণ করিয়া, জ্ঞানশূন্য হইয়া উৎপাটিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

অনন্তর রণদুর্জ্জয় বালী রামের শরে আহত হইয়া ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় সহসা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তপ্তসুবর্ণভূষণধারী বালী, রজ্জুবন্ধনমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, ভূমিতে সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষেপ করিয়া পতিত হইলেন। বানর ও ঋক্ষগণের অধীশ্বর বালী ভূমিতে পতিত হইলে পর, চন্দ্রহীন গগনের ন্যায় তদীয় রাজ্যের আর শোভা থাকিল না। মহাত্মা বালী ভূমিতে নিপতিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর, কান্তি, প্রাণ, তেজ বা পরাক্রম, কিছুই বিনষ্ট হইল না। ইন্দ্র যে রত্নভূষিতা সুবর্ণময়ী উৎকৃষ্ট মালা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই বানররাজের প্রাণ, তেজ ও শ্রী রক্ষা করিল। বানরযূথপতি সেই হেমমালা ধারণ করিয়া সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত মহা মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পতিতাবস্থায় তাঁহার শোভা মালা, দেহ, এবং মর্ম্মঘাতী শর এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। রামের শরাসনক্ষিপ্ত স্বর্গমার্গের প্রকাশক সেই শর সেই বীরকে ব্রহ্মলোক লাভ করাইল। বিশালবক্ষা, মহাবাহু, রক্তবদন, পীতলোচন, মহেন্দ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ এবং উপেন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ ইন্দ্রপুত্র বালীকে, পুণ্য ক্ষয়ে স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট যযাতি ও কাল বশতঃ প্রলয় সময়ে ভূমিপাতিত সূর্য্যের

ন্যায় যুদ্ধস্থলে পতিত এবং নির্ব্বাণশিখ পাবকের ন্যায় দর্শন করিবামাত্র, রাম লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ উক্ত প্রকারে পতিত, নির্ব্বাণশিখ পাবকের সদৃশ, ঐ বীরের প্রতি বহুমান প্রদর্শন পূর্ব্বক অল্পে অল্পে তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বালী মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া, অতীব পরুষ ধর্ম্ম-সঙ্গত স্খলিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তিনি ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণ ও তেজ প্রায় রোধ হইয়া আসিয়াছিল; অঙ্গচেষ্টাও নিবৃত্ত হইয়াছিল; এই অবস্থাতেই তিনি রণগর্ব্বিত রামকে যুক্তিযুক্ত বচনে গর্ব্বিতভাবে কহিলেন, তুমি গুপ্তভাবে প্রাণ সংহার করিয়া কি প্রশংসা পাইলে? আমি ক্রুদ্ধ হইয়া আর এক জনের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে বধ করিলে। রাম সৎকুলজাত, বলবান্, তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, পরদুঃখবেত্তা, জীবের হিতকারী, সদয়, মহোৎসাহসম্পন্ন, উচিত কালজ্ঞ এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ, পৃথিবীতে যাবতীয় জীব তোমার এইপ্রকার যশঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। রাজন্! শম, দম, ক্ষমা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বল, পরাক্রম, এবং অপরাধীর দণ্ড, এই সকল রাজাদিগের গুণ। তারা আমাকে নিবারণ করিয়াছিল, কিন্তু আমি তোমাতেও এই সকল গুণ আছে নিশ্চয় এবং তোমার উচ্চ কুলে বিশ্বাস করিয়া, তাহার নিবারণ না শুনিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম। তোমাকে না দেখিবার পূর্ব্বে আমি ভাবিয়াছিলাম, যে আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, সুতরাং আমাকে অসাবধান দেখিয়া তুমি তৎকালে আমাকে বধাজ্ঞান করিবে না। এখন জানিলাম, তুমি তৃণাচ্ছাদিত কূপ সদৃশ, তোমার আত্মা দূষিত; তুমি ধার্ম্মিক নহ, ধার্ম্মিকের ভান করিয়া থাক; পাপাচরণ করাই তোমার স্বভাব। তুমি ভস্মাচ্ছাদিত

পাবক সদৃশ; সাধুর বেশ ধারণ কর, কিন্তু বাস্তবিক পাপী। তুমি ধার্ম্মিকের ভান করিতে, সেইজন্য আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আমি যদি তোমার রাজ্যে বা তোমার নগরে কোন উপদ্রব করিতাম, তাহা হইলে তুমি আমাকে বধ করিতে পারিতে। তোমার কোনপ্রকার অপমানও আমি করি নাই, তবে তুমি নিরপরাধী আমাকে কি কারণে সংহার করিলে। আমরা বানর, নিত্য বনে বাস, এবং ফল মূল আহার করিয়া থাকি। আর আমি এই স্থানে আগমন করিয়া অন্য ব্যক্তির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেছিলাম। তুমি রাজার পুত্র; প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তুমি সৌম্যমূর্ত্তি। রাজন্! তোমাতে ধর্ম্মোপযোগী চিহ্ন সকলও রহিয়াছে। কোন্ ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্ন শিক্ষিত ও আস্তিক ব্যক্তি ধর্ম্মচিহ্ন দ্বারা আত্ম গোপন করিয়া এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছেন। তুমি রঘুকুলে উৎপন্ন হইয়াছ, লোকে তোমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানে। কিন্তু তুমি বাস্তবিক অজ্ঞানী হইয়া জ্ঞানীর ন্যায় ভান করিতেছ কেন। হে রাজন্! সাম, দান, ক্ষমা, ধর্ম্ম, সত্য, ধৈর্য্য, পরাক্রম, এবং অপকারীর দণ্ড, রাজার এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক। রাম! আমরা বনচর পশু, ফল মূল আহার করিয়া থাকি, তথাপি আমাদিগেরও স্বভাব উক্তরূপ, তুমিত মানুষ। ভূমি, সুবর্ণ, ও রৌপ্য, এই সকল বিরোধের কারণ; বনমধ্যে উহার কোন্টী তুমি লাভ করিবার প্রত্যাশা কর। আমাদিগের ফলেতে তোমার লোভ কি? নয় ও প্রশ্রয়, আর নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, এই উভয় প্রকার রাজবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ। রাজগণ কাম মাত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্য করেন না। তোমাতে কিন্তু কামই প্রধান। তুমি কোপনস্বভাব ও অব্যবস্থিতচিত্ত। রাজস্বভাব তোমাতে অতি অল্পই বর্ত্তমান। কোথায় বাণ প্রয়োগ করিবে, তুমি কেবল তাহাই অনুসন্ধান করিয়া থাক। ধর্ম্মে তোমার শ্রদ্ধা নাই। অর্থেও তোমার স্থির বুদ্ধি নাই।

হে মনুজেশ্বর! কামই তোমার একমাত্র মনোবৃত্তি; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে বশীভূত করিয়াছে। কাকুৎস্থ! তুমি নিরপরাধী, আমাকে বাণ দ্বারা সংহার করিয়া অতি নিন্দিত কর্ম্ম করিলে; সাধুদিগের সমাজে ইহার কি হেতু প্রদর্শন করিবে। রাজঘাতী, ব্রাহ্মণঘাতী, গোঘাতী, চৌর, প্রাণি-হত্যাজীবী, নাস্তিক ও পরিবেত্তা, ইহারা সকলেই নরক-গামী। পরদোষানুসন্ধায়ী, পুত্র দারাদি বঞ্চক কৃপণ, এবং মিত্রদ্রোহী ও গুরুদারগামী ব্যক্তি, পাপাত্মাদিগের গতি প্রাপ্ত হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আমার রোম ও অস্থি, শাস্ত্র-মতে অস্পৃশ্য সুতরাং সাধুদিগের ধারণোপযোগী নহে। যাঁহারা তোমার ন্যায় ধর্ম্মাচারী, আমার মাংসও তাঁহাদিগের ভক্ষ্য নহে। রাঘব! পঞ্চনখীর মধ্যে পাঁচটী পঞ্চনখীই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ভক্ষ্য; খড়্গী; শল্লকী, গোধা, শশক ও কূর্ম্ম। কিন্তু রাম! তুমি পঞ্চনখীর মধ্যে আমাকে যে বধ করিলে, আমার চর্ম্ম কি অস্থি জ্ঞানিজনেরা স্পর্শও করেন না। আমার মাংসও অভক্ষ্য। সর্ব্বজ্ঞা তারা আমাকে হিত বাক্যই কহিয়া-ছিল। আমি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ সেই বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলাম। কাকুৎস্থ! বিধর্ম্ম পতিসত্ত্বে যেমন শীল-বতী কামিনীকে সধবা বলা যায় না, তেমনি তুমি রাজা থাকিতেও পৃথিবীকে রাজপালিতা বলিতে পারি না। দশরথ মহাত্মা ছিলেন; তাদৃশ ব্যক্তি শঠ, পরাপকারী, ক্ষুদ্র, অন্তঃকরণহীন পাপাচারী তোমাকে কিরূপে উৎপাদন করিয়াছিলেন। রাম-রূপী হস্তী সচ্চরিত্রের সীমা ভগ্ন করিয়াছে; সাধুদিগের ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছে; ধর্ম্মস্বরূপ অঙ্কুশ অগ্রাহ্য করিয়াছে; আজ সেই হস্তী আমাকে সংহার করিল। পাপজনক, অনুচিত, সাধুজননিন্দিত এতাদৃশ কর্ম্ম করিয়া, ইহার পর সাধুসমাজে উপস্থিত হইলে কি বলিবে। রাম! আমরা তোমার উপকারও করি নাই, অপকারও করি নাই; আমাদিগের প্রতি তুমি

যেরূপ বিক্রম প্রকাশ করিলে, যে যথার্থ অপকার করিয়াছে, তাহার প্রতি ত তোমার এরূপ বিক্রম দেখি না। রাজনন্দন! যদি তুমি সম্মুখ যুদ্ধে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলেই আজি তোমারে আমার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে যমদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। অজ্ঞানবশতঃ নিদ্রিতাবস্থায় সর্প কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির ন্যায় তুমি দুর্দ্ধর্ষ আমাকে রণস্থলে নিহত দেখিতে পাইতে না। সুগ্রীব তোমার ইষ্টসাধন করিবে, এই আশায় যদি তুমি আমাকে সংহার করিয়া থাক, তাহা হইলে, তোমার ঐ ইষ্টসাধন করিবার জন্য পূর্ব্বে আমাকেই অনুরোধ করিলে পারিতে। আমি একদিনের মধ্যেই মৈথিলীকে আনিয়া দিতাম; তোমার ভার্য্যাহারী দুরাত্মা রাক্ষস রাবণকেও সমরে সংহার করিয়া গলে বান্ধিয়া তোমাকে অর্পণ করিতাম। মৈথিলী সাগর জল মধ্যে কি পাতালেই রক্ষিতা হউন, আমি তোমার আদেশ পাইলে, শ্রুতির ন্যায় তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতাম। আমি স্বর্গে গমন করিলে পর সুগ্রীব রাজ্য প্রাপ্ত হইবে, ইহা ন্যায্য বটে; কিন্তু তুমি যে আমাকে অধর্ম্ম করিয়া সংহার করিলে, ইহা অন্যায্য। জীবসকল কালধর্ম্মানুসারে মরিয়াই থাকে, অতএব মৃত্যু জন্য আমি দুঃখ করি না; কিন্তু তুমি যদি রাজ্য প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে, প্রজারা এই কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি যে কি উত্তর করিবে, এক্ষণে তাহাই চিন্তা কর।

মহাত্মা ইন্দ্রনন্দন বালী শরাঘাতে ব্যথিত হইয়াছিলেন, এই কথা কহিতে কহিতে তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া আসিল। তিনি সূর্য্যসঙ্কাশ রামের প্রতি দৃষ্টিনিয়োগ করত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

রণপতিত বিচেতন বালী উক্তপ্রকার ধর্ম্মার্থসঙ্গত পরুষ বাক্যে গর্ব্বিতভাবে তিরস্কার করিলে পর, রাম তিরস্কৃত হইয়া, প্রভাশূন্য আদিত্য, তোয় শূন্য মেঘ, ও নির্ব্বাপিত অনলতুল্য সেই ধর্ম্মার্থগুণশালী কপিরাজের বাক্যাবসানে তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও লৌকিক আচার না জানিয়া, এরূপ বালকের ন্যায় আমাকে তিরস্কার করিতেছ কেন? বানর! তুমি কুলাচারশিক্ষক বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধদিগের নিকট উপদেশ না পাইয়া, বানরস্বভাবজ চাপল্যবশতঃ এ সম্বন্ধে আমাকে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। শৈল বন ও কাননের সহিত এই সমস্ত পৃথিবীই ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের অধিকার। এবং পশু, পক্ষী ও মনুষ্য সকলেরই নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করণে তাঁহারাই অধিকারী। ধর্ম্ম,কাম ও অর্থের মর্ম্মজ্ঞ, সরলপ্রকৃতি ধর্ম্মাত্মা ভরত নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে সাবধান হইয়া সেই পৃথিবী পালন করিতেছেন। যাঁহাতে নয়, বিনয়, সত্য, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ বিক্রম অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিতেছে, যিনি দেশকালতত্ত্ববিৎ, তিনিই বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীর রাজপদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সেই ধর্ম্মাচারীর আদেশক্রমে আমরা ও অন্যান্য রাজারা ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি। ধর্ম্মপ্রিয় নৃপতিশার্দ্দূল ভরত যখন সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তখন এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছে যে ধর্ম্মহানি করিতে সাহসী হইবে। আমরা ও অন্যান্য রাজারা সেই ভরতের আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক পরমোৎকৃষ্ট নিজ ধর্ম্মপথে অবস্থিতি করিয়া অনুসন্ধান করিতেছি, কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইয়াছে। দেখিলাম, তুমি ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিতেছ, কারণ লোকে তোমার নিন্দা করিয়া থাকে। পুরুষার্থের মধ্যে কামই তোমার প্রধান মনোবৃত্তি। এবং তুমি রাজধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়াছ। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে অবস্থিতি করে, সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা, এবং

বিদ্যাদাতা, এই তিন ব্যক্তিকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিবে। কনিষ্ঠ সোদর, ঔরস পুত্র এবং গুণবান্ শিষ্য এই তিন জনকেই পুত্রবৎ জ্ঞান করিবে; ধর্ম্মই এইরূপ জ্ঞানের কারণ। বানর! সাধুদিগের ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম, ও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, আর হৃদিস্থিত আত্মা সর্ব্বভূতের পাপপুণ্য অবগত হইয়া থাকেন। তুমি নিজে যেমন স্বভাবতঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তেমনি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্রমতি অশিক্ষিতবুদ্ধি বানরগণেরই সহিত পরামর্শ করিয়া থাক; সুতরাং তোমার সাধ্য কি, সে ধর্ম্ম অবগত হইতে পার। জন্মান্ধ ব্যক্তি জন্মান্ধদিগের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে তাহার কি জ্ঞান জন্মিতে পারে? তোমাকে যে কথা কহিলাম, তাহার স্পষ্টার্থ তোমাকে বলিতেছি। কেবল ক্রোধবশতঃ আমাকে তিরস্কার করা তোমার উচিত হয় না। আমি যে কারণে তোমাকে বধ করিয়াছি, তাহা প্রদর্শন করিতেছি, দেখ। তুমি চিরাগত ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, ভ্রাতার ভার্য্যাকে উপভোগ করিতেছ। তুমি জ্ঞাত আছ, এই মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন; তথাপি তুমি কামহেতু তোমার পুত্রবধূতুল্যা ইঁহার ভার্য্যা রুমাকে উপভোগ করিতেছ, সুতরাং তুমি পাপাচারী। অতএব বানর! তোমাকে ভ্রষ্ট কামাচারী ও ভ্রাতৃদারাভিগামী দেখিয়া আমি তোমার দণ্ড করিয়াছি। হে বানরযূথপতে! যে ব্যক্তি লোকাচার হইতে বিচলিত হইয়া, সংসারের বিরুদ্ধ হইয়াছে, দণ্ড ভিন্ন আমি তাহার পক্ষে অন্য শাসন দেখি না। তোমাকে আমি উপেক্ষা করিতেও পারি না; কারণ আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়। যে মনুষ্য কামবশতঃ ঔরসজাতা দুহিতা, ভগিনী বা কনিষ্ঠের ভার্য্যায় গমন করে, শাস্ত্রকারেরা তাহার বধদণ্ড বিধান করিয়াছেন। ভরত রাজা; আমরা তাঁহার আদেশপালক; তুমিও ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইয়াছ, এ অবস্থায় আমি কিরূপে তোমাকে উপেক্ষা করিতে পারি? তুমি পরম ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত হইয়াছ। ভরত ধর্ম্মানুসারে ধার্ম্মিকের

পালন করতঃ কামবৃত্তি ব্যক্তিদিগের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। হে বানররাজ! আমরা ভরতের আদেশ মান্য করিতেছি, সুতরাং তোমার ন্যায় লোকমর্য্যাদাভেদী ব্যক্তিদিগকে দণ্ড করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি। আর, সুগ্রীবের সহিত আমার এতাদৃশ সখ্য হইয়াছে যে, আমি তাঁহাকে লক্ষ্মণের ন্যায় জ্ঞান করি। এতদ্ভিন্ন, সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমি তাঁহার ভার্য্যা ও রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিলে, তিনি আমার হিতসাধন করিবেন। আমিও তৎকালে বানরগণের নিকট তাঁহাকে বাক্য দান করিয়াছিলাম। অতএব আমার ন্যায় ব্যক্তি কিপ্রকারে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে? এই সকল গুরুতর ধর্ম্মসম্মত কারণে তোমায় শাসন করিয়াছি; অতএব তোমার জানা উচিত যে, তোমার উপযুক্ত শাসনই হইয়াছে। তোমার যে দণ্ড করিলাম, জানিবে, যে ইহা ধর্ম্ম সঙ্গতই হইয়াছে। আর, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের অপেক্ষা করে, তাহার পক্ষে মিত্রের উপকার করাও কর্ত্তব্য। তুমি যদি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতে, তাহা হইলে, তুমি স্বয়ং প্রার্থনা করিয়াই এইপ্রকার দণ্ড করাইতে পারিতে। শুনা যায়, মনু সচ্চারিত্র উপদেশ পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ দুই শ্লোক লিখিয়া গিয়াছেন; যাঁহারা বিশেষরূপে ধর্ম্ম অবগত আছেন, তাঁহারা তাঁহার ঐ দুই শ্লোক অনুমোদন করিয়া থাকেন; আমি সেই অনুসারেই কার্য্য করিয়াছি। যে সকল মনুষ্যেরা পাপ করে, রাজা যদি তাহাদিগের ঐ পাপের দণ্ড করেন, তাহা হইলে, তাহারা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, পুণ্যকর্ম্মা সাধুদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। রাজা শাসন করুন, বা দয়া করিয়া নিষ্কৃতি দান করুন, একরূপ করিলেই পাপী পাপ হইতে মুক্তি পায়। আর, রাজা যদি তাহাকে শাসন না করেন, তাহা হইলে, তাঁহার সেই পাপ প্রাপ্ত হন। তুমি যে পাপ করিয়াছ, পাপী স্বয়ং এই পাপ শ্রবণ করাইলে, তাহার এইরূপ ঘোরদণ্ড করাই আমার পূর্ব্ব পুরুষ রাজা মান্ধা-

ন্তার অভিমত ছিল। অন্যান্য রাজারাও, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে কৃত পাপের জন্য এইপ্রকার দণ্ডই করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, পাপীদিগকে প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয়; সেই প্রায়শ্চিত্ত প্রভাবে সেই পাপের শান্তি হয়। অতএব বানরশ্রেষ্ঠ! বৃথা পরিতাপ করিও না। আমি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেই তোমার বধদণ্ড করিয়াছি; আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অধীন। বানররাজ! আরও অধিক কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। বীর! তাহা করিলে আর আমার প্রতি এত অধিক কোপ করা তোমার উচিত হইবে না। বানরশ্রেষ্ঠ! গুপ্তভাবে তোমাকে বধ করিয়াছি বলিয়া আমার মনস্তাপ বা শোক হইতে পারে না; কারণ, মনুষ্যেরা লুক্কায়িত বা প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইয়া বাগুরা, পাশ ও বিবিধ ছল দ্বারা বহুতর পশু বধ করিয়া থাকে। বিদ্রুতই হউক, বিশ্বাস প্রাপ্তই হউক, বিরোধে প্রবৃত্তই হউক, প্রমত্তই হউক, আর অপ্রমত্তই হউক, মাংসাশী ব্যক্তিরা সকল অবস্থাতেই ভুরি ভুরি পশু সংহার করিয়া থাকে। পরাঙ্মুখ পশুদিগকেও শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করে। তাহাতে দোষ হয় না। ধর্ম্মপণ্ডিত রাজর্ষিগণও মৃগয়াগমন করিয়া থাকেন। অতএব আমি সেই স্বভাববশতই যুদ্ধকালে তোমাকে সংহার করিয়াছি; তুমি যুদ্ধেই ব্যাপৃত থাক, আর নাই থাক, তুমি মৃগের মধ্যে, শাখামৃগ। বানরশ্রেষ্ঠ! দুর্লভ ধর্ম্ম, জীবিত এবং ঐহিক অভ্যুদয়, ক্ষত্রিয়েরাই এই সকলের প্রদাতা, ইহাতে সংশয় নাই। যুদ্ধ ব্যতীত তাঁহাদিগকে হত্যা, কি তাঁহাদিগের নিন্দা, কি অবমাননা, বা তাঁহাদিগের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিবে না। তাঁহারা দেবতা, মানুষরূপে মহীতলে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি ধর্ম্ম না জানিয়া কেবল ক্রোধই অবলম্বন করিয়াছ। সেই জন্যই আমাকে দোষী করিতেছ। আমি কিন্তু কুলক্রমাগত ধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন করিতেছি।

রামের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বালী অধিকতর ব্যথিত

হইলেন। তখন নিশ্চয়রূপে ধর্ম্ম অবগত হওয়াতে তিনি আর রামকে দোষী জ্ঞান করিলেন না। অনন্তর বানররাজ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, তুমি যাহা কহিলে, তাহাই সত্য, সন্দেহ নাই। প্রকৃষ্ট ব্যক্তির বাক্যের প্রত্যুত্তর করা অপকৃষ্ট ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। পূর্ব্বে অজ্ঞানবশতঃ আমি যে অনুচিত অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছি, রাঘব! সে বিষয়ে আমাকে দোষী না করা তোমার কর্ত্তব্য। কারণ, তুমি স্বীয় স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে ধর্ম্মাদি পদার্থের মর্ম্ম অবগত হইয়াছ। পাপের উপযুক্ত দণ্ড করা বিষয়ে তোমার বুদ্ধিও সতত অক্ষুণ্ণ। আমি ধর্ম্মপথপরিত্যাগী এবং তাদৃশ ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া পরিচিত; তুমি ধর্ম্মসম্মত বাক্য দ্বারা আমাকেও উদ্ধার কর। বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠ বালী, পঙ্কনিমগ্ন হস্তীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া, রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অল্পে অল্পে কহিতে লাগিলেন, আমি নিজের জন্য, তারার জন্য, কি আত্মীয়দিগের জন্যও তাদৃশ শোক করি না; কনকাঙ্গদধারী শ্রেষ্ঠগুণশালী পুত্র অঙ্গদের জন্যই আমার শোক। আমি বাল্যকাল অবধি তাহাকে লালন করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমাকে না দেখিয়া সে পীতজল তড়াগের ন্যায়, শুষ্ক হইয়া যাইবে। রাম! আমার সেই একমাত্র প্রিয়পুত্র মহাবল তারাতনয়কে তুমি রক্ষা করিবে, সে বালক; তাহার কোন বুদ্ধিই জন্মে নাই। সুগ্রীব এবং অঙ্গদ উভয়কেই সমান-অনুগ্রহ করিবে। তুমি কার্য্যাকার্য্য নিশ্চয় করিয়া পালন ও শাসন করিতেছ। রাজন্! তুমি ভরত ও লক্ষ্মণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, সুগ্রীব এবং অঙ্গদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করা তোমার কর্ত্তব্য। আমার দোষেই তারা দোষভাগিনী হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক সে নিরপরাধিনী; অতএব সুগ্রীব যাহাতে তারার অবমাননা না করে, তুমি তাদৃশ বিধান করিবে। তুমি যদি তাহার প্রতি অনুগ্রহ কর, এবং সে যদি তোমার বশে থাকে ও তোমার

চিন্তানুবর্ত্তন করে, তাহা হইলেই সে বানররাজ্য ভোগ করিতে পারিবে, রাজ্য পালন করিতে সমর্থ হইবে; স্বর্গও উপার্জ্জন করিতে পারিবে। তোমার হস্তে নিহত হই, আমার এই-প্রকার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেইজন্যই তারা আমাকে নিবারণ করিলেও, আমি ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম।

বানররাজ বালী রামকে এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। তখন রাম প্রাপ্তজ্ঞান বালীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সাধুগণের অনুমোদিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও অর্থযুক্ত বাক্যে কহিলেন, আমাদিগের জন্য তোমার চিন্তার প্রয়োজন করে না; তুমি নিজের জন্যও চিন্তা করিও না। আমরা তোমার অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্ম নিশ্চয় করিয়াছি। যে ব্যক্তি দণ্ডার্হ ব্যক্তির দণ্ড করে; আর যে ব্যক্তি দণ্ডার্হ হইয়া দণ্ড প্রাপ্ত হয়, দণ্ডপ্রয়োগ ও দণ্ড-কর্ত্তা দ্বারা তাহাদিগের উভয়েরই স্বর্গলোকপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তাহাদিগকে আর কষ্ট পাইতে হয় না। অতএব দণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে আমার নিকট দণ্ড প্রাপ্ত হওয়াতে, তোমার পাপ নষ্ট হইয়া তুমি নিজ বিশুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। শোক, মোহ এবং মনোগত ভয় ত্যাগ কর; হে হরিশ্রেষ্ঠ! যাহা বিহিত আছে, তুমি তাহার অতিবর্ত্তন করিতে পার না। বানররাজ! অঙ্গদ তোমার নিকট যেরূপ লালন প্রাপ্ত হইত, আমার এবং সুগ্রীবের নিকটেও সেইরূপ প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেই বানর সমরবিঘাতী মহাত্মা রামের ধর্ম্মমার্গানুযায়ি, সুযুক্তিসঙ্গত যথার্থ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, আমি শরপীড়িত সুতরাং হতচেতন হইয়া, অজ্ঞানবশতঃ যে সকল বাক্য বলিয়াছি, হে প্রভো! হে মহেন্দ্রতুল্য ভীষণ বিক্রমশালিন্! হে মহীশ্বর!, সে সকল ক্ষমা কর; আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ঊনবিংশ সর্গ।

বালী প্রস্তরাঘাতে ভগ্নাঙ্গ, বৃক্ষ দ্বারা আহত এবং রামের বাণে আক্রান্ত হওয়াতে প্রাণপরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মূর্চ্ছান্বিত হইলেন। তদীয় ভার্য্যা তারা শুনিলেন, যে যুদ্ধকরিতে করিতে, রাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বাণ প্রহারে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সুদারুণ অপ্রিয় স্বামিবধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তারা পুত্র সমভিব্যাহারে সেই গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হইলেন। অঙ্গদের অনুচর যে সকল মহাবল বানর ছিল, তাহারা রামকে ধনুর্হস্ত দর্শনকরত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তারা দেখিলেন যূথপতি নষ্ট হওয়াতে, যূথভ্রষ্ট পশুযূথের ন্যায়, বানরগণ ভীত হইয়া দ্রুত পলায়ন করিতেছে। বোধ হইল যেন, তাহারা বাণবিদ্ধ হইয়াই রামের ভয়ে ভীত হইয়াছে। তাহাতে দুঃখিত ঐ সকল বানরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ক্রূর ভ্রাতা রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য উত্তেজনা করাতে রাম দূরে অবস্থিত হইয়া, দূরপাতী বাণ ত্যাগ করত বালীকে পাতিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তোমরা ভীত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছ কেন, তোমরা ত সেই রাজসিংহেরই সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ। কামরূপী বানরগণ বানরপত্নীর বাক্য শ্রবণ করত, সকলে একবাক্য হইয়া, তৎকালোচিত বাক্যে মহিষীকে কহিল, হে পুত্রবতি! নিবৃত্ত হউন, নিজ পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা করুন। স্বয়ং অন্তক রামরূপ ধারণ করিয়া বালীকে লইয়া যাইতেছেন। বালী অবশ্যই বহুতর বৃক্ষ এবং বিপুল প্রস্তরখণ্ড সকল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাম যখন সে সমস্ত নিবারণ করিয়া তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছেন, তখন তিনি অবশ্যই বহুতর বজ্রসম বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; দেখিতেছি, বালী যেন বজ্র দ্বারা আহত হইয়াই পতিত হইয়াছেন। ইন্দ্রতুল্য প্রভাশালী এই বানররাজ পতিত হওয়াতে,

সমস্ত বানর সৈন্য সুতরাং ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতেছে। বীরগণ দ্বারা নগরের রক্ষা বিধান, এবং অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করুন; বালীর পুত্র পদস্থ হইলে সকল বানর তাঁহার বশবর্ত্তী হইবে। আর, তাহা হইলেই বা কি হইবে? আপনার যদি এই স্থানে থাকা অভিরুচি হয়, তাহা হইলে আমরা ইহার পর আর পলায়ন করিতেও পারিব না; কারণ, সুগ্রীবের পক্ষীয় বানরেরা অদ্যই আসিয়া সমুদায় দুর্গে প্রবেশ করিবে। তাহাদিগের মধ্যে ভার্য্যা সহিত এবং ভার্য্যাবিরহিত উভয়বিধ বানরই আছে; আর তাহারা লোভী; এতাবৎকাল তাহাদিগকে আমরা ভোগসুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াও রাখিয়াছি; সুতরাং এক্ষণে তাহাদিগের হইতে আমাদিগের অত্যন্তই ভয় হইয়াছে।

বানরেরা কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়া উক্তপ্রকার কহিলে পর, তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া চারুহাসিনী তারা, নিজের উচিত মত বাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, মহাভাগ স্বামী বানর-রাজ যখন নিহত হইয়াছেন, তখন আর আমার পুত্রে প্রয়োজন কি, রাজ্যে প্রয়োজন কি, আত্মাতেই বা প্রয়োজন কি? সেই যে মহাত্মা রামনির্ম্মুক্ত শর দ্বারা নিপাতিত হইয়াছেন, আমি তাঁহারই পাদমূলে গমন করিব। এই কথা বলিয়া তারা শোকে-বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে দুঃখে বাহুযুগলদ্বারা বক্ষঃস্থল ও মস্তকে তাড়ন পূর্ব্বক বেগে ধাবিত হইলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ শত সহস্র প্রধান প্রধান বানরের নিধনকারী ভর্ত্তা ভূমিতলে পতিত রহিয়াছেন। ইন্দ্র যেরূপে বজ্র নিক্ষেপ করেন, যিনি সেইরূপে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল ক্ষেপণ করিতেন; যাঁহার স্বর প্রবলঝটিকাপূরিত মেঘরবের ন্যায় ছিল; যিনি ভীমগর্জ্জনকারীদিগের মধ্যে সকলের প্রধান ছিলেন; সেই ইন্দ্রপ্রতিম বীর বীরকর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া অভিবৃষ্ট মেঘের ন্যায় পতিত রহিয়াছেন। ব্যাঘ্র যেন মাংসের জন্য সিংহকে সংহার করিয়াছে; যেন গরুড় পক্ষী সর্পের আশায়

সর্ব্বলোকপূজিত, পতাকা ও বেদি শোভিত চতুষ্পথবল্মীক চূর্ণ করিয়াছে। পরে দেখিলেন, রাম তখনও মহাধনু আস্ফালন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকেও দেখিতে পাইলেন। তারা তাঁহাদিগকে অতিক্রম করত রণনিহত স্বামীর সমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাকে দর্শন করত ব্যথিত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। পরে যেন শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া, আর্য্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন; কিন্তু স্বামীকে মৃত্যুপাশে বদ্ধ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তারা কুররীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন, অঙ্গদও আগমন করিয়াছে, দেখিয়া সুগ্রীবের নিরতিশয় কষ্ট হইল; তিনি বিষণ্ণ হইলেন।

বিংশ সর্গ।

বালী রামের শরাসনবিমুক্ত প্রাণান্তিক শরে বিনিহত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন, দেখিয়া চন্দ্রাননা তারা নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পর্ব্বতর:জপ্রতিম মাতঙ্গোপম বালীকে, উন্মূলিত পাদপের ন্যায়, ভূপতিত নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার হৃদয় শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, নাথ! তুমি অতিশয় বীর ও বানরগণের শ্রেষ্ঠ এবং যুদ্ধে দারুণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাক। অদ্য কি আমায় অপরাধিনী ভাবিয়া সম্ভাষণ করিতেছ না? অয়ি বানররাজ! ভূমি হইতে উঠিয়া, উত্তম শয্যায় শয়ন কর। তোমার ন্যায় রাজর্ষিগণ ভূমিতে কখন এরূপে শয়ন করেন না। অয়ি বসুধাধিপ! বুঝিলাম, এই বসুমতীই তোমার অতিমাত্র প্রণয়ভাগিনী। সেই জন্য তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া, মৃতাবস্থাতেও ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছ। বীর! তুমি ধর্ম্মযুদ্ধে পতিত হইয়া,

এই স্বর্গোপম সুরক্ষিত কিষ্কিন্ধ্যার ন্যায়, অন্যতম রমণীয় পুরী নিশ্চয়ই নির্ম্মাণ করিলে। নাথ! আমরা তোমার সহিত মধুগন্ধি অরণ্যসমূহে যে অনেক বিহার করিয়াছিলাম, আজি তুমি তাহার শেষ করিয়া চলিলে! তুমি প্রধান প্রধান যূথপতি-গণের যূথপতি ছিলে। আজি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে, আমি আশা ও আনন্দহীন এবং শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। আমার হৃদয় নিতান্ত কঠিন। সেই জন্য, তোমাকে ভূপতিত দেখিয়াও শোকে সন্তপ্ত হইয়া, উহা সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না। অয়ি কপিরাজ! তুমি যে সুগ্রীবের ভার্য্যা হরণ ও তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলে, অদ্য তাহার পরিপাক উপস্থিত হইল। অয়ি বানরেন্দ্র! আমি তোমার হিতৈষিণী ও সর্ব্বদা কায়মনে মঙ্গলচেষ্টা করি। এই জন্য হিতবাক্য বলিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহাতে কর্ণপাত কর নাই। মানদ! বুঝিলাম, এক্ষণে তুমি রূপ-যৌবন-গর্ব্বিতা সুরসিকা অপ্সরগণের চিত্ত প্রমথিত করিবে। নিশ্চয়ই তোমার প্রাণান্তকর কাল উপ-স্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইজন্য, তোমায় বাধ্য ও অনায়ত্ত হইয়া, সুগ্রীবের বশীভূত হইতে হইল। অন্যের সহিত যুদ্ধপরায়ণ বালীকে বধ করিয়া, অতি বিগর্হিত কর্ম্মানু-ষ্ঠান পূর্ব্বক রাম সন্তপ্ত হইতেছেন না, ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি পূর্ব্বে সর্ব্বদা সুখভোগে সংবর্দ্ধিত হইয়াছি। এক্ষণে অনাথার ন্যায় নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া, আমাকে বৈধব্য ও শোকসন্তাপ সহ্য করিতে হইবে! সর্ব্বদা সুখভাগী সুকুমার বীর অঙ্গদকে আমি যত্নপূর্ব্বক পালন করিয়াছি। এক্ষণে পিতৃব্য সুগ্রীব ক্রোধে মূর্চ্ছিত হওয়াতে, না জানি, ইহার কি অবস্থা ঘটিবে! বৎস অঙ্গদ! অধুনা ধর্ম্মবৎসল পিতাকে তুমি সন্তুষ্ট কর। আর তুমি ইঁহার দর্শন পাইবে না। অয়ি নাথ! যেহেতু তুমি প্রবাসগমনে উদ্যত হইয়াছ, অতএব মস্তকে আঘ্রাণ পূর্ব্বক বৎস অঙ্গদকে বিশেষরূপে আশ্বস্ত কর। এবং

আমাকেও যাহা করিতে হইবে, বলিয়া দাও। তোমার সংহার করিয়া রাম মহৎ কার্য্য করিলেন। সুগ্রীবের নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়া, ঋণী হয়েন, ইহাতে তাহার পরিশোধ হইল। সুগ্রীব! তোমার কামনা সফল হইল। তুমি রুমাকে প্রাপ্ত হইবে। তোমার ভ্রাতা ও শত্রু বালী নিহত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি নিরুদ্বেগে রাজ্যভোগ কর। নাথ! আমি তোমার প্রণয়িনী এবং এইরূপে বিলাপ করিতেছি। তথাপি, তুমি আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না। অয়ি বানরেন্দ্র! তোমার এই সকল কনিষ্ঠা মহিষীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তারার বিলাপ শ্রবণ করিয়া, অন্যান্য বানরীগণ সকলেই নিরতিশয় ব্যাকুল ও দুঃখার্ত্ত হইয়া, অঙ্গদকে গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর তারা পুনরায় কহিলেন, হে অঙ্গদমণ্ডিত বীরবাহু বালী! তুমি কি অঙ্গকে ত্যাগ করিয়া, চিরকালের জন্য প্রবাস গমন করিলে? ইহা তোমার কখনই উচিত হয় না। দেখ, অঙ্গদ তোমার অনুরূপ গুণসমূহে অলঙ্কৃত এবং পরম প্রীতিভাজন পুত্র! অয়ি দীর্ঘবাহু বানরবংশনাথ! আমি মস্তক দ্বারা তোমার পদ-যুগল স্পর্শ করিতেছি, না জানিয়া, যদি তোমার কোন অপ্রিয় করিয়া থাকি, আমায় ক্ষমা কর। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তারা বানরী-গণের সহিত সংমিলিত হইয়া, স্বামীর সকাশে এইপ্রকার করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে বালী যেখানে পতিত ছিলেন তাহার নিকটেই প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প হইলেন।

একবিংশ সর্গ।

তারা, অম্বরপরিভ্রষ্ট তারার ন্যায়, পতিত হইলে, হরিযূথ-পতি হনুমান্ ধীরে ধীরে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগি-লেন, লোকে জানিয়া ও না জানিয়া, যে শুভাশুভ কর্ম্ম করে,

জন্যায়া স্বর্গ নরকাদি ফল লাভ হইয়া থাকে। ব্যক্তিমাত্রেই অনাকুল হইয়া, আপনার সেই সেই কর্ম্মফল ভোগ করে। সকলেরই জন্য এক দিন শোক করিতে হইবে এবং সকলকেই বিপদে অবসন্ন হইতে হইবে। অতএব তুমি কাহার জন্য শোক করিতেছ এবং কাহাকেই বা বিপন্ন ভাবিয়া, অনুকম্পা করিতেছ? এই দেহ বুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। অতএব কাহার জন্য কে অনুশোচনা করিতে পারে? তোমার পুত্র জীবিত আছেন। এক্ষণে এই কুমার অঙ্গদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বালীর মরণান্তর, ইহার জন্য যে সকল বিশিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে চিন্তা কর। জীবগণের জন্মমৃত্যুর যে স্থিরতা নাই, তাহা তুমি জান। বিশেষতঃ, তুমি পাণ্ডিত্য গুণে অলঙ্কৃত। অতএব পারলৌকিক শুভানুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য। শত শত সহস্র সহস্র ও নিযুত নিযুত কপি বিবিধ আশা বন্ধন পূর্ব্বক যাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, জীবন ধারণ করিত, সেই এই বালীর আজি কাল পূর্ণ হইল। ইনি ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন এবং সর্ব্বদা সাম, দান ও ক্ষমাপর ছিলেন। অধুনা ধর্ম্মজিৎ ব্যক্তিগণের স্থান লাভ করিলেন। অতএব, ইঁহার জন্য তোমার শোক করা উচিত হয় না। অয়ি অনিন্দিতে! এই অঙ্গদ তোমার পুত্র, এই সকল বানরশ্রেষ্ঠ তোমার অধীন এবং সমুদায় বানররাজ্যেরও তুমি একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী। এক্ষণে শোকসন্তপ্ত সুগ্রীব ও অঙ্গদ উভয়কে ধীরে ধীরে কর্ত্তব্য সাধনে প্রেরণ কর। অঙ্গদ তোমারই শাসনাধীনে এই পৃথিবী শাসন করুন। শাস্ত্রে সন্তানের যে কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং সংপ্রতি যাহা করা কর্ত্তব্য, বালীর উদ্দেশে তাদৃশ পরলোকসুখাবহ কার্য্য সম্পাদন কর। ইহাই ইদানীন্তন কালের সমুচিত মীমাংসা। ফলতঃ, এক্ষণে বালীর সংস্কার ও অঙ্গদের অভিষেক কর। পুত্রকে সিংহাসনস্থ দেখিলে, তোমার শান্তি লাভ হইবে।

স্বামীর মৃত্যুতে সাতিশয় দুঃখাম্বিতা তারা হনুমানের কথা শুনিয়া, উত্তর করিলেন, বালী যদিও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি, অঙ্গদের ন্যায় শত পুত্র অপেক্ষাও, ইহাঁর শরীরসংস্রব আমার সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। আর, বালির রাজ্যশাসনে ও অঙ্গদের অভিষেকে আমার ক্ষমতা নাই। তদীয় পিতৃব্য সুগ্রীবেরই আমা অপেক্ষা সকল বিষয়ে সবিশেষ নিকট সম্বন্ধ আছে। অতএব হনুমান্! অঙ্গদকে আমি রাজ্যে অভিষেক করিব, এরূপ বুদ্ধি করা কখনই উচিত নহে। পুত্রের সুখদানাদিতে পিতারই অধিকার আছে, মাতার নহে। ফলতঃ, কপিরাজ বালির আশ্রয় ভিন্ন, ইহলোকে বা পরলোকে আমার আর কিছুই মঙ্গলজনক নাই। সম্মুখসংগ্রামে নিহত বীর বালীর আশ্রিত এই শয্যায় শয়ন করাই আমার একমাত্র শ্রেয়।

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর মৃতপ্রায় বালী মন্দ মন্দ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, প্রথমেই অনুজ সুগ্রীবকে সম্মুখে দর্শন করিলেন। তখন তিনি বিজয়ী কপিরাজ সুগ্রীবকে স্পষ্টাভিধানে সম্বোধন করিয়া, সস্নেহে কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব! পূর্ব্বে দুষ্কৃতিবশে অবশ্যম্ভাবী মোহে আমি যে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, তজ্জন্য, তুমি আমায় অপরাধী বলিয়া বোধ করিও না। তাত! ভ্রাতৃগণের পরস্পর যে সৌহার্দ্দ থাকা সমুচিত, আমাদের তাহার অন্যথাপত্তি হইয়াছে। অতএব বোধ হইতেছে, ঐ সৌহার্দ্দ আমাদের মধ্যে যুগপৎ বিহিত হয় নাই। দেখ, আমরা পরস্পর একত্র মিলিত হইয়া, কখন রাজ্যসুখাদি ভোগ করিতে পাইলাম না। অদ্য তুমিই এই বনবাসী বানরগণের রাজপদে অধিরূঢ় হও। আমি এই মুহূর্ত্তেই শমনগৃহে গমন করিতেছি, জানিবে। পরমপ্রীতিভাজন প্রাণ, রাজ্য, সুবি-

সমৃদ্ধ পৃথিবী এবং সুনির্ম্মল যশ, সমুদায়ই আমি শীঘ্র একবারে ত্যাগ করিব। অতএব; বীর। আমি এই মুমূর্ষু অবস্থায় যাহা বলিব, তাহা দুষ্কর হইলেও, তোমায় করিতে হইবে। এই অঙ্গদ বালক ও কার্য্যদক্ষ এবং সর্ব্বদা সুখভাগী ও সুখে সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। অধুনা, বাষ্পাকুল বদনে ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে। দেখ, ইহাকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসি। এক্ষণে আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম, তুমি ঔরস পুত্রের ন্যায় সমুদায় ঐহিক প্রয়োজন পূরণ পূর্ব্বক ইহার পরিপালন করিও। অয়ি প্লবগেশ্বর! তুমিই এখন আমার ন্যায়, ইহার পিতা, দাতা, সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকর্ত্তা এবং ভয়ে অভয় প্রদান করিবে। এই শ্রীমান্ তারাত্মজ অঙ্গদ তোমার সমান পরাক্রান্ত এবং রাক্ষসগণের সংহার সময়ে তোমার অগ্রবর্ত্তী হইবে। অধিক কি, এই তারাত্মজ, তেজস্বী, তরুণবয়স্ক, বলবান্ অঙ্গদ সংগ্রামে বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক মরণ অনুরূপ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিবে। আর, এই সুষেণদুহিতা তারা পরম দুর্জ্জ্ঞেয় কার্য্যনিশ্চয়ে এবং নানাপ্রকার উৎপাতসূচিত তাৎকালিক অনুষ্ঠান বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম। ইনি যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া, তাহা অনুষ্ঠান করিবে। তারার মত কিঞ্চিদংশেও অন্যরূপ ফল সমুৎপাদন করে না। আর, কোনরূপ শঙ্কা না করিয়া, রামের কার্য্যও তুমি সম্পন্ন করিবে। কেননা? না করিলে অধর্ম্ম হইবে এবং রামও তজ্জন্য অপমানিত হইয়া, তোমায় সংহার করিতে পারেন। সুগ্রীব! অধুনা তুমি এই ইন্দ্রদত্ত কাঞ্চনমালা গ্রহণ কর। দেবরাজের অনুগ্রহে পরম প্রশস্ত বিজয়শ্রী এই দিব্য মালায় সতত অধিষ্ঠান করিতেছে। আমি মরিলে, শবের স্পর্শ প্রযুক্ত, ঐ শ্রী ভ্রষ্ট হইবে।

বালী ভ্রাতৃসৌহার্দ্দবশতঃ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, সুগ্রীব পুনরায় রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, নিরানন্দ ও নিরতিশয়

অবসন্ন হইলেন। বালীর তাদৃশ বাক্যে তাঁহার বৈরবুদ্ধি তিরোহিত হইল। তখন তিনি অশ্রুসিক্ত হইয়া, ভ্রাতৃস্নেহের সমুচিত দর্শনাদি সমুদায় ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে সমাধান করত তদীয় অনুমতি অনুসারে কাঞ্চনময়ী মালা গ্রহণ করিলেন।

বালী সেই কাঞ্চনী মালা দান ও সম্মুখে অবস্থিত আত্মজের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া, মরণে স্থিরনিশ্চয় হইয়া, স্নেহভরে অঙ্গদকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তুমি ইষ্টানিষ্ট ও সুখ দুঃখ সমুদায় সহ্য করত দেশকালের সমুচিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত এবং যথাকালে সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হও। অয়ি মহাবাহো! আমি যেমন সর্ব্বদা তোমায় লালন করিয়াছি, বালক ভাবিয়া কখন সেবা করিতে দিই নাই, সেইরূপ, সেবা না করিলে, তুমি সুগ্রীবের বহুমান লাভ করিতে পারিবে না। অয়ি অরিন্দম! সুগ্রীবের শত্রু ও অমিত্র পক্ষের সহিত কখন বন্ধুতা করিও না। সর্ব্বদা দান্ত এবং সুগ্রীবের প্রয়োজনসাধনতৎপর ও বশবর্ত্তী হইবে। কখনও অতিপ্রণয় বা অপ্রণয় করিও না, উভয়ই মহাদোষ, অতএব মধ্যভাব অবলম্বন করিবে। বালী রামের শরে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়াছিলেন। এই কথা বলিয়াই তাঁহার লোচনযুগল এবং ভয়ঙ্কর দশনপংক্তি বিবৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার প্রাণও তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইল।

যূথপতি বালী নিহত হইলে, তত্রত্য বানরগণ সকলেই এই বলিয়া বিলাপ ও উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল, বানরেশ্বর বালী স্বর্গে গমন করাতে, অদ্য কিষ্কিন্ধ্যা শূন্য হইল, পর্ব্বত কানন ও উদ্যান সকলও শূন্য হইল। এবং বানরগণ সকলেই প্রভাবহীন হইল। যিনি পঞ্চদশবর্ষ দিবা বা রাত্রি কখনই বিশ্রাম না করিয়া, মহাত্মা গন্ধর্ব্ব গোলভের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, পরে ষোড়শবর্ষে তাহাকে নিহত করেন, এবং সেই দুর্বিনীত গোলভকে সংহার করিয়া, আমাদের সকলের ভয় দূর করিয়াছিলেন, সেই করালদংষ্ট্রাবিশিষ্ট বালী কিরূপে

নিপাতিত হইলেন! তৎকালে বানররাজ বীর বালী নিহত হওয়াতে, তত্রত্য বানরগণ, সিংহনিষেবিত মহাবনে বৃষভবিহীন গোসমূহের ন্যায় কোন মতেই শান্তিলাভ করিতে পারিল না। ঐ সময়ে বিপদসাগরনিমগ্না তারা মৃতপতির মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, ছিন্নমূল মহাবৃক্ষের আশ্রিত লতার ন্যায়, তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ধরাতল আশ্রয় করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর সর্ব্বলোকবিখ্যাত তারা বানররাজ বালীর মুখমণ্ডল সর্ব্বতোভাবে চুম্বন করিয়া, অমৃতায়মান বাক্য বলিতে লাগিলেন, বীর! আমার কথা না শুনিয়াই, তুমি অতীব ক্লেশে পাষাণপরিব্যাপ্ত বিষম বসুধাতলে দুঃখে শয়ন করিলে। অয়ি বানরেন্দ্র! এই পৃথিবী নিশ্চয়ই আমা অপেক্ষা তোমার প্রিয়তর। সেই জন্য তুমি ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া, শয়ন করিয়াছ। আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না। হায় কি আশ্চর্য্য, বিধি এখন সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইলেন! সেই জন্য, হে বীর! হে সাহসিক-প্রিয়! সুগ্রীবই বিক্রান্ত হইয়া উঠিল। প্রধান প্রধান ঋক্ষ ও বানরগণ বলবান্ ভাবিয়া তোমার পরিচর্য্যা করিত; তাহারা এবং অঙ্গদ সকলেই শোকে বিলাপ করিতেছে। তাহাদের বিলাপ এবং আমার এই সকল কথা শুনিয়া, তুমি কিজন্য প্রতিবুদ্ধ হইতেছ না? তুমি অতি নির্ম্মল বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, যুদ্ধ অতিশয় ভাল বাস এবং তুমি আমারও পরম প্রণয়ভাজন। বীর! তুমি পূর্ব্বে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া, তাহাদিগকে যে শয্যায় শায়িত করিয়াছ, এক্ষণে স্বয়ং যুদ্ধে হত হইয়া, এই সেই বীর-শয্যায় শয়ন করিলে! অয়ি মানদ! তুমি অনাথা আমায় একাকিনী ত্যাগ করিয়া, প্রস্থান করিলে। পণ্ডিত ব্যক্তি কখন, শূরকে কন্যা

সম্প্রদান করিবেন না। দেখ, আমি শূরের পত্নী হইয়া সদ্য বিধবা ও হত হইলাম। আমার অভিমান চূর্ণ ও স্বর্গপ্রাপ্তিও ভ্রষ্ট হইল। এখন আমি অগাধ ও বিপুল শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। আমার হৃদয় নিশ্চয়ই প্রস্তর-সারময় ও নিরতিশয় কঠিন। যেহেতু, স্বামী নিহত হইয়াছেন, দেখিয়া এখনও ইহা শতধা বিদীর্ণ হইল না। যিনি আমার স্বামী, সুহৃৎ ও স্বভাবতঃ প্রিয়, এবং যিনি প্রহারবিষয়ে পরাক্রান্ত ও শৌর্য্যসম্পন্ন, তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যে নারী পতিহীনা, সে যত কেন ধন ধান্য সমৃদ্ধিশালিনী ও পুত্রিণী হউক, পণ্ডিতগণ তাহাকে বিধবা বলিয়া থাকেন। বীর! পূর্ব্বে তুমি ইন্দ্রগোপকীট সদৃশ সুরঞ্জিত আস্তরণ বিশিষ্ট স্বকীয় শয্যায় যেমন শয়ন করিতে, অদ্য স্বশরীরসমুদ্ভূত রুধিররাশিতে সেইরূপে শয়ন করিয়াছ। হায়, তোমার সমুদায় শরীর ধূলি ও শোণিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে! সেই জন্য, আমি ভুজযুগলে তোমায় আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। অদ্য সুগ্রীব এই অতিদারুণ বৈরে কৃতকৃত্য হইল। রাম একমাত্র শর প্রয়োগ করিয়া, তাহার ভয় নিরাকৃত করিলেন। নাথ! তোমার হৃদয়ে রামের শর লগ্ন হইয়া আছে। সেই জন্য, আমি তোমার গাত্র স্পর্শ করিতে পারিতেছি না। কেবল তোমায় নিরীক্ষণ করিতেছি। হায়, আজি তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ!

ঐ সময়ে নীল, গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষের ন্যায়, বালীর শরীরসংলগ্ন শর উদ্ধৃত করিয়া দিলেন। শল্যোদ্ধার সময়ে, অস্তাচলশিখরে সংবদ্ধ-রশ্মি সূর্য্যের ন্যায়, সেই শর হইতে বিচিত্র প্রভা প্রাদুর্ভূত হইল। এবং ধরাধর হইতে যেরূপ তাম্রবর্ণ গৈরিকসংপৃক্ত ধারা বিগলিত হয়, তাঁহার ব্রণ হইতেও সেইরূপ রাশি রাশি রুধিরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তারা রণরেণুপরিব্যাপ্ত অস্ত্রসমাচিত শূর স্বামীকে অশ্রুসলিলে পরিমার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি স্বামীকে রুধিরাক্ত কলেবরে মৃত্যুমুখে নিপ-তিত নিরীক্ষণ করিয়া, পিঙ্গাক্ষ পুত্র অঙ্গদকে বলিতে লাগি-লেন, বৎস! অবলোকন কর, তোমার পিতার সুদারুণ চরমদশা উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি বশতঃ যে বৈর সংঘটিত হইয়াছিল, আজি তাহার শেষ হইল। বৎস! অধুনা তুমি তরুণাদিত্যসন্নিভ সমুজ্জ্বলশরীরসম্পন্ন, শমন-ভবন-প্রস্থিত, সমুদায় বানরের অধীশ্বর, মানদ পিতার অভিবাদন কর। তারা এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, অঙ্গদ ভূমি হইতে সমুত্থিত হইয়া, আত্মনাম নির্দেশ পূর্ব্বক, পীনবৃত্ত ভুজযুগল সহায়ে পিতৃদেবের চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে তারা বলিতে লাগিলেন, নাথ! পূর্ব্বে অঙ্গদ তোমার অভিবাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে; তুমি যেমন তাহাকে, বৎস! দীর্ঘায়ু হও, বলিয়া, সম্ভাষণ করিতে, আজি কেন সেরূপ বলিতেছ না? সবৎসা গো যেমন সিংহ কর্তৃক সদ্য নিপাতিত গোবৃষের পরিচর্য্যা করে, আমিও তেমনি পুত্রের সহিত গতাসু তোমার উপাসনা করিতেছি। আমি তোমার পত্নী। কিন্তু তুমি সংগ্রামযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমাব্যতিরেকেই রামের শররূপ সলিলে কিরূপে যজ্ঞান্তস্নান করিলে? দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে তুষ্ট হইয়া তোমায় স্বর্ণময়ী মালা প্রদান করেন, যে মালা তাঁহার ও তোমার পরম প্রীতিভাজন ছিল, সেই মাল্য এখন কিজন্য তোমার গলদেশে দেখিতেছি না? অয়ি মানদ! তুমি গতাসু হইয়াছ, তথাপি, সূর্য্য অস্তগমন করিলে, তদীয় প্রভা যেমন শৈলরাজ মেরুকে পরিত্যাগ করে না, তেমনি রাজশ্রীও তোমার পরিহার করেন নাই। আমি যে তোমায় হিতবাক্য বলিয়াছিলাম, তাহা তুমি শুন নাই। আর আমিও তোমাকে নিবারণ করিতে পারি নাই। সেইজন্য তুমি যুদ্ধে পতিত হওয়াতে, আমিও পুত্রের সহিত বিনষ্ট হইলাম এবং সেইজন্য, রাজশ্রী তোমার সহিত আমাকেও ত্যাগ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

অশ্রুবেগবিশিষ্ট দুর্নিবার শোকসাগরে তারাকে নিমগ্ন দর্শন করিয়া বালীর কনিষ্ঠ বলবান্ সুগ্রীব, স্বীয় অনুচিত ভ্রাতৃবধজন্য পরিতপ্ত হইলেন। বাষ্পপূর্ণ নয়নে ক্ষণকাল তারাকে দর্শন করিয়া সেই মনস্বীর মনোমধ্যে নির্ব্বেদ জন্মিল। তখন দুঃখে নিরতিশয় কাতর হইয়া অনুচরবর্গসমভিব্যাহারে মন্দ মন্দ গমনে রামের নিকট গমন করিলেন। ধনু ও আশীবিষতুল্য বাণধারী অশেষশুভলক্ষণচিহ্নিত দণ্ডায়মান উদারস্বভাব যশস্বী রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, নরেন্দ্র! আপনি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিয়াছেন। কার্য্যেরও ফল দৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু হে রাজনন্দন! আমার মন এক্ষণে ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। আমার জীবনে ধিক্! রাম! এই মহিষী অতিশয় ক্রন্দন করিতেছেন; পুরবাসিজন দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; এবং রাজা নিহত হওয়াতে অঙ্গদের জীবনপক্ষেও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; এ অবস্থায় আমার মন আর রাজত্বে আহ্লাদ বোধ করিতেছে না। ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা এবং পরাভব দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আমি পূর্ব্বে ভ্রাতৃবধে অনুমোদন করিয়াছিলাম। কিন্তু হে ইক্ষ্বাকুবংশ-প্রধান! এক্ষণে এই বানরযূথপতি নিহত হওয়াতে আমার অতীব তীক্ষ্ণ অনুতাপ জন্মিয়াছে। আমি এক্ষণে বোধ করিতেছি, যে চিরকাল সেই ঋষ্যমূকেই বসতি করিয়া, স্ববৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল; ইঁহাকে বধ করিয়া স্বর্গরাজ্যলাভ করিলেও আমার মঙ্গল নাই। "তোকে বিনাশ করিব না, তুই প্রস্থান কর" আমাকে তিনি যে এই কথা বলিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারই উপযুক্ত; আর, আমি যে এই কর্ম্ম করিলাম; এবং এই কর্ম্ম করাইবার জন্য যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলাম, তাহা আমারই অনুরূপ হইয়াছে। রাম! ভ্রাতা স্বভাবতঃ কামপ্রধান হইলেও, যদি রাজ্য আর অনুতাপ, এই উভয়ের মর্ম্ম

পর্য্যালোচনা করিয়া দেখে, তাহা হইলে, কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ-গুণশালী ভ্রাতৃবধে ইচ্ছুক হইতে পারে না। মাহাত্ম্যের হানি হইবে, এই জন্য আমাকে বধ করা বালীর অভিমত ছিল না, কিন্তু আমার এতাদৃশ দুষ্ট বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল, যে আমি অন্যায় করিয়া ভ্রাতার বধসাধন করিলাম। আমি যখন বৃক্ষশাখাঘাতে ভগ্ন হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ দূরে থাকিয়া তাঁহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিয়াছিলেন, আর এরূপ কার্য্য করিস্ না। তিনি ভ্রাতৃভাব, সাধুতা ও ধর্ম্ম সকলই রক্ষা করিয়াছিলেন; আর আমি ক্রোধ, কাম এবং বানরের স্বভাব প্রদর্শন করিলাম। বয়স্য! বৃত্রকে সংহার করিয়া ইন্দ্র যেমন দোষ প্রাপ্ত হয়েন, আমি তেমনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়া পাপ উপার্জ্জন করিয়াছি। মনোমধ্যে এ পাপ চিন্তা করিতে নাই; এ পাপের উদ্ধার নাই; এ পাপ করিতে ইচ্ছা করাও অনুচিত; এ পাপ কাহারও দর্শনীয় নহে। ইন্দ্রের পাপ পৃথিবী, জল বৃক্ষ এবং অপ্সরোগণ অনায়াসে গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু এই বানরের পাপ গ্রহণ করিতে কে ইচ্ছা করিবে, কেই বা সহ্য করিতে সমর্থ হইবে! রাম! এই কর্ম্ম করিয়া আমি পাপ-লিপ্ত ও কুলনাশক হইয়াছি, অতএব আমি প্রজাদিগের এতা-দৃশ সম্মানের উপযুক্ত নহি। রাজ্য দূরে থাকুক, আমি যৌব-রাজ্যলাভেরও পাত্র নহি। আমি অতি নিন্দিত পাপের অনু-ষ্ঠান করিয়া লোকের নিকট অপরাধী ও নীচ হইয়াছি। অত-এব যেমন বৃষ্টির জলপ্রবাহ নিম্নস্থানে আসিয়া সঞ্চিত হয়, তেমনি মহান্ শোকবেগ আমাতে আসিয়া অবস্থিত হইতেছে। দুষ্ট হস্তী যেমন নদীকূল ভগ্ন করে, অতিবর্দ্ধিত পাপ তেমনি আজি হস্তিরূপ ধারণ করিয়া আমাকে আঘাত করিতেছে; সোদরবধ ঐ হস্তীর গাত্র ও লোম এবং পরিতাপ উহার শুণ্ড, চক্ষু, মস্তক ও দন্ত স্বরূপ হইয়াছে। আহা! যেমন সুবর্ণ

অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়া, অঙ্গারাদি দুষ্ট পদার্থ সম্পর্কে বিবর্ণ হইয়া নির্গত হয়, রাঘব! তেমনি আজ এই অবিষহ্য পাপের সাহচর্য্য পাইয়া আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য আমার হৃদয় হইতে বহির্গত ও বিনিঃসৃত হইতেছে। রাম! আমাদিগের এই বংশ মহাবল বানরযূথপতিগণের বংশ; আজ আমার জন্য অঙ্গদের শোক তাপ হেতু ইহার অর্দ্ধপ্রাণ গত হইল। বীর! অঙ্গদের তুল্য সুজন ও সুবশ্য পুত্র সহজে কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়? আর, এরূপ স্থানও নাই, যথায় আমি সহোদরের সাহচর্য্য লাভ করিতে পারি। আমি নিশ্চয় করিয়াছি, এ অবস্থায় অঙ্গদ কখনই জীবিত থাকিবে না; আর, পুত্রের পরিপালন জন্যই মাতার জীবন; সুতরাং পুত্রবিরহজন্য পরিতাপে কাতর হইয়া ইহার মাতাও জীবিত থাকিবে না। অতএব ভ্রাতা ও পুত্রের বিরাগ অপনোদন করিবার উদ্দেশে আজ আমি প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করিব। এই সকল মহাবীর বানরেরা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সীতার অন্বেষণ করিবে। হে রাজরাজপুত্র! আমি পরলোকগত হইলেও তোমার কার্য্য সমগ্র সিদ্ধ হইবে। বংশ নাশ করিয়া আমি জীবনের অনুপযুক্ত হইয়াছি, অতএব রাম! আপনি আমাকে অগ্নিপ্রবেশার্থ অনুমতি করুন, আমি অপরাধী।

বালীর অনুজ কাতর হইয়া উক্তপ্রকার কহিলে, শত্রুসংঘাতী রঘুবীরের লোচনে অশ্রু উৎপন্ন হইল; তিনি ক্ষণকালের জন্য উন্মনা হইলেন। ঐ সময় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত, দেখিতে পাইলেন, তারা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া রোদন করিতেছেন। বানরসিংহগণের প্রভু চারুলোচনা বানররাজমহিষী কাতর চিত্তে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন; প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণ ঐ সময় তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল, অতএব মন্ত্রীগণ তাঁহাকে বাহুতে ধারণ করিয়া স্বামীর নিকট

হইতে তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। এই সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, রাম সশর হনুর্হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বীয় তেজঃপ্রভায় যেন সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছেন। বালমৃগলোচনা তারা সেই সুন্দরলোচন রামকে ইতিপূর্ব্বে কখনও দর্শন করেন নাই; কিন্তু তাঁহাতে যাবতীয় রাজলক্ষণ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়াই জানিতে পারিলেন, তিনিই ককুৎস্থকুলোৎপন্ন রাম। তখন কাতরা, দুঃখনিপতিতা, আর্য্যা তারা স্খলিতগমনে অতি কষ্টে সেই ইন্দ্রকল্প দুর্দ্ধর্ষ মহানুভাবের নিকট গমন করিলেন। রণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-বেধনকারী পবিত্রচেতা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া, মনস্বিনী তারা শোকবশতঃ আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কহিলেন, আপনি অপ্রমেয়, যোগিদিগেরও অপ্রাপ্য; জিতেন্দ্রিয়, পুরুষোত্তম, ধর্ম্মশালী, বিচক্ষণ, ধরণীর ন্যায় ধৈর্য্যশালী, ও রক্তলোচন। আপনি দৃঢ় ধনুর্ব্বাণ বহন এবং হস্তে বাণ ধারণ করিয়া আছেন; মহাবল বালী আপনার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, পার্থিবজন্মলভ্য অভ্যুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গদেহলভ্য অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি যে বাণ দ্বারা আমার প্রিয়কে বিনাশ করিয়াছেন, সেই বাণ দ্বারা আমাকে বিনাশ করুন। আমি নিহত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করি। বীর! আমাব্যতিরেকে বালীর মনস্তুষ্টি জন্মিবে না। হে সুবিমলপদ্মপলাশলোচন! বালী স্বর্গে গমন করিয়াও, ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক যখন আমাকে দেখিতে না পাইবেন, তখন অপ্সরোগণ তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য বিবিধ বেশভূষা ও ধম্মিল্লে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট পুষ্প ধারণ করিলেও, তিনি তাহাদিগকে উপভোগ করিবেন না। বীর! আপনি যেমন বিদেহনন্দিনীর বিরহে এই মনোরম গিরিতটেও সুস্থ হইতে পারিতেছেন না, বালীও তেমনি আমাব্যতিরেকে স্বর্গেও শোক প্রাপ্ত ও মলিন হইবেন। আপনিই বিবেচনা করুন, স্ত্রীবিরহিত হইলে পুরুষ মরণ অপেক্ষাও কিরূপ অবিষহ্য যাতনা

ভোগ করে। বিবেচনা করিয়া উহার মর্ম্ম অবগত হইয়া আমাকে সংহার করুন, যাহাতে বালী আমার অদর্শনে দুঃখ প্রাপ্ত না হন। হে মহাত্মন্! আপনি ভাবিবেন না যে, আমাকে সংহার করিলে আপনার স্ত্রীবধ জন্য পাতক হইবে; "এই তারা সেই বালীরই আত্মা" আপনি এইরূপ জ্ঞান করিয়া আমাকে বিনাশ করুন। হে রাজপুত্র! আপনার স্ত্রীবধ করা হইবে না। শাস্ত্রপ্রযুক্ত বিধি ব্যবহার এবং বেদবাক্য হইতেও জানা যায় যে, স্ত্রী পুরুষ হইতে ভিন্ন নহে। কোন ব্যক্তিকে তাহার স্ত্রীদান করিলে, লোকেও দানকর্ত্তার বহুফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। আপনিও ধর্ম্মপালন পূর্ব্বক আমায় আমার সেই প্রিয়কে প্রদান করুন। বীর! আমায় বধ করিয়া, আপনার উক্ত স্ত্রীদান জন্য পুণ্যসঞ্চারই হইবে। আমি কাতর হইয়াছি; অনাথা হইয়াছি; মন্ত্রিগণ আমাকে প্রিয়ের নিকট হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতেছে; বর্ত্তমানে আমার এই দশা উপস্থিত; এতাদৃশ অবস্থায় আমাকে সংহার না করা আপনার কর্ত্তব্য হয় না। হে নরেন্দ্র! আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, সেই মাতঙ্গ সদৃশ বিলাসগামী, শ্রেষ্ঠ জনের উপযুক্ত সুবর্ণমাল্যধারী ধীমান্ বানররাজ ব্যতিরেকে অধিকক্ষণ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ নহি।

মহাত্মা বিভু রামচন্দ্র উক্ত বাক্য শ্রবণান্তে তারাকে আশ্বাস প্রদান করত হিত বাক্যে বলিলেন, হে বীরভার্য্যে! দুর্ব্বুদ্ধি করিও না। সকল লোককেই বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহারা লোকগতি অবগত, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, বিধাতা সুখদুঃখসংযুক্ত করিয়া এই লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। বিধাতা যাহা বিধান করিয়াছেন, তিন লোকই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। কারণ, সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী। বালী থাকিলে যে প্রীতি প্রাপ্ত হইতে, তুমি এখনও, সেই প্রীতিই প্রাপ্ত হইবে। তোমার পুত্রও যৌবরাজ্য লাভ করিবে। আমি যেরূপ বলিলাম,

বিধাতা এই রূপই বিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। বীরদিগের মহিলারা কখনও শোক করে না।

সেই প্রভাশালী মহাত্মা উক্ত প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিলে পর, সুবেশা সুরূপা বীরপত্নী তারা নিবৃত্ত হইয়া আর্ত্ত-নাদমাত্র করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

রামও সমদুঃখী হইয়া সুগ্রীব, তারা ও অঙ্গদকে লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, শোক বা পরিতাপ করিলে, মৃত ব্যক্তির তাহাতে মঙ্গল হয় না। ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য, এক্ষণে তোমাদিগের তাহা কর্ত্তব্য হইতেছে। লোকা-চার অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অতএব তোমাদিগের আর অধিক অশ্রুমোচন করিবার প্রয়োজন নাই। কাল অতীত হইলে পর কোন বিহিত কার্য্যই করিতে পারা যায় না। লোকে নিয়তিই সর্ব্বকার্য্যের কারণ; নিয়তিই সর্ব্ব কার্য্য সাধন করে; এবং নিয়তিই সর্ব্বপ্রাণীকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। নিয়তি ভিন্ন কোন পদার্থেরই অন্য কেহ কর্ত্তা নাই; কাহাকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেও আর কেহ সমর্থ নহে। লোকে নিজ নিজ কার্য্যেরই অনুবর্ত্তন করে, নিয়তিস্বরূপ কাল সেই কার্য্যের চরম আশ্রয়। কাল নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে না; অকা-লেও কোন কার্য্য সমাধা করে না। এইরূপ স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কোন বিষয়ই অতিক্রম করে না। কালের বন্ধুত্বাদি নাই; কোন অনুরোধও তাহার নিকট গ্রাহ্য নহে। সে পরাক্রম বিবেচনা করে না। মিত্রতা বা জ্ঞাতিসম্বন্ধ তাহার নিকট অতিক্রমের কারণ বলিয়া গণ্য নহে। সে জীবগণেরও বশীভূত নহে। যাঁহারা তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা জানিবেন, সকলই কালবশে সাধিত হয়। সাম দানাদি উপায়ে

অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বানররাজ বালী ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া এক্ষণে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাত্মা নিজপুণ্যের সংযোগে স্বর্গ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া উহা গ্রহণ করিলেন। বানররাজ যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার পরম নিয়তি। অতএব আর পরিতাপ করা বৃথা; এক্ষণে বর্ত্তমান কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ কর।

রামের বাক্যাবসানে শত্রুঘাতী লক্ষ্মণ বিচেতনপ্রায় সুগ্রীবকে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি এক্ষণে বালীকে দাহ করিবার জন্য তারা ও অঙ্গদের সমভিব্যাহারে ইহার সমস্ত প্রেত কার্য্য সম্পাদন কর। বালীকে সংস্কার করিবার জন্য দিব্য চন্দনাদি বহুতর শুষ্ক কাষ্ঠ আনয়ন করিতে আদেশ কর। অঙ্গদের চিত্ত সাতিশয় অভিভূত এবং সে কাতর হইয়াছে; তুমি তাহাকে আশ্বাস দান কর। নিজেও হতবুদ্ধি হইও না। এক্ষণে এই রাজ্য তোমারই অধীন। মাল্য, বিবিধ বস্ত্র, ঘৃত, তৈল, গন্ধদ্রব্য এবং অন্যান্য যে কোন বস্তু বর্ত্তমান কার্য্যে প্রয়োজনীয়, অঙ্গদ সে সমস্তই আনয়ন করুক। তারা! তুমি সত্বর গমন করিয়া শীঘ্র শিবিকা লইয়া আইস। এই সময় ত্বরাই বিশেষ ফলোপধায়ক ও উপযুক্ত। শিবিকাবাহক বানরগণ সজ্জীভূত হউক। সমর্থ বলবান্ বাহকেরাই বালীকে বহন করিবে। পরবীরঘাতী সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া ভ্রাতার নিকটবর্ত্তী হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তারা শিবিকাবিষয়ে উদ্যোগী হইয়া ব্যস্তচিত্তে সত্বর গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং শিবিকা লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। বীর বাহক বানরেরা উহা বহন করিয়া আনিল। ঐ শিবিকা দেখিতে স্যন্দনের সদৃশ; উহার অভ্যন্তরে দিব্য রাজাসন রচিত। চতুর্দ্দিকে পক্ষীর স্বভাব চিত্রিত; এবং উদ্ভিদের প্রকৃতি অঙ্কিত; এবং বিচিত্র পদাতিগণের প্রতিমা লিখিত হইয়াছে। উহার সমুদায় অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট। সিদ্ধগণের বিমানের ন্যায়, উহাতে জালবাতায়ন নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিল্পিগণ উহাকে সুসংশ্লিষ্ট, বিশাল ও সর্ব্বাংশে সুন্দর করিয়া নিম্মাণ করিয়াছিল। উহাতে দারুনির্ম্মিত ক্রীড়াপর্ব্বত রচিত এবং অলঙ্কার দ্বারা উহা সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট আভরণ ও মাল্য সকল উহার শোভা সম্পাদন করিতেছিল। এবং উহা গুহাগহনে আচ্ছন্ন, রক্তচন্দনে ভূষিত; পুষ্পাদি ও তরুণ সূর্য্যসমপ্রভ সমুজ্জ্বল পদ্ম মালা দ্বারা আবৃত ছিল। ঈদৃশী শিবিকা দর্শন করিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, শীঘ্র বালীকে বহন করিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিকার্য্য করা হউক। অনন্তর সুগ্রীব অঙ্গদের সমভিব্যাহারে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বালীকে শিবিকায় আরোহণ করাইলেন। হতজীবন বালীকে শিবিকায় আরোহণ এবং বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভূষণ দ্বারা বিভূষিত করাইয়া, বানরাধিপতি রাজা সুগ্রীব আদেশ করিলেন, নদীতীরে লইয়া, বহুতর বিবিধ রত্ন দান করত আর্য্যের ঔর্দ্ধদেহিক সম্পাদন কর। সর্ব্বাগ্রে বানরগণ; তৎপশ্চাৎ শিবিকা গমন করুক। বানরগণ! পৃথিবীতে রাজাদিগের যাদৃশ অসাধারণ সমৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাদৃশ সমৃদ্ধি সহকারেই রাজার সৎকার করা হউক। অনন্তর উক্ত প্রকারে সত্বর বালীর ঔর্দ্ধদেহিক সম্পাদন জন্য তারা ও অন্যান্য বানরগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সকলে গমন করিতে লাগিল। পরে বালীর ভোগাধীনা বানরী সকল একত্রিত হইয়া প্রিয়ের জন্য বিলাপ করত হা বীর! হা বীর! বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। হতবান্ধবা তারা প্রভৃতি বানরী সকল করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে স্বামীর অনুগামিনী হইল। বনমধ্যে ঐ সকল বানরীর ক্রন্দন শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বন ও গিরি সকল যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর বহুতর বনচারী বানর গিরিনদীর জলবেষ্টিত সুপরিষ্কৃত পুলিনদেশে চিতা প্রস্তুত

করিল। পরে বানরপ্রধানেরা স্কন্ধ হইতে শিবিকা অবরোহণ করাইয়া, শোকে নিমগ্ন হইয়া এক পার্শ্বে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তখন তারা শিবিকাতলশায়ী পতিকে দর্শন করিয়া অঙ্কোপরি তাঁহার মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বানরমহারাজ! হা নাথ! হা মদনুরক্ত! হা মহার্হ! হা মহাবাহো! হা আমার প্রিয়! আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। আমি কাতর হইয়া শোক করিতেছি, তথাপি আমাকে চাহিয়া দেখিতেছ না কেন? হে মানদ! জীবিতাবস্থায় তোমার মুখ যেমন অস্তকালীন সূর্য্যের সমান দৃষ্ট হইত, এক্ষণে মৃতাবস্থাতেও তেমনই প্রফুল্ল লক্ষিত হইতেছে। এই যিনি রণস্থলে একমাত্র বাণ দ্বারা আমাদিগের এই সকলকে বিধবা করিয়াছেন, ইনি সাক্ষাৎ কাল; রাম-রূপ ধারণ করিয়া তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। তোমার এই সকল বানরী পুত্রগমন করিতে জানে না; এক্ষণে ইহারা যে পাদচারে এতদূর পথ আগমন করিয়াছে, তুমি কি তাহা জানিতে পারিয়াছ? হে বানররাজ! তুমি এই চন্দ্রনিভাননা ভার্য্যা-দিগের সকলকেই ভাল বাসিতে। তবে এক্ষণে ইহাদিগকে চাহিয়াও দেখিতেছ না কেন? সুগ্রীবের প্রতিই বা দৃষ্টিপাত করিতেছ না কেন? রাজন্! তোমার তার প্রভৃতি এই সকল মন্ত্রী, এবং এই সমস্ত পুরবাসীজন তোমার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। হে অরিন্দম! তুমি ইহাদিগের সকলকে নগরীগমনে আদেশ কর; তদনন্তর আমরা সকল বানরী মদনে মত্ত হইয়া বনমধ্যে বিহার করিব।

তারা পতিশোকে আক্রান্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, শোকপীড়িতা অন্যান্য বানরী সকল তাঁহাকে উত্তোলন করিল। অনন্তর অঙ্গদ সুগ্রীবের সমভিব্যাহারে শোকে নিমগ্ন-চেতা হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে পিতাকে চিতায় আরোহণ করাইলেন। পরে বিধানানুসারে অগ্নিদান করিয়া ব্যাকুল-

হৃদয়ে দক্ষিণাবর্ত্তে দূরপথপ্রস্থিত পিতাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এইরূপে বালীর বিধিবৎ সংস্কার করিয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার তর্পণ করিবার নিমিত্ত পবিত্রতোয়া নদীতে গমন করিল। তথায় তাহারা সকলে একত্রিত এবং তারা ও সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া অঙ্গদকে অগ্রে লইয়া জলসেক করিল। মহাবল রামও কাতরচিত্ত সুগ্রীবের সমান কাতর ও শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রেত-কার্য্য সম্পাদন করাইলেন।

অনন্তর সুগ্রীবশ্রেষ্ঠ পৌরুষশালী, সর্ব্বসমক্ষে রামের বাণে নিহত, প্রদীপ্তপাবকতুল্যতেজঃসম্পন্ন বালীকে দাহ করিয়া লক্ষ্মণ সহিত রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ষড়্বিংশ সর্গ।

অনন্তর মহামাত্যগণ শোকাগ্নিসন্তপ্ত, আর্দ্রবাসা মহাত্মা সুগ্রীবকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। পরে অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবাহু রামের নিকট গমন করিয়া, মহর্ষিবৃন্দ যেমন ব্রহ্মার সম্মুখে, তেমনি তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর কাঞ্চনপর্ব্বতপ্রতিম বালসূর্য্যসমবদন পবনাত্মজ হনূমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন। হে কাকুৎস্থ! আপনার কৃপায় সুগ্রীব বৃহৎ দংষ্ট্রাশালী সমৃদ্ধ বলবান্ মহাত্মা বানরদিগের উপর কুলক্রমাগত রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে আপনার আজ্ঞা পাইলে শুভ নগরী প্রবেশ করিয়া সর্ব্বসুহৃদ্ সমভিব্যাহারে সমুদায় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। ইনি বিধানানুসারে গন্ধ এবং ওষধিগণ সংযোগে স্নান করিয়াছেন। বানরেরা সকলে মাল্য ও রত্ন নিবেদন করিয়া বিশিষ্টরূপে আপনার পূজা করিবে। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই গিরিদরী মধ্যে প্রবেশ করুন। সুগ্রীবকে অভিষেক করিয়া বানরদিগকে রাজ্য-রত্ন সংযোজিত এবং আনন্দিত করুন।

পরবীরঘাতী বুদ্ধিমান্ বাক্‌পণ্ডিত রাঘব হনুমানের উক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সৌম্য হনুমান্! আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিতেছি; অতএব চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে আমি গ্রাম কি নগরে প্রবেশ করিব না। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সুসমৃদ্ধ দিব্য গুহায় প্রবেশ করুন; এবং তিনি প্রবেশ করিলে পর তাঁহাকে বিধানানুসারে সত্বর অভিষেক করা হউক্। ব্যবহারবিৎ রাম হনুমান্‌কে এই কথা কহিয়া আচারসম্পন্ন ও উদারবলবিক্রমশালী সুগ্রীবকে কহিলেন, এই বীর অঙ্গদকেও যৌবরাজ্যে অভিষেক কর। অঙ্গদ তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র; এবং বিক্রমে তাঁহারই সদৃশ ও উদারচেতা; অতএব যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। সৌম্য! সম্মুখে বর্ষাসম্বন্ধীয় শ্রাবণ মাস উপস্থিত; ইহার পর হইতে চারিমাসের নাম বর্ষার মাস। উদ্যোগের এ সময় নহে। অতএব তুমি শুভনগরী প্রবেশ কর। সৌম্য! আমি লক্ষ্মণের সহিত এই পর্ব্বতে বসতি করিব। এই গিরিগুহা অতি রমণীয়া ও অতি বিস্তীর্ণা। এস্থানে সুখসেব্য মারুত প্রবাহিত হইতেছে। যথেষ্ট জল এবং কমল ও উৎপলও এস্থানে আছে। কার্ত্তিক মাস আগত হইলে তুমি রাবণবধার্থ উদ্‌যোগী হইবে। সৌম্য! এই আমাদিগের কথা রহিল। তুমি নিজভবনে প্রবেশ কর। রাজ্যে অভিষিক্ত হও; বন্ধুবর্গকে আনন্দিত কর।

রামের উক্তপ্রকার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বানররাজ সুগ্রীব বালিপালিতা রম্যা কিষ্কিন্ধানগরীতে প্রবেশ করিলেন। সহস্র সহস্র বানরশ্রেষ্ঠ বানররাজের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া প্রবেশ করিল। অনন্তর অধীনবর্গ বানরগণের ঈশ্বরকে দর্শন করত সকলে ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া ভক্তিভাবে নমস্কার করিল। মহাবলবীর্য্যশালী সুগ্রীব সকলকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক উত্থাপন করিয়া ভ্রাতার মনোরম অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিলে পর আত্মীয়গণ অমরগণ যেমন মহেন্দ্রকে, তেমনি

বিক্রমশালী বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে অভিষেক করিল। তাঁহার অভিষেকার্থ সুবর্ণমণ্ডিত শ্বেতচ্ছত্র, যশস্কর চামরব্যজন যুগল, সর্ব্বরত্ন, সর্ব্ববীজ, সর্ব্বৌষধি, যাবতীয় ক্ষীরীবৃক্ষের জটা, বিবিধ পুষ্প, বিবিধ শুক্লবসন, শ্বেত অনুলেপন, বিবিধ সুগন্ধি স্থলজ ও জলজ পুষ্পের মাল্য, বিবিধ দিব্য গন্ধ, বহুতর গন্ধদ্রব্য, অক্ষত, সুবর্ণ, রৌপ্য, প্রিয়ঙ্গু, মধু, ঘৃত, দধি; ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উৎকৃষ্ট পাদুকা-যুগল, আনয়ন করিল সুন্দরী ষোড়শ কন্যা অনুলেপনদ্রব্য গোরোচনা ও মনঃশিলা লইয়া সানন্দচিত্তে তথায় উপস্থিত হইল। অনন্তর বানরগণ সেই বানরশ্রেষ্ঠের অভিষেকসম্পাদনার্থ যথা-বিধানে বিবিধ রত্ন, বস্ত্র, ও ভক্ষ্য সামগ্রী প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে তুষ্ট করিল। পরে মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ কুশোপরি স্থাপিত সুপ্রজ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রপূত ঘৃত হোম করিল। তদনন্তর রম্য প্রাসাদোপরি স্থাপিত,সুবর্ণনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত, মাল্য দ্বারা উপশোভিত উৎকৃষ্ট আসনে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইয়া চতুর্দ্দিকের নদী, নদ, তীর্থ এবং সমস্ত সমুদ্র হইতে কনককুম্ভ মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক বিমল জল আনয়ন করিয়া মহর্ষিগণবিহিত শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে শুভ ঋষভশৃঙ্গ ও কনক কলশ দ্বারা গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান্, ও জাম্ববান, বসুগণ যেমন বাসবকে, তেমনি নির্ম্মল সুগন্ধি সলিল সেচন করিয়া সুগ্রীবকে অভিষেক করিলেন। সুগ্রীব অভিষিক্ত হইলে পর, শত সহস্র প্রধান মহাত্মা বানর আনন্দিত হইয়া ধ্বনি করিতে লাগিল। বানররাজ সুগ্রীব রামের আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক, অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইলেন। অঙ্গদ অভিষিক্ত হইলে, সস্নেহ মহাত্মা বানরগণ সাধু সাধু বলিয়া সুগ্রীবের প্রশংসা করিল। তথায় উক্তপ্রকার কার্য্য সম্পাদন হওয়াতে, সকলে প্রীত হইয়া মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের বারবার গুণ-স্তব করিতে লাগিল; গিরিগুহার মধ্যস্থা রম্যা কিষ্কিন্ধ্যানগরী

হৃষ্ট পুষ্ট জনতায় পরিপূর্ণা ও পতাকাধ্বজে শোভিতা হইল। তখন বীর্য্যবান্ বানরবাহিনীপতি সুগ্রীব মহাত্মা রামকে মহাভিষেকের সংবাদ দান ও পত্নী রুমাকে প্রাপ্ত হইয়া, দেবরাজের ন্যায় রাজ্যলাভ করিলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ।

সুগ্রীব গুহায় প্রবিষ্ট ও অভিষিক্ত হইলে পর, রাম ভ্রাতার সহিত প্রস্রবণ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ঐ পর্ব্বত শার্দ্দূল ও মৃগগণ কর্তৃক নিনাদিত, ভয়ানক সিংহগণে ব্যাপ্ত, বিবিধ লতা ও গুল্মে আচ্ছাদিত, বহুপাদপে সমাকীর্ণ, ঋক্ষবানর গোপুচ্ছ ও মার্জ্জারগণ কর্তৃক অধিবাসিত এবং নিত্য পবিত্রতাজনক ও স্বাস্থ্যকর। নিষ্পাপ রঘুনন্দন রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত সময় নির্দ্দেশ করিয়া, লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে ঐ পর্ব্বতের বিস্তৃত গুহামধ্যে বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিলেন এবং বিনীত ভ্রাতা, লক্ষ্মী-বর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কালোচিত উৎকৃষ্ট বাক্যে কহিলেন, অরিন্দম সৌমিত্রে! এই গিরিগুহা রমণীয়; এবং ইহাতে সুখসেব্য মারুত প্রবাহিত হইতেছে। এই গুহামধ্যে বর্ষার কয়েক মাস বাস করিব। হে রাজনন্দন! এই গিরিশৃঙ্গ অতি মনোহর, শ্বেত কৃষ্ণ ও তাম্র বর্ণ শিলাসমূহে শোভিত হইয়াছে। নানাপ্রকার ধাতু ইহার সর্ব্বত্র বিস্তৃত। নদীজাত বেণু সকল ইহাকে ব্যাপ্ত এবং বিবিধ বৃক্ষ ও মনোহারিণী লতা ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। নানাপ্রকার বিহঙ্গম ইহাতে শব্দ করিতেছে; এবং ময়ূরের রবে ইহা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। পুষ্পিত মালতী ও কুন্দ বৃক্ষ, এবং সিন্ধুবার, শিরীষ, কদম্ব, অর্জ্জুন ও সর্জ্জপাদপ সকল ইহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। হে রাজনন্দন! ঐ যে মনোরম প্রফুল্ল পদ্ম পরিশোভিতা সরসী, উহা এস্থান হইতে দূর হইবে না। দলিত অঞ্জনরাশির ন্যায় উহা গুহাদ্বারে

বিস্তৃত রহিয়াছে; উহার জল অতি নির্ম্মল এবং শিলার সমান কৃষ্ণবর্ণ। ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, উত্তর দিকে সুন্দর গিরিশৃঙ্গ, ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভ সজল জলধরের ন্যায় উত্থিত হইয়াছে। দক্ষিণ দিকেও চাহিয়া দেখ, নানা ধাতু রঞ্জিত কৈলাসশিখরসদৃশ অপর এক শৃঙ্গ শ্বেতমেঘের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। গুহার সম্মুখভাগে দৃষ্টি কর, ঐ কর্দ্দমশূন্যা প্রাচীনবাহিনী তরঙ্গিণী চিত্রকূটে জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদী চন্দন, তিলক, সাল, তমাল, মাধবী, পদ্মক, সরল, অশোক, বানীর, তিমির, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, নীপ, বেতস ও কৃতমাল বৃক্ষ এবং নানাবিধ জলজ পাদপ দ্বারা উপশোভিত হইয়া, বসন ভূষণ ধারিণী অলঙ্কৃতা কামিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে নানা প্রকারের শত শত পক্ষী শয়ন করিতেছে। পরস্পর অনুরক্ত চক্রবাক্ চক্রবাকী সকল ইহাকে ভূষিত করিতেছে। উহার পুলিনদেশ অতি রমণীয়। হংস ও সারস কুল উহাতে বিহার করিতেছে। এবং নানারত্নে বিভূষিত হইয়া উহা যেন হাস্য করিতেছে। কোথাও রক্তোৎপল, বা নীলোৎপলে আবৃত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। কোথাও অপূর্ব্ব কুসুমকুট্মলে শোভিত হইয়াছে। শত শত জলচর পক্ষী কর্ত্তৃক অধিবাসিতা, ময়ূর ও ক্রৌঞ্চ বৃন্দ কর্ত্তৃক নিনাদিতা ও মুনিগণনিষেবিতা ঐ সুদৃশ্যা নদী বস্তুতই রমণীয়া। ঐ চন্দন ও ককুভবৃক্ষের মনোহারিণী শ্রেণীও দর্শন কর, ঐ সকল যেন আমার বাসনার সহিতই উদিত হইয়াছে। আহা! এই প্রদেশ অতীব রমণীয়। হে শত্রুনিসূদন সৌমিত্রে! আমরা এস্থানে অনুরক্ত চিত্তে বিহার করিতে পারিব, অতএব এই স্থানেই বাস করা যাউক। হে রাজনন্দন! সুগ্রীবের রমণীয়া নগরী বিচিত্র কাননবেষ্টিতা কিষ্কিন্ধ্যাও এস্থান হইতে অধিক দূর হইবে না। হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! শব্দায়মান বানরগণের বাদিত্র শব্দ মৃদঙ্গশব্দের সহিত ঐ শ্রুতিগোচর হইতেছে। নিশ্চয়ই

কপিবর সুগ্রীব হৃত রাজ্য ও মহতী শ্রী প্রাপ্ত হইয়া সুহৃদ্‌গণ সমভিব্যাহারে আনন্দ করিতেছেন।

এই কথা বলিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই প্রস্রবণ গিরির বহুদৃশ্যসম্পন্ন দরীকুঞ্জমধ্যে বসতি করিলেন। কিন্তু তাদৃশ বহু-দ্রব্যসম্পন্ন, নিয়তসুখপ্রদ পর্ব্বতে বসতি করিয়াও, রামের অল্পমাত্র মনস্তুষ্টি হইল না। প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী হৃতা ভার্য্যাকে স্মরণ, বিশেষতঃ শশধরকে উদিত দর্শন করিয়া, রাত্রিকালে শয্যায় শয়িত হইয়া নিদ্রালাভ করিতে পারিলেন না। পত্নীনিমিত্তক শোকে তাঁহার বুদ্ধি লোপ হইল। তিনি নিত্য শোক করিতে লাগিলেন; এবং একমাত্র শোকই অবলম্বন করিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া সমদুঃখী ভ্রাতা লক্ষ্মণ অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! বৃথা ব্যথিত হইবেন না। শোক করা আপনার উচিত হয় না। আপনি জ্ঞাত আছেন, শোককারী ব্যক্তিদিগকে সকল কার্য্যেই অবসন্ন হইতে হয়। রাঘব! সংসারমধ্যে আপনি কার্য্যপরায়ণ, দেবপূজক; আস্তিক, ধর্ম্মশীল ও উদ্‌যোগী। বিশেষতঃ নিরুদ্‌যোগ হইলে আপনি কখনই রণে ক্রূরকর্ম্মা সেই শত্রু রাক্ষসকে সংহার করিতে পারিবেন না। অতএব আপনি শোক সমূলে দূর করুন; উদ্‌যোগ দৃঢ়ীকৃত করুন। তাহা হইলেই আপনি রাক্ষসকে সপরিবারে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন। হে কাকুৎস্থ! রাবণের কথা আর কি বলিব; আপনি এই পৃথিবীকেও সাগর বন ও পর্ব্বতের সহিত পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন। শরৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, বর্ষাকাল এই উপস্থিত হইয়াছে। তখন আপনি রাজ্য ও পরিবারের সহিত রাবণকে বিনাশ করিবেন। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিকে যেমন যথাসময়ে ঘৃতাহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত করে, আমি তেমনি আপনার প্রসুপ্তপ্রায় বীর্য্যকে উত্তেজিত করিতেছি।

লক্ষ্মণের এই হিতজনক শুভবাক্যের প্রশংসা করিয়া রাঘব

ঐ প্রণয়ী মিত্রকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অনুরক্ত, প্রণয়ী, হিতৈষী ও অমিতবিক্রমশালী ব্যক্তির যাহা বলা উচিত, তুমি তাহা বলিয়াছ। অতএব আমি সর্ব্বকার্য্যে অনুদ্যোগমূলক এই শোক পরিত্যাগ এবং আমার অপ্রতিহত তেজকে বিক্রমপ্রকাশার্থ প্রোৎসাহিত করিলাম। তোমার বাক্যানুসারে শরৎকাল প্রতীক্ষা করিব; সুগ্রীবের মন ও নদী সকলের জল যতদিন প্রসন্ন না হয়, ততদিন অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। বীর ব্যক্তি অন্যের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইলে, অবশ্যই তাহার প্রত্যুপকার করিবে। উপকার প্রাপ্ত ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হইলে আমাদিগের ন্যায় সারবান্ ব্যক্তির মন ভঙ্গ করে।

লক্ষ্মণ রামের উক্ত বাক্য যুক্তিসঙ্গত স্থির করত প্রশংসা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, নিজ, মঙ্গলময়ী বুদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক অতি সুন্দরদর্শন রামকে কহিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই বটে। হে নরেন্দ্র! বানর নিঃসন্দেহই অবিলম্বে আপনার বাসনা পূর্ণ করিবে। আপনি শত্রুদমনপক্ষে স্থির-নিশ্চয় হইয়া শরৎকালের অপেক্ষা করত উপস্থিত বর্ষাকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকুন। কোপ সংযমন করিয়া শরৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। চারি মাস স্থির হইয়া থাকুন। এই সিংহনিষেবিত অচলে আমার সমভিব্যাহারে বসতি করুন। কয় মাস অতিবাহন করিলেই আপনি অবশ্যই শত্রু সংহার করিতে পারিবেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

বালীকে বিনাশ ও সুগ্রীবকে অভিষেক করিয়া, মাল্যবান্ পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে বাস করত রাম এক দিন লক্ষ্মণকে কহিলেন, এই সেই কাল উপস্থিত; বর্ষা আগমন করিল। ঐ দেখ, পর্ব্বতপ্রতিম মেঘরাজিতে নভস্তল আবৃত হইয়াছে।

আকাশ সূর্য্যকিরণ দ্বারা সমুদ্র সকলের জল আকর্ষণ করিয়া নব-মাসকাল গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে জীবের জীবনসাধন সেই গর্ভ ত্যাগ করিতেছে। এক্ষণে কুটজ ও অর্জ্জুনবৃক্ষের শ্রেণী সকল মেঘরূপ সোপানপংক্তি দ্বারা আকাশে আরোহণ করিয়া দিবাকরকে অলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছে। সন্ধ্যাকালীন রক্তিমারঞ্জিত তাম্রবর্ণ অথচ পর্ব্বত প্রান্তভাগে শ্বেতবর্ণ বস্ত্রখণ্ড-সদৃশ মেঘখণ্ড দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে যেন আকাশের ব্রণ-বন্ধন করা হইয়াছে। আকাশ যেন কামাতুর হইয়াছে, মন্দ মন্দ মারুতরূপ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে; সন্ধ্যারাগরূপ চন্দনে রঞ্জিত হইয়াছে; এবং শ্বেত মেঘে পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্ম-পরিতাপিতা পৃথিবী নববারিসিক্ত হইয়া শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় বাষ্প ত্যাগ করিতেছেন। মেঘোদরবিনিঃসৃত, কর্পূরদল-শিশু পত্রবৎ সুশীতল, কেতকগন্ধী বায়ু অঞ্জলি দ্বারা পান করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে! এবং এই পর্ব্বতে অর্জ্জুনবৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়াছে, ও কেতকী সকল ইহাকে আমোদিত করিয়াছে। ধারা পতিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বত নিহত-শত্রু সুগ্রীবের ন্যায় রাজ্যে অভিষিক্ত হইতেছে। মেঘরূপ কৃষ্ণা-জিন ও জলধারারূপ যজ্ঞোপবীতধারী পর্ব্বত সকল মারুতপূরিত-গুহামুখ দ্বারা শব্দ করিয়া অধ্যয়নপ্রবৃত্ত বটুগণের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। আকাশের অভ্যন্তরে মেঘের গর্জ্জন হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন আকাশ বিদ্যুৎরূপ' সুবর্ণ কশা দ্বারা আহত হইয়া বেদনা পাইয়াছে। বিদ্যুৎ নীলমেঘ আশ্রয় করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছে; আমি দেখিতেছি যেন তপস্বিনী জানকী রাবণের ক্রোড়ে চঞ্চল হইয়াছেন। দিগন্ত সকল মেঘ দ্বারা যেন লিপ্ত হওয়াতে, গ্রহগণ ও চন্দ্র অন্তর্হিত হইয়াছেন; পূর্ব্ব পশ্চি-মাদিও আর নিশ্চয় করা যায় না; এইরূপ দিগন্তই কামীজনের প্রিয়। লক্ষ্মণ! চাহিয়া দেখ, গিরিসানুর কোন স্থানে কুটজ বৃক্ষ সকল যেন বর্ষাগমে বিমনা হওয়াতে, বাষ্পে সংরুদ্ধ হইয়া

শোকাভিভূত আমার কাম উদ্দীপন করত অবস্থিতি করিতেছে। ধূলি নিবারিত, বায়ু সুশীতল, গ্রীষ্মের দোষ সকল দূরীভূত এবং নরপতিগণের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হইয়াছে; প্রবাসী জন স্বদেশ যাত্রা করিয়াছে। মানসবাসলোলুপ চক্রবাক সকল সংপ্রতি প্রিয়া সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিতেছে। নিরন্তর বর্ষার জলে আহত হওয়াতে, পথে আর কোন যানই গমনাগমন করিতেছে না। মেঘ সকল ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত হওয়াতে আকাশ কোথাও দৃষ্ট, কোথাও বা অদৃষ্ট হইতেছে; আবার কোথাও পর্ব্বতে রুদ্ধ হইয়া প্রশান্ত সাগরের ভাব ধারণ করিয়াছে। নদী সকল সর্জ্জ ও কদম্বের পুষ্পে সর্ব্বত্র মিশ্রিত, পর্ব্বতজাত ধাতু সংযোগে তাম্রবর্ণ জলরাশি ক্ষিপ্রবেগে প্রবাহিত করিতেছে, ময়ূরগণ রব করিতে করিতে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। লোকে ভ্রমরসমবর্ণ রসাল জম্বুফল যথেষ্ট ভক্ষণ করিতেছে। নানাবর্ণ সুপক্ক আম্র ফল বায়ুচালিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতেছে। বিদ্যুৎপতাকাশালী বলাকামালাসমন্বিত শৈলশেখরসদৃশাকৃতি প্রকটনাদ মেঘ সকল যুদ্ধপ্রবৃত্ত মত্ত দ্বিরদগণের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। দেখ দেখ, অপরাহ্ণ সময়ে বনরাজির কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে; বর্ষার জলে নবতৃণ সকল পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; ময়ূরগণ বনমধ্যে নৃত্যোৎসব আরম্ভ করিয়াছে, মেঘ সকল নিঃশেষ বর্ষণ করিয়া বিচরণ করিতেছে। বলাকানুযাত বারি-ধর সকল অতি গুরু জলভার বহন করত গর্জ্জন করিতে করিতে পর্ব্বতগণের অত্যুন্নত নানাশৃঙ্গে বার বার বিশ্রাম করিয়া গমন করিতেছে। মেঘপ্রিয়া, আনন্দিতা বলাকাপংক্তি আকাশের বায়ুচালিতা মনোহারিণী লম্বমানা পুষ্করমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে তরুণ ইন্দ্রগোপীদ্বারা চিত্রিত নবশাদ্বলে আবৃত হইয়া পৃথিবী অলক্তকবিন্দুচিত্রিত শুকসমবর্ণ কম্বল দ্বারা ছাদিতগাত্রী নারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; নিদ্রা অল্পে অল্পে কেশবকে প্রাপ্ত হইতেছে; নদী দ্রুতবেগে সাগরে গমন

করিতেছে; বলাকা হৃষ্ট হইয়া মেঘের নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে; কান্তা অভিলাষিণী হইয়া প্রিয় সমীপে গমন করিতেছে। বনান্তে ময়ূরগণের নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে; কদম্ব বৃক্ষ সকলের শাখায় কদম্বপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে; গাভী ও বৃষগণ পরস্পরের প্রতি অভিলাষী হইয়াছে; পৃথিবী শস্য ও বনে বিভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। নদী, মেঘ, মত্তগজ, বনপ্রান্ত প্রিয়াবিরহিত ময়ূর ও বানর সকল ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হইতেছে, বর্ষণ করিতেছে, শব্দ করিতেছে, শোভা পাইতেছে, উন্মনা হইয়াছে, নৃত্য করিতেছে, ও সুগ্রীবের রাজ্যলাভহেতু সমাশ্বস্ত হইয়াছে। হস্তী সকল কেতকীপুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ করত হৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; এবং নির্ঝরের জলপ্রপাতশব্দে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ময়ূরগণের সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্তভাবে শব্দ করিতেছে। ভ্রমরেরা ধারাপাতে পুনঃ পুনঃ তাড়িত ও কদম্ববৃক্ষের শাখাবলম্বী হইয়া উৎসবোপার্জ্জিত পুষ্পরসাস্বাদন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত মত্তভাব ত্যাগ করিতেছে। জম্বুবৃক্ষ সকলে রাশীকৃত অঙ্গারচূর্ণসঙ্কাশ প্রচুররসপূরিত ফল সকল সুপরিপক্ক হইয়াছে; বোধ হইতেছে, ভ্রমরকুল উপবেশন করিয়া উহাদিগের শাখা সমস্ত নিঃশেষে পান করিয়াছে। বিদ্যুৎরূপ পতাকা দ্বারা উপশোভিত, প্রকট গম্ভীর-মহারবসম্পন্ন, মেঘগণের আকৃতি রণোৎসুক বারণগণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। মদমত্ত হস্তিরাজ শৈলবনানুসরণক্রমে পথে যাইতে যাইতে পশ্চাদ্ভাগে মেঘরব শ্রবণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর রব মনে করত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বনান্ত সকল বিচিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে; কোথাও ষট্‌পদগণের গুঞ্জনে যেন গান করিতেছে; কোথাও নীলকণ্ঠদিগের নৃত্যে যেন নৃত্য করিতেছে; কোথাও বারণগণের মত্ততায় যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কদম্ব, সর্জ্জ, অর্জ্জুন ও চন্দন সমূহে পরিব্যাপ্ত ও মিষ্ট জলে পরিপূর্ণ বনান্তভূমি মত্ত ময়ূরগণের কেকারবে আপূরিত হইয়া, আমার বোধ হইতেছে, যেন,

পানভূমি হইয়াছে। মুক্তাসদৃশপ্রভ সুনির্ম্মল জলবিন্দু সকল পতিত হইয়া পত্রপুটসমূহে সংলগ্ন হইয়াছে; বিবর্ণপক্ষ প্রভৃতি বিহঙ্গম তৃষিত হইয়া ইন্দ্রপ্রদত্ত ঐ জল পান করিতেছে। বন মধ্যে যেন সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে; ষট্পদরূপ বীণা মধুর শব্দ করিতেছে; ভেকগণ মুখশব্দে তাল দিতেছে, এবং মেঘ সকল রব করিয়া মৃদঙ্গধ্বনি উত্থাপিত করিয়াছে। লম্বপুচ্ছা-ভরণভূষিত ময়ূরগণ কোথাও নৃত্য, কোথাও উচ্চৈঃরব, কোথাও বা বৃক্ষাগ্রে দেহ সংলগ্ন করিয়া বনমধ্যে যেন গীতিনাট্য আরম্ভ করিয়াছে। বিবিধরূপ, বিবিধাকৃতি, বিবিধবর্ণ, বিবিধস্বর ভেকগণ মেঘশব্দে জাগরিত হইয়া; দীর্ঘকালসেবিত নিদ্রা পরি-ত্যাগ করত নববারিধারানিকরে আহত হইয়া শব্দ করিতেছে। নদী সকল চক্রবাকদিগকে বহন ও শীর্ণ তট সকল পরিপূরণ করিয়া দর্পিত হইয়া নূতনভাবে পূর্ণভোগের জন্য পূর্ব্বোদ্দিষ্ট নিজ ভর্ত্তার সমীপে গমন করিতেছে। নববারিপূর্ণ নীল মেঘ সকল অপর নীল মেঘের সহিত সংলগ্ন হইয়া, দাবাগ্নিদাহসময়ে দাবা-গ্নিতে দগ্ধ হইয়া মূলভাগে শৈলান্তরের গাত্রে সংলগ্ন শৈল সকলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বনপ্রান্ত সকলে ময়ূরগণ মত্ত হইয়া শব্দ করিতেছে। নব নব তৃণ সমস্ত ইন্দ্রগোপে আচ্ছন্ন হইয়াছে; এবং নীপ ও অর্জ্জুন বৃক্ষ সকল, সমুদায় আমোদিত করিয়া তুলি-য়াছে; মাতঙ্গগণ এতাদৃশ মনোরম বনান্ত মধ্যে বিচরণ করিতেছে। ভ্রমরগণ নববারিধারায় আহতকেশর পঙ্কজ সকল আলিঙ্গন করত নিশ্চয়ই প্রফুল্ল হইয়া জাতকেশর কদম্ব-পুষ্পের মধুপান করিতেছে। বনমধ্যে গজরাজ সকল মত্ত, পুঙ্গব সকল আনন্দিত, সিংহ সকল অধিকতর বিক্রান্ত এবং পর্ব্বত সকল মনোরম হইয়াছে। নরপতিগণ যুদ্ধবিহারাদি পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। দেবরাজ মেঘ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। মেঘ সকল প্রভূত জলভার বহন করত সাগরের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে নভস্তলে আরোহণ করিয়া নদী, তড়াগ, সরো-

বর, বাপী ও পৃথিবী সমস্ত জলপ্রবাহে পূর্ণ করিয়াছে। বিপুল ধারা সকল মহাবেগে পতিত হইতেছে, বায়ু বেগবান্ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং নদী সকল কূল হারাইয়া লোকের গমনাগমন পথ রোধ করিয়া শীঘ্র বেগে জল বহন করিতেছে। রাজাগণকর্তৃক রাজেন্দ্রগণের ন্যায়, পর্ব্বত সকল পবন কর্তৃক আনীত ইন্দ্রদত্ত মেঘরূপ জলকুম্ভ দ্বারা যেন অভিষিক্ত হইয়া নিজরূপ ও শ্রী প্রদর্শন করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হওয়াতে তারা, সূর্য্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। পৃথিবী প্রভূত নবজল প্রাপ্ত হইয়া নিতান্তই তৃপ্ত হইয়াছে। অন্ধকারে লিপ্ত হওয়াতে দিক্ সকলের আর প্রকাশ নাই। পর্ব্বতগণের প্রকাণ্ড শিখর সকল বৃষ্টিধারায় ধৌত হইয়া লম্বমান মুক্তাগুচ্ছের ন্যায় অতি স্থূল বিপুল নির্ঝর ধারণ করিতেছে। প্রধান প্রধান পর্ব্বত সকলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রপাত সমস্ত উপল খণ্ডে স্খলিতবেগ হইয়া ময়ূরনাদিত গুহা সকলে বিকীর্ণ হারলতার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। অতিবেগশালী বিপুল প্রপাত সকল পর্ব্বতগণের শৃঙ্গতল ধৌত করিয়া শীঘ্রবেগে মুক্তাগুচ্ছের ন্যায় পতিত হইতেছে, বিস্তৃত গুহা সকল ঐ সমস্ত প্রপাত উৎসঙ্গতলে ধারণ করিতেছে। অনুপম ধারানিকর চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্রই পতিত হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন, স্বর্গস্ত্রীদিগের মুক্তাহার সকল সুরতসংঘর্ষে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভ্রষ্ট হইতেছে। বিহঙ্গমকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃষ্ট, পঙ্কজ সকল মুদ্রিত, এবং মালতী বিকসিত হইলেই জানা যাইতেছে যে, সূর্য্য অস্তগমন করিলেন। রাজাদিগের যুদ্ধযাত্রা নিবৃত্তি পাইয়াছে; প্রেরিত সেনা পথিমধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে, শত্রু এবং পথ বর্ষায় উভয়ে সমভাবেই নিরুদ্ধ হইয়াছে। ভাদ্রমাসে বেদাধ্যয়নেচ্ছু সামগ ব্রাহ্মণদিগের অধ্যয়ন কাল এই উপস্থিত হইয়াছে। কোশলাধিপতি ভরত এতদিনে যজ্ঞাবর্ত্তনের আচ্ছাদন কার্য্য সম্পাদন ও জীবিকাসঞ্চয় করিয়া এই আষাঢ় মাসের মধ্যাহ্নে কোন

কোন যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়াছেন। সমগ্র-পরিপূর্ণ হইয়া সরোবর সকলের অত্যুচ্চ কল কল শব্দ বর্দ্ধিত হইয়াছে; বোধ হইতেছে যেন আমাকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত দর্শন করিয়া অযোধ্যার কোলাহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুগ্রীব এক্ষণে শত্রুক্ষয় করত রাজ্যে অভিষিক্ত ও স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হইয়া পরিপূর্ণ-গুণশালিনী বর্ষার সুখ উপভোগ করিতেছে। আমি কিন্তু, লক্ষ্মণ! পত্নী হারাইয়া, ও সমৃদ্ধ রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আর্দ্র-ভাবাপন্ন নদীকূলের ন্যায় অবসন্ন হইতেছি। আমার শোক বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; বর্ষাতে যুদ্ধযাত্রা করাও দুঃসাধ্য; রাবণও অতি বলবান্ শত্রু; অতএব আমি দেখিতেছি, আমার দুঃখের পার নাই। যাত্রার এ সময় নহে; পথ সকলও নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, সুগ্রীবও কার্য্যসাধনার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, এই সকল দর্শন করিয়া আমি কোন কথাই বলি নাই। আর, বানর কষ্ট পাইয়া বহুদিনের পর পত্নীর সাহচর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে, এইজন্যই নিজকার্য্য বলবৎ হইলেও, আমি তাহাকে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি নাই। বিশ্রামের পর সুগ্রীব যখন দেখিবে যে, উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইয়াছে, তখন অবশ্যই সে উপকার স্মরণ করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। হে শুভলক্ষণ! এইজন্যই আমি কাল প্রতীক্ষা করিয়া আছি, আশা করিতেছি, কত দিনে সুগ্রীবের চিত্ত ও নদীর জল প্রসন্ন হইবে। বীর ব্যক্তি উপকার প্রাপ্ত হইলে, অবশ্যই প্রত্যুপকার করিয়া থাকে। উপকৃত ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হইলে, আমাদিগের ন্যায় সাত্ত্ব-বান্ ব্যক্তিদিগের মনোভঙ্গ করে। লক্ষ্মণ উক্ত বাক্য শ্রবণ ও আলোচনা করত যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিজ-মঙ্গলময়ী বুদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরতিশয় সুন্দরমূর্ত্তি রামকে কহিলেন, হে নরেন্দ্র! বানররাজ অবিলম্বেই আপনার যাবতীয় অভি-লাষ সম্পাদন করিবে। আপনি শত্রুদলনার্থ উদ্‌যোগী হইয়া শরৎ অপেক্ষা করত উপস্থিত বর্ষা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকুন।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

সুগ্রীবের যাবতীয় বিষয় ভোগই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ধর্ম্মার্থ-জ্ঞান তাঁহার অতি অল্পই ছিল। তিনি অসৎ ব্যক্তির আচরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। একমাত্র কামেই চিত্ত নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন কর্ত্তব্য কার্য্যই করিতেন না। তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল। সর্ব্বদা কামিনীতেই অভিরত ছিলেন। মনোগত বাঞ্ছামত যাবতীয় বস্তু এবং নিজ সহধর্ম্মিণী বাঞ্ছিতরূপা ও অভিলষিতা তারাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চরিতার্থ ও নিরুদ্বিগ্ন হইয়া দিবারাত্র বিহারেই প্রবৃত্ত ছিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সহিত দেবরাজের ন্যায় ক্রীড়া করিতে-ছিলেন। রাজকার্য্য সমস্ত মন্ত্রিদিগের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন। মন্ত্রিদিগের কার্য্য দর্শনও করিতেন না। রাজ্য বিষয়ে তাঁহার আশঙ্কা দূর হইয়াছিল। সুতরাং কামভোগেই রত ছিলেন।

এদিকে আকাশ নির্ম্মল ও রম্য জ্যোৎস্নায় লিপ্ত এবং সারস-নাদে আকুল হইয়া উঠিল। বিদ্যুৎ ও মেঘ তিরোহিত হইল। দেখিয়া সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বিষয়ে নিশ্চিতবুদ্ধি, যাবতীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কার্য্যের অর্থজ্ঞ, কালোচিত ধর্ম্মের বিশেষবেত্তা, বাক্যবিৎ পবন-নন্দন হনুমান নিকটে গমন করিয়া বিবিধ যুক্তিযুক্ত মনোরম বাক্যে বাক্যতত্ত্বজ্ঞ সুগ্রীবের আনুকূল্য উত্তেজন করত, প্রণয়ী ও প্রীতিমান্ এবং বাক্যে বিশ্বাসকারী সেই বানররাজকে সাম ধর্ম্ম-অর্থ-ও-নীতিযুক্ত মঙ্গলকর হিত বাক্যে কহিলেন, আপনি রাজ্য ও কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। আপনার কুলক্রমাগত রাজলক্ষ্মীও বিশেষতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে মিত্র সংগ্রহ করা কেবল কর্ত্তব্যের মধ্যে অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব আপনার ঐ কার্য্য করা উচিত হইতেছে। যে ব্যক্তি প্রত্যুপকারকাল অবগত হইয়া মিত্রগণের প্রতি ন্যায়ানুগত আচরণ করেন, তাঁহারই

রাজ্য, কীর্ত্তি ও প্রতাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাজন্! যাঁহার কোষ, সেনা ও মিত্রগণ সমস্তই স্বপক্ষে থাকে, তিনিই সমুদ্র রাজ্য উপভোগ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি সদ্বৃত্তিশালী ও নিরপায়মার্গানুবর্ত্তী হইয়া, মিত্রের নিকট যে কার্য্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা যথাবৎ সম্পাদন করুন। যে ব্যক্তি অন্যান্য সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎসাহসম্পন্ন হইয়া, সত্বর মিত্রকার্য্যসম্পাদনের জন্য যত্নবান না হয়, সে বিপদ্ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাল অতিক্রম করিয়া মিত্রের কার্য্যসাধনে তৎপর হয়, সে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিলেও, তাহার মিত্রের কার্য্য করা হয় না। হে অরিন্দম! যদি আপনার কাল অতীত করিয়া মিত্রকার্য্য করা অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে এখনই রামের সীতার অন্বেষণ করুন; রাম ব্যগ্র হইয়াছেন, সত্য; তিনি কালজ্ঞও বটেন, কিন্তু বিশেষ বিজ্ঞ বলিয়া আপনারই বশবর্ত্তী হইয়া আছেন; আপনাকে জানাইতেছেন না যে, কাল অতীত হয়। রাম আপনার মহৎ বংশের বৃদ্ধির হেতু, এবং চিরকালের জন্য আপনার বন্ধু; লক্ষ্মণও আপনার সেইরূপ বন্ধু। আর, রাম নিজেও অসাধারণ গুণবান্, তাঁহার প্রভাবের ইয়ত্তা করাও দুঃসাধ্য। অতএব আপনি তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করুন। পূর্ব্বে তিনি আপনার কার্য্য করিয়াছেন। হে হরীশ্বর! প্রধান প্রধান বানরদিগের প্রতি আদেশ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনি আমার কার্য্য করুন, রাম আপনাকে এই কথা বলিবার পূর্ব্বে যদি আপনি কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আপনার কালাতিক্রম জন্য দোষ হইবে না, প্রেরিত হইয়া যদি আপনি কার্য্য করেন, তাহা হইলেই কালাতিক্রম করা হইবে। হে হরীশ্বর! যে ব্যক্তি কোন উপকার করে নাই, আপনি তাহারও উপকার করিয়া থাকেন; অতএব, ধন এবং রাজ্যও দান করিয়া আপনি যে উপকারকের প্রত্যুপকার করিবেন, ইহা আর আশ্চ

নাকে বলিতে হইবে না। আপনি শক্তিশালী, বিক্রান্ত এবং বানর ও ঋক্ষগণের অধীশ্বর; অতএব স্বয়ংই উদ্‌যোগী হইয়া রামের কার্য্যসাধন করুন; তাঁহার আদেশ অপেক্ষা করিয়া বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি। দশরথনন্দন শরনিকর দ্বারা যাবতীয় দেবতা, অসুর এবং মহোরগদিগকেও স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন; কেবল আপনার প্রতিজ্ঞা অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন মাত্র। তিনি বালিবধ জন্য পাপের ভয় না করিয়া মহৎ প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছেন। অতএব মর্ত্তেই থাকুন, আর স্বর্গেই থাকুন, তাঁহার জানকীর অন্বেষণ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাক্ষসের কথা দূরে থাকুক্, দেব, কি দানব, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি মরুদ্‌গণ, কি যক্ষ; কেহই যুদ্ধে রামের ভয়োৎপাদন করিতে সমর্থ নহে। অতএব হে বানররাজ! এতাদৃশ শক্তিশালী, বিশেষতঃ অগ্রে উপকারী রামের প্রিয়কার্য্য কায়মনোবাক্যে সাধন করা আপনার উচিত কার্য্য। হে কপীশ্বর! আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, আমাদিগের মধ্যে যে কেহ বিলম্ব করিবে, তাহার পাতালে, কি পৃথিবীতে, কি সাগরমধ্যে, কি আকাশে, কোথাও রক্ষা নাই। অতএব আজ্ঞা করুন, কে কোন্ স্থানে থাকিয়া কি কার্য্য করিবে। হে অনঘ! কোটি হইতেও অধিকসংখ্যক দুর্দ্ধর্ষ বানর আপনার অধীনে রহিয়াছে।

হনুমানের ঐ যথোক্ত সময়ে যথোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মনস্বী সুগ্রীব কার্য্যসাধন বিষয়ে মন করিলেন। মহাবুদ্ধি বানররাজ সতত উদ্যোগশীল নীল বানরকে সর্ব্বদিক্ হইতে সর্ব্বসৈন্য সংগ্রহার্থ আদেশ করিলেন। কহিলেন, আমার সমস্ত সেনা ও যাবতীয় যূথপতি যাহাতে সেনাপতিগণের সহিত সত্বর এই স্থানে আগমন করে, তুমি তাহা কর। আমার যে সকল উদ্‌যোগশীল শীঘ্রগামী বানর দিগন্তে সেনাপতিপদে নিযুক্ত আছে, আমার আদেশে তাহারা সত্বর হইয়া অবিলম্বে

আগমন করিবে। তদনন্তর কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্ত স্বয়ং পর্য্য-বেক্ষণ করিবে। যে কেহ পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত না হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, তদ্বিষয়ে কোন বিবেচনাই করা যাইবে না। আমার এই আজ্ঞা নিশ্চিত, তুমি বৃদ্ধ বানরদিগকে এই আজ্ঞা জ্ঞাপন করিবার জন্য অঙ্গদকে লইয়া গমন কর।

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, বীর্য্যবান্ বানররাজ ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

সুগ্রীব গৃহে প্রবেশ করিলে এবং আকাশ মেঘশূন্য হইলে, রাম বর্ষারাত্রে অবস্থান পূর্ব্বক কামশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া, অবলোকন করিলেন, গগনমণ্ডল পাণ্ডুরবর্ণ, চন্দ্রমণ্ডল নির্ম্মল, ও শারদীয় রজনী জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। এদিকে আবার সুগ্রীব কামবৃত্তির বশীভূত, জনকদুহিতা সীতা নিরুদ্দেশ এবং তাঁহার উদ্ধারার্থ সৈনিকগণের উদ্যোগসময়ও অতীত হইয়াছে। এই সকল দর্শন ও চিন্তা করিয়া তিনি নিরতিশয় ব্যাকুলভাবাপন্ন ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্ত-কাল পরে সংজ্ঞা লাভ হইলে, মতিমান্ রাম সর্ব্বদাই হৃদয়মধ্যে সন্নিহিত জানকীকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিদ্যুৎ ও বলাহকশূন্য, সারসকুলসন্নাদিত, সুবিমল গগনমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া, তিনি ব্যাকুলবচনে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। হেমধাতুবিমণ্ডিত পর্ব্বতশিখরে সমাসীন হইয়া, শারদীয় বিচিত্র গগনবিভাগ দর্শন করিতে করিতে, প্রণয়িনী জনকনন্দিনী তদীয় হৃদয়ক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, সারসনাদসদৃশ-কলস্বরশালিনী যে বালা জানকী সারসগণের কলরব শ্রবণ করিয়া,

আশ্রমে সাতিশয় আহ্লাদিত হইতেন, আজি তিনি কিরূপে চিত্তবিনোদ অনুভব করিতেছেন! যিনি পূর্ব্বে কাঞ্চন পুষ্পের ন্যায়, নির্ম্মল কুসুমিত আসন বৃক্ষসকল দর্শন করিয়া, প্রীতি অনুভব করিতেন, তিনি এখন সেই সকলকে ও আমাকে না দেখিয়া, কিরূপে চিত্তবিনোদ সম্ভোগ করিতেছেন? যে কলভাষিণী পূর্ব্বে কলহংসগণের কোলাহলে জাগরিত হইতেন, সেই চারুসর্ব্বাঙ্গী জনকনন্দিনী এখন কিরূপে চিত্তবিনোদ অনুভব করিতেছেন। আহা, সেই পুণ্ডরীকবিশালাক্ষীজানকী সহচারী চক্রবাকগণের নিস্বন শ্রবণ করিয়া, কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন! সেই সীতাবিনা সরিৎ, সরোবর, বাপী, বন, ও উপবন, সকল বিচরণ করিয়া, অদ্য আমার সুখলাভ হইতেছে না। তিনি একে সুকুমারী, তাহাতে আবার আমার সহিত বিরহ হইয়াছে। কাম শরদ্‌গুণসহায়ে নিরতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহাকে অতিমাত্র পীড়ন করিবে। তৃষিত চাতক যেরূপ ইন্দ্রের নিকট জল প্রার্থনা করিয়া, বিলাপ করে, নৃপনন্দন নরশ্রেষ্ঠ রামও তেমনি এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ ফলপ্রার্থনায় রমণীয় গিরিসানুসমূহে বিচরণ পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, অবলোকন করিলেন, রাম দুঃসহ চিন্তায় আক্রান্ত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, একাকী বিজনে আসীন রহিয়াছেন। মনস্বী লক্ষ্মণ ভ্রাতাকে বিষণ্ণ ও ব্যাকুলভাবাপন্ন দর্শন করিয়া, অতিমাত্র আকুল হইয়া, অস্তেব্যস্তে বলিতে লাগিলেন, আর্য্য! কামের বশীভূত হইলে, কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না এবং কামের বশ হইয়া, আত্মপৌরুষপরাভব করিলেও, ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই। আর, আপনি শোক করিয়া, কিজন্য সমাধির ক্ষয় করিতেছেন? সমাধি দ্বারা কি সমুদায় দুঃখের নিবৃত্তি হয় না? অতএব তাত! আপনি সমাধিযোগের অনুসারে শৌচমানাদি কার্য্য সদাচারের অনুষ্ঠান ও চিত্তপ্রসাদের অবলম্বন এবং মনঃক্ষোভ দূর করিয়া, পৌরুষবুদ্ধির কারণস্বরূপ

সহায়সামর্থ্যরূপ স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি বিধান করুন। অয়ি মানব-বংশনাথ! অয়ি বীরবরপূজনীয়! আপনি যাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, সেই সীতাকে গ্রহণ করা অন্যের সুসাধ্য নহে। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা স্পর্শ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি দগ্ধ না হয়?

অবিচলিতস্বভাব সুলক্ষণাক্রান্ত লক্ষ্মণ এইপ্রকার তত্ত্বার্থ-বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যে কথা বলিলে, তাহা সকলকালেই সুখজনক, রাজনীতিসঙ্গত, এবং সাম ও ধর্ম্মার্থসম্পন্ন। অতএব নিঃসন্দেহই তোমার কথিতমত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এবং কর্ম্মযোগেরও অনুবর্ত্তী হওয়া বিধেয়। হে কুমার! কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ ত্যাগ করিয়া, প্রকৃষ্টরূপে সমৃদ্ধিলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু দুরাসদবীর্য্যবিশিষ্ট কর্ম্মের ফলও চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর রাম পুনরায় পদ্মপলাশাক্ষী মৈথিলীর ধ্যানে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া, ম্লান মুখে লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই! সহস্রাক্ষ ইন্দ্র বারিবর্ষণ দ্বারা বসুন্ধরার তৃপ্তিসাধন ও শস্য সকল সমুদ্ভাবন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। শৈল ও দ্রুম-সকলের পুরোগামী, দীর্ঘ ও গম্ভীরনির্ঘোষবিশিষ্ট এবং নীলোৎ-পলদলের ন্যায় শ্যামলবর্ণ পয়োধর সকলও সলিল বিসর্জ্জন ও দশ দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া, মদহীন মাতঙ্গযূথের ন্যায় নিবৃত্ত হইয়াছে। সৌম্য! কুটজার্জ্জুনগন্ধবাহী, সলিলগর্ভ, প্রবলবেগ বর্ষাবায়ুও সমুদ্যমসহকারে ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইয়া বিরত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! মেঘ, ময়ূর, মাতঙ্গ ও প্রস্রবণ সক-লের শব্দও সহসা শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। সুনিবিড় জলদপটলের পুনঃ পুনঃ বর্ষণে বিচিত্রসানুবিশিষ্ট ভূধর সকল নির্ম্মল হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা আবার চন্দ্রকরনিকরে যেন অনুলিপ্ত হইয়া, প্রতিভাত হইতেছে।

সংপ্রতি শরৎকাল সপ্তচ্ছদবৃক্ষগণের শাখাসমূহ, চন্দ্র সূর্য্য ও তারকাস্তবকের প্রভারাজি এবং মদমত্ত মাতঙ্গগণের বিলাসগতি

এই সকলে স্বীয় শোভাবিভাগপূর্ব্বক প্রদান করিয়া, প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। নানাজাতীয় পদার্থসকলের আশ্রয়প্রযুক্তবিচিত্রশোভা-শালিনী বিবিধগুণভূষিতা শরৎলক্ষ্মী দিবাকরের সুবিস্তত কিরণ-নিকরের সান্নিধ্যবশতঃ সমধিক বিকসিত পদ্মাকরসমূহে নিরতিশয় প্রতিভা বিস্তার করিতেছে। সপ্তচ্ছদ-কুসুমগন্ধ প্রাদুর্ভূত, ষট্পদবৃন্দের প্রতিধ্বনি সমুত্থিত, বায়ু ইতস্ততঃ প্রবাহিত, জলরাশি শুষ্ক এবং মদমত্ত মাতঙ্গগণ দর্পান্বিত হওয়াতে, শরৎকালের সাতিশয় শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। হংস সকল মানস সরোবর হইতে অভ্যাগত, সুন্দর ও সুবিস্তৃত পক্ষবিশিষ্ট, পদ্মপরাগপরিব্যাপ্ত, স্বভাবতঃ স্মরপ্রিয় ও মহানদীসমূহের পুলিনদেশে সমুপাগত চক্রবাকগণের সহিত একত্রে ক্রীড়া করিতেছে। মদমত্ত মাতঙ্গযূথ, দর্পান্বিত গোসমূহ ও সুনির্ম্মল-সলিলশালিনী সরিৎকদম্ব, এই সকলে নানাপ্রকারে বিভক্ত হইয়া, শারদলক্ষ্মী সমধিক সুষমা বিস্তার করিতেছে। গগনমণ্ডল মেঘমালাশূন্য হইয়াছে, অবলোকন করিয়া, ময়ূরগণ বর্হরূপ আভরণ ত্যাগ করিয়াছে, আর তাহাদের প্রিয়ার প্রতি সে অনুরাগ নাই, এবং আর তাহাদের সে শোভা ও সে উৎসব নাই। তাহারা এখন ধ্যানপরায়ণ হইয়া, অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে। পুষ্পের ভারাতিশয্যে শেখর সকল অবনত হওয়াতে, সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, মনোজ্ঞগন্ধবিশিষ্ট, নয়নাভিরাম অসনবৃক্ষগণে বনান্তর সকল যেন উদ্দ্যোতিত হইয়া উঠিয়াছে। সপ্তচ্ছদকুসুমগন্ধের আঘ্রাণপ্রবৃত্ত, বনপ্রিয়, পদ্মিনীপ্রিয় ও প্রিয়া-সমভিব্যাহারী গজরাজগণ মদভরে নিতান্ত উদ্ধত ও তজ্জন্য কামভোগে সমুৎসুক হওয়াতে, তাহাদের গতি অধুনা মন্দভাবাপন্ন হইয়াছে। জলদপটল তিরোহিত হওয়াতে, আকাশমণ্ডল সুপ্রকাশিত ও শস্ত্রের ন্যায় নির্ম্মল বর্ণে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে; নদীসলিলে আর সে প্রবাহের বেগ নাই; সমীরণ কহ্লারসংসর্গে সাতিশয় শীতল হইয়া, প্রবাহিত হই-

ভেছে এবং অন্ধকার নিরস্ত হওয়াতে, দিক্‌সকল প্রকাশমান হইয়াছে। সূর্য্যাতপের সম্পর্কবশতঃ ভূমির পঙ্ক বিনষ্ট এবং তজ্জন্য বহুকালের পর গাঢ়তর ধূলি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পরস্পর শত্রুতায় প্রবৃত্ত ভূপতিদিগের উদ্‌যোগ সময়ও সংপ্রতি সমুপস্থিত হইয়াছে। শরদ্‌গুণের সহায়তায় বৃষগণের রূপ ও শোভা সাতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। সংপ্রতি তাহারা নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট ও মদভরে সমুদ্ধত, এবং ধূলিসংযুক্ত ও যুদ্ধলুব্ধ হইয়া গোগণের মধ্যে গমন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছে। মন্মথের আবির্ভাব ও অনুরাগের অতিমাত্র আতিশয্য হওয়াতে, প্রশস্তবংশসম্ভূত মন্দগতি হস্তিনী অরণ্যমধ্যে গমনোন্মুখ মদগর্ব্বিত স্বামীকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাহার অনুগামিনী হইয়াছে। নদীতীরসমাগত ময়ূরগণ আত্মার ভূষণ স্বরূপ উৎকৃষ্ট বর্হভার বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যেন সারসগণের অনুযোগনিবন্ধন ব্যাকুল ও বিমনা হইয়া, প্রস্থান করিতেছে। মদবেগপ্রযুক্ত মাতঙ্গগণের গণ্ডস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহারা গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক কারণ্ডব ও চক্রবাকদিগকে বিত্রাসিত করিয়া, প্রফুল্লপঙ্কজভূষিত জলাশয় সকল বারংবার বিক্ষোভিত করত জলপান করিতেছে। হংসগণ হৃষ্ট হইয়া পংকহীন, বালুকাময়, নির্ম্মলসলিলবিশিষ্ট, সারসরবপ্রতিধ্বনিত ও গোকুলপরিব্যাপ্ত নদীসকলে নিপতিত হইতেছে। নদী, মেঘ ও প্রস্রবণোদক, অতি প্রবল হিমবায়ু ও ময়ূরগণ, এবং উৎসবহীন ভেকসমূহ, সকলেরই শব্দ সংপ্রতি একবারেই বিনষ্ট হইয়াছে। নবোদিত জলদপটলের আবির্ভাবে দেহযাত্রা বিনষ্ট হওয়াতে, ঘোরবিষ আশীবিষ সকল মৃতপ্রায় হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা ক্ষুধায় অভিভূত হইয়া, বহুকালের পর স্ব স্ব গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইতেছে। আহা, নিরতিশয় শোভমান শশধরকিরণের সংস্পর্শে হর্ষাবির্ভাবপ্রযুক্ত তারকাস্তবক ঈষৎ প্রকাশিত হওয়াতে, সন্ধ্যা রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া, স্বয়ং আকাশ পরিত্যাগ করিতেছে। চন্দ্রোদয়রূপ সুন্দর বদন এবং তারকাস্তবকরূপ

বিকসিত সুচারু লোচন শালিনী কৌমুদীমালিনী রজনী, শুক্লবর্ণ-বস্ত্রমণ্ডিতাঙ্গী রমণীর ন্যায়, শোভা ধারণ করিয়াছে। সুরুচির সারসপংক্তি সুপক্ক শালীশস্য ভক্ষণ পূর্ব্বক সাতিশয় প্রফুল্ল ও বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া, সত্বর গমনে একত্রে গ্রথিত মালার ন্যায়, গগনমণ্ডলে আরোহণ করিতেছে। একমাত্র হংস প্রসুপ্ত ও কুমুদ সকল ইতস্ততঃ প্রস্ফুটিত হওয়াতে, নিশাগমে পূর্ণচন্দ্র ও তারাগণে অলংকৃত মেঘনির্ম্মুক্ত অন্তরীক্ষের ন্যায়, মহাহ্রদসলিলের শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শরৎসমাগমে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হংসরূপ আকুল মেখলা এবং বিকসিত উৎপলরূপ মাল্যদাম শালিনী উৎকৃষ্ট বাপী সকল, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা বরাঙ্গনাগণের ন্যায়, সমধিক সুষমা বিস্তার করিয়াছে। প্রত্যূষসময়ে কীচক ও ঘোরুষগণের শব্দ সমীরণসম্পর্কে সমুদ্ভূত ও বেণুবাদ্যনিনাদে সংমিলিত হইয়া, দিগ্‌বিদিক্‌পরিপূরণ-পুরঃসর পরস্পরকে যেন সংবর্দ্ধিত করিতেছে। ধৌত নির্ম্মল-ক্ষৌমবস্ত্রসদৃশ, বিকসিতকুসুমবিশিষ্ট। অভিনব কাশপরম্পরা মৃদুমারুতহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া, নদীপুলিনের সুষমা সমুদ্ভাবিত করিয়াছে। মধুপানমত্ত, প্রগল্ভস্বভাব, প্রিয়াসমভিব্যাহারী ষট্‌পদকদম্ব পদ্ম ও অসনবৃক্ষের পরাগরাগে পীতবর্ণ ও সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, অরণ্যমধ্যে মদভরে বায়ুর অনুগমন করিতেছে। সুনির্ম্মল সলিল, বিকসিত কুসুম ও ক্রৌঞ্চনিনাদ-সমলংকৃত সুপক্ক শালিকানন, মৃদুমন্দ সমীরণ, এবং নির্ম্মল শশাঙ্ক এই সকলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, বর্ষাকাল অতীত হইয়াছে। প্রভাতসময়ে কান্তোপভুক্তা অলসগামিনী রমণীগণের ন্যায়, সংপ্রতি নদীবধূ সকল মন্দ গমনে ধাবমান হইতেছে। মীনগণ মেখলারূপে উহাদের কলেবর অলংকৃত করিয়াছে। গোরোচনা, পত্ররচনা ও দুকূলের ন্যায় চক্রবাক, শৈবাল ও কাশপরম্পরায় পরিবৃত হওয়াতে, বধূমুখের ন্যায়, নদীমুখের শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

কানন সকল বিকসিতবর্ণ ও অসনবৃক্ষের সান্নিধ্যে অতীব বিচিত্র ভাবে অলংকৃত এবং নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট রোলম্বগণের কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ প্রচণ্ড ধনুর্দ্ধর কাম শরাসনবিস্ফারণপূর্ব্বক বিরহিণীগণে দণ্ডপ্রয়োগ করত আরও প্রচণ্ড হইয়া, উল্লিখিত কাননসমূহে বিচরণ করিতেছে। পয়োধর সকল সংপ্রতি সুবৃষ্টিসহায়ে সকলকে সন্তুষ্ট, সরিৎ ও তড়াগসমূহ সংবর্দ্ধিত, এবং পৃথিবী শস্যসম্পন্ন করিয়া, গগনমণ্ডল পরিহার পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়াছে। নবসঙ্গমে সাতিশয় লজ্জান্বিতা নববধূ যেমন অল্পে অল্পে জঘনদেশ প্রদর্শন করে, শরৎসমাগমে নদীসকলও সেইরূপ শনৈঃ শনৈঃ পুলিনদেশ প্রদর্শন করিতেছে। সৌম্য! সুনির্ম্মল সলিল, কুররগণের নিনাদ এবং চক্রবাকসমূহ, এই সকলে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, জলাশয় সকলের সাতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। পরস্পর বদ্ধবৈর বিজিগীষু নরপতিগণের উদ্যোগসময় সমুপস্থিত হইয়াছে। হে নৃপনন্দন! নরপতিগণ এই শরৎকালেই প্রথম যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু সুগ্রীবকে এবং তাঁহার যাত্রার উপযুক্ত উদ্যোগও, কিছুই দেখিতেছি না।

অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব এবং গিরিসানুস্থ তমাল বৃক্ষগণ সকলেই পুষ্পিত হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, হংস, সারস, চক্রবাক ও কুররগণ নদীমাত্রেরই তীরদেশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করিয়াছে। সীতাকে না দেখিয়া এবং শোকে সন্তপ্ত হইয়া, এই চারি বর্ষামাস, আমার শতবর্ষের ন্যায়, অতীত হইয়া গেল। আহা, সীতা বিষম দণ্ডকারণ্য উদ্যানের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, চক্রবাকবধূ যেমন স্বীয় স্বামীর, তেমনি আমার অনুগামিনী হইয়াছিলেন! লক্ষ্মণ! আমি প্রিয়াহীন, রাজ্যহীন, সুখহীন ও নির্ব্বাসিত হইয়াছি। তথাপি, রাজা সুগ্রীব আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন না। বোধ হয়, সুগ্রীব ভাবিয়াছে, আমি অনাথ, রাজ্যভ্রষ্ট, রাবণ কর্ত্তৃক

অবমানিত, নিরতিশয় বিপন্ন, গৃহ হইতে দূরীকৃত এবং কামের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার শরণাপন্ন হইয়াছি। অয়ি পরন্তপ সৌম্য লক্ষ্মণ! এই সকল কারণপ্রযুক্ত বানররাজ দুরাত্মা সুগ্রীব আমার পরিভব করিয়াছে। সেই দুর্ম্মতি নিয়ম পূর্ব্বক সীতার অন্বেষণে কালসংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া, এক্ষণে কৃতার্থ হইয়া, আর তাহা স্মরণ করিতেছে না। অতএব তুমি আমার আদেশানুসারে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিয়া, গ্রাম্যসুখে মত্ত, মূর্খ, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে এই কথা বল, বলবীর্য্যাদিবিশিষ্ট পূর্ব্বোপকারী অর্থীদিগকে আশা দিয়া যে ব্যক্তি নিরাশ করে, সে পুরুষগণের অধম। ভালই হউক, মন্দই হউক, যে কথা মুখ হইতে উচ্চারণ করা যায়, যে ব্যক্তি তাহা রক্ষা করে, তাহাকে প্রকৃত বীর ও পুরুষোত্তম বলে। যাহারা স্বকার্য্য উদ্ধার পূর্ব্বক অকৃতকার্য্য মিত্রগণের কার্য্যসাধন না করে; সেই কৃতঘ্নগণ মরিলে, ক্রব্যাদগণও তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না। নিশ্চয় বুঝিলাম, যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক বিস্ফারিত স্বর্ণময়পৃষ্ঠভাগবিশিষ্ট শরাসনের বিদ্যুদ্গণসন্নিভ উৎকট রূপ দর্শন করিতে তোমার ইচ্ছা হইয়াছে। নিশ্চয় বুঝিলাম, সংগ্রামে রোষাবিষ্ট আমার বজ্রনির্ঘোষসদৃশ ভয়ংকর জ্যাতলনির্ঘোষ পুনরায় শ্রবণ করিতে তুমি উৎসুক হইয়াছ।

লক্ষ্মণ! আমি তোমার সহায়ে বালীকে বধ করিলে এবং তদ্দ্বারা আমার পরাক্রম পরিজ্ঞাত হইলেও, সুগ্রীবের কিছুমাত্র চিন্তা নাই। অয়ি পরপুরবিজয়িন্! আমি যেজন্য সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপনরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, স্বকার্য্যের উদ্ধার হওয়াতে, সুগ্রীব তদ্বিষয়ক নিয়ম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। দেখ, সে বর্ষার পর সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে, এইরূপ নিয়মবন্ধন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করে। এক্ষণে, স্ত্রীসুখে মত্ত হইয়া, চারি মাস যে অতীত হইল, তাহা তাহার মনে পড়িতেছে না। সে অমাত্যগণের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া, অনবরত কেবল মদ্য পান

করিতেছে। আমরা শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের প্রতি তাহার দয়া হইতেছে না। অয়ি মহাবল বীর লক্ষ্মণ! তুমি গিয়া সুগ্রীবকে ঐ সকল কথা বলিও। এবং আমি রুষ্ট হইলে, যাহা করিব, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া, এই কথা বলিবে, হে সুগ্রীব! বালী বিনষ্ট হইয়া, যে পথে গমন করিয়াছে, সে পথ রুদ্ধ হয় নাই। অতএব যে নিয়ম করিয়াছ, তাহা পালন কর, বালীর পদবীর অনুসরণ করিও না। দেখ, আমি একমাত্র শরে বালীকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়াছি। এবিষয়ে কেহই আমার সহায় ছিল না। সত্য পথ হইতে বিচলিত হইলে, তোমাকেও সবান্ধবে সংহার করিব। অয়ি পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ! এইপ্রকার বিহিত কার্য্যে আমাদের পক্ষে যাহা হিতজনক, সেইপ্রকার কথাই তুমি বলিবে। সময় অতীত হইতেছে। অতএব আর বিলম্ব করিও না। তুমি তাহাকে এইপ্রকার কহিবে, সুগ্রীব! আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সনাতনধর্ম্ম পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক তাহা প্রতিপালন কর। মদীয় শরপরম্পরায় মৃত্যুমুখে প্রেরিত হইয়া, তোমাকে যেন যমালয়ে গমনপূর্ব্বক বালীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে না হয়।

মানববংশবিবর্দ্ধন পরমতেজস্বী লক্ষ্মণ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকে নিরতিশয় রোষাবিষ্ট, সাতিশয় ব্যাকুল ও পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে দেখিয়া, কপিরাজ সুগ্রীবের প্রতি কঠোরভাব অবলম্বন করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

নরেন্দ্রনন্দন রামানুজ লক্ষ্মণ কামশীল উন্নতচিত্ত নরদেবপুত্র অগ্রজ রামকে সাতিশয় ব্যাকুল, শোকার্ত্ত ও কামাবির্ভাবে আক্রান্ত দেখিয়া, কহিতে লাগিলেন, বানর সুগ্রীব যদি সৎপথে অবস্থিতি না করে, যদি নিজের অকণ্টক রাজ্যভোগাদিকে

তবদীয় সখ্যমুলক বলিয়া জ্ঞান না করে এবং যদি প্রণয়ের অনু-রূপ কার্য্যসাধনে কৃতচিত্ত না হয়, তাহা হইলে, কখনই বানর-রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করিতে পাইবে না। আপনার অনুগ্রহেই তাহার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। সেইজন্য সে প্রত্যুপকারপরাঙ্মুখ ও গ্রাম্যসুখে আসক্ত হইয়াছে। এই কারণে, তাহাকে নিহত হইয়া, অগ্রজ বালীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। যাহার কোন গুণ নাই, তাহাকে রাজ্য দেওয়া উচিত হয় না। আমার রোষ সাতিশয় বেগবান্ হইয়া উঠিয়াছে। কোনমতেই উহা সংবরণ করিতে পারিতেছি না। অতএব অদ্যই মিথ্যাবাদী সুগ্রীবকে সংহার করিব। বালিপুত্র অঙ্গদ প্রধান প্রধান বানরবীরগণের সহিত রাজপুত্রী সীতার অন্বেষণ করুক।

সংগ্রামে প্রচণ্ডক্রোধবিশিষ্ট লক্ষ্মণ এই প্রকারে সুগ্রীববধ সংকল্প বিজ্ঞাপিত করিয়া, শরাসন ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলে, পরবীরহন্তা রাম সম্যক্ রূপে সময়োচিত সানুনয় বাক্যে কহিলেন, তোমার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসারে বন্ধুহত্যারূপ জুগুপ্সিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন না। যে ব্যক্তি সম্যকরূপ বিবেকবলে উপস্থিত কোপ সংবরণ করে, তাহাকেই বীর ও পুরু-ষোত্তম বলে। লক্ষ্মণ! তুমি অতি সচ্চরিত্র। বন্ধুহত্যায় প্রবৃত্ত হওয়া তোমার উচিত হয় না। অতএব, সুগ্রীব পূর্ব্বে যে প্রীতি প্রদর্শন ও বন্ধুতাবন্ধন করিয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তন ও স্মরণ কর। আর, তিনি সীতার অন্বেষণে যে সময় নির্দ্ধারণ করেন, তাহা অতীত হইয়াছে, এবিষয়, রুক্ষবাক্যপরিবর্জ্জনপূর্ব্বক সান্ত্বনার সহকারেই সুগ্রীবকে তোমার বলা উচিত।

অগ্রজ রাম এইরূপে বক্তব্য বিষয়ে যথাবৎ অনুশাসন করিলে, পরবীরহন্তা পুরুষোত্তম বীর্য্যশালী লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যা পুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভ্রাতার প্রিয়হিতনিরত সাধুসঙ্কল্প প্রাজ্ঞ লক্ষ্মণ নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, সুগ্রীবের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার হস্তে কালান্তকের ন্যায়, গিরিশৃঙ্গের ন্যায়

ও ইন্দ্রধনুর ন্যায়, ভয়ংকর প্রকাণ্ড শরাসন। তাহাতে, তাঁহাকে শাস্তুমান্ মন্দরভূধরের ন্যায়, বোধ হইতে লাগিল। রাম যাহা বলেন, তিনি তাহাই করিয়া থাকেন। তৎকালে তিনি বৃহস্পতির ন্যায়, বুদ্ধিপূর্ব্বক, কিরূপে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে হইবে, তদ্বিষয় আলোচনা করিতে করিতে, ভ্রাতা রামের কামক্রোধসমুত্থিত ক্রোধাগ্নিতে আবৃত হইয়া, প্রীতিমান্ প্রভঞ্জনের ন্যায়, বেগভরে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় দ্রুতগামী গজরাজের ন্যায়, গতিবেগে বলপূর্ব্বক শাল তাল ও অশ্বকর্ণ সকল নিপাতিত, গিরিকূট ও অন্যান্য বৃক্ষ সকল দূরে নিক্ষিপ্ত এবং পদদ্বয়ের আঘাতে শিলা সকল চূর্ণীকৃত করিয়া, কার্য্যবশতঃ দূরক্ষিপ্ত দ্রুত পদে চলিতে লাগিলেন। অনন্তর কপিরাজ সুগ্রীবের বানরসৈন্যপরিব্যাপ্ত মহানগরী কিষ্কিন্ধ্যা তাঁহার দর্শনবিষয়ে উপনীত হইল। ঐ নগরী অতিশয় দুর্গম এবং গিরিসংকটে প্রতিষ্ঠিত। সুগ্রীবের প্রতি রোষভরে তাঁহার অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতেছিল। তিনি সেই অবস্থায়, কিষ্কিন্ধ্যার বহিঃপ্রদেশে বিচরমাণ ভীষণস্বভাব বানরদিগকে অবলোকন করিলেন। পুরুষোত্তম লক্ষ্মণকে দর্শন করিবামাত্র হস্তিপ্রমাণ বানরগণ সকলেই ভয়বশতঃ শত শত শৈলশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাদপপুঞ্জ গ্রহণ করিল। তাহাদের সকলকে প্রহরণ গ্রহণ করিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণ সুপ্রচুর কাষ্ঠসংযোগে অনলের ন্যায়, ক্রোধে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মণকে কাল, মৃত্যু ও যুগান্তের ন্যায় ক্রুদ্ধভাবাপন্ন দর্শন করিয়া, উল্লিখিত বানরশ্রেষ্ঠগণ ভয়পরীত কলেবরে শত শত সংখ্যায় দশদিকে পলায়নপর হইল। অনন্তর সকলে সুগ্রীবসদনে সমাগত হইয়া, সৌমিত্রির সংক্ষোভ ও সমাগম সবিশেষ তদীয় গোচর করিল। কপিরাজ সুগ্রীব তৎকালে তারার সহিত কামে আসক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তদ্দর্শনে, গিরিকুঞ্জর ও মেঘাকৃতি, রোমহর্ষণ

বানরগণ মন্ত্রিদিগের আদেশানুসারে নগর হইতে অকস্মাৎ বিনির্গত হইল। তাহারা সকলেই নখদংষ্ট্রায়ুধ, সকলেই বিকৃত ও প্রকটদর্শন এবং সকলেই বীর ও ব্যাঘ্রের ন্যায় দংষ্ট্রাবিশিষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বল দশহস্তিসদৃশ, কাহারও শতহস্তিতুল্য, এবং কাহারও বা তেজ সহস্র হস্তির সমান। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, ঐ সকল মহাবল বৃক্ষহস্ত বানরে কিষ্কিন্ধ্যা পরিব্যাপ্ত ও দুরাক্রম্য হইয়াছে। অনন্তর নিরতিশয় বীর্য্যবিশিষ্ট উল্লিখিত বানরগণ সকলেই প্রাকারপরিখার মধ্য হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া, প্রকাশ্যভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

সুগ্রীবের নিজকর্ত্তব্যবিষয়ে অমনোযোগ এবং রামের কার্য্য, এই উভয় চিন্তা করিয়া, লক্ষ্মণ পুনরায় ক্রোধের বশীভূত হইলেন। রোষাবেশে তাঁহার নয়নদ্বয় নিরতিশয় লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ঘন ঘন দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি দেখিতে, ধূমাচ্ছন্নবহ্নিরন্যায়, হইলেন। এবং পঞ্চাস্য ভুজঙ্গের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। শরশল্য তাঁহার ফণমণ্ডল এবং অসাধারণ তেজ তাঁহার বিষ। এইরূপে তিনি প্রজ্বলিত কালাগ্নির ন্যায় ও প্রকুপিত মহামাতঙ্গের ন্যায়, সমাগত হইলে, ত্রাসবশতঃ অঙ্গদ নিরতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাযশা লক্ষ্মণ রোষারুণ নেত্রে অঙ্গদকে আদেশ করিলেন, বৎস! তুমি সুগ্রীবকে আমার আগমনসংবাদ দিয়া বল, রামানুজ লক্ষ্মণ তোমার নিকট আসিয়াছেন। তিনি ভ্রাতার দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া, দ্বারদেশে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। বৎস! তাহাকে আমার এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া, সে যাহাতে ইহার সমুচিত বিধান করে, তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। অনন্তর, আমাদের প্রতি যদি তাহার কোনরূপ বিমতিতা না থাকে, তাহা হইলে, সে যাহা বলে, শুনিয়া, শীঘ্র আগমন কর।

অঙ্গদ রামানুজের বাক্য আকর্ণন পূর্ব্বক শোকসমাবিষ্ট চিত্তে

সুগ্রীবের সকাশে সমাগত হইয়া কহিল, সুমিত্রাসুত আগমন করিয়াছেন। লক্ষ্মণের নিরতিশয় কঠোর বাক্যে অঙ্গদের অন্তঃকরণে অতিমাত্র ভয় ও মুখমণ্ডল ম্লান হইয়াছিল। সে সৌমিত্রির নিকট হইতে নির্গত ও বেগভরে সমাগত হইয়া, প্রথমে পিতা সুগ্রীবের ও পরে জননী তারা ও রুমার পাদবন্দনা করিল। এইরূপে সকলের চরণবন্দনাতে, উপস্থিত ঘটনা নিবেদন করিল। সুগ্রীব নিদ্রায় আচ্ছন্ন ও ক্লান্ত এবং মদ্য পান করিয়া মত্ত ও কামে হতজ্ঞান ছিলেন। সুতরাং অঙ্গদের কথা বুঝিতে পারিলেন না।

এদিকে বানরগণ লক্ষ্মণকে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ দেখিয়া, ভয়মোহিতচিত্তে কিলকিলা শব্দ ও তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা লক্ষ্মণকে অবলোকন করিয়া, সুগ্রীবকে জানাইবার জন্য মহাপ্রবাহের ন্যায়, বজ্রাশনির ন্যায় এবং সিংহের ন্যায় ঘোর গভীর শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সুবিপুল শব্দে মাল্যভূষণ বানর সুগ্রীব মদবিহ্বল তাম্রলোচনে ব্যাকুল ভাবে জাগরিত হইয়া উঠিলেন। যক্ষ ও প্রভাবনামে সুগ্রীবের যে অর্থধর্ম্মজ্ঞ, পরমসম্মানাস্পদ, উদারদর্শন দুইজন অমাত্য ছিল, তাহারা অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহারই সহিত সুগ্রীবের সকাশে সমাগত হইয়া, অর্থনিশ্চয়সম্পন্ন বচনপরম্পরা প্রয়োগসহায়ে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া, নিবেদন করিল, লক্ষ্মণ, ভ্রাতার বিষয়ে আপনাকে উচ্চাবচ বলিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। সুগ্রীব তৎকালে আসীন ছিলেন। তাহারা সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পূজাবিধিসমাধাপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহাভাগ ও ত্রিলোকীর রাজ্যশাসনে উপযুক্ত এবং আপনাকে রাজপদ প্রদান করিয়াছেন। ইঁহারা বস্তুতঃ মনুষ্য নহেন। মনুষ্যের দেহধারণ করিয়াছেনমাত্র। ইঁহাদের মধ্যে অন্যতর লক্ষ্মণ শরাসন হস্তে দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বানরগণ এই লক্ষ্মণের ভয়ে কম্পান্বিত কলেবরে শব্দ করিতেছে। ইনি রামের ভ্রাতা তদীয় আদেশানুসারে তাঁহারই বাক্যরূপ সারথি সহায়ে সংকল্পরূপ রথারোহণে সমাগত হইয়াছেন। হে অনঘ! ইনি তাঁহার প্রিয়পুত্র এই অঙ্গদকেও ত্বরাপূর্ব্বক আপনার সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজন্! সেই বীর্য্যশালী লক্ষ্মণ দৃষ্টিপাতে বানরদিগকে যেন নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া, রোষপূর্ণ লোচনে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। মহারাজ! আপনি সপুত্রে ও সবান্ধবে সত্বর সমীপস্থ হইয়া, অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার ক্রোধশান্তি করুন। রাজন্! রাম যেমন ধর্ম্মাত্মা, আপনি সমাহিত হইয়া, তাঁহার প্রতি তৎসমুচিত ব্যবহার করুন, এবং যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তদনুবর্ত্তী হইয়া, প্রতিজ্ঞা পালন করুন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

অঙ্গদ ও মন্ত্রিগণের মুখে, লক্ষ্মণ কুপিত হইয়াছেন শুনিয়া, মনস্বী সুগ্রীব শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মন্ত্রণাকুশল, এবং মন্ত্রণাবিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, অতএব গুরুলাঘব বিবেচনা না করিয়াই, সাধারণতঃ মন্ত্রণাবিৎ মন্ত্রিদিগকে কহিলেন, আমি কোন অন্যায় কথাও বলি নাই; কোন অন্যায় কার্য্যও করি নাই; তথাপি রাঘবের ভ্রাতা লক্ষ্মণ কুপিত হইলেন কেন, আমি তাহাই চিন্তা করিতেছি। আমার অহিতৈষী, নিত্য ছিদ্রান্বেষী শত্রু আছে, তাহারাই রামানুজকে আমার নানা দোষ শ্রবণ করাইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু সে সকল দোষ আমাতে নাই। অতএব তোমরা বুদ্ধি ও কার্য্যানুসারে সকলেই স্থির কর, এরূপ ঘটনার কারণ কি? আমি কোন অপরাধই করি নাই, সুতরাং লক্ষ্মণ বা রাম হইতে আমার কোন আশংকাই নাই; তবে, মিত্র, যে অকারণে কুপিত হইয়াছেন

ইহাতেই আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে। মিত্রতা করা সহজ, কিন্তু মিত্রতা রক্ষা করাই দুঃসাধ্য। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ; সুতরাং অল্পমাত্র কারণেই প্রণয়ভঙ্গ হয় ; এই জন্য আমি ভীত হইয়াছি ; মহাত্মা রাম আমার উপকার করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহার প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না।

সুগ্রীব এই কথা কহিলে পর, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান বানরগণ-মধ্যে নিজের বিবেচনানুরূপে বলিলেন, হে বানরগণেশ্বর! আপনি যে কৃত মহৎ উপকার অকৃতজ্ঞভাবে বিস্মৃত হন নাই, ইহা কোনমতেই বিচিত্র নহে। বীর রাঘব অপবাদভয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া, আপনার প্রিয়সাধনের জন্য ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম-শালী বালীকে সংহার করিয়াছেন। রাম প্রণয় অভিমানেই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। এবং সেই জন্যই লক্ষ্মী-বর্দ্ধন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিয়াছেন। হে কালবিৎশ্রেষ্ঠ! আপনি অমনোযোগী হওয়াতে, জানিতে পারেন নাই যে কাল উপস্থিত হইয়াছে। শুভ শরৎ ঋতু উপস্থিত ; সুসমৃদ্ধ সপ্তচ্ছদ বৃক্ষে দিগন্ত সকল হরিৎবর্ণ হইয়াছে। আকাশে গ্রহ নক্ষত্র সকল নির্ম্মল ভাবে প্রকাশ পাইতেছে ; এবং মেঘ আর বৃষ্ট হইতেছে না। সর্ব্ব দিক্ এবং সর্ব্ব নদী ও সরোবর নির্ম্মল হই-য়াছে। উদ্‌যোগের সময় উপস্থিত ; কিন্তু আপনি তাহা জানিতে পারিতেছেন না, সুতরাং কর্ত্তব্য বিষয়ে আপনার যে মন নাই, তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, এই জন্যই লক্ষ্মণ এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। ভার্য্যা হৃত হওয়াতে মহাত্মা রাঘব কাতর হইয়াছেন। অতএব লক্ষ্মণের মুখে তাঁহার পরুষবাক্য শ্রবণ করিলেও, আপনার সহ্য করা কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনি অপরাধী হইয়াছেন ; সুতরাং কৃতাঞ্জলি হইয়া, লক্ষ্ম-ণকে সান্ত্বনা করা ভিন্ন আমি আপনার অন্য কোন কর্ত্ত-ব্যই সমুচিত দেখিতেছি না। হিত উপদেশ করিবার জন্য মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহারা, রাজাকে অব-

খ্যই হিত পরামর্শ দিবেন, এই জন্যই আমি ভয় ত্যাগ করিয়া যথার্থ কথা কহিতেছি। রাঘব ক্রুদ্ধ হইলে, শরাসন আকর্ষণ করিয়া, দেবতা, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত নিখিল জগৎ নিজবশে আনয়ন করিতে পারেন। যাঁহার নিকট পরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাকে কোপিত করা যুক্তিসঙ্গত নহে; বিশেষতঃ যিনি কৃতজ্ঞ; পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া রাখেন, তাঁহার পক্ষে ত কোন রূপেই উচিত নহে। অতএব রাজন্! আপনি পুত্র ও আত্মীয়গণের সহিত তাঁহাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া, ভার্য্যা যেমন স্বামীর বশে থাকে, তেমনি তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করুন। হে কপীন্দ্র! রামের আদেশ মনোদ্বারাও উপেক্ষা করা আপনার উচিত নহে; ইন্দ্র-সমতেজা মানুষ লক্ষ্মণ ও রামের বল আপনার মন বিলক্ষণ জাতই আছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীবের নিকট হইতে প্রতিসম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া, শত্রুবীরঘাতী লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা লইয়া, মনোহারিণী কিষ্কিন্ধা-নাম্নী গুহায় প্রবেশ করিলেন। যে সমস্ত মহাকায় মহাবল বানর দ্বার রক্ষা করিতেছিল, তাহারা সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। দশরথনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন, দর্শন করিয়া বানরেরা ভীত হইয়াছিল; সুতরাং সম্মানার্থ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া গমন করিতে পারিল না। শ্রীমান্ লক্ষ্মণ দেখিলেন, ঐ রত্নময়ী মনোহারিণী দিব্য গুহা বিবিধ রত্নে সমাকীর্ণ রহিয়াছে এবং কানন সকল পুষ্পিত হইয়াছে। হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ সকল উহার মধ্যে অতি নিবিড়-ভাবে নির্ম্মিত রহিয়াছে। নানারত্ন ও সর্ব্বকামপ্রদ ফলশালী বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষ উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং

দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের ঔরসজাত দিব্য মাল্যাম্বরধারী কামরূপী প্রিয়দর্শন বানর সকল উহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। চন্দন, অগুরু ও পদ্মকবৃক্ষের সৌগন্ধে গুহা সুগন্ধীকৃত হইয়াছে। সুবিস্তীর্ণ পথ সকল মৈরেয় ও মধুর গন্ধে আমোদিত হইয়াছে। সুমেরুগিরির ন্যায় প্রকাণ্ডাকার প্রাসাদ সকল উচ্চনীচ ভূতলের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। রাঘব দেখিলেন, গুহাস্থ গিরিনদী সকলের জল অতি নির্ম্মল। রাজপথে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গজ, শরভ, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, সূর্য্যাক্ষ, হনুমান্, বীরবাহু, সুবাহু, মহাত্মা নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান্, দধিবক্ত্র, নীল, সুপাটল ও সুনেত্র, এই সমস্ত মহাত্মা প্রধান বানরের উৎকৃষ্ট সুদৃঢ় গৃহ দর্শন করিলেন। ঐ সকল গৃহ শ্বেত মেঘের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল; গন্ধ ও মাল্যে মণ্ডিত ছিল; এবং প্রভূত ধনধান্য ও স্ত্রীরত্ন সকলে শোভা পাইতেছিল। বানরেন্দ্র সুগ্রীবের মনোরম গৃহ দেখিতে ইন্দ্রভবনের সদৃশ; শ্বেতবর্ণ শৈলে বেষ্টিত; সুতরাং উহা আক্রমণ করা অতি সুকঠিন। কৈলাসশিখরসদৃশ শুভ্র প্রাসাদশিখর ও সর্ব্বকামপ্রদ-ফলবান্ পুষ্পিত বৃক্ষ সকল উহার শোভা সম্পাদন করিতেছিল। এবং মহেন্দ্রপ্রদত্ত নীলমেঘসন্নিভ দিব্যফল-পুষ্পশালী শীতলচ্ছায়া-প্রদ মনোরম সুশ্রীক পাদপনিকর উহাকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল। শস্ত্রপাণি বলবান্ বানরগণ গৃহের দ্বার সকল রক্ষা করিতেছিল। উহার বিশদপ্রভ তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত তোরণদ্বার দিব্য মাল্যে আবৃত ছিল। ভাস্কর যেমন মহামেঘ মধ্যে, মহাবল লক্ষ্মণ তেমনি সুগ্রীবের এতাদৃশ রম্যগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিল না। মহাত্মা দেখিলেন উহার সপ্তকক্ষাই বিবিধ পান ভোজনে সমাচ্ছন্ন। দেখিয়া ক্রমে অতি সুরক্ষিত সমৃদ্ধ অন্তঃপুর দর্শন করিলেন। উহার স্থানে স্থানে বহুতর সুবর্ণ ও রজতনির্ম্মিত, মহামূল্য আস্তরণে আচ্ছাদিত পর্য্যঙ্ক ও উৎকৃষ্ট আসনস্থাপিত ছিল। লক্ষ্মণ প্রবেশ করিতে

করিতেই তন্ত্রীশব্দের সহিত তানলয় ও অক্ষরে মিলিত সুস্বর শুনিতে পাইলেন। মহাবল সুগ্রীবের ভবনে বিবিধাকারা, রূপ-যৌবনগর্ব্বিতা, বহুতর কামিনী দর্শন করিলেন। উহারা সৎ-কুলসম্ভূতা, উত্তম আভরণে ও মাল্যে ভূষিতা; এবং অত্যুৎকৃষ্ট মাল্যরচনায় ব্যগ্র হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের অনুচরবর্গকেও দর্শন করিলেন; উহারা মহামূল্য আভরণে ভূষিত ছিল না; কিন্তু অসন্তুষ্ট বা অনবধান ছিল না। নূপুরের সিঞ্জিত ও কাঞ্চীর শব্দ শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ সুমিত্রানন্দন লজ্জিত হইলেন। পরে আভরণশব্দ শ্রবণ করত কোপবেগে প্রজ্বলিত হইয়া দশ দিক্ পূর্ণ করিয়া জ্যা শব্দ করিলেন। সভ্যতার অনুরোধে মহাবাহু আর প্রবেশ করিলেন না। রামের কার্য্যে কোন আস্থাই দেখিতেছি না ভাবিয়া, কুপিত হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়-মান রহিলেন। অনন্তর ঐ জ্যাশব্দ শ্রবণে, লক্ষ্মণ তথায় উপ-স্থিত হইয়াছেন, জানিতে পারিয়া বানররাজ সুগ্রীব ভীত হইয়া এই ভাবিয়া আসন হইতে বিচলিত হইলেন, যে অঙ্গদ ইতিপূর্ব্বে আমাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই হইয়াছে; স্পষ্টই দেখি-তেছি ভ্রাতৃবৎসল সুমিত্রানন্দন উপস্থিত হইয়াছেন। অঙ্গদের নিকট সংবাদ পাইয়া এবং জ্যার শব্দ শুনিয়া বানর জানিতে পারিল যে লক্ষ্মণ আগমন করিয়াছেন; তখন তাঁহার মুখ শুষ্ক হইল। অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব ভয়ে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, অব্যগ্রভাবে প্রিয়দর্শনা তারাকে কহিলেন, রামানুজের চিত্ত স্বভাবতঃ অতি কোমল; তিনি যে ক্রুদ্ধ হইয়া উপস্থিত হইয়া-ছেন, ইহার কারণ কি। সুন্দরি! কুমারের কোপের কারণ কি বিবেচনা করিতেছ। নরশ্রেষ্ঠ অল্প কারণে কোপ করিবেন না। যদি তুমি বোধ কর যে আমরা ইহাঁর কোন অনিষ্ট করিয়াছি, তাহা হইলে সত্বর চিন্তা পূর্ব্বক স্থির করিয়া শীঘ্র বল। অথবা ভামিনি! তোমারই স্বয়ং যাইয়া ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ ও সান্ত্বনাবাক্যে ইহাঁর কোপশান্তি করা কর্ত্তব্য হইতেছে। বিশুদ্ধ-

চেষ্টা লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিলে কোপ করিবেন না। মহাত্মা ব্যক্তিরা কখনই স্ত্রীদিগের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করেন না। তুমি সান্ত্বনা করাতে সেই শত্রুসূদন কমলপত্রাক্ষের কোপ নিবারণ এবং ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন হইলে পর আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

অনন্তর মদবিহ্বললোচনা স্তনভারে নমিতাঙ্গযষ্টি সুলক্ষণা তারা স্খলিত গতিতে লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন; তাঁহার কাঞ্চীদাম ও হেমসূত্র লম্বিত হইয়া চলিল। বানররাজপত্নীকে দর্শন করিয়া মহাত্মা রাজপুত্র লক্ষ্মণ কোপ বা অন্য কোনরূপ ভাবই প্রকাশ করিলেন না। মুখ অবনত করিলেন। স্ত্রীলোক সন্নিকটে আগমন করিল বলিয়া তাঁহার কোপ নিবৃত্তি পাইল। মদ্য পান করাতে তারার লজ্জালোপ হইয়াছিল; তাহাতে তারা রাজপুত্র লক্ষ্মণের চক্ষুতে শান্তভাব অবলোকন করিয়া মিত্রভাববশতঃ মুখরা হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সান্ত্বনাপূর্ণ সুযুক্তি বাক্যে কহিলেন, হে রাজপুত্র! আপনার কোপের কারণ কি? কোন্ ব্যক্তি আপনার আদেশমত কার্য্য করিতেছে না? কোন্ ব্যক্তি শুষ্কবৃক্ষসম্পন্ন দাবদাহকারী দাবাগ্নি মধ্যে নিঃশঙ্ক হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে?

লক্ষ্মণ তারার সেই সান্ত্বনাপূর্ব্বক বাক্য শ্রবণ করত সমধিক প্রণয় প্রকাশ পূর্ব্বক বক্তব্য চিন্তা করিয়া অশঙ্কিতভাবে কহিলেন, হে স্বামিহিত-পরায়ণে! তোমার কামনিরত স্বামীর ধর্ম্মার্থ-সঞ্চয় লোপ পাইতেছে, তুমি তাহা বুঝিতেছ না কেন? আমরা শোকে নিমগ্ন হইয়াছি; কিন্তু সে রাজ্য পাইয়া আমাদিগকে আর মনেও করিতেছে না। তারা! ইতর পরিজন লইয়া কামেরই উপাসনা করিতেছে। বানররাজ চারি মাসের সময় করিয়াছিল; কিন্তু মদমত্ত হইয়া বিহার করত জানিতেছে না, যে সে সময় অতীত হইয়াছে। ধর্ম্মার্থসিদ্ধির নিমিত্ত মদ্যপানই প্রধান অবলম্বনীয় নহে। প্রত্যুত, পাপহেতু অর্থ, কাম ও ধর্ম্ম

লোপ পাইয়া থাকে। উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার না করিলে ধর্ম্মের অত্যন্ত লোপ হয়। গুণবান্ মিত্রকে হারাইলেও মহান্ অর্থনাশ হইয়া থাকে। যে মিত্র মিত্রকার্য্য সাধনরূপ শ্রেষ্ঠগুণশালী, এবং যে মিত্র সত্যধর্ম্মপরায়ণ, সেই প্রকৃত মিত্র। তোমার স্বামী এই উভয় গুণই ত্যাগ করিতেছেন। মিত্রতা-পরিপালন রূপ ধর্ম্মপথেও তিনি আর নাই। যখন এরূপ কার্য্য উপস্থিত, তখন ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য, আমাদিগকে তাহা করিতে হইবে। হে কার্য্যতত্ত্বজ্ঞে! তুমিই আমাদিগকে কার্য্যে উপদেশ কর।

তারা লক্ষ্মণের সেই ধর্ম্মার্থ ও ঐকান্তিক জ্ঞানসম্পন্ন, স্বভা-বতঃ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামের কার্য্য এখনও নষ্ট হয় নাই, যাহাতে এইরূপ বিশ্বাস জন্মে, তদনুরূপ বাক্যে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে রাজপুত্র! কোপের এ সময় নহে। অধীন জনের প্রতি কোপ করাও বিধেয় নহে। সে ব্যক্তির অর্থ কাম উভয়ই আপনাদিগের সাপেক্ষ; অতএব বীর! তাহার ত্রুটি হইলেও, ক্ষমা করা উচিত। হে কুমার! গুণশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কি কখন হীন জনের প্রতি কোপ করিতে পারেন? সহজ সত্ত্ব-গুণ জন্য বিপরীতাচরণে নিবারিত, সুতরাং রিপুনিগ্রহের উৎ-পত্তিস্থানভূত ভবাদৃশ কোন্ ব্যক্তি কোপের বশবর্ত্তী হইতে পারেন? বানররাজের বন্ধুর কোপের কারণ অবগত হইয়াছি। কার্য্যের যে কালবিলম্ব হইয়াছে, তাহাও জানিতে পারিয়াছি। আপনি আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন, তাহাও জ্ঞাত আছি। এরূপ স্থলে আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও বুঝি-তেছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! মনোভবের পরাক্রম যে অবিষহ্য তাহাও অবগত আছি। সুগ্রীব কামের বশবর্ত্তী হইয়া যেজনে একান্ত আসক্ত হইয়াছেন, তাহাকেও জ্ঞাত আছি; এবং তিনি যে কার্য্যে অমনোযোগী হইয়াছেন, তাহাও বুঝিতেছি। কিন্তু আপনি যে অনর্থক কোপের বশবর্ত্তী হইয়াছেন, তাহাতে আর

অন্যথা নাই কারণ কামবিষয়ে আপনার মন নাই। মনুষ্যও কামে আসক্ত হইলে দেশকাল, কি অর্থ বা ধনের অপেক্ষা রাখে না। আমার সন্নিকটে থাকিয়াও সুগ্রীবের কাম চরিতার্থ হইতেছে না; কামাবেশে তিনি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব হে শত্রুবীরঘাতিন্! বানরবংশের অধিপতিকে ক্ষমা করুন; তিনি আপনাদিগের ভ্রাতা। ধর্ম্ম ও তপস্যার রসাস্বাদন-পরায়ণ মহর্ষিগণও, ঘোরমোহে আক্রান্ত হইয়া, কামভোগে অভিলাষী হইয়াছেন; সুগ্রীব ত বানর, স্বভাবতঃ চপল; তাহাতে আবার রাজা; তিনি কেনই না কামে আসক্ত হইবেন?

মদবিহ্বলাঙ্গী সেই বানরী মহৎকার্য্যবিষয়ে উক্ত অপ্রমেয় বাক্য বলিয়া, পুনর্ব্বার স্বামীর হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সখেদ বাক্যে বলিল, হে নরোত্তম! সুগ্রীব কামের বশবর্ত্তী বটেন; কিন্তু আপনাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য অনেক দিন হইল, উদ্যোগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। নানাপর্ব্বতনিবাসী মহাবীর্য্যশালী কামরূপী শত সহস্র কোটি বানর আগমন করিয়াছে। অতএব মহাবাহো! আপনার সদাচার প্রতিপালন করা হইয়াছে, এক্ষণে আমার সমভিব্যাহারে আগমন করুন। সাধুরা মিত্রভাবে যে পরপত্নী দর্শন করিয়া থাকেন, তাহাকে ছলাচরণ বলা যায় না।

লক্ষ্মণের ত্বরাই ছিল, তাহাতে আবার তারা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই শত্রুদমন মহাবাহু অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আদিত্যসংকাশ সুগ্রীব মহামূল্য আস্তরণে আচ্ছাদিত কাঞ্চনময় উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। যশস্বী দিব্য আভরণে বিচিত্রাঙ্গ, দিব্যরূপ এবং দুর্জ্জয় মহেন্দ্রের ন্যায় দিব্য মাল্য ও বসন ধারণ করিয়া আছেন। দিব্যমাল্যাম্বরধারিণী কামিনী সকল তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াআছে। দেখিয়া ক্রোধে তাঁহার নয়নযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

উৎকৃষ্টহেমসমবর্ণ বিশাললোচন সুগ্রীব রুমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন; এই অবস্থায় অক্ষুণ্ণচেতা বিশাললোচন সুমিত্রানন্দনকে দর্শন করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

দুর্নিবার, ক্রুদ্ধ, পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে প্রবিষ্ট দেখিয়া সুগ্রীবের মন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দশরথতনয় ভ্রাতার দুঃখে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন; এবং সহজ তেজঃপ্রভাবে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন; দেখিয়া বানরশ্রেষ্ঠ সুবর্ণ আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সুন্দর অলঙ্কৃত অত্যুন্নত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, উত্থিত হইলেন। সুগ্রীব গমনার্থ, পূর্ণশশধরের ন্যায় উত্থান করিলে রুমাপ্রভৃতি স্ত্রীসকল তারাগণের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উত্থান করিল। সংরক্তলোচন শ্রীমান্ সুগ্রীব অগ্রবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহান্ কল্পবৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। তখন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া তারাগণের মধ্যে চন্দ্রমার ন্যায়, নারীগণের মধ্যে রুমার সমভিব্যাহারে দণ্ডায়মান সুগ্রীবকে কহিলেন, প্রশস্তচিত্ততা ও আভিজাত্যসম্পন্ন, দানশীল, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী রাজাই লোকের পূজনীয় হইয়া থাকেন। আর যে রাজা অধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক উপকারী মিত্রগণের নিকট মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহার তুল্য নৃশংস আর কে আছে? অশ্ব দিব বলিয়া যে না দেয়, সেই একমাত্র অশ্বের জন্য মিথ্যা বাক্য হেতু, তাহার শত অশ্ববধজন্য পাতক জন্মে। এইরূপ গোর জন্য মিথ্যাবাক্য হেতু সহস্র গোবধের পাতক স্পর্শে। আর, মনুষ্যের নিকট মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহার আত্মহত্যাজন্য পাতক এবং স্বজনহানি হয়। মিত্রগণের নিকট অগ্রে উপকার প্রাপ্ত

হইয়া, যে তাহার প্রত্যুপকার না করে, সে কৃতঘ্ন। বানর-রাজ! কৃতঘ্ন সর্ব্বভূতেরই বধ্য। ব্রহ্মা কৃতঘ্ন ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এই শ্লোক বলিয়াছিলেন, সকল লোকেই এই শ্লোক মানিয়া থাকে; এক্ষণে তুমি ইহা জ্ঞাত হও। শাস্ত্রকারেরা গোঘাতী, সুরাপায়ী, পরস্বাপহারী ও ব্রতত্যাগীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়াছেন। কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই। বানর! তুমি অসৎ, কৃতঘ্ন, এবং মিথ্যাবাদী; কারণ তুমি অগ্রে রামের দ্বারা কার্য্যসাধন করাইয়া, উঁহার প্রতিবিধান করিতেছ না। তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে; এক্ষণে যদি তোমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে রামের সীতান্বেষণে তোমার যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া তুমি বিবিধ জঘন্য ভোগে আসক্ত হইয়া আছ। তুমি মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, রাম জানিতে পারেন নাই যে, তুমি বাস্তবিক সর্প, মণ্ডুকের ন্যায় রব করিয়াছিলে। তুমি পাপশীল ও দুরাত্মা; মহাত্মা মহাভাগ রাম দয়া বোধ করিয়া তোমাকে বানররাজ্য লাভ করাইয়াছেন। যদি তুমি মহাত্মা রামের উপকার স্বীকার না কর, তাহা হইলে, নিশিত শরনিকর দ্বারা নিহত হইয়া, সদ্যই বালীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। বালী নিহত হইয়া যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথ রুদ্ধ হয় নাই; অতএব সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা পালন কর; বালীর পথের অনুগামী হইও না। রামের কার্য্য তুমি মনেও চিন্তা কর না; এইজন্য তোমাকে সেই ইক্ষ্বাকুবরের শরাসনবিনিঃসৃত বজ্রনার শরসমূহ নিশ্চয়ই দর্শন করিতে হইবে; তখন সুখী হইয়া সুখভোগ করিবে।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ যেন স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া, উক্ত প্রকার বাক্য বলিলে পর, চন্দ্রবদনা তারা কহিলেন, লক্ষ্মণ!

এরূপ বাক্য বলিবেন না। বানরগণের অধিপতি এতাদৃশ পরুষ বাক্য, বিশেষতঃ তোমার মুখ হইতে, শ্রবণ করিবার যোগ্যপাত্র নহেন। কপীশ্বর সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ কি শঠ, কি নির্দ্দয়, কি মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ বা কুটিল নহেন। বীর! রাম রণ-স্থলে অন্যের অসাধ্য যে উপকার সাধন করিয়াছেন, এই বীর কপি সুগ্রীব তাহা বিস্মৃতও হন নাই। হে পরন্তপ! সুগ্রীব রামের প্রসাদেই কীর্ত্তি ও চিরস্থায়ি কপিরাজ্য এবং রুমাকে ও আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বহুদিন নিরতিশয় দুঃখে নিমগ্ন ছিলেন; সম্প্রতি এই অসীম সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জন্যই জানিতে পারেন নাই যে, প্রতিজ্ঞার কাল উপস্থিত হইয়াছে। মহামুনি বিশ্বামিত্রেরও এই দশা ঘটিয়াছিল। লক্ষ্মণ! ঘৃতাচী অপ্সরায় নিরতিশয় আসক্ত হইয়া মহামুনি ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র দশ বৎসরকে এক দিনমাত্র বোধ করিয়াছিলেন। হে কালবিৎশ্রেষ্ঠ! সেই মহাতেজা বিশ্বামিত্রই কাল জ্ঞান করিতে পারে নাই; তখন আর ইতর জনের কথা কহিতেছেন কেন? সুগ্রীব জাতিতে পশু, তাহাতে আবার বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, এই জন্যই কামভোগে এখনও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই; অতএব ইহাঁকে ক্ষমা করা রামের কর্ত্তব্য। ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সামান্য ব্যক্তির ন্যায়, সহসা কোপের বশবর্ত্তী হওয়া আপনারও সমুচিত নহে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার ন্যায় সত্ত্বগুণা-বলম্বী পুরুষেরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, সহসা কোপের বশীভূত হন না। আমি, সুগ্রীবের হইয়া, একাগ্রচিত্তে আপ-নার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, ক্রোধ বশতঃ আপনার এই যে নিরতিশয় চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে, ইহা পরি-ত্যাগ করুন। আমার জ্ঞান আছে, সুগ্রীব রামের প্রিয়সাধ-নার্থ কি রুমা, কি আমি, কি অঙ্গদ, কি রাজ্য, কি ধন, কি ধান্য, কি পশু, সমস্তই পরিত্যাগ করিতে পারেন। সুগ্রীব

সেই রাক্ষসাধমকে সংহার করিয়া, রোহিণীর সহিত চন্দ্রের ন্যায়, সীতার সহিত রামকে মিলিত করিবেন। লঙ্কার সহস্র কোটি, ষট্‌ত্রিংশৎ অযুত, শত সহস্র রাক্ষস আছে। যে রাবণ মৈথিলীকে হরণ করিয়াছে, ঐ সকল দুর্দ্ধর্ষ কামরূপী রাক্ষসকে সংহার না করিয়া, তাহাকে সংহার করা যাইবে না। লক্ষ্মণ! সুগ্রীব অন্যান্য বীরের সাহায্য না পাইলে, একাকী তাহাদিগকে, বিশেষ, দারুণকর্ম্মা রাবণকে সংহার করিতে পারিবেন না। কপীশ্বর বালী আমাকে রাক্ষসগণের উক্তপ্রকার সংখ্যা বলিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। রাবণ কি প্রকারে যে এত অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিল, সে বিষয় আমি জ্ঞাত নহি। আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম বলিয়াই, উক্ত সংখ্যা বলিলাম। অতএব সহায় লাভ করিবার জন্যই যুদ্ধার্থ বহুতর প্রধান প্রধান বানরকে আনয়ন করিবার মানসে প্রধান প্রধান বানরদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে। সেই সকল মহাবল বিক্রান্ত বানরের প্রতীক্ষা করিয়াই কপিরাজ এতদিন রামের কার্য্য সাধনার্থ বহির্গত হন নাই। হে সৌমিত্রে! সুগ্রীব ইতিপূর্ব্বেই যে সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত মহাবল বানর অদ্যই এস্থানে উপস্থিত হইবে। সহস্র কোটি ঋক্ষ ও শত কোটি গোলাঙ্গূল এবং অনেককোটি প্রদীপ্ততেজঃসম্পন্ন বানর অদ্যই আপনার অনুগামী হইবে। হে কাকুৎস্থ! হে অরিন্দম! আপনি কোপ ত্যাগ করুন। আপনার এতাদৃশ মুখ ও কোপহেতু রুধিরসম রক্তবর্ণ নয়নযুগল দর্শন করিয়া কপীশ্বরবনিতা আমরা সুস্থির হইতে পারিতেছি না; ইতিপূর্ব্বে যে বিপদ্ ঘটিয়া গিয়াছে, আবার সেই বিপদেরই আশঙ্কা করিয়া সকলেই ভীত হইয়াছি।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

মৃদুপ্রকৃতি লক্ষ্মণ তারার উক্তপ্রকার ধর্ম্মসঙ্গত সানুনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, গ্রাহ্য করিলেন। বাক্য গ্রাহ্য করা হইল দেখিয়া বানরকুলরাজ, আর্দ্র বসনের ন্যায়, লক্ষ্মণহেতুক ভয় ত্যাগ করিলেন। অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব কণ্ঠলম্বিত, বহুদামগ্রথিত বিচিত্র পুষ্পগুচ্ছ মাল্য ছিন্ন করিলেন; তাঁহার মত্ততাও দূর হইল। অনন্তর সর্ব্ববানরপ্রধান সুগ্রীব সানুনয় বাক্যে ভীমবলশালী লক্ষ্মণকে তুষ্ট করত কহিলেন; হে সুমিত্রানন্দন! অপহৃত সৌভাগ্য, কীর্ত্তি ও এই চিরস্থায়ি বানররাজ্য আমি রামের প্রসাদেই সমস্ত পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই দেব নিজ কার্য্যপরম্পরা দ্বারা বিখ্যাত। হে রাজনন্দন! তিনি যে মহৎ উপকার করিয়াছেন, কোন্ ব্যক্তি একাংশমাত্রেও তাহার প্রত্যুপকার করিতে পারে? ধর্ম্মাত্মা রাঘব নিজ বীর্য্যবলেই সীতাকে লাভ ও রাবণকে সংহার করিবেন; আমি কেবল সহায়মাত্র হইব। যিনি একমাত্র বাণে সপ্তমহাতাল, পর্ব্বত ও পৃথিবী ভেদ করিয়াছেন; তাঁহার সাহায্যেই বা প্রয়োজন কি? লক্ষ্মণ! যাঁহার ধনুর্ব্বিস্ফারণকালে পৃথিবী, শৈলগণের সহিত কম্পিত হইয়াছিলেন সহায়ে তাঁহার কি করিবে? যুদ্ধস্থলে পুরোযায়িবর্গের সহিত রাবণকে সংহার করিবার নিমিত্ত নরেন্দ্র যখন যাত্রা করিবেন, আমি তখন তাঁহার অনুগামী হইবমাত্র। আমি আদেশপ্রতিপালক; বিশ্বাসহেতু হউক, আর প্রণয়হেতুই হউক, যদি আমার ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; আমি দাস; কোন দোষে দোষী না হয়, এমন কোন্ দাস আছে।

মহাত্মা সুগ্রীব উক্তপ্রকার কহিলে পর লক্ষ্মণ প্রসন্ন হইলেন; এবং প্রণয়ভাবে কহিলেন, বানরেশ্বর সুগ্রীব! সমর্থ বিশেষতঃ বিনয়ী তোমাকে সহায় প্রাপ্ত হইয়া, আমার ভ্রাতা সর্ব্বাং-

শেই সহায়সম্পন্ন হইয়াছেন। সুগ্রীব! তোমার যেরূপ প্রভাব এবং যেরূপ অসাধারণ ইন্দ্রিয়সংযম, তাহাতে তুমি অনুত্তম বানররাজ্যলক্ষ্মী সম্ভোগ করিবার সম্যক্ উপযুক্ত পাত্র। প্রতাপশালী রাম তোমার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বেই যুদ্ধে শত্রুকে সংহার করিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সুগ্রীব! তুমি যে বাক্য বলিলে, তাহা যথার্থই ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, ও সংগ্রামে অপরাংমুখ ব্যক্তির উপযুক্ত বাক্য। দোষী ব্যক্তি সামর্থ্য থাকিতেও এরূপ বিনীত বাক্য বলে, তুমি ও আমার জ্যেষ্ঠ ভিন্ন, এরূপ আচরণ আর কাহারও পক্ষে সম্ভাবিত নহে। আর, বিক্রমে ও বলে তুমি রামেরই সমান; অতএব বানরশ্রেষ্ঠ! অনেক দিনের পর দৈবই এই সহায় মিলাইয়াছেন। কিন্তু বীর! আমার সমভিব্যাহারে তুমি শীঘ্রই বহির্গত হও, ভার্য্যাহরণ জন্য দুঃখিত বয়স্যকে সান্ত্বনা কর, শোকাভিভূত রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তোমাকে যে সমস্ত পরুষবাক্য বলিয়াছি তাহা ক্ষমা কর।

— —

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

মহাত্মা লক্ষ্মণ উক্তপ্রকার বলিলে পর সুগ্রীব পার্শ্বস্থিত হনূমানকে বলিলেন, মহেন্দ্র, হিমালয়, বিন্ধ্য, কৈলাস এবং পাণ্ডুশিখরশালী মন্দর, বালসূর্য্যসমপ্রভ নিত্য আভাশালী এই পাঁচ পর্ব্বতের শিখরে, পশ্চিম দিকের সাগরতীরস্থিত পর্ব্বতসমূহে সন্ধ্যাভ্রসমবর্ণ উদয় ও অস্তাচলে; এবং পদ্মপর্ব্বতের বনে যে সকল ভয়ানক বানর বাস করে; অঞ্জনপর্ব্বতে যে সকল গজরাজসদৃশ মহাবিক্রমশালী নীলমেঘসন্নিভ বানর বসতি করে, যে সকল সুবর্ণপ্রভ প্লবঙ্গম মহাশৈলের গুহায় বাস করে, সুমেরুর পার্শ্ববর্ত্তী ধূম্রগিরিতে যে সকল বানর বসতি করে, মহারুণ পর্ব্বতে যে সকল বালসূর্য্যসমবর্ণ ভীমবেগশালী, মধুমৈরেয়পায়ী বানর বাস করে; এতদ্ভিন্ন যে সকল বানর বিবিধ সুরম্য সুগন্ধি

বনে ও বিবিধ তাপসজনের আশ্রম দ্বারা শোভিত বনান্ত সকলে বসতি করে; তুমি নিরতিবেগবান্ বানরদিগকে পাঠাইয়া সামদানাদি উপায় দ্বারা পৃথিবীর এই যাবতীয় বানরকেই শীঘ্র আনয়ন কর। যে সকল মহাবেগ বানরদিগকে আসিবার জন্য আমি ইতিপূর্ব্বেই আজ্ঞাপ্রেরণ করিয়াছি, তুমি সত্বর হইবার জন্য তাহাদিগের নিকট পুনর্ব্বার প্রধান প্রধান বানরদিগকে প্রেরণ কর। যে সকল যূথপতিশ্রেষ্ঠ কামভোগে আসক্ত হইয়া, দীর্ঘসূত্রী হইয়া আছে, তুমি তাহাদিগের সকলকেও এই স্থানে আনয়ন কর। আমার আজ্ঞা পাইয়া যে সকল দুরাত্মা দশদিনের মধ্যে এই স্থানে আগমন না করিবে; রাজাজ্ঞা অবহেলন অপরাধে তাহারা বধদণ্ড প্রাপ্ত হইবে। আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী বানরগণের মধ্যে এককোটি সাত সহস্র বানর আমার আজ্ঞাক্রমে বানরসিংহদিগকে আনিবার জন্য অদ্যই গমন করুক। মেঘ ও পর্ব্বতসঙ্কাশ ঘোররূপী বানরশ্রেষ্ঠ সকল গগনতলসমাচ্ছাদন করিয়া, আমার আজ্ঞাক্রমে এই স্থান হইতে যাত্রা করুক। গতিজ্ঞ বানর সকল পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে গমন করিয়া আমার আজ্ঞানুসারে সত্বর যাবতীয় বানরকে আনয়ন করুক।

বানররাজ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া পবনতনয় সর্ব্বদিকে বিক্রমশালী বানরদিগকে প্রেরণ করিলেন। বানরগণ রাজাজ্ঞায় প্রেরিত হইয়া তৎক্ষণমাত্রে আকাশমার্গে এবং বিহঙ্গম ও নক্ষত্রগণের পথে প্রস্থান করিল। ঐ সকল বানর যাবতীয় সমুদ্র, পর্ব্বত, বন ও সরোবরে গমন করিয়া সমস্ত বানরকে রামেরকার্য্য সাধন করিবার জন্য আজ্ঞা করিল। সাক্ষাৎ মৃত্যুকালপ্রতিম রাজরাজ সুগ্রীবের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বানরগণ দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া আগমন করিতে লাগিল। অঞ্জনগিরি হইতে অঞ্জনসঙ্কাশ মহাবল তিনকোটি বানর রামের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য বহির্গত হইল। সূর্য্য যে পর্ব্বতে অস্তগমন করেন, সেই প্রধান

পর্ব্বতে যে সুতপ্ত হেমবর্ণ বানর সকল বাস করিত, তাহাদিগের দশ কোটি বহির্গত হইল। কৈলাসের শিখর সকল হইতে সিংহ-কেশরসমবর্ণ সহস্র কোটি বানর আগমন করিল। হিমালয়ে বসতি করিয়া যে সহস্র কোটি সংখ্যক বানর ফলমূল ভোজন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগের সহস্র কোটিই আগমন করিল। বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে অঙ্গারকসমবর্ণ ভীম-দর্শন ভীমকর্ম্মা সহস্র কোটি বানর সত্বর উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদ সাগরের তীরে তমালবননিবাসী, নারিকেলভোজী কত বানর যে আগমন করিল, তাহার সংখ্যা নাই। যাবতীয় বন, গিরিগহ্বর ও নদীতীর হইতে মহাবল বানরীসেনা, দিবা-করকে যেন পান করিতে করিতে, আসিতে লাগিল। যে সকল বানর, বানরদিগকে সত্বর হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে হিমালয়ের শিখরে গমন করিয়াছিল, সেই সকল বীর তথায় প্রসিদ্ধ মহাবৃক্ষ দর্শন করিল। ঐ পবিত্র গিরিবরে পূর্ব্বে মহা-দেবের আরাধনার জন্য মনোরম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া সকল দেবতারই তুষ্টি সাধন করিয়াছিল। যজ্ঞীয় বিবিধ হুত অন্নের নিষ্যন্দ হইতে বিবিধ অমৃততুল্য স্বাদু ফল মূল উৎপন্ন হইয়া-ছিল। বানরগণ ঐ সমস্ত দর্শন করিল। যে ব্যক্তি অন্ন হইতে সমুৎপন্ন ঐ সমস্ত মনোহর দিব্য ফল মূল একবার ভক্ষণ করে, তাহার আর একমাস ক্ষুধা হয় না। ফলভোজী বানরযূথপতি সকল ঐ সমস্ত দিব্য ফল মূল ও দিব্য ওষধি সংগ্রহ করিল। সুগ্রীবের মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ বানরগণ তথায় গমন করিয়া, ঐ যজ্ঞভূমি হইতে বিবিধ সুগন্ধি পুষ্পও লইয়া আসিল। যে সকল প্রধান প্রধান বানর প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা পৃথিবীর সকল বানরকে প্রেরণ করিয়া আপনারা সত্বর গমনে সর্ব্বাগ্রে বহি-র্ভূত হইল, এবং শীঘ্রগামী ঐ সকল কপি অতিবেগে ঐ মুহূ-র্ত্তেই কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। সকলে সর্ব্ব প্রকার ওষধি, ও ফলমূল লইয়া সুগ্রীবকে জানিয়া নিবেদন

করিল এবং কহিল, পর্ব্বত, নদী ও বন মাত্রেই গমন করিয়াছিলাম; পৃথিবীর যাবতীয় বানর আপনার আজ্ঞানুসারে আগমন করিতেছে।

বানররাজ সুগ্রীব উক্তপ্রকার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইলেন; পরে প্রীতি সহকারে ঐ বানরদিগের উপায়ন সামগ্রী সমস্ত গ্রহণ করিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

সুগ্রীব আনীত উপায়ন সামগ্রী সমস্ত গ্রহণ করিলেন। পরে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া, বানরদিগের সকলকে বিদায় করিলেন। কৃতকর্ম্মা বানর বীরদিগকে বিদায় করিয়া সুগ্রীব স্থির করিলেন, তাঁহার নিজের ও মহাবল রামের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অনন্তর লক্ষ্মণ সর্ব্ববানরপ্রধান ভীমবলশালী সুগ্রীবের হর্ষোৎপাদন করত প্রণয়বচনে কহিলেন, সৌম্য! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমরা কিষ্কিন্ধ্যা হইতে বহির্গত হই।

লক্ষ্মণের সেই সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীব সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, তাহাই হউক্, চলুন, গমন করি। আমাকে অবশ্যই আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। সুগ্রীব শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এইপ্রকার কহিয়া তারা প্রভৃতি মহিষীদিগকে বিদায় লইতে আদেশ করিলেন। এবং উচ্চৈঃস্বরে বানরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, নিকটে আগমন কর। তাঁহার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে সকল বানর অন্তঃপুরচারিণীদিগের নিকট যাইতে পারিত, তাহারা সকলে সত্বর আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইল। তখন সূর্য্যসমপ্রভ রাজা সমাগত বানরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, বানরগণ! সত্বর আমার শিবিকা আনয়ন কর। তাঁহার সেই আদেশ শ্রবণ করিয়া, শীঘ্রকর্ম্মা

বানরগণ সুন্দরদর্শন শিবিকা আনয়ন করিল। শিবিকা আনীত হইল দেখিয়া, বানররাজ সৌমিত্রিকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! শিবিকায় আরোহণ করুন; আর বিলম্ব করিবেন না। এই কথা বলিয়া, সুগ্রীব লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে বহু বানরগণ কর্তৃক বাহিত ঐ সূর্য্যসংকাশ কাঞ্চনময় যানে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধৃত হইল। পার্শ্বে শুভ্র চামর সকল বীজিত ও শঙ্খ ভেরীর শব্দ হইতে লাগিল। বন্দিগণ স্তবপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সুগ্রীব উৎকৃষ্টরাজ্যশ্রীসম্পন্ন হইয়া যাত্রা করিলেন। এবং ভীমদর্শন শস্ত্রপাণি শত বানরে চতুর্দ্দিক বেষ্টিত হইয়া, রাম যথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন তথায় প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাম যথায় বাস করিয়াছিলেন, সেই মনোরম স্থানে উপস্থিত হইয়া, মহাতেজা সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত শিবিকা হইতে অবরোহণ করিলেন। পরে রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহাতে, অনুচর বানরগণও সকলে অঞ্জলিবন্ধন করিলে, কুট্মলসম্পন্ন তড়াগের ন্যায় সুগ্রীবের শোভা হইল। রাম তদবস্থ সুগ্রীবকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর অবনত মস্তকে পাদতলে পতিত বানররাজকে উত্থাপন করিয়া প্রেম ও বহুমান পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গন করিয়া ধর্ম্মাত্মা বলিলেন উপবেশন কর। সুগ্রীব ক্ষিতিতলে উপবেশন করিলেন দেখিয়া রাম কহিলেন, বীর বানররাজ! যে রাজা সময় বিভাগ করিয়া, যথাসময়ে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সেবন করেন, তিনিই রাজা। আর যিনি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল কামেরই সেবা করেন, তিনি বৃক্ষাগ্রে সুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত হইলে পর জাগরিত হন। শত্রুসংহারে উদ্যোগী, মিত্র উপার্জ্জনে একাগ্র চিত্ত এবং ত্রিবর্গসেবী রাজারই ধর্ম্ম লাভ হয়। হে শত্রুনিসূদন! উদ্যোগের সময় এই উপস্থিত হইয়াছে। অতএব মন্ত্রী বানরদিগের সহিত তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য চিন্তা কর।

এ কথা শুনিয়া সুগ্রীব রামকে কহিলেন,হে বিজয়িপ্রবর! আপনার প্রসাদে; এবং আপনার ভ্রাতার প্রসাদেই অপহৃত লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, ও চিরস্থায়ী বানররাজ্য, এই সমস্ত আমি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি কৃত উপকারে প্রত্যুপকার না করে, মনুষ্যগণের মধ্যে সে ধর্ম্মনাশক। হে শত্রুনিসূদন! এই শত শত বলবান্ বানর পৃথিবীর যাবতীয় বানরকে লইয়া আগমন করিয়াছে। রাঘব! দেব ও গন্ধর্ব্বগণের ঔরসজাত, কান্তার ও দুর্গবিষয়ে পণ্ডিত, ঘোরদর্শন কামরূপী বীর ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গুল সকল শত সহস্র, কোটী, অযুত, শংকু, অর্ব্বুদ, শত অর্ব্বুদ, মধ্য, ও অন্ত্যসংখ্যক স্ব স্ব সৈন্য লইয়া পথিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। হে পরন্তপ! হে বীর! হে রাজন্! মহেন্দ্রতুল্যবিক্রমশালী, মেঘপ্রতিম, পর্ব্বতপ্রমাণ, সুমেরুবাসী ও বিন্ধ্যাচলনিবাসী, সমুদ্র ও পরার্দ্ধসংখ্যক বানর যূথপতি, আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছে। তাহারা রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আপনার অনুগামী হইবে; এবং যুদ্ধে রাবণকে সংহার করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিবে।

আজ্ঞানুবর্ত্তী বানরপ্রবীর সুগ্রীবের উদ্যোগ দর্শন করিয়া হর্ষবশতঃ পার্থিবনন্দন রামের নয়নযুগল নীলোৎপলের ন্যায় বিকসিত হইয়া উঠিল।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত সুগ্রীব উক্ত বাক্য বলিলে পর, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাম তাঁহাকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন হে সৌম্য! হে শত্রুতাপন! ইন্দ্র যে বর্ষণ করিবেন; সহস্রাংশু সূর্য্য যে আকাশমণ্ডলকে অন্ধকারশূন্য করিবেন; চন্দ্রমা যে নিজ প্রভা দ্বারা রজনীকে উদ্ভাসিত করিবেন, এবং তোমার ন্যায় ব্যক্তি যে মিত্রের তুষ্টিসাধন করিবে; এ সকল

বিষয়ে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। অতএব তুমি যে এই সেনাসংগ্রহ করিয়াছ, ইহা বিচিত্র নহে; উত্তম কার্য্যই করিয়াছ। সুগ্রীব! তুমি যে সতত হিতবাদী, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। সখে! তোমার সাহায্য পাইয়া আমি অবশ্যই রণে সমস্ত শত্রুকে সংহার করিব। তুমিই আমার সুহৃৎ ও মিত্র; সহায়তা করা তোমারই কর্ত্তব্য হইতেছে। অনুহ্লাদ যেমন শচীকে হরণ করিয়াছিল, রাক্ষসাধম তেমনি ছল করিয়া নিজের মরণার্থ মৈথিলীকে হরণ করিয়াছে। শক্রঘাতী পুরন্দর যেমন শচীর দর্পিত পিতাকে সংহার করিয়াছিলেন, আমি তেমনি নিশিত শরনিকর দ্বারা অবিলম্বেই সেই রাবণকে সংহার করিব।

এই কথা বলিতে বলিতে,ধূলিপটল উষ্ণরশ্মির তীক্ষ্ণ উষ্ণ প্রভা আচ্ছাদন করিয়া নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ঐ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া দিক্ সকল সমাকুল হইয়া উঠিল। এবং পৃথিবী কানন ও শৈলগণের সহিত কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর গজরাজসঙ্কাশ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাশালী মহাবল শতকোটি অনুচর পরিবেষ্টিত শত শত বানর যূথপতি, এবং অন্যান্য নদীবাসী, পর্ব্বতনিবাসী, সমুদ্রতীরবাসী, মেঘবাসী, বনবাসী, বালসূর্য্যসমপ্রভ, চন্দ্রসদৃশধবলাকার, পদ্মকেশরবর্ণ ও হিমাচলবাসী, শ্বেতবর্ণ অসংখ্য বানরে মেদিনী আচ্ছাদিত হইল। নিমেষমাত্রে মধ্যেই বীর শ্রীমান্ শতবলিনামক বানর দশসহস্র কোটি বানরে পরিবৃত্ত হইয়া দর্শন দিল। তদনন্তর তারার শৈলসংকাশ বীর্য্যবান্ পিতা বহু সহস্র কোটি বানর সমভিব্যাহারে দৃষ্ট হইল। তাহার পর সুগ্রীবের শ্বশুর রুমার পিতা আর এক সহস্র কোটি লইয়া উপস্থিত হইলেন। হনূমানের পিতা, পদ্মকেশরবর্ণ তরুণাদিত্যসমবদন, সর্ব্ববানরপ্রধান, বুদ্ধিমান্ বানরশ্রেষ্ঠ কেশরী অসংখ্য বানরসমভিব্যাহারে দৃষ্ট হইল। গোলাঙ্গুলগণের মহারাজ ভীমবিক্রমশালী গবাক্ষ সহস্র কোটী বানর লইয়া দর্শন দিল। শত্রুসংহারী ধূম্র দুই সহস্র

কোটি ভীমবেগসম্পন্ন ঋক্ষ লইয়া উপস্থিত হইল। মহাবীর্য্য যূথপতি পনস মেঘসংকাশ ঘোরদর্শন তিনকোটি অনুচারীর সহিত আগমন করিল। নীলাঞ্জনরাশিসন্নিভ মহাকায় নবীন নামক যূথপতি দশকোটি লইয়া দর্শন দিল। তদনন্তর কাঞ্চনশৈলপ্রতিম মহাবীর্য্য গবয় নামক যূথপতি পঞ্চকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া আগমন করিল। যূথপতি বলবান্ দরী-মুখও সহস্রকোটি সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া সুগ্রীবের নিকট দণ্ডায়মান হইল। অশ্বিপুত্র মহাবল মৈন্দ ও দ্বিবিদ কোটি সহস্র বানর লইয়া দর্শন দিল। বলবান্ বীর গজ বিশকোটি লইয়া উপস্থিত হইল। মহাতেজা জাম্ববান্ নামে ঋক্ষরাজ দশকোটি ঋক্ষসমভিব্যাহারে আসিয়া সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইলেন। রুমনামে মহাতেজস্বী বলবান্ বানর শত-কোটি সমভিব্যাহারে সত্বর আগমন করিল। তাহার পশ্চাৎ গন্ধমাদন সহস্রকোটি শত বানর লইয়া উপস্থিত হইল। তদন-ন্তর পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম শতশংখ্য বানরসমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। পরে তারাসদৃশ কান্তিশালী তার বানর ভীমবিক্রমসম্পন্ন পঞ্চকোটি বানরসমভি-ব্যাহারে দূরে দৃষ্ট হইল। একাদশ কোটির অধীশ্বর যূথপতি বীর ইন্দ্রজানু একাদশকোটি বানর লইয়াই দর্শন দিল। বাল-সূর্য্যসঙ্কাশ রম্ভ এক শত সহস্র এক অযুত বানর লইয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর দুর্ম্মুখ নামক বীর যূথপতি দুইকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া আগমন করিল। তৎপশ্চাৎ কৈলাসশিখরাকার ভীমবিক্রমশালী সহস্র কোটি বানর লইয়া হনুমান দর্শন দিলেন। মহাবীর্য্য নলও শতকোটি শত সহস্র বৃক্ষবাসী বানর লইয়া দৃষ্ট হইল। তদনন্তর শ্রীমান্ দরীমুখ দশকোটি লইয়া, কোলাহল করিতে করিতে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। ক্রমে শরভ, কুমুদ, বহ্নি ও রম্ভ নামক বানর, এবং অন্যান্য যে কত কামরূপী বানরযূথপতিগণ কানন ও পর্ব্বতের সহিত সমগ্র পৃথিবী আবরণ

করিয়া আগমন করিল; তাহার সংখ্যা নাই। পৃথিবীর সমস্ত বানরই আগমন করিয়া সন্নিবেশ স্থাপন করিল। মেঘসংঘ যেমন সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হয়, বানরেরা তেমনি লম্ফন উল্লম্ফন ও গর্জ্জন করিতে করিতে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। দীর্ঘ-বাহুশালী কপিকুল নানাপ্রকার শব্দ করিতে করিতে, মস্তক অবনত করিয়া বানররাজ সুগ্রীবকে আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিল। অপরাপর বানরশ্রেষ্ঠেরাও উক্ত প্রকারে আগমন করিয়া, সুগ্রীবের নিকটবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। ধর্ম্মজ্ঞ সুগ্রীবও তৎক্ষণমাত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া রামকে একে একে ঐ সমস্ত সত্বরসমাগত বানরের সমা-গমসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, কহিলেন, হে বানরেন্দ্রগণ! এই সমস্ত পর্ব্বত নিঝর ও বনমধ্যে সৈন্য সমস্ত যথাবিধানে ও যথা-সুখে সংস্থাপন করিয়া, বলাবল পরীক্ষা কর।

—০:০—

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর সমৃদ্ধভোগসম্পন্ন বানররাজ সুগ্রীব শত্রুসৈন্যপ্রমাথী নরসিংহ রামকে কহিলেন, আমার অধিকারবাসী মহেন্দ্রপ্রতিম কামগামী বলবান্ বানরেন্দ্র সকলেই আগমন করিয়া সেনাসন্নি-বেশ করিয়াছেন। এই সেই সকল বানর; এই সমস্ত দৈত্য-দানবসংকাশ ঘোররূপী বানর ভীমবিক্রমশালী, বিবিধ বিক্রম-প্রকাশ জন্য বিখ্যাত বলবান্ বানরগণের সহিত আগমন করি-য়াছেন। ইহারা অসাধারণ কার্য্যপরম্পরা দ্বারা বিখ্যাত, বলবান্, শ্রমজয়ী; পরাক্রমে প্রতিপন্ন। এবং উদ্যোগ বিষ-য়েও শ্রেষ্ঠ। রাম! পৃথিবী ও জলচারী, এবং নানাপর্ব্বত-নিবাসী কোটি কোটি বানর এই উপস্থিত হইয়া আপনার আজ্ঞা-নুবর্ত্তী হইয়াছে। ইহারা আদেশপ্রতিপালক ও অধিস্বামীর হিতানুষ্ঠানে নিরত। হে শত্রুনাশন! ইহারা আপনার অভি-

প্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে পারিবে। এতাদৃশ এই সমস্ত দৈত্য-দানবসংকাশ ঘোরদর্শন বানর বিবিধবিক্রমসম্পন্ন এই অসংখ্য বিবিধ বানরের সহিত আগমন করিয়াছে নরব্যাঘ্র! এক্ষণে উপস্থিত সময়ের যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, আজ্ঞা করুন। আপনারই সৈন্য আপনার বশবর্ত্তী রহিয়াছে; ইহাদিগকে আদেশ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। ইহাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি জ্ঞাত আছি বটে; তথাপি যাহা কর্ত্তব্য, আপনারই তাহা আজ্ঞা করা উচিত।

সুগ্রীব এই কথা কহিলে পর, দশরথনন্দন রাম বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে সৌম্য! হে মহা-প্রাজ্ঞ! ইহারা জানিয়া আসুক, মৈথিলী জীবিত আছেন কি না। মৈথিলীহর্ত্তা রাবণ কোথায় বাস করে, তাহাও জানিয়া আসুক। বৈদেহীর ও রাবণের বাসস্থানের সন্ধান পাইলে পর, তখন যাহা কর্ত্তব্য হয়, তোমার সহিত তাহার অনুষ্ঠান করিব। বানর! আমি বা লক্ষ্মণ, এ কার্য্যে সমর্থ নহি; তুমিই এ কার্য্যের সাধনে সমর্থ এবং কার্য্যনিষ্পত্তির হেতুভূত। হে ক্ষমতা-শালিন্! তুমিই আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আদেশ প্রদান কর; বীর! নিঃসংশয় তুমি আমার কার্য্য জ্ঞাত আছ। তুমি মিত্র; সুতরাং আমার দ্বিতীয়। বিশেষতঃ তুমি বিক্রমশালী, প্রাজ্ঞ, কালবিশেষবিৎ, কার্য্যজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ, স্বীয় মর্য্যাদাজ্ঞ, এবং আমাদিগের হিতানুষ্ঠানে নিরত ও হিতৈষী।

এই কথা শুনিয়া বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব চন্দ্রসূর্য্যসন্নিভ বানর-গণে পরিবৃত, শৈলসংকাশ, মেঘরাবী, তেজস্বী বানরাধিপতি বিনতকে ধীমান রাম ও লক্ষ্মণের সম্মুখে কহিলেন, তুমি দেশ, কাল ও নীতি জ্ঞাত আছ। কার্য্যনির্দ্ধারণ বিষয়েও তোমার অভিজ্ঞতা আছে। বেগবান্ শতসহস্র বানর তোমার অনুচর। তুমি পূর্ব্বদিকের শৈল, বন ও কানন সকলে গমন কর। তথায় সমস্ত গিরিদুর্গ, বন ও নদীতটে সীতার ও রাব-

শের বাসস্থানের অনুসন্ধান করিবে। মনোহারিণী ভাগীরথী, সরযূ, কৌশিকী, রমণীয়া কলিন্দনন্দিনী যমুনা, যমুনার উৎপত্তি-স্থানভূত পর্ব্বত, সরস্বতী, মণিসমবর্ণ শোণ ও শৈলকানন-শোভিতা মহী ও কালমহী নদী, এবং ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশী, কোশল, মগধদেশের যাবতীয় নগরী, পুণ্ড্র, অঙ্গ, কোশ-কারকীটোৎপাদক দেশ, ও রজতোৎপাদকজনপদ, অনুসন্ধানক্রমে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া, এই সমস্ত দেশেই দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়ভার্য্যা সীতার সন্ধান করিবে। সাগরগর্ভস্থিত পর্ব্বত ও সাগরমধ্যস্থ দ্বীপ সকলের প্রান্তেও কতিপয় গ্রাম আছে, তন্মধ্যেও অনুসন্ধান করিবে। একপ্রকার যবনজাতি বস্ত্রের ন্যায় বিশাল কর্ণভূষণ পরিধান করে, আর একপ্রকার জাতির ওষ্ঠ কর্ণপর্য্যন্ত বিস্তৃত ; আর একপ্রকারের মুখ লৌহ সদৃশ কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ ; আর এক জাতির এক পাদ। এই সকল জাতি অক্ষয়ের সন্তান , এবং অতিশয় বলবান্। এতদ্ভিন্ন, এক জাতীয় রাক্ষস আছে। তাহারা মানুষ ভক্ষণ করে। আর, ঐদিকে এক কিরাতজাতি আছে ; তাহারা হেমবর্ণ ও প্রিয়দর্শন এবং তাহাদিগের কেশপাশ সূচীর ন্যায় তীক্ষ্ণ। দ্বীপবাসী আর একপ্রকার কিরাতজাতি আছে, তাহারা আম-মীন আহার করে। নরব্যাঘ্র নামে আর এক কিরাতজাতি জলমধ্যে বাস করিয়া থাকে। এই সকল জাতির বাসস্থানমাত্রেই অনুসন্ধান করিবে। যে সকল জাতি পর্ব্বতপথে গমনাগমন করে ; যাহারা সন্তরণ করিয়া দেশদেশান্তর গমন করে ; যাহারা উড়ুপ দ্বারা যাত্রা করে, তাহাদিগের মধ্যেও অনুসন্ধান করিবে। তদনন্তর যত্ন করিয়া সপ্তরাজ্যশোভিত যবদ্বীপ, এবং সুবর্ণকারগণে বিভূষিত সুবর্ণদ্বীপ ও রৌপ্যদ্বীপে গমন করিবে। যবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া শিশির নামে এক পর্ব্বত আছে ; দেবদানবগণের বাসভূমি ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গ দ্বারা আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। সকলে একত্রিত হইয়া উক্ত দ্বীপ সকলের যাবতীয় গিরিদুর্গ, পল্লী ও বনমধ্যে

যশস্বিনী রামপত্নীর অনুসন্ধান করিবে। তদনন্তর সমুদ্র পার হইয়া, রক্তজলসম্পন্ন শোণনামক দ্রুতপ্রবাহী নদ প্রাপ্ত হইবে। উহার বিচিত্র তীর্থ ও বনমধ্যে ইতস্ততঃ রাবণ ও মৈথিলীর অনুসন্ধান করিবে। যাহার তীরে বিবিধ যবনজাতি বাস করিয়া আছে, এতাদৃশী বহুতর পর্ব্বতনিঃসৃতা নদী এবং দরীবিশিষ্ট নানা পর্ব্বত ও বনমধ্যে অন্বেষণ করিবে। তদনন্তর অতি ভয়ানক সমুদ্রদ্বীপ সকল দেখিতে পাইবে। ঐ সমুদ্র অতীব ভীষণ; বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ও তরঙ্গাকুল হইয়া ঘোর শব্দ করিতেছে। উক্ত দ্বীপ সকলে একজাতীয় অতি মহাকায় অসুর বাস করে; ব্রহ্মা আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহারা ছায়া দ্বারা প্রাণী ধারণ করিয়া আহার করিতে পারিবে; এই জন্য তাহাদিগকে বহুকাল ক্ষুধায় কাতর থাকিতে হয়। কালমেঘবর্ণ, মহাসর্পগণের বাসভূত, মহাশব্দকারী ঐ সাগর উড়ুপাদি উপায় দ্বারা পার হইয়া, রক্তজলসম্পন্ন লোহিতনামক ভয়ানক সাগরে উপস্থিত হইয়া, মহান্ শাল্মলীবৃক্ষ দেখিতে পাইবে। ঐ বৃক্ষ হইতেই শাল্মলী দ্বীপের নাম হইয়াছে। উহার সন্নিকটে বিশ্বকর্ম্মা বৈনতেয়ের জন্য নানারত্নবিভূষিত কৈলাসসঙ্কাশ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ দ্বীপে পর্ব্বতপ্রমাণ ভীমদর্শন, ভয়ানক, নানারূপী মন্দেহনামক রাক্ষসগণ বাস করে, উহারা শৈলশৃঙ্গ হইতে অধোমুখে লম্বিত হইতে থাকে। সূর্য্যোদয়কালে তাহারা সূর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হয়; কিন্তু সূর্য্যকর্ত্তৃক তাপিত এবং সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তি ব্রহ্মতেজোদ্বারা আহত হইয়া জলে পতিত হয়; ক্রমে উজ্জীবিত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপে লম্বমান হইতে থাকে। বানরগণ! তোমরা তাহার পর গমন করিয়া, তরঙ্গ দ্বারা যেন মুক্তাহারে বিভূষিত ক্ষীরোদনামক সাগর দর্শন করিবে। ঐ সাগরের মধ্যে ঋষভ নামে এক মহান্ শ্বেত পর্ব্বত আছে। সুদর্শন নামে এক সরোবরও আছে। ঐ সরোবর দিব্যগন্ধি কুসুমিত বৃক্ষগণে পরিব্যাপ্ত, নানা পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত,

রাজহংসকুল উহাকে আকুল করিয়া রাখিয়াছে; এবং সুবর্ণ-কেশরসম্পন্ন পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। দেবতা, চারণ, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত, আনন্দিত হইয়া ঐ সরোবরে আগমন করিয়া থাকেন।

বানরগণ! ক্ষীরোদ অতিক্রম করিয়া, সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর খরস্রোত জলসাগর দেখিতে পাইবে। ব্রহ্মা প্রসিদ্ধ কোপজাত বড়বামুখ মহা অগ্নি ঐ সাগরমধ্যে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিচিত্র বিশ্বসংসার প্রলয় সময়ে ঐ বড়বামুখের ওদন হইয়া থাকে। সমুদ্রে সমর্থ অসমর্থ যে সকল প্রাণী বাস করে, তাহারা ঐ বড়বামুখ দর্শনে তাহাতে পতনভয়ে তারস্বরে যে চীৎকার করিয়া থাকে, তথায় তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। জলসমুদ্রের উত্তরতীরে ত্রয়োদশযোজনবিস্তীর্ণ এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের নাম জাতরূপশিল। উহার প্রভা সুবর্ণ সদৃশ। বানরগণ! তোমরা দেখিতে পাইবে, ঐ পর্ব্বতের শিখরে পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাললোচন, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, সকল দেবতার পূজনীয়, সহস্রমস্তকমণ্ডিত, ধরাধর, পন্নগ অনন্তদেব নীলাম্বর পরিধান পূর্ব্বক আসীন আছেন। এবং সেই মহাত্মার শিরত্রয়ভূষিত, আধারবেদিবন্ধসমন্বিত, কাঞ্চনময় তালধ্বজ তথায় স্থাপিত ও বিরাজমান হইতেছে। ত্রিদশেশ্বরগণ পূর্ব্বদিকে ব্যবস্থাপন পূর্ব্বক উহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ইহার পর পরম সুষমাময় হেমময় উদয় পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতের শতযোজনব্যায়ত, স্বর্ণময়, সবেদিক, দিব্য শিখরদেশ স্বর্গমণ্ডল স্পর্শ করিয়া বিরাজমান এবং সাল, তাল, তমাল ও কর্ণিকার প্রভৃতি সূর্য্যসন্নিভ, কাঞ্চনময়, কুসুমভূষিত দিব্য পাদপের সান্নিধ্য যোগে শোভমান হইতেছে। তথায় সৌমনস নামে একযোজনবিস্তৃত ও দশযোজনসমুচ্ছ্রিত যে কনকময় অক্ষয় শৃঙ্গ আছে, পুরুষোত্তম বিষ্ণু পূর্ব্বে ত্রিবিক্রম অবতারে ঐ

শৃঙ্গে প্রথম পদ সংস্থাপন ও দ্বিতীয় পদ সুমেরুশিখরে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভগবান্ ভাস্কর উত্তরাভিমুখে জম্বুদ্বীপ পরিক্রমণ পূর্ব্বক এই অত্যুন্নত সৌমনসশৃঙ্গে অধিষ্ঠান করিলে, জম্বুদ্বীপবাসী ব্যক্তিগণের বিশিষ্টরূপে দর্শনগোচর হয়েন। বৈখানস ও বালখিল্য নামক সূর্য্যসমবর্ণ তপস্বী মহর্ষিগণ তথায় প্রকাশ্যরূপে দৃশ্যমান হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোল্লিখিত সুদর্শন দ্বীপ ঐ সৌমনস শৃঙ্গের পুরোভাগে বিরাজমান হইতেছে। ভগবান্ আদিত্য তথায় অধিষ্ঠান করিলে সমুদায় প্রাণীর তেজ ও চক্ষু উভয়ই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। তোমরা ঐ কাঞ্চন শৈলের পৃষ্ঠে, কন্দরে ও অন্তর্ব্বর্ত্তী অরণ্যবিভাগে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বৈদেহী সহিত রাবণের অন্বেষণ করিবে। উল্লিখিত কাঞ্চনশৈল ও ভগবান্ ভাস্কর, এই উভয়ের তেজে সমাবিষ্ট হইয়া, পূর্ব্বসন্ধ্যা রক্তবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সূর্য্য উদিত হইয়া সকল ভুবন প্রকাশ করিবেন, এই আশয়ে পূর্ব্বে ইহাকে পৃথিবী ও ভুবনের দ্বারস্বরূপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, এই জন্য ইহাকে পূর্ব্বদিক্ কহিয়া থাকে। তোমরা ঐ পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে, নির্ঝরসমূহে ও গুহাসকলে ইতস্ততঃ সীতা ও রাবণের অন্বেষণ করিবে। ইহার পর ইন্দ্রাদি দেবগণে পরিবৃত ঐ পূর্ব্বদিক্, চন্দ্র সূর্য্যের সঞ্চার না থাকাতে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। সুতরাং আর গমন করিতে পারা যায় না।

তত্তৎ শৈল, কন্দর ও নদীসমুদায়ে এবং আমি যাহাদের নাম করিলাম না, সেই সকল স্থানেও তোমরা জানকীর সন্ধান করিবে। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! ভগবান্ ভাস্কর যেপর্য্যন্ত উদিত হয়েন, সেইপর্য্যন্তই বানরগণ গমন করিতে সমর্থ। তাহার পর যেখানে চন্দ্রসূর্য্যাদির সঞ্চারাদি নাই, তাহার বিষয় আমি অবগত নহি। এক্ষণে তোমরা উদয়পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া, রাবণভবনে জানকীর উদ্দেশ করিয়া, এক মাস পূর্ণ হইতেই প্রত্যাবৃত্ত হও। একমাসের ঊর্দ্ধ কোনক্রমেই অবস্থিতি

করিও না। অবস্থিতি করিলে, আমার বধ্য হইবে। অধুনা তোমরা মৈথিলীর উদ্দেশ করিয়া, কৃতার্থ হইয়া, প্রত্যাবর্ত্তন কর। হে বানরগণ! বনখণ্ডমণ্ডিত, ইন্দ্রপ্রিয় পূর্ব্বদিকে বিশেষরূপে বিচরণ পূর্ব্বক রামের প্রণয়িনী জনকনন্দিনীর উদ্দেশ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেই, তোমরা সুখী হইতে পারিবে।

একচত্বারিংশ সর্গ।

সুগ্রীব উল্লিখিত সুবিপুল বানর বল পূর্ব্বদিকে পাঠাইয়া দিয়া পরে, কার্য্যসাধনে সক্ষম হইবে, এইপ্রকার লক্ষ্য করত অগ্নির পুত্র নীল, হনুমান্, পিতামহের পুত্র পরম তেজস্বী জাম্ববান্, সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, তারার পিতা সুষেণ, দ্বিবিদ, গন্ধমাদন, এবং অগ্নির অপর দুই পুত্র অনঙ্গ ও উল্কামুখ, এই সকল বীর বানরকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিলেন। ইহারা সকলেই বিক্রমবিশিষ্ট। যে যে স্থানে অন্বেষণ করিতে হইবে, কপিগণেশ্বর বীর সুগ্রীব তাহা বিশেষরূপ বিদিত ছিলেন। তিনি অঙ্গদকে সকলের অগ্রণী করিয়া, সেই সুবিপুল বানরবল দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিলেন। এবং ঐ দিকে যে যে স্থান অতিশয় দুর্গম, তাহাও সবিশেষ বলিয়া দিলেন। তিনি ঐ সকল প্রধান প্রধান বানরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা যথাক্রমে নানাজাতীয় দ্রুম ও লতায় আবৃত সহস্রশীর্ষ বিন্ধ্য, মহোরগনিষেবিত রমণীয় নর্ম্মদা, মহানদী গোদাবরী, কৃষ্ণবেণী, মেখল, উৎকল, দশার্ণ, আব্রবন্তী, অবন্তী, বিদর্ভ, ঋষ্টিক, মাহিষ, মৎস্য, কলিঙ্গ ও কৌশিক এই সকল স্থান সমস্তাৎ অন্বেষণ করিবে। পরে পর্ব্বত, নদী ও গুহাসমেত দণ্ডকারণ্য এবং সেই অরণ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী গোদাবরীপ্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিবে। অনন্তর অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য ও কেরল এই সকল জনপদ অন্বেষণ করিয়া;

পরে অয়োমুখনামক ধাতুমণ্ডিত, বিচিত্র শেখরবিশিষ্ট পরম শোভাময় পর্ব্বতে গমন করিবে। তত্রত্য কাননপ্রদেশ বিচিত্র কুসুমে অলংকৃত। তোমরা সেই সুশোভন-চন্দন-বন-বিশিষ্ট ভূধর বিশিষ্টরূপে সন্ধান করিবে। তথায় সুনির্ম্মল-সলিলশালিনী সরিদ্বরা কাবেরী প্রবাহিত হইতেছে, দেখিতে পাইবে। অপ্সরোগণ ঐ নদীতে বিহার করিয়া থাকে।

উল্লিখিত অয়োমুখ পর্ব্বতের শিখরদেশে ঋষিসত্তম সূর্য্যসমদ্যুতি অগস্ত্য আসীন আছেন, দেখিতে পাইবে। তোমরা সেই মহাত্মাকে প্রসন্ন করিয়া, কুম্ভীরপ্রভৃতি হিংস্রজলজন্তুপূর্ণ মহানদী তাম্রপর্ণী পার হইয়া যাইবে। ঐ নদীর দ্বীপবিভাগ ও সলিলরাশি বিচিত্র চন্দনকাননে আচ্ছন্ন। যুবতী স্ত্রী যেমন বসনভূষণে ভূষিতা হইয়া, স্বামীর সহবাসে গমন করে, ঐ নদীও সেইরূপ সমুদ্রে অবগাহন করিতেছে। অনন্তর পাণ্ড্যগণের মুক্তামণিবিভূষিত পুরপ্রাকারঘটিত হেমময় দিব্য কপাট তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে।

পরে তোমরা সমুদ্রতীরে সমাগত হইয়া, কিরূপে সাগর পার হইতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় সবিশেষে স্থির করত অবধারণ করিবে। সেই সাগরে সগরের খাতসংক্রান্ত স্থানবিশেষে ভগবান্ অগস্ত্য পরম সুন্দর পর্ব্বতোত্তম মহেন্দ্র গিরির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুদৃশ্যসানুশোভিত স্বর্ণময় মহেন্দ্র গিরি মহাসাগরের একপার্শ্বে প্রবিষ্ট হইয়াছে। নানাবিধ প্রফুল্ল পাদপ ও লতা, প্রধান প্রধান দেবতা, ঋষি ও যক্ষ, এবং সিদ্ধ, চারণ ও অপ্সরোগণে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, উহার শোভা ও মনোহারিতার সীমা নাই। দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিপর্ব্বে সর্ব্বদাই ঐ পর্ব্বতে অধিষ্ঠান করেন। উহার পরপারে শতযোজনবিস্তৃত দীপ্তিবিশিষ্ট এক দ্বীপ আছে। মনুষ্যেরা তথায় যাইতে পারে না। তোমরা সর্ব্বতোভাবে উহার চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সীতার সন্ধান করিবে। আমাদের বধ্য, সহস্রাক্ষসমদ্যুতি,

রাক্ষসপতি, দুরাত্মা রাবণ ঐ দ্বীপেই বাস করিয়া থাকে। উল্লিখিত দক্ষিণ সাগর মধ্যে অঙ্গারকানামে বিখ্যাত এক রাক্ষসী আছে। ঐ রাক্ষসী ছায়ায় গ্রহণ করিয়া, লোকদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপে যে যে স্থানে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, তত্তৎপ্রদেশ সম্যক্রূপে অন্বেষণ দ্বারা নিঃসংশয় করিয়া সকল সন্দেহ নিরসন পূর্ব্বক অতুলতেজস্বী রামের পত্নী জানকীর সন্ধান করিবে। লঙ্কাদ্বীপ অতিক্রম করিয়া, ঐ শতযোজনবিস্তীর্ণ সাগরে সিদ্ধচারণসেবিত পুষ্পিতক নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত চন্দ্রসূর্য্যাংশুসন্নিভ, সাগরসলিলে সমাশ্রিত এবং সুবিপুল শৃঙ্গ-পরম্পরায় স্বর্গপর্য্যন্ত অবগাহন করিয়া, বিরাজমান হইতেছে। উল্লিখিত পর্ব্বতের যে কাঞ্চনময় এক শৃঙ্গ আছে, ভগবান্ ভাস্কর নিত্য তাহাতে সন্নিহিত হইয়া থাকেন। কি কৃতঘ্ন, কি নৃশংস, কি নাস্তিক, কেহই ঐ শৃঙ্গ দেখিতে পায় না। বানরগণ! তোমরা অবনত মস্তকে নমস্কার করিয়া এই পর্ব্বতে জানকীর উদ্দেশ করিবে।

উল্লিখিত দুর্দ্ধর্ষ পুষ্পিতক গিরি অতিক্রম করিয়া, সূর্য্যবান্ নামে ভূধর অতীব দুর্গম পথে চতুর্দ্দশ যোজন বিস্তৃত হইয়া আছে। ইহার পর বৈদ্যুত পর্ব্বত। তত্রত্য বৃক্ষ সকল সর্ব্বকালমনোহর এবং সর্ব্বকামফল প্রসব করিয়া থাকে। বানরগণ! তোমরা তথায় বরার্হ ফলমূল ভক্ষণ ও মধু পান করিয়া, বিশিষ্টরূপ পরিতৃপ্ত হইয়া, পরে গমন করিও। উল্লিখিত বৈদ্যুতপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, নয়ন মনের অভিরাম কুঞ্জরনামক ভূধর বিরাজমান হইতেছে। বিশ্বকর্ম্মা এই পর্ব্বতে একযোজনবিস্তৃত ও দশযোজনসমুচ্ছ্রিত অগস্ত্যভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কাঞ্চনময় দিব্য ভবন বিবিধ রত্নে বিভূষিত। পুনশ্চ, এই কুঞ্জর পর্ব্বতেই সর্পগণের আলয় ভোগবতী নগরী প্রতিষ্ঠিত। এই নগরী সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত, দুর্দ্ধর্ষ ও সুবিস্তৃত রথ্যাসমূহে সমাকীর্ণ এবং তীক্ষ্নদংষ্ট্র মহাবিষ ভয়ঙ্কর আশীবিষ সকল উহাকে রক্ষা

করিয়া আছে। ভোগবতীর সান্নিধ্যে যে কোন সুরক্ষিত দেশ আছে, তোমরা তৎসমস্তও অন্বেষণ করিবে।

ইহার পর ঋষভের ন্যায় আকারসম্পন্ন, সর্ব্বরত্নময়, পরম শোভাশালী প্রকাণ্ড ঋষভপর্ব্বত। এই পর্ব্বতে গোশীর্ষ,পদ্মক ও হরিশ্যাম, এই সকল দিব্য চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তোমরা অগ্নিসমপ্রভ উল্লিখিত চন্দন দর্শন করিয়া, কদাচ তাহার বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। রোহিতনামক গন্ধর্ব্বগণ সেই ভয়ঙ্কর চন্দনকানন রক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে পাঁচজন গন্ধর্ব্বপতি, সকলেই সূর্য্যসমদ্যুতিবিশিষ্ট। ইহাদের নাম শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্র। ঋষভপর্ব্বত অতিক্রম করিলেই, পৃথিবীর শেষ হইল। এই শেষসীমায় স্বর্গজয়ী দুর্দ্ধর্ষ পুণ্যকর্ম্মা পুরুষগণ অবস্থিতি করেন। তাঁহাদের কলেবর সূর্য্যাগ্নিচন্দ্রসদৃশদ্যুতিবিশিষ্ট। ইহার পর অতীব দারুণ পিতৃ-লোক। তথায় গমন করা তোমাদের সাধ্য হইবে না। এই পিতৃলোক যমের রাজধানী, এবং ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হে বীর বানরশ্রেষ্ঠগণ এই পর্য্যন্তই তোমাদের অন্বেষণ ও গমন করা সাধ্যায়ত্ত। ইহার পর আর গতিমানদিগের গতি নাই। এই সকল এবং আরও যাহা কিছু দৃষ্টির বিষয় হইতে পারে, তৎসমস্ত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক জানকীর উদ্দেশ করিয়া, তোমা-দিগকে ফিরিতে হইবে। যে ব্যক্তি একমাসের পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়া বলিবে, আমি সীতাকে দেখিয়াছি, সে আমার সমান বিভব ও ভোগে সুখে বিহার করিবে। বিশেষতঃ, আর কেহই তাহা অপেক্ষা আমার প্রাণাধিক প্রিয়তর হইতে পারিবে না। সে শত শত অপরাধ করিলেও,আমার বন্ধুপদে পরিগণিত হইবে। তোমরা সকলেই অমিতবল ও পরাক্রমবিশিষ্ট ; এবং সক-লেই বিপুলগুণসম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যাহাতে রাজ-নন্দিনী সীতার সন্ধান পাও, তজ্জন্য সকলেই প্রভূত পরিমাণে পুরুষার্থপ্রকাশে প্রবৃত্ত হও।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব উল্লিখিত বানরদিগকে দক্ষিণ-দিগ্বিভাগে প্রেরণ করিয়া, পরে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখীন হইয়া, তারার পিতা, স্বীয় শ্বশুর, ভীমবিক্রম জলদাকৃতি সুষেণনামক বানরকে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর, শৌর্য্যশালী প্রধান প্রধান বানরগণে পরিবৃত, মহেন্দ্র ও গরুড়সদৃশদ্যুতিবিশিষ্ট, বুদ্ধিবিক্রমসম্পন্ন, মহর্ষি মরীচির পুত্র অর্চিষ্মান্ নামক মহাকপি, এবং মহর্ষি মরীচির অর্চির্ম্মাল্য নামক অন্যান্য মহাবল পুত্রগণ, এই সকল ঋষিসন্তানকেও তিনি পশ্চিম-দিগ্গমনে আদেশ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, হে সুষেণপ্রমুখ কপিসত্তমগণ! তোমরা দুই লক্ষ বানরের সহিত বিশেষরূপে জানকীর সন্ধান কর। সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক ও চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি রমণীয় সুসমৃদ্ধ জনপদ ও সুবিশাল পুর সকল, বকুল ও উদ্দালক বৃক্ষসঙ্কুল পুন্নাগসমাচ্ছন্ন কুক্ষিদেশ, কেতকখণ্ড, পশ্চিমাভিমুখ-প্রবাহিনী সুশীতলসলিলশালিনী শুভদায়িনী তরঙ্গিণীসমূহ, তাপসগণের অরণ্য, কান্তার ও গিরিনিচয়, এবং তত্রত্য মরুপ্রায় স্থলী ও অত্যুচ্চ শীতল শিলাসমূহ, এই সকল স্থান তোমরা অন্বেষণ করিবে।

এইরূপে পর্ব্বতমালাপরিবৃত দুর্গম পশ্চিম দিক্ অন্বেষণ করিয়া পরে আরও কিঞ্চিৎ পশ্চিমে গমন করিলে, নিশ্চয়ই সমুদ্র দর্শন করিবে। হে বানরগণ! তোমরা দেখিবে, সাগরের জল তিমি ও কুম্ভীরসমূহে পরিপূর্ণ। অনন্তর তোমরা কেতকখণ্ড, তমাল-গহন ও নারিকেলবনে বিহার করিবে। এবং বেলাতলসন্নিবিষ্ট পর্ব্বত ও অরণ্যসমূহ এবং উল্লিখিত প্রদেশ সকলে সীতা ও রাবণের আলয় সন্ধান করিবে। পরে রমণীয় জটাপুর, মুরচী-পত্তন, অবন্তী, অঙ্গলেপা, আলক্ষিতনামক অরণ্য, এবং সুবি-শাল রাষ্ট্র ও পত্তন সকল ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিবে। সুপ্রসিদ্ধ

সিন্ধুসাগরসঙ্গমে সোমগিরি নামে প্রকাণ্ড পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত এক শত শৃঙ্গ ও সুবিশাল বিটপীসমূহে সুশোভিত। তত্রত্য রমণীয় প্রস্থ সকলে সিংহনামক প্রকাণ্ডাকৃতি পক্ষিগণ অবস্থিতি করে। তাহারা তিমিমৎস্য ও হস্তীদিগকে আহরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব কুলায়ে আনয়ন করিয়া থাকে। এবং গিরিশৃঙ্গবাসী জলদনিস্বন মাতঙ্গগণ বলগর্ব্বিত ও পরিতৃপ্ত হইয়া, উল্লিখিত সলিলপূর্ণ সুবিশাল পর্ব্বতপ্রস্থে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। কামরূপী বানরগণ সকলেই ঐ স্বর্গস্পর্শী, কাঞ্চনময়, বিচিত্রপাদপপূর্ণ পর্ব্বতশৃঙ্গের সকল স্থল আশু অন্বেষণ করিবে।

অনন্তর, হে বানরগণ! তোমরা সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, সমুদ্রমধ্যে পারিযাত্র পর্ব্বতের শতযোজনবিস্তীর্ণ কাঞ্চনময় দুর্দ্দর্শ শৃঙ্গ অবলোকন করিবে। পাপকর্ম্মা ঘোরস্বভাব তপস্বী চব্বিশকোটি গন্ধর্ব্ব সমবেত হইয়া, তথায় অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা দেখিতে অগ্নিশিখার সদৃশ। ভীমবিক্রম বানরগণ তাহাদিগকে দর্শন করিবে মাত্র; কোনরূপে তাহাদের অপকার করিবে না। এবং সেই স্থান হইতে কিছুমাত্র ফলও গ্রহণ করিবে না। তাহারা সকলেই বীর্য্যবান্, প্রাণবান্ ও অতিশয় বলবান্ এবং সকলেই ভয়ঙ্কর বিক্রম সম্পন্ন ও অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ। তথায় তাহারা ফল মূল রক্ষা করিয়া থাকে। তোমরা যত্ন পূর্ব্বক তথায় জানকীর অন্বেষণ করিবে। তাহাদের নিকট, কপিজাতির কিছুমাত্র ভয় নাই। ঐ স্থানে বৈদূর্য্যবর্ণপ্রভ, বজ্রবৎকঠিনাকৃতি, বিবিধ বৃক্ষ লতায় পরিব্যাপ্ত বজ্রনামে এক বৃহৎ পর্ব্বত আছে। হে বানরগণ! তোমরা ঐ নিরতিশয় সৌন্দর্য্যশালী পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে শতযোজনপরিমাণ গুহাদেশে সবিশেষ যত্ন সহকারে জানকীর সন্ধান করিবে।

অনন্তর সাগরের চতুর্থভাগে চক্রবান্ নামে যে পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে, বিশ্বকর্ম্মা তথায় সহস্রার চক্র নির্ম্মাণ করিয়া-

ছিলেন। পুরুষোত্তম নারায়ণ হয়গ্রীব ও পঞ্চজন নামক দানব-দ্বয়কে বিনাশ করিয়া, উল্লিখিত চক্র ও শঙ্খ আহরণ করেন। তোমরা ঐ পর্ব্বতের রমণীয় সানু ও বিশাল গুহা সকলে রাবণ সহিত জানকীর তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিবে।

অনন্তর বরুণালয়-অগাধ-সাগর-গর্ভে চতুঃষষ্টি-যোজনায়ত বরাহ নামক যে পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সুবর্ণশৃঙ্গ-শোভিত সুমহান্ ভূধরে প্রাগ্‌জ্যোতিষনামক স্বর্ণময় পুরী বিরাজ করিতেছে। দুরাত্মা নরকাসুর ঐ নগরে অবস্থিতি করে। তোমরা ঐ পর্ব্বতের রমণীয় সানু ও বিশাল গুহা সমূহে সীতা সহিত রাবণের সবিশেষ সন্ধান করিবে। এই পর্ব্বত অতিক্রম করিলেই, কাঞ্চনময় নির্ঝরসমূহে সমলঙ্কৃত, ধারাপ্রস্রবণে পরিপূর্ণ সর্ব্বসৌবর্ণ ভূধর, তোমাদের দৃষ্টিবিষয়ে উপনীত হইবে। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও বরাহগণ স্ব স্ব ধ্বনির প্রতিধ্বনি শব্দে দর্পিত হইয়া, সর্ব্বদা ঐ পর্ব্বতের সমন্তাৎ উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া থাকে। সুরগণ এই সৌবর্ণ পর্ব্বতে শ্রীমান্ হরিহয় পাকশাসন মহেন্দ্রকে মেঘগণের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তোমরা এই মহেন্দ্রপরিপালিত শৈলেন্দ্র অতিক্রম করিয়া, কাঞ্চনময় ষষ্টিসহস্র পর্ব্বতে গমন করিবে। ঐ সকল পর্ব্বত বালাদিত্য-সম-প্রভ, সাতিশয় বিরাজমান এবং সুন্দর-কুসুম-সমলঙ্কৃত স্বর্ণময় পাদপ-পরম্পরায় পরিশোভিত। পর্ব্বতোত্তম মেরু ইহাদের মধ্যে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। পূর্ব্বে ভগবান্ ভাস্কর প্রসন্ন হইয়া, এই মেরুকে বর দিয়াছিলেন, যে, আমার প্রসাদে তোমার আশ্রিত পর্ব্বতমাত্রেই কি দিবা কি রাত্রি, সর্ব্বদাই কাঞ্চনবর্ণ হইবে; এবং যে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ তোমাতে বাস করিবে, তাহারাও ভক্তি সম্পন্ন ও কাঞ্চন-প্রভ হইবে। হে বানরগণ! স্বর্গবাসী বিশ্বেদেবগণ, বসুগণ ও মরুদ্‌গণ মেরু পর্ব্বতে আগমন ও অবস্থান করিয়া, পশ্চিমসন্ধ্যাসময়ে দিবাকরের উপাসনা

করেন। এইরূপে তাঁহারা বিহিত বিধানে পূজা করিলে, সূর্য্য সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া, অস্তপর্ব্বতে গমন করেন। তিনি মুহূর্ত্তার্দ্ধসময়মধ্যে দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া, সত্বর ঐ অস্তপর্ব্বতে সমাগত হয়েন। অস্তাচলের শৃঙ্গে বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত, প্রাসাদগণপরিপূর্ণ, সূর্য্যসন্নিভ, সুবিশাল, দিব্য ভবন প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ গৃহ নানাজাতীয়-পক্ষি-সঙ্কুল বিচিত্র বৃক্ষসমূহে সুশোভিত। পাশহস্ত মহাত্মা বরুণ উহাতে বাস করেন। মেরু ও অস্ত-শৈল, এই উভয়ের মধ্যে বিচিত্র বেদী ও দশটী স্কন্ধ বিশিষ্ট, পরম শোভাশালী, স্বর্ণময় এক তাল তরু বিরাজমান হইতেছে। তোমরা তত্রত্য সমুদায় দুর্গে, সরোবরে ও সরিৎসমূহে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সীতাসহিত রাবণের অন্বেষণ করিবে। পুনশ্চ, এই মেরুপর্ব্বতে ব্রহ্মার সমান, ধর্ম্মজ্ঞ মেরুসাবর্ণি নামে বিখ্যাত মহর্ষি স্বকীয় তপঃপ্রভাবে সর্ব্বথা নিষ্কলুষ হইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। তোমরা ভূমিতল-স্পৃষ্ট মস্তকে প্রণাম করিয়া, এই সূর্য্যসন্নিভ মহর্ষিকে জানকীর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে।

ভগবান্ ভাস্কর রজনীর অবসানে উদয়াচল হইতে মেরুসাবর্ণি পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশ অন্ধকারশূন্য করিয়া, অস্তাচলে গমন করেন। হে বানরশ্রেষ্ঠসকল! এই পর্য্যন্তই বানরগণ গমন করিতে পারে। ইহার পর আর সূর্য্য চন্দ্রাদির সঞ্চার বা গতি নাই। সুতরাং তাহার বিষয় আমি অবগত নহি। তোমরা ঐ অস্তপর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া, সীতার ও রাবণের গৃহের সন্ধান লইয়া, পূর্ণ এক মাস মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। এক মাসের ঊর্দ্ধ কোথাও থাকিবে না। থাকিলে আমার বধ্য হইবে। তোমাদের সহিত আমার শৌর্য্যশালী শ্বশুর গমন করিবেন। এই মহাবল মহাবাহু আমার গুরু। অতএব তোমরা আজ্ঞাবহ হইয়া, ইঁহার সমুদায় সন্দেশ শ্রবণ করিবে। যদিও তোমরা সকলেই কর্ত্তব্য-নিশ্চয়ে দক্ষ ও সবিশেষ বিক্রমসম্পন্ন, তথাপি এই

সুষেণকে সর্ব্বেসর্ব্বারূপে আশ্রয় করিয়া, পশ্চিম দিক্ অনুসন্ধান কর। উপকারের প্রত্যুপকার করিলেই,আমরা সকলে কৃতকৃত্য হইব। অতএব আমি যাহা বলিলাম, তাহা অপেক্ষাও যদি অন্যরূপ অনুষ্ঠান করিলে, উপস্থিত বিষয়ের সবিশেষ পোষকতা হইতে পারে, তোমরা দেশকালার্থসহিত সবিশেষ অবধারণ করিয়া, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে।

তখন সুষেণপ্রমুখ বানরপতি বানরগণ সুগ্রীবের কথা সবিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া, তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, বরুণ-পালিত পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিল।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

সর্ব্ববানরসত্তম, সর্ব্বদেশবৃত্তাভিজ্ঞ বানরেশ্বর রাজা সুগ্রীব স্বীয় শ্বশুরকে পশ্চিম দিকে প্রেরণ করিয়া, পরে শতবলিনামক বানরকে আপনার ও রামের হিতজনক বাক্যে কহিলেন, অয়ি বিক্রান্ত! তুমি স্বসদৃশ শতসহস্র বনবাসীগণে পরিবৃত হইয়া, যমাত্মজ সমুদায় মন্ত্রির সমভিব্যাহারে হিমশৈলসমলংকৃত উত্তর দিকে অবগাহন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে যশস্বিনী রামপত্নীর অন্বেষণ কর। হে অর্থবিদ্বরিষ্ঠ! এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে, দশরথ-নন্দন রামের প্রিয়ানুষ্ঠান হইবে। তাহাতে আমরা সকলেই ঋণমুক্ত ও কৃতার্থ হইতে পারিব। মহাত্মা রাম আমাদের প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছেন, কোনরূপে তাহার প্রতিক্রিয়া বিহিত হইলেই, আমাদের জীবনের সার্থক্য হইবে। পূর্ব্বে কোনরূপ উপকার করে নাই, এরূপ ব্যক্তিও উপকার প্রত্যাশী হইলে, যে ব্যক্তি তাহার অভিলাষ পূর্ণ করে, তাহার জন্ম সফল হয়, পূর্ব্বোপকারির কথা আর কি বলিব,? তোমরা এই প্রকার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, যাহাতে জানকীর উদ্দেশ হয়, মদীয় প্রিয়হিতকামনায় সর্ব্বথা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে। পরপুর-

জয় নয়সত্তম এই রাম ভূতমাত্রেরই মান্য। ইনি আমাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব ইহার কার্য্য-সাধন আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এক্ষণে তোমরা নিরতিশয় বুদ্ধিবিক্রমসহায়ে বক্ষ্যমাণ বহুসংখ্য নদী, দুর্গ ও ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বতসমূহে সবিশেষ অনুসন্ধান কর। ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণ কুরু, মদ্রক, কাম্বোজ, যবন, শকপত্তন, বরদ ও হিমালয় এবং হিমালয়পর্ব্বতস্থ লোধ্র ও পদ্মকষণ্ড, এবং দেবদারুবনসমূহ এই সকল স্থানে ইতস্ততঃ সীতা ও রাবণের সন্ধান করিবে। অনন্তর দেবগন্ধর্ব্বসেবিত সোমা-শ্রমে গমন করিয়া, তথা হইতে কালনামক মহাসানুবিশিষ্ট পর্ব্বতে সমাগত হইবে। এবং তদীয় সুবিশাল গণ্ডশৈল ও গুহা-সমূহে অনিন্দিতা মহাভাগা রামপত্নীর সন্ধান করিবে।

অনন্তর তোমাদিগকে উল্লিখিত হেমগর্ভ মহাগিরি কালগিরি অতিক্রম করিয়া, সুদর্শননামক পর্ব্বতে গমন করিতে হইবে। এই পর্ব্বত পার হইয়াই, দেবসখানামে পতগগণের আলয়ভূত নানাপক্ষিসমাকীর্ণ, বিবিধবৃক্ষভূষিত যে পর্ব্বত আছে, তদীয় কাঞ্চনষণ্ড নির্ঝর ও গুহাসমূহে জানকী সহিত রাবণের ইতস্ততঃ সন্ধান করিবে। এই সুদর্শন অতিক্রম করিয়া, শতযোজন-বিস্তীর্ণ এক শূন্য দেশ আছে। তথায় পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ বা কোনরূপ প্রাণির নামগন্ধও নাই। তোমরা এই রোমহর্ষণ কান্তার শীঘ্র অতিক্রম করিয়া, পাণ্ডুরবর্ণ কৈলাসাচলে সমাগত হইয়া, পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বকর্ম্মা এই পর্ব্বতে রম-ণীয় কুবেরভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ গৃহ জাম্বূনদপরিষ্কৃত ও শ্বেতবর্ণ জলধরসন্নিভ। তত্রত্য সরোবর অতি বৃহৎ, প্রভূত কমল ও উৎপলে সমলংকৃত, হংস ও কারণ্ডবসমূহে সমাকীর্ণ এবং অপ্সরোগণ সর্ব্বদা তাহাতে স্নানাদি করিয়া থাকে। সর্ব্ব-লোকনমস্কৃত, নিরতিশয় শ্রীবিশিষ্ট, যক্ষগণের অধিপতি, ধনদ রাজা কুবের গুহ্যকগণসমভিব্যাহারে তথায় বিহার করেন;

তোমরা ঐ কৈলাসগিরির শশধরধবল গণ্ডশৈল ও গুহাসমূহে সীতাসহিত রাবণের ইতস্ততঃ সন্ধান করিবে।

অনন্তর ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে গমন করিয়া, সাবধানে তাহার সুদুর্গম গহ্বরে প্রবেশ করিবে। ঐ গহ্বর দুষ্প্রবেশ্য বলিয়া বিখ্যাত আছে। দেবগণও সর্ব্বদা যাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন, সেই সূর্য্যসমপ্রভ দিব্যরূপ মহাত্মা মহর্ষিগণ উল্লিখিত গর্ত্তে অবস্থিতি করেন। তোমরা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের অন্যান্য গুহা, শিখর, দর্দ্দুর ও নিতম্বসমূহেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সীতার অন্বেষণ করিবে। ইহার পর পাদপশূন্য কামশৈল, ও বিহগালয় মানস-পর্ব্বত। এই মানসশৈলে দেবতা, রাক্ষস বা অন্যান্য প্রাণিগণের গতি নাই। সে যাহা হউক, তোমরা সকলে ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের সানু, প্রস্থ ও গণ্ডশৈল সর্ব্বত্রই অন্বেষণ করিবে। এই ক্রৌঞ্চপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, মৈনাক পর্ব্বত। ময়দানব তথায় আপনার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। তোমরা সানু, প্রস্থ ও গণ্ডশৈলসমেত এই মৈনাকগিরিও অন্বেষণ করিবে। মৈনাকপর্ব্বতের স্থানে স্থানে অশ্বমুখী রমণীগণের বাসগৃহ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থান অতিক্রম করিয়া, সিদ্ধসেবিত আশ্রম দেখিতে পাইবে। এই সিদ্ধাশ্রমে তপঃসিদ্ধ বৈখানস ও তপোধন বালখিল্যগণ অধিষ্ঠান করেন। তাঁহারা তপোবলে বীতকল্মষ হইয়াছেন। তোমরা বিনয় সহকারে তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়া, সীতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে। পুনশ্চ, ঐ স্থানে বৈখানসগণের হিমপুষ্করসংছন্ন সরোবর আছে। বালসূর্য্যসমপ্রভ, পরমসুন্দরতনু হংসগণ উহাতে বিচরণ করিয়া থাকে। কুবেরের বাহন সার্ব্বভৌম নামে সুপ্রসিদ্ধ গজ করেণুগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্বদা উল্লিখিত প্রদেশে পর্য্যটন করে। এই সরোবর অতিক্রম করিয়া, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও জলদশূন্য অনাদি আকাশ দেখিতে পাইবে। কিন্তু এই প্রদেশ সূর্য্যরশ্মিসদৃশ স্বকীয় প্রভায় চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্ক সমুদায়কে অভিভূত করিয়া, স্বয়ং প্রকাশমান হইতেছে। যাঁহারা

তপোবলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাদৃশ দেবতুল্য, সূর্য্যাদিবৎ-স্বয়ংপ্রভ সুখোপবিষ্ট পুরুষগণের সান্নিধ্যই ইহার একমাত্র হেতু।

এই স্থান অতিক্রম করিয়া, শৈলোদানাম্নী তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে। উহার উভয় তীরেই কীচকজাতীয় বংশশ্রেণী শোভা পাইতেছে। সিদ্ধগণ এই সকলের সাহায্যে উহার পর-পারে যাতায়াত করিয়া থাকেন। পুণ্যবান্ পুরুষগণের অধ্যু-ষিত উত্তরকুরু ঐ স্থানেই প্রতিষ্ঠিত। তত্রত্য কাঞ্চনপদ্মময় পুষ্করিণীসমূহের সলিলে উত্তরকুরুস্থ অধিবাসীবর্গ উদককার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ঐ প্রদেশে নীলবৈদূর্য্যময়-পদ্মরাশিসুশো-ভিত ও হিরণ্ময়-রক্তোৎপল-বনষণ্ড মণ্ডিত সহস্র সহস্র নদী এবং তরুণাদিত্যসমদ্যুতি জলাশয় সকল বিরাজমান হইতেছে। অধিকন্তু, ঐ স্থান মহার্হ মণিরত্ন, এবং কাঞ্চনসংকাশ কেশর-বিশিষ্ট বিচিত্র নীলোৎপল-কানন-পরম্পরায় সর্ব্বতোভাবে পরি-বৃত। সম্যক্‌রূপে বর্ত্তুলাকৃতি মুক্তাস্তবক, মহামূল্য মণিসমূহ এবং রাশি রাশি স্বর্ণ এই সকলে সমাকীর্ণ-পুলিনদেশবিশিষ্ট ও সর্ব্বরত্নময়-হুতাশনসমপ্রভ-জাম্বূনদময়-বিচিত্রাকৃতি-প্রধান প্রধান পর্ব্বতসমূহে পরিব্যাপ্ত শত শত নদী তথায় প্রবাহিত হই-তেছে। তত্রত্য পাদপ সকল নিত্যপুষ্পফলসম্পন্ন ও বিহঙ্গম-গণে পরিব্যাপ্ত। উহাদের গন্ধ, রস ও স্পর্শ, সমুদায়ই দিব্য-ভাবাপন্ন। উহাদের মধ্যে কেহ সর্ব্বপ্রকার কামফল প্রসব, কেহ বিবিধাকৃতি বস্ত্র সকল উদ্ভাবন, কেহ স্ত্রীপুরুষমাত্রেরই অনুরূপ, সর্ব্বঋতুসুখসেব্য, মুক্তাবৈদূর্য্যবিচিত্রিত ভূষণ সমস্ত সংপ্রদান, কেহ মহামূল্য মণিভূষিত বিচিত্র আস্তরণসম্পন্ন শয্যা-সমূহ প্রসব, কেহ মনোভিরাম মাল্যদাম উৎপাদন, এবং কোন কোন পাদপপ্রবর মহামূল্য যান ও বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য এবং রূপ যৌবন ও গুণশালিনী রমণী সকল প্রসব করিয়া থাকে। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, নাগ ও বিদ্যাধরগণ সমুজ্জ্বলপ্রভাশালিনী কামিনী-

গণের সহিত মিলিত হইয়া তথায় বিহার করিয়া থাকে। ফলতঃ তাহারা সকলেই সুকৃতকর্ম্মা, সকলেই রতিপরায়ণ, সকলেই অর্থকামসম্পন্ন এবং সকলেই সস্ত্রীক বাস করে। তথায় উৎকৃষ্ট-স্বর-সংবলিত সর্ব্বভূত-মনোরম গীত-বাদিত্র-নির্ঘোষ সর্ব্বদাই শ্রূয়মাণ হইয়া থাকে। তত্রত্য ব্যক্তিমাত্রেই সৎপ্রিয় ও সন্তুষ্ট-স্বভাব। ধর্ম্মাদি মনোরম গুণ সমস্ত তথায় অহরহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত শৈলেন্দ্র অতিক্রম করিয়া, উত্তর সাগর বিরাজমান হইতেছে। তদীয় গর্ভে সোমগিরিনামক স্বর্ণময় সুবিশাল শৈল প্রতিষ্ঠিত আছে। তত্রত্য প্রদেশ সূর্য্যের সঞ্চারবিরহিত হইলেও, সোমগিরির প্রভাসংযোগে সর্ব্বদা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেহেতু, যেখানে সূর্য্য নাই, সেই স্থান সূর্য্যসন্নিহিত প্রদেশের প্রভাপরম্পরায় প্রতিফলিত হইয়া, লোকলোচনের বিষয়ীভূত হয়। একাদশাত্মক-রুদ্ররূপী, সমুদায় দেবগণের অধিপতি, বিশ্বাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন। তোমরা এই পর্ব্বতে কোন ক্রমেই গমন করিবে না। অন্যান্য প্রাণিগণেরও তথায় গতি নাই। অধিক কি, দেবগণও ঐ সোমগিরিতে গমন করিতে পারেন না। অতএব তোমরা তাহাকে দর্শনমাত্র করিয়াই, সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইবে। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! এই পর্য্যন্তই বানরগণের গমন করা সাধ্যায়ত্ত। তাহার পর আর সূর্য্যচন্দ্রাদির সঞ্চারাদি নাই। অতএব তাহার বিষয় আমি বিদিত নহি। আমি যাহা বলিলাম, তোমরা তৎসমস্ত প্রদেশেই অন্বেষণ করিবে। এবং যাহা না বলিলাম, সেখানেও অন্বেষণ করিতে কৃতমতি হইবে। তাহা হইলেই, দশরথনন্দন রামের ও আমার মহৎ প্রিয়ানুষ্ঠান সমাহিত হইবে। হে অনিল ও অনলোপম বানরগণ! জানকীর সন্ধানার্থক কার্য্য সম্পাদন করিলেই, আমি পরম প্রীতি অনুভব করিব। এবং তোমরাও কৃতার্থ হইতে পারিলে, সর্ব্বপ্রকার

মনোরম ভোগসুখাদি দ্বারা মৎকর্তৃক অর্চ্চিত ও নিঃশঙ্ক হইয়া, সস্ত্রীক ও সবান্ধবে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে। অন্যান্য প্রাণীগণও তখন তোমাদের আশ্রয়ে স্ব স্ব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

—০:০—

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

সুগ্রীব সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষরূপে হনুমানকে কর্ত্তব্যোপদেশ প্রদান করিলেন। কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, বলিয়া সুগ্রীবের দৃঢ়তর ধারণা ছিল। এই জন্য সমুদায় বনবাসীর সমক্ষে প্রভু সুগ্রীব পরম প্রীতিমান্ হইয়া, বিক্রমবিশিষ্ট বায়ুপুত্র হনুমান্কে কহিলেন, ভূমি, আকাশ, অন্তরীক্ষ, অমরালয় অথবা সলিলরাশি কুত্রাপি তোমার গতি প্রতিহত হয় না। অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, নর, দেবতা, সাগর ও ভূধর সহিত সমুদায় লোকই তোমার সুবিদিত আছে। অয়ি মহাকপে। গতি, বেগ, তেজ ও ক্ষিপ্রকারিতা এই সকলে তুমি নিজ পিতা পরমতেজীয়ান্ পবনের সদৃশ। তোমার তুল্য তেজস্বীও পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। অতএব যাহাতে সীতার উদ্দেশ হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা কর। অয়ি নয়পণ্ডিত হনুমান্! তোমাতে বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, দেশকালানুবৃত্তি ও নীতি, এসকলই আছে।

হনুমান্ কার্য্যসাধনে সমর্থ হইবেন এবং তাঁহারই উপর কার্য্যসিদ্ধি সংপূর্ণ নির্ভর করিতেছে, এইপ্রকার অবগত হইয়া রাম তৎকালে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বানররাজ সুগ্রীব হনুমান হইতেই কার্য্যসিদ্ধির নিশ্চয় করিয়াছেন এবং হনুমানও স্বয়ং কার্য্যসাধনে নিরতিশয় কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। ফলতঃ, কার্য্য দ্বারা হনুমানের বিশেষ পরীক্ষা হইয়াছে। আর, সুগ্রীব সকলের শ্রেষ্ঠবোধে ইঁহাকে যখন প্রেরণ করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই কার্য্যের ফল লক্ষিত হইবে। এইরূপে পরম তেজস্বী রাম কার্য্য-

সাধকশ্রেষ্ঠ হনুমানকে দর্শন করিয়া কৃতকৃত্যের ন্যায় নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার মন ও ইন্দ্রিয় সকলও হর্ষিত হইয়া উঠিল। তখন পরন্তপ রাম প্রীত হইয়া, রাজপুত্রী সীতার অভিজ্ঞানার্থ স্বনামাঙ্কসুশোভিত অঙ্গুরীয় হনুমানকে প্রদান করিলেন। এবং কহিলেন, হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি যে আমার নিকট হইতে আসিয়াছ, এই চিহ্ন দ্বারাই জনকাত্মজা সীতা তাহা বুঝিতে পারিয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। হে বীর! তোমার কার্য্যসাধনে দৃঢ় সংকল্প, বীর্য্যবত্তা ও বিক্রমশালিতা এবং সুগ্রীবের বাক্য, এই সকল যেন স্পষ্টাভিধানে নির্দ্দেশ করিতেছে; আমার কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে।

অনন্তর হনুমান্ রামের প্রদত্ত অঙ্গুরীয় কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ করিয়া; তদীয় চরণ বন্দনান্তে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে সেই সুবিপুল বানরবল সমভিব্যাহারে লইয়া, পবননন্দন বীর্য্যশালী হনুমান্, নির্ম্মেঘ গগনমণ্ডলে নক্ষত্ররাজিবিরাজিত বিশুদ্ধমণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। রাম ও সুগ্রীব তদ্দর্শনে তাঁহাকে কহিলেন, হে অমিতবল পবনাত্মজ হনুমান্! তোমারই বলমাত্র আমাদের আশ্রয়। অতএব হে সিংহবরবিক্রান্ত! যাহাতে প্রভূত পরাক্রম সহায়ে জনকসুতা সীতাকে প্রাপ্ত হইতে পারি, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

বানরশ্রেষ্ঠ রাজা সুগ্রীব যাবতীয় বানরকে আহ্বান করিয়া রামের কার্য্যসাধনের জন্য কহিলেন, আমি যে যে প্রকারে যে যে স্থানে আদেশ করিলাম, তোমরা শ্রেষ্ঠবানর সকল সেই সেই প্রকারে সেই সেই স্থানে অনুসন্ধান করিবে।

বানরশ্রেষ্ঠগণ প্রভুর ঐ কঠোর আদেশ অবগত হইয়া, শলভসঙ্ঘের ন্যায়, মেদনী আচ্ছাদন করিয়া প্রস্থান করিল। রাম,

সীতার সম্বাদপ্রাপ্তিবিষয়ে নির্দ্দিষ্ট এক মাস প্রতীক্ষা করিয়া, লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে ঐ সানুতেই বসতি করিয়া রহিলেন। বীর শতবলি বানর অতিবেগে হিমালয়বেষ্টিত উত্তরদিকে গমন করিল। বানরযূথপতি বিনত পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিল। বানরযূথাধিপতি বানর পবনতনয় তার ও অঙ্গদাদির সমভিব্যাহারে অগস্ত্যপ্রয়াত দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন। বানরসিংহ বানরাধিপতি সুষেণ বরুণাধিষ্ঠিত ঘোর পশ্চিমদিকে যাত্রা করিল।

তখন যথাযথপ্রকারে সকল দিকে বানরদিগকে প্রেরণ করিয়া বীর বানরসেনাপতি রাজা সুগ্রীব সন্তুষ্ট হইয়া সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। বানরগণ উক্তপ্রকারে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া, সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দিক্ আশ্রয় করত দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল। মহাবল বানরযূথপতিগণ উক্তরূপে আদিষ্ট হইয়া শব্দ, চীৎকার, গর্জ্জন, সিংহনাদ ও উচ্চনাদ করিতে করিতে যাত্রা করিল। এবং বলিতে লাগিল, সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিব, রাবণকে সংহার করিব। কেহ বলিল, যুদ্ধস্থলে প্রাপ্ত হইয়া, আমি একাকীই রাবণকে বধ করিব। তদনন্তর বলপূর্ব্বক অন্যান্য সকলকে সংহার করিয়া, কষ্টভোগ জন্য কম্পমানা জনকতনয়াকে কাড়িয়া লইব। তোমরা এই স্থানে থাক। আমি একাকীই পাতাল হইতে জানকীকে উদ্ধার করিয়া আনিব। আমি বৃক্ষ সকল উড়াইয়া দিব। আমি পর্ব্বত সকল বিদারণ করিব, পৃথিবী ভেদ করিব, সাগর সকল পান করিব। আমি এক যোজন লাফাইতে পারি, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি শতযোজন লাফাইতে পারি। আমি আরও শতযোজন অধিক। কি ভূতল, কি সাগর, কি শৈল, কি বন, কোন স্থানেই আমার গতির বাধা নাই। আমি পাতালেও গমন করিতে পারি।

বলদর্পিত বানরগণ ঐ স্থানে ঐ সময়ে বানররাজের সম্মুখে এক এক জন উক্তপ্রকার বলিতে লাগিল।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

বানরাধিপতি সকল প্রস্থান করিলে পর, রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, তুমি সমগ্র পৃথিবীমণ্ডল কিপ্রকারে জ্ঞাত হইলে? তখন সুগ্রীব দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া রামকে কহিলেন, বিস্তার পূর্ব্বক সমস্ত বলিতেছি, আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। বালী মহিষাকৃতি মায়াবী দানবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া যখন মলয়পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, তখন মহিষ মলয়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। বালীও তাহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত ঐ গুহামধ্যেই প্রবিষ্ট হইলেন। এবং আমাকে ঐ স্থানেই রাখিয়া গেলেন। আমি বিনীতভাবে গুহাদ্বারে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এক বৎসর অতীত হইল, তথাপি বালী বহির্গত হন না। অনন্তর এক দিন রুধিরপ্রবাহে গুহা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিয়া আমি বিস্ময়ান্বিত ও ভ্রাতার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া শোকরূপ বিষে বিহ্বল হইলাম। অনন্তর, জ্যেষ্ঠ স্পষ্টই নিহত হইয়াছেন, নিশ্চয় করিয়া, বহির্গত হইতে না পারিলে মহিষ অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে, এই উদ্দেশে গুহার প্রবেশ-দ্বারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড সকল রাশীকৃত করিয়া রাখি-লাম। পরে তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া কিষ্কি-ন্ধায় ফিরিয়া আসিলাম। এবং তারা, রুমা ও মিত্রগণের সহিত সুবিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্তে ভোগ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে ঐ দানবকে সংহার করিয়া বানররাজ বালী প্রত্যা-গমন করিলেন। তখন আমি ভীত হইয়া বহুমান পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলাম। কিন্তু দুষ্টাত্মা বালী ক্রোধে চঞ্চলচিত্ত হইয়া আমাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। আমি মিত্র-গণের সহিত পলাইতে লাগিলাম। তিনিও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। বালিকর্ত্তৃক এইরূপে পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া আমিও ধাবিত হইতে লাগিলাম; এই সময় কত শত

কতপ্রকার নদী, বন ও পর্ব্বত দর্শন করিতে লাগিলাম। এবং সমগ্র পৃথিবীকে অলাতচক্র ও গোষ্পদবৎ দর্পণতলে প্রতিবিম্বিত দর্শন করিলাম। পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিবিধ বৃক্ষ, পর্ব্বত, গুহা ও বিবিধ সরোবর সকল দেখিতে পাইলাম। ঐ দিকে ধাতুমণ্ডিত উদয় পর্ব্বত এবং নিত্য অপ্সরোগণের আবাসভূত ক্ষীরোদসাগর দর্শন করিলাম। তখনও বালী আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবন করিতেছিলেন। আমি সহসা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ঐ দিক্ পরিত্যাগ করত দক্ষিণদিকে ধাবিত হইলাম। দেখিলাম, দক্ষিণদিক্ বিন্ধ্যজাত পাদপ ও চন্দনতরুনিকরে পরিব্যাপ্ত। ঐ দিকেও বৃক্ষান্তরালে বালীকে দর্শন করিয়া, আমি ঐদিক্ ত্যাগ করত পশ্চিমদিকে ধাবিত হইলাম। বালীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। আমি একে একে নানাদেশ ও অবশেষে অস্তগিরি দর্শন করিলাম। গিরিশ্রেষ্ঠ অস্তগিরিতে উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে উত্তরদিকে ধাবিত হইলাম। ক্রমে ক্রমে হিমালয়, সুমেরু ও উত্তরসমুদ্রে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু বালী সর্ব্বত্রই আমার অনুধাবন করিতে লাগিলেন। সুতরাং যখন আর নিষ্কৃতি দেখিলাম না, তখন বুদ্ধিমান্ হনুমান্ আমাকে কহিল, রাজন্! মতঙ্গের আশ্রমপ্রদেশে মতঙ্গ বানররাজ বালীকে যে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, এখন আমার স্মরণ হইয়াছে। তিনি কহিয়াছিলেন, বালী যদি এই আশ্রমে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার মস্তক তৎক্ষণমাত্রে শতধা খণ্ডিত হইবে। অতএব আমরা সেইস্থানে গমন করিলে নিশ্চিন্তচিত্তে সুখে বাস করিতে পারিব। হে রাজনন্দন! অনন্তর আমরা ঋষ্যমূকপর্ব্বতে গমন করিলাম। তখন বালী মতঙ্গভয়ে আর তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। রাজন্! ঐ সময়ে উক্তরূপে সমগ্র পৃথিবীমণ্ডল পরিদর্শন করিয়া, অবশেষে এই গুহায় আগমন করিয়াছিলাম।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

জানকী কোথায় আছেন, দেখিয়া আসিবার জন্য, বানর-রাজ সুগ্রীবের আজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণমাত্রে বানরশ্রেষ্ঠগণ প্রত্যেকে যথাদিষ্ট দিকে গমন করিল। সুগ্রীবের আজ্ঞাপ্রাপ্ত বানরযূথ-পতিগণ সকলেই বিবিধ সরোবর, নদীগর্ভ, আকাশ, নগর, এবং নদীবেষ্টনবশতঃ দুর্গম দেশ সকলে গমন করিয়া, সর্ব্বস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সীতার দর্শনপ্রাপ্তি বিষয়ে কৃত-সংকল্প হইয়া, সকলেই দিবাভাগে শৈল, বন ও কানন মধ্যে অন্বেষণ করে, এবং রাত্রি উপস্থিত হইলে, ভূপৃষ্ঠে প্রত্যাগমন করিয়া শয়ন করিয়া থাকে। যে দেশের বৃক্ষ সকল সর্ব্ব ঋতু-তেই ফলপুষ্প প্রসব করে, বানরেরা তথায় উপস্থিত হইয়া, দিবসে ঐ সকল বৃক্ষে অন্বেষণ এবং ফলপুষ্প ভক্ষণ করিয়া, রাত্রিতে ঐ বৃক্ষ সকলের উপরে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে অন্বেষণ করিয়া প্রথম দিন হইতে একমাস পূর্ণ হইলে পর, কপি-কুঞ্জর সকল নিরাশ হইয়া একে একে প্রস্রবণ পর্ব্বতে প্রত্যাগমন করিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। মহাবল বিনত, যথাবর্ণিত পূর্ব্বদিকে সীতার অন্বেষণ করিয়া, সচিবগণের সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইল। মহাকপি শতবলিও সমস্ত উত্তর দিক্ দর্শন করিয়া, সভয় অন্তঃকরণে সেনাসমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিল। সুষেণ পশ্চিম দিক্ অনুসন্ধান করিয়া, সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। উহারা প্রস্রবণগিরির অধি-ত্যকা-নিবাসী রামের সহিত উপবিষ্ট সুগ্রীবের নিকট আগমন ও অভিবাদন করিয়া কহিল, আপনি যে সকল পর্ব্বত, বন, গহ্বর, নদী, সাগর, জনপদ, গুহা, মহাগুল্ম ও লতার কথা কহিয়াছিলেন আমরা সে সমস্তই অন্বেষণ করিয়াছি। নানা গহন, দেশ, দুর্গ ও বিষম প্রদেশে যে যে মহাকায় প্রাণী বাস করে, তাহাদিগের সকলের মধ্যেই অনুসন্ধান করিয়াছি; অনেককে বিনাশও করি-

য়াছি। বিবিধ গহনের মধ্যে যে সকল দেশ আছে, তন্মধ্যেও বারম্বার অন্বেষণ করিয়াছি। হে বানররাজ! মহাবল, সৎকুল-সম্ভূত হনুমান্‌ই নিশ্চয় সীতার অনুসন্ধান করিয়া আসিবেন। সীতা যে দিকে রহিয়াছেন, পবনতনয় হনুমান্ সেই দিকেই গমন করিয়াছেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সুগ্রীব যেরূপ আদেশ করিলেন, হনুমান্ অঙ্গদ ও তারের সমভিব্যাহারে তৎক্ষণমাত্রে ঐ দিকে গমন করিলেন। প্রধান প্রধান বানরগণের সহিত তিনি বহুদূর গমন করিয়া, একে একে বিন্ধ্য পর্ব্বতের বিবিধ গুহা, গহন, পর্ব্বতশৃঙ্গ, নদীদুর্গ, সরোবর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ, বৃক্ষষণ্ড ও ঘনপাদপে আচ্ছন্ন বিবিধ পর্ব্বত অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু চতুর্দ্দিকে সমস্ত অন্বেষণ করিয়াও বীর বানরগণ জনকনন্দিনী সীতার কোন অনুসন্ধানই প্রাপ্ত হইল না। তাহারা নানাপ্রকার ফলমূল ভক্ষণ করত, জল-শূন্য, জনশূন্য ও পশুশূন্য ঘোরদর্শন গহন এবং তাদৃশ অন্যান্য গহন অন্বেষণ করিতে লাগিল। গুহাগহনে আচ্ছন্ন, সুতরাং দুর-ন্বেষ্য ঐ দেশ অনুসন্ধান করিয়া,তাহারা সাতিশয় কাতর হইয়া পড়িল অবশেষে অকুতোভয় বানরযূথপতিগণ ঐ দেশ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য এক দুষ্প্রবেশ্য দেশে প্রবেশ করিল। ঐ দেশের বৃক্ষ সকলে ফল, পুষ্প বা পত্র কিছুই জন্মে না। নদী সকলে জল নাই। মূল অতি দুর্লভ। তথায় মহিষ, মৃগ, হস্তী, শার্দ্দূল, পক্ষী, কি অন্য বৃক্ষ, ওষধি, ভূলতা, কি বৃক্ষাশ্রয়িণী বল্লরী, কিছুই উৎপন্ন হয় না। চিক্কণপত্রশালিনী সুদর্শনা সুগন্ধশালিনী পদ্মিনী সকল স্থলে প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, কিন্তু তাহাতে ভ্রমর নাই। কণ্ডু নামে এক মহাভাগ সত্যবাদী মহাক্রোধনস্বভাব নিয়মানুষ্ঠানবলে দুষ্প্রধর্ষ তপোধন মহর্ষি বাস করিতেন। তাঁহার দশবর্ষীয়

বালক পুত্র বনমধ্যে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া নিরুদ্দেশ হন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মাত্মা মহামুনি ঐ সমগ্র মহতী বনভূমিকে এই অভি-সম্পাত করেন, যে উহা জীবগণকে আশ্রয় দান করিতে পারিবে না; অতি দুষ্প্রবেশ্য ও মৃগপক্ষি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। বানরগণ ঐ বনভূমির প্রান্তস্থ গিরিকন্দর ও নদীর উৎপত্তিস্থান, সমস্ত অতি সাবধানে অন্বেষণ করিল। কিন্তু সুগ্রীবের অভীষ্ট-কারী মহাত্মগণ ঐ সকলেও জনকনন্দিনী বা হরণকারী রাবণের কোন অনুসন্ধানই পাইল না। তাহারা লতাগুল্মসমাচ্ছাদিত ভীষণ গহন মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবগণেরও নিরতিভয়-প্রদ এক ভীষণকর্ম্মা অসুরকে দর্শন করিল। শৈলের ন্যায় অবস্থিত ঐ ভীষণ অসুরকে দর্শন করিয়া, বানরগণ সকলেই দৃঢ়রূপে কটিবন্ধন করিল। সেও বানরদিগকে বলিল, দাঁড়া; তোরা মরিয়াছিস্। এই বলিয়া দৃঢ়মুষ্টি উত্তোলন করিয়া ধাবিত হইল। তাহাকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া, রাবণ জ্ঞান করিয়া, বালীর পুত্র অঙ্গদ চপেটাঘাত করিলেন। অসুর বালিপুত্র কর্ত্তৃক আহত হইয়া, মুখ হইতে শোণিত উদ্গার করিতে করিতে পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তিরোহিত হইলে পর, জয়শালী বানরগণ ঐ গিরিগহ্বরের সর্ব্বস্থান বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিল। সমু-দায় অন্বেষণ করিয়া, পরে অন্য এক ভীষণ গিরিগহ্বরে প্রবিষ্ট হইল। এবং অনুসন্ধান করিয়া পুনর্ব্বার শ্রান্ত হইয়া একত্রে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক খিন্নমনে একদিকে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর পরিশ্রান্ত মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদ, সমস্ত বানরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অল্পে অল্পে কহিলেন, আমরা সকলে একত্রিত

হইয়া যাবতীয় বন, গিরি, নদী, দুর্গ, গহন, দরী ও গিরিগুহা সমস্ত নিঃশেষে অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু জানকীর দর্শন পাই-লাম না। সীতার অপহরণকর্ত্তা দুষ্কর্ম্মা রাবণও দৃষ্ট হইল না। এদিকে আমাদিগের অনেক সময়ও অতিবাহিত হইল। সুগ্রীবের আজ্ঞাও অতি নিদারুণ। অতএব তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্বেষণ কর। আলস্য,শ্রান্তি ও সমাগত নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অন্বেষণ করিতে থাক, তাহা হইলেই জনকাত্মজাকে দেখিতে পাইব। ক্লেশবোধ, সামর্থহানি, ও মনের উৎসাহভঙ্গ না হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে, নীতিজ্ঞেরা এই কথা কহিয়া থাকেন, আমিও এই জন্যেই বলিতেছি। হে বানরগণ! এখনও এই বনদুর্গ মধ্যে অনুসন্ধান কর। আমি আবার বলি-তেছি,তোমরা আবার এই বনমধ্যেই অন্বেষণ কর। কার্য্য করিলে, অবশ্যই তাহার ফল দৃষ্ট হইবে। অনুৎসাহ অবলম্বন করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। নিরুৎসাহতা বর্ত্তমানে আমাদিগের উপযুক্ত নহে। সুগ্রীব অতি ক্রুদ্ধস্বভাব রাজা। তাঁহার দণ্ডও অতি নিদারুণ। অতএব বানরগণ তাঁহাকে সতত ভয় করা উচিত। মহাত্মা রামেরও ভয় রাখা কর্ত্তব্য। তোমাদিগের হিতের নিমিত্তই আমি এই কথা কহি-লাম। যদি তোমাদিগের মনে লাগে, এইরূপ অনুষ্ঠান কর। নচেৎ তোমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, বানরগণ! সকলে স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্ত কর।

অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, গন্ধমাদন বানর পিপাসাক্লেশে ক্ষীণ, অথচ স্পষ্টবাক্যে কহিল, অঙ্গদ যে কথা বলিলেন, ইহা তোমাদিগের অবস্থার উপযুক্ত, হিতসাধক ও অনুকূল। তোমরা ইহার বাক্য অনুসারে কার্য্য কর। আইস, পুনর্ব্বার শৈল, কন্দর, শিলা, কানন ও শূন্য গিরিপ্রস্রবণ সকল অন্বেষণ করি। মহাত্মা সুগ্রীব যে সকল গিরিদুর্গের নাম করিয়াছেন, এস, সকলে এক-ত্রিত হইয়া, সে সমস্ত অন্বেষণ করি।

অনন্তর ঐ সকল মহাবল বানর উত্থান করিয়া বিন্ধ্যকাননে আবৃত দক্ষিণ দিক্ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। সীতা-দর্শনাভিলাষী বানরগণ শরন্মেঘসংকাশ শৃঙ্গ ও গুহাসম্পন্ন শ্রীমৎ রজত পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া তত্রস্থ মনোরম লোধ্রবন ও সপ্ত-পর্ণ বন সকল অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গাগ্রে আরোহণ করিয়া বিপুল বিক্রমশালী বানরগণ শ্রান্ত হইয়া পড়িল; তথাপি রামের প্রিয়া মহিষী জানকীকে দেখিতে পাইল না। দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক বহুকন্দরসম্পন্ন এই পর্ব্বতের যতদূর দেখিতে পাইল, বানরগণ ততদূর উর্দ্ধে উত্থান করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। অবশেষে উদ্ভ্রান্তচিত্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া অবরোহণ পূর্ব্বক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া ক্ষণ-কাল বিশ্রাম করিল। মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম করিয়া, তাহাদিগের শ্রান্তি অনেকাংশে দূর হইল। অনন্তর পুনর্ব্বার উদ্‌যোগী হইয়া সমস্ত দক্ষিণ দিক্ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ একত্রিত হইয়া প্রথমতঃ বিন্ধ্য পর্ব্বতেই আরো-হণ করিয়া চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ।

হনুমান্ বানর তার ও অঙ্গদের সহিত একত্রিত হইয়া বিন্ধ্যের গুহা ও গহন সকল অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকের ও সিংহশার্দ্দূলগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত গুহা ও পর্ব্বত-রাজের মহাপ্রস্রবণ সকলে অনুসন্ধান করিতে লাগিল; এবং এই পর্ব্বতের উত্তরপশ্চিম সীমায় বসতি করিয়া রহিল। এই স্থানে বসতি করিতে করিতেই তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। এই প্রদেশ বিবিধ গুহা ও গহনে আচ্ছাদিত হওয়াতে, অন্বেষণ পক্ষে নিরতিশয় কষ্টকর হইয়া-ছিল। বায়ুনন্দন পর্ব্বতের এই প্রদেশের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করি-

লেন। গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান্, জাম্ববান্, যুবরাজ অঙ্গদ ও তার, ইহারা বনমধ্যে পরস্পর পৃথক্, অথচ নিকটবর্ত্তী থাকিয়া, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে অন্বেষণ করিতে লাগিল। দক্ষিণদিকের গিরিজালাবৃত প্রদেশ সকল অন্বেষণ করিয়া, এক আচ্ছন্ন বিবর দেখিতে পাইল। তাহারা ক্ষুৎপিপাসান্বিত ও শ্রান্ত হইয়া জলের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল; এক্ষণে লতা ও বৃক্ষগণ দ্বারা আচ্ছাদিত মহাবিল দেখিতে পাইল। ক্রৌঞ্চ, হংস, সারস ও চক্রবাক সকল আর্দ্রগাত্র এবং পদ্মরেণু দ্বারা রঞ্জিত হইয়া ঐ বিলমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল। সেই সুগন্ধবিস্তারি দুরতিক্রমণীয় বিল দর্শন করিয়া, বানরশ্রেষ্ঠগণের মন বিস্ময়ে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এবং তাহাদিগের অনুমান হইল, যে, ঐ বিলমধ্যে জল আছে। অতএব আনন্দিত হইয়া তেজস্বী মহাবলগণ নানা প্রাণিগণ দ্বারা সমাকুল, দৈত্যেন্দ্রভবনসদৃশ, দুর্দ্দর্শ, ভীষণ ও সর্ব্বত্র দুরবগাহ ঐ বিলের সন্নিকটে গমন করিল। অনন্তর কান্তার ও বনবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, পর্ব্বতশৃঙ্গসঙ্কাশ পবনতনয় হনুমান্ ভীমকায় বানরদিগকে কহিলেন, দক্ষিণদিকের গিরিজাল দ্বারা আবৃত প্রদেশ সকল অনুসন্ধান করিয়া, আমরা সকলেই শ্রান্ত হইয়াছি। মৈথিলীকেও দেখিতে পাইতেছি না। এক্ষণে এই বিলমধ্য হইতে হংস, ক্রৌঞ্চ, সারস ও চক্রবাক সকল জলসিক্ত কলেবরে বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিতেছে। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহার মধ্যে কূপ বা হ্রদ আছে। আর, এই বিলদ্বারে বৃক্ষ সকলও রসপুষ্ট ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে।

হনুমানের উক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণ সকলে অন্ধকারাবৃত বিলমধ্যে প্রবেশ করিল। উহার মধ্যে চন্দ্র বা সূর্য্যের আলোক নাই। সিংহ ও মৃগ পক্ষিগণ তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে বানরশ্রেষ্ঠগণ তিমিরাবৃত ঐ বিল

মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহাদিগের দৃষ্টি বা তেজ বা পরাক্রম কিছুই স্ফূর্ত্তি পাইল না। যাহা হউক্, দৃষ্টি অন্ধকারে অন্ধীভূত হইলেও, তাহারা বায়ুর ন্যায় গমন করিতে লাগিল। কপিকুঞ্জরগণ বেগে সেই বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক আলোকিত অতি সুন্দর অত্যুত্তম দেশ দর্শন করিল। অনন্তর পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া সেই নানাজন্তুপরিব্যাপ্ত ভীষণ বিলমধ্যে এক যোজন পথ গমন করিল। তৃষ্ণায় তাহারা বিচেতনপ্রায় ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া জলের জন্য লোলুপ হইয়া ছিল। কিছু কাল উৎসাহসহকারে বিলমধ্যে অবরোহণ করিতে লাগিল। শ্রমপ্রযুক্ত সকলের শরীর কৃশ ও বদন শুষ্ক হইয়াছিল এবং জীবনের আশা সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছিল; এক্ষণে বীর বানরগণ আলোক দেখিতে পাইল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত অন্ধকারশূন্য বনপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া প্রদীপ্ত পাবক তুল্য প্রভাশালী বিবিধ কাঞ্চনময় বৃক্ষ দর্শন করিল। শাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বকুল, ধব, *চম্পক, ও কর্ণিকার বৃক্ষ সকল পুষ্পিত এবং কাঞ্চনময় বিবিধ স্তবক, রক্তকিসলয়, স্তবককেশ ও লতা ধারণ করিয়া হেমাভরণে ভূষিত হইয়া বাল-সূর্য্যের ন্যায় আভা বিস্তার করিতেছে। বেদিকা সকল বৈদূর্য্য দ্বারা বিনির্ম্মিত। উক্তরূপ পাদপ সকল অবয়বকান্তি দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে। নীলবৈদূর্য্যসমবর্ণ পতঙ্গকুলবেষ্টিত বৃহত্তর পদ্মবনও দর্শন করিল। স্বচ্ছতোয়া কত শত সরসীও দেখিতে পাইল। বালসূর্য্যসঙ্কাশ বিবিধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ এই সমস্ত সরসী বেষ্টন করিয়া আছে। সুবর্ণময় বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ও সুবর্ণ পদ্মসকল তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। সুবর্ণ এবং রৌপ্যময় কতশত বিমানও দর্শন করিল। মুক্তাজালবেষ্টিত কাঞ্চনময় গবাক্ষ সকলও দেখিতে পাইল। ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে সর্ব্বত্র সুবর্ণ, রজত, মৃত্তিকা, ও মণিময় বিবিধ গৃহ; প্রবাল মণির সদৃশবর্ণ পুষ্পিত ও ফলবান নানা বৃক্ষ; সুবর্ণকলেবর ভ্রমর ও বিবিধ

মধু; মণিকাঞ্চন দ্বারা বিচিত্রিত সুপ্রশস্ত নানাপ্রকার শয্যা ও আসন; স্বর্ণ, রজত ও কাংশের বিবিধ পাত্রের রাশি; দিব্য অগুরু চন্দনের সঞ্চয়; পবিত্র ফলমূলাদি নানাবিধ আহার-সামগ্রী; মহামূল্য বিবিধ যান; বিবিধ সুমধুর মদ্য; এবং নানা-প্রকার মহামূল্য বসন, বিচিত্র কম্বল ও অজিনের স্তূপ সকল দর্শন করিল।

মহাপ্রভ বীর বানরগণ বিলমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে নিকটেই এক চীর ও কৃষ্ণাজিনধারিণী নিয়মিতাহারা তাপসীকে দেখিতে পাইল; তিনি তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন। দেখিয়া বানরেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সকলেই ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর পর্ব্বতপ্রমাণ হনুমান্ কৃতা-ঞ্জলিপুটে বৃদ্ধাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? এই ভবন ও বিল এবং এই রত্ন সমস্তই বা কাহার?

একপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমান্ কৃষ্ণাজিনপরিধায়িনী ধর্ম্মচারিণী মহাভাগা তাপ-সীকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, আমরা সকলে ক্ষুৎ-পিপাসায় সাতিশয় শ্রান্ত ও বলহীন হইয়া হঠাৎ এই তিমিরা-চ্ছন্ন বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। পিপাসিত হইয়াই আমরা এই প্রকাণ্ড ভূবিবর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে এই অদ্ভুত বিবিধ পদার্থ দর্শন করিয়া চঞ্চলচিত্ত, ভীত ও জ্ঞানশূন্য প্রায় হইয়াছি। বালসূর্য্যসংকাশ এই সকল বৃক্ষ কাহার? এই সমস্ত পবিত্র ফলমূলাদি খাদ্যসামগ্রী, কাঞ্চনময় বিমান, রজতময় গৃহ, এবং মুক্তাখচিত জাল দ্বারা আবৃত সুবর্ণ গবাক্ষ সকলই বা কাহার অধিকার। এই সমগ্র বৃক্ষ কাহার তেজে সুবর্ণময় হইল? জলমধ্যে এই সমস্ত সুবর্ণময় পদ্মই বা কাহার তেজে উৎপন্ন হইল? মৎস্য ও কচ্ছপদিগকে সুবর্ণময়ই বা

দেখিতেছি কেন? এ সকল কি আপন আপন মাহাত্ম্যে, না কাহারও তপোবলে এরূপ হইয়াছে? আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সমস্ত বলুন।

সর্ব্ব প্রাণীর হিত সাধনে নিরতা ধর্ম্মচারিণী তাপসী হনুমানের বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, বানরশ্রেষ্ঠ! ময়নামে এক জন মহাতেজা মায়াবী আছেন। তিনিই মায়া দ্বারা এই সমস্ত সুবর্ণময় বন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যিনি এই কাঞ্চনময় উৎকৃষ্ট দিব্য ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনিই পূর্ব্বে দানবশ্রেষ্ঠদিগের বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। সেই বিশ্বকর্ম্মা মহা বনমধ্যে সহস্র বৎসর তপশ্চরণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বর স্বরূপে শুক্রাচার্য্যের সমস্ত বিদ্যা প্রাপ্ত হন। অনন্তর এই সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া বলবান ময় সর্ব্বাভিলাষের অধিকারী হইয়া এই মহাবন মধ্যে সুখে কিছুকাল বসতি করেন। ক্রমে সেই দানবশ্রেষ্ঠ হেমানাম্নী অপ্সরাতে আসক্ত হইলেন। তজ্জন্য দেব পুরন্দর ক্রোধে অশনি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সংহার করিলেন। ব্রহ্মা এই অত্যুৎকৃষ্ট উপবন, এই চিরস্থায়ি কামভোগ এবং হিরণ্ময় গৃহ, সমস্ত হেমাকেই দান করিয়াছেন। বানরোত্তম! আমি মেরুসাবর্ণির কন্যা, নাম স্বয়ংপ্রভা। হেমার এই উপবন রক্ষা করিতেছি। নৃত্যগীত বিশারদা হেমা আমার প্রিয়সখী। সে অনুরোধ করাতে আমি তাহার এই মহৎ উপবন রক্ষা করিতেছি। তোমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য কি, যাহার জন্য এই কান্তারে আগমন করিয়াছ? এই বন ও দুর্গ্গই বা কি প্রকারে দেখিতে পাইলে? পবিত্র ফলমূলাদি ভক্ষ্য ভোজন ও পানীয় পান করিয়া পরে সমস্ত ব্যক্ত কর।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর হরিযূথপগণ বিশ্রাম করিলে পর ধর্ম্মচারিণী তাপসী একাগ্রচিত্তে সকলকে কহিলেন, বানরগণ! যদি ফল ভক্ষণ করিয়া তোমাদিগের শ্রান্তি দূর হইয়া থাকে; এবং যদি আমার শ্রবণ করিতে কোন বাধা না থাকে; তাহা হইলে,আমি যে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহা ব্যক্ত কর।

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পবননন্দন হনুমান্ অকপট ভাবে যথার্থ বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেন্দ্র ও বরুণের ন্যায় ত্রিলোকের রাজা দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা বৈদেহীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করেন। রাবণ বলপ্রকাশ করিয়া জনস্থান হইতে উঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। বানরশ্রেষ্ঠদিগের রাজা বীর সুগ্রীব নামক বানর সেই রাজার সখা হইয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। অঙ্গদ প্রভৃতি এই সমস্ত প্রধান প্রধান বানরের সহিত আমরা আদেশ পাইয়াছি যে, তোমরা যম কর্ত্তৃক রক্ষিত অগস্ত্যপ্রয়াত দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া কামরূপী রাবণ ও সীতার অনুসন্ধান কর। দক্ষিণ দিকের সমস্ত বন ও সাগর অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা শ্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলাম। সকলেরই বদন বিবর্ণ; এবং সকলেই চিন্তায় নিমগ্ন; চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া কোন পারই দেখিতে পাইলাম না। অনন্তর সর্ব্বত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে লতা পাদপ দ্বারা আচ্ছাদিত অন্ধকারাবৃত মহাবিল দেখিতে পাইলাম। হংস, কুরর ও সারস পক্ষী সকল জলসিক্ত গাত্রে এই বিল হইতে বহির্গত হইতেছিল, এবং তাহাদিগের পক্ষ হইতে জলকণা পতিত হইতেছিল। আমি বলিলাম, ভাল, ইহার মধ্যে প্রবেশ কর। এই কথা শুনিয়া বানরগণ সকলে প্রবেশ

করিল। ইহার মধ্যে যে জল আছে, উক্ত পক্ষি সকলকে দেখিয়া তাহা অনুমানও করা গেল। তখন আমরা কর্ত্তব্যবিষয়ে ত্বরান্বিত হইয়া, দৃঢ়রূপে পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া এই বিল-মধ্যে পতিত হইলাম। আমরা দৈবঘটনানুসারেই এই তিমিরা-বৃত বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই আমাদিগের কার্য্য; পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ঐ কার্য্যের জন্যই আমরা আগমন করিয়াছি। ক্ষুধার্ত্ত ও কাতর হইয়া আমরা যেমন আপনার নিকট আগমন করিয়াছিলাম, আপনিও তেমনি আতিথ্যধর্ম্মানু-সারে ফলমূল সকল দান করিলেন, আমরা ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া সমস্ত আহার করিলাম। আমরা ক্ষুধায় প্রায় মর মর হইয়া-ছিলাম; আপনি আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করিলেন। এক্ষণে বলুন, প্রত্যুপকার সাধনের জন্য বানরেরা আপনার কোন কার্য্য করিবে।

সর্ব্বজ্ঞা স্বয়ংপ্রভা বানরগণের এই কথা শুনিয়া বানরযুথপতি-দিগকে প্রত্যুত্তর করিলেন, বেগবৎ বানরগণ! আমি তোমা-দিগের সকলেরই প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তপস্বি-ধর্ম্ম আচরণ করিতেছি; অতএব কোন কার্য্য সাধন করিবার জন্য আমার কোন ব্যক্তিরই প্রয়োজন নাই।

তাপসীর উক্ত ধর্ম্মসংযুক্ত শোভন বাক্য শ্রবণ করিয়া, হনু-মান্ সেই আনন্দিতলোচনাকে কহিলেন, আমরা সকলেই ধর্ম্ম-চারিণী আপনার শরণাগত হইলাম। মহাত্মা সুগ্রীব যে সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, বিলমধ্যে বিচরণ করিতে করিতেই তা আমাদিগের সে সময় অতিবাহিত হইল। অতএব আপনি আমাদিগকে এই বিল হইতে বহিষ্করণ করিয়া দিউন। যখন আমরা সুগ্রীবের বাক্য লঙ্ঘন করিয়াছি, তখন আমাদিগের প্রাণ গতই হইয়াছে। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন, আমরা সুগ্রীবের ভয়ে ভীত হইয়াছি। হে ধর্ম্ম-চারিণী! আমাদিগকে অতি গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে

হইবে। আমরা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া সে কার্য্য সাধন করিতে পারিলাম না।

হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাপসী কহিল, বোধ হয়, প্রাণীগণ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে, জীবন লইয়া বহির্গত হইতে পারে না। তবে নিয়মপালন দ্বারা যে সুসমর্থ তপঃপ্রভাব উপার্জ্জন করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমি তোমাদিগের সকল বানরকে বিল হইতে উপরে তুলিয়া দিব। বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা চক্ষু নিমীলন কর। চক্ষু নিমীলন না করিলে, নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিবে না। অনন্তর বানরেরা কোমলাঙ্গুলিসম্পন্ন হস্ত দ্বারা সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করিল। মহাত্মা বানরেরা, বহির্গমনাভিলাষে তৎক্ষণমাত্র হস্ত দ্বারা মুখ আবৃত করিল। ধর্ম্মচারিণী তাপসী নিমেষমাত্রেই তাহাদিগকে তুলিয়া দিলেন। তাহারা বিল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, তিনি সকলকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, এই নানা লতা ও বৃক্ষসম্পন্ন শ্রীমান্ বিন্ধ্যগিরি; এই প্রস্রবণ পর্ব্বত, এই মহাজলরাশি সমুদ্র। বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক। আমি গৃহে চলিলাম।

এই বলিয়া স্বয়ংপ্রভা সুন্দর বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর তাহারা বরুণালয় ঘোর সাগর দর্শন করিল। অপার সাগর ভীষণ তরঙ্গমালায় আকুল হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতেছিল। সুগ্রীব যে এক মাসের সময় করিয়া দিয়াছিলেন, ময়ের মায়া দ্বারা বিরচিত গিরিদুর্গ মধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে বানরদিগের সে সময় অতিবাহিত হইল। অতএব মহাত্মা বানরগণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের পুষ্পিতবৃক্ষসম্পন্ন পাদদেশে উপবেশন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে দেখিতে পাইল, বসন্তকালে

ফলোৎপাদক বৃক্ষ সকল শত শত লতায় আচ্ছাদন করিয়াছে; এবং পুষ্পের অতিভারে উহাদিগের অগ্রভাগ সকল নত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া সকলে ভয়ে সশঙ্কিত হইল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, বসন্ত উপস্থিত হইয়াছে। অতএব সময়ের মধ্যে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতে পারিলাম না ভাবিয়া সকলে ধরণীতলে পতিত হইল। অনন্তর সিংহ ও বৃষস্কন্ধ দীর্ঘ স্থূল-বাহুশালী মহাপ্রাজ্ঞ যুবরাজ অঙ্গদ বানর যথোপযুক্তরূপে সম্মা-ননা ও মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ ও অন্যান্য বানর-দিগকে কহিলেন, কপিরাজের আদেশক্রমে আমরা সকলে বহি-র্গত হইয়াছি। এক্ষণে বিলমধ্যে অবস্থিতি করিয়া আমাদি-গের একমাস পূর্ণ হইয়াছে; বানরগণ! তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না? আশ্বিন মাসে প্রত্যাগমন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমরা বহির্গত হইয়াছিলাম। সেই আশ্বিন মাসও গত হইয়াছে। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? তোমরা নীতিপ্রয়োগবিশারদ ভর্ত্তার হিতানুষ্ঠানে নিরত, সর্ব্ব কর্ম্মে সমর্পিতচিত্ত ও কার্য্য-সম্পাদনবিষয়ে অনুপম। এবং তোমাদিগের পৌরুষ সর্ব্ব-দিকেই বিখ্যাত। সীতার অন্বেষণ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হইয়া, বানররাজের আজ্ঞাক্রমে আমাকে অধিনায়ক করিয়া বহির্গত হইয়াছিলে। এক্ষণে কার্য্যসাধন করিতে পারিলে না; অত-এব মরিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! বানররাজের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া কে সুখিত হইতে পারিবে? সুগ্রীব স্বয়ং যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সময় অতিবাহিত হইয়াছে। অতএব আমাদিগের সকলেরই প্রায়োপবেশন করা কর্ত্তব্য। সুগ্রীব স্বভাবতই ক্রোধন। তাহাতে আবার এক্ষণে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অতএব অপরাধী হইয়া প্রত্যাগমন করিলে, তিনি আমাদিগের কাহা-কেও ক্ষমা করিবেন না। সীতার অন্বেষণ না করিয়া যাইলে নিশ্চয়ই বধদণ্ড করিবেন। অতএব, পুত্র, দার, ধন, গৃহ,

সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অদ্যই প্রায়োপবেশন করা কর্ত্তব্য। আমরা এস্থান হইতে প্রতিগমন করিলে রাজা নিশ্চয়ই অসাধারণ বিবিধ নিষ্ঠুর প্রকারে আমাদিগকে বধ করিবে। অতএব এই স্থানেই আমাদিগের মরণ ভাল। আর, সুগ্রীব আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই। অক্লিষ্টকর্ম্মা নরনাথ রামই আমাকে অভিষেক করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রতি রাজা সুগ্রীবের বৈর জন্মিয়াছে; অতএব এক্ষণে ত্রুটি দেখিলেই তীক্ষ্ণদণ্ড বিধান করিয়া আমাকে বধ করিবেন; তিনি পূর্ব্বেই এবিষয় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যখন আমার প্রাণদণ্ডের সময় উপস্থিত হইবে, তখন আমার কষ্ট দেখিয়া বন্ধুজনেরাই বা কি করিতে পারিবে? অতএব এই পবিত্র সাগরকূলেই প্রায়োপবেশন করিব।

যুবরাজ কুমারের উক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠেরা সকলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিল, সুগ্রীব স্বভাবতঃ ক্রোধন; রামও প্রিয়া বিষয়ে আসক্ত। সময়ও অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কার্য্যও আমরা সাধন করিতে পারিলাম না। বৈদেহীকে না দেখিয়া ফিরিয়া যাইলে রাজা রামকে তুষ্ট করিবার জন্য নিঃসন্দেহ আমাদিগকে বধ করিবেন। অপরাধী ব্যক্তিদিগের প্রভুর নিকট গমন করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা বহির্গত হইয়াছে? তন্মধ্যে আমরাই আবার সর্ব্বপ্রধান হইয়া সুগ্রীবের নিকট হইতে আগমন করিয়াছি। অতএব সীতাকে এই স্থানে দর্শন না করিয়া, বা সীতার অনুসন্ধান না লইয়া প্রতিগমন করিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে যমালয়ে যাইতে হইবে।

ভয়কাতর বানরদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তার কহিল, দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। যদি তোমাদিগের মত হয়, তাহা হইলে বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাস করা যাইবে। এই বিল মায়া দ্বারা বিরচিত, অতএব ইহার মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। আর ইহাতে প্রভূত পুষ্প, ফল এবং ভোজ্যপানীয়

আছে। এস্থানে ইন্দ্র, রাম বা সুগ্রীব কোন ব্যক্তি হইতেই আমাদিগের ভয় নাই।

অঙ্গদ ও তারের বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণ বিশ্বস্ত হইয়া, কহিল, যেরূপ করিলে আমাদিগকে মরিতে না হয়, এক্ষণে অবিলম্বেই মনোযোগী হইয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান করা যাউক্।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

তার ঐ কথা বলিলে পর, হনুমান্ ভাবিলেন, যে, বালীর পুত্র শুশ্রূষাদি অষ্টবিধবুদ্ধিসম্পন্ন, সামাদি চতুর্ব্বিধ বলশালী ও দেশকালজ্ঞতা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ গুণবিশিষ্ট। উত্তরোত্তর ইঁহার তেজ বল ও পরাক্রম পূর্ণ ও শুক্লপক্ষের আদিতে শশধরের ন্যায় ইঁহার শ্রী বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। এবং ইনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ও বিক্রমে নিজ পিতারই সমান। এক্ষণে যখন তারের বাক্য শ্রবণ করিলেন এবং তাহার কোন প্রতিবাদ করিলেন না, তখন দেখিতেছি যে, বিলরাজ্য নহে, অঙ্গদ বাস্তবিক সুগ্রীবের হস্ত হইতে কপিরাজ্য হরণ করিলেন। এইরূপ ভাবিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হনুমান্ প্রভুকার্য্যবিমুখ অঙ্গদকে অন্যান্য বানরগণ হইতে ভেদ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দ্বিতীয় উপায় ভেদ অবলম্বন করিয়া বাক্যবলে সমস্ত বানরকে ভেদ করিলেন, তাহারা সকলে, ভেদপ্রাপ্ত হইলে পর, কোপোপশমনক্ষম ও ভয়োৎপাদক বিবিধ বাক্যে অঙ্গদের ভয়োৎপাদন করিতে লাগিলেন। হে তারাতনয়! তুমি যে যুদ্ধকার্য্যে পিতার সমানই অতি সমর্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি পিতার ন্যায় অচলভাবে কপিরাজ্য পালন করিতে পার। কিন্তু হে বানরশ্রেষ্ঠ! বানরদিগের চিত্ত স্বভাবতই চঞ্চল। অতএব তোমরা পুত্র দার পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বসতি কর; তুমি এইপ্রকার আজ্ঞা দান করিলে তাহারা কখনই তাহা সাজ

করিবে না। তোমার প্রতি ইহারা যে অনুরক্ত হইবে না, তাহা আমি স্পষ্টই প্রদর্শন করিতেছি ; এই জাম্ববান্, কহাকপি নীল ও সুহোত্র এবং আমি, তুমি কি সাম দানাদি গুণ, কি দণ্ড কোন উপায়েই আমাদিগকে সুগ্রীবের পক্ষ হইতে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। নীতিজ্ঞেরা কহিয়া থাকেন, প্রবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের সহিত বিবাদ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বল প্রবলের সহিত বিরোধ করিয়া তাহা পারে না। অতএব দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে চাহে, তাহা হইলে প্রবলের সহিত বিরোধ করিবে না। তুমি অন্যের মুখে শুনিয়াছ যে, এই বিল মধ্যে কোন ভয় নাই ; সুতরাং ভাবিতেছ যে, ইহা তোমার রক্ষাস্থান হইবে। কিন্তু এই বিল বিদারণ করা লক্ষ্মণের বাণ সকলের পক্ষে অতিমাত্র স্বল্প কার্য্য। পূর্ব্বে পুরন্দর এই বিলপুরে বজ্রনিক্ষেপ করিয়া অতি অল্পকার্য্য কার্য্যই সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ শাণিত শরনিকর দ্বারা পত্রপুটের ন্যায় ইহা বিদারণ করিবেন। রাম যে বাণে বালীকে সংহার করিয়াছেন, লক্ষ্মণের তাদৃশ বজ্র ও বিদ্যুৎসমস্পর্শ অনেক বাণ আছে, ঐ সকল বাণ গিরিও বিদারণ করিতে পারে। হে পরন্তপ! তুমি এই বিলমধ্যে যে দণ্ডে বাস নির্দ্ধারণ করিবে, বানরেরা স্ব স্ব মৃত্যুপক্ষে স্থিরনিশ্চয় হইয়া সেই দণ্ডেই তোমাকে ত্যাগ করিবে। রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের ভয়ে বানরেরা সততই উদ্বিগ্ন এবং স্ত্রীপুত্র সর্ব্বদাই মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে, স্ত্রীপুত্রজনিত সুখভোগের জন্য লোলুপ হইয়া থাকিবে। অতএব তোমার সঙ্গে পুনঃ পুনঃ কষ্ট ভোগ করত যখন অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখনই তোমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। তখন জ্ঞাতি ও হিতকামী বন্ধুগণের অভাবে তোমাকে স্পন্দমান তৃণ হইতেও অধিকতর চঞ্চল হইতে হইবে। তুমি বিদ্রোহী হইলে পর লক্ষ্মণের অতি তীব্রবেগশালী, ভীমদর্শন, মহাবেগসম্পন্ন দুর্ব্বার শাণিত বাণ সকল তোমার প্রাণ হরণার্থ উদ্যোগী

হইবে। কিন্তু তুমি আমাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া বিনীতভাবে উপস্থিত হইলে, জ্যেষ্ঠানুক্রমে সুগ্রীব তোমাকে রাজ্যে স্থাপন করিবেন। তোমার পিতৃব্য ধর্ম্মপথাবলম্বী রাজা। আর তিনি দৃঢ়ব্রত, সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তোমাকে তিনি কখন বধ করিবেন না। বিশেষ, তোমার মাতার তুষ্টি সাধন করা তাঁহার বাসনা; তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যই সেই। তুমি সেই তারার সন্তান; তাঁহার নিজেরও অন্য সন্তান নাই। অতএব অঙ্গদ! গমন কর।

—০ঃ০—

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

হনুমানের উক্ত বিনয়সম্পন্ন, ধর্ম্মসঙ্গত ও প্রভুভক্তিসহকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গদ বলিলেন, ধৈর্য্য, আত্মা মনের শুদ্ধি, দয়া, সরলতা, বিক্রম ও স্থিরচিত্ততা, সুগ্রীবে এ সকলের অবস্থিতি সম্ভব হয় না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা ধর্ম্মানুসারে মাতা, আর আমি তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান রহিয়াছি, তথাপি যে সেই জ্যেষ্ঠের ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে, সে পাপাচারী। ভ্রাতা বিল মধ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, যে ভ্রাতা হইয়া বিলের দ্বার রোধ করিয়াছিল, সে কি রূপে ধর্ম্ম অবগত হইবে? যে ব্যক্তি অগ্নি সাক্ষী করত হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রামের সহিত মিত্রতা করিয়া, সেই উপকারী মহাযশাকে বিস্মৃত হইয়াছিল, সে কাহার উপকার স্মরণ রাখিতে পারে? ধর্ম্মের ভয়ে নহে, কেবল লক্ষ্মণের ভয়েই যে, সীতার অনুসন্ধান করিতে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছে তাহাতে কি প্রকারে ধর্ম্ম থাকিতে পারে? সে পাপী, কৃতঘ্ন, মন্বাদি-স্মৃতি বিরোধী ও চঞ্চলপ্রকৃতি, কোন্ ভদ্র ব্যক্তি, বিশেষতঃ কোন্ জ্ঞাতি তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিতে পারে? আর সুগ্রীব সৎই হউক্, কি অসৎই হউক, সে বিষয় বিচার করিবার প্রয়োজন নাই;

এক্ষণে কথা এই যে, আমি তাঁহার জ্ঞাতি ও শত্রুপুত্র; আমাকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া সে কি রূপে আমাকে কি করিয়া জীবিত রাখিবে। আমার এই মন্ত্রণা ও অপরাধ প্রকাশ হইয়া পড়িবে; শক্তিতেও আমি হীন; অতএব অনাথ দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায় কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিব? সুগ্রীব শঠ, ক্রূর ও রাজ্যের নিমিত্ত আমার প্রতি বন্ধনরূপ গুপ্ত বধ দণ্ড বিধান করিবে। বন্ধন এবং বন্ধন জন্য ক্লেশ হইতে আমার প্রায়োপবেশন ভাল। বানরগণ! তোমরা সকলে আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়া গৃহে গমন কর। তোমাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমি নগরী গমন করিব না। এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব। মরণই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। প্রণাম জানাইয়া রাজাকে, এবং রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। আমার খুল্লতাত বানরেশ্বর রাজা সুগ্রীবকে, এবং মাতা রুমাকে আরোগ্য ও কুশল প্রশ্ন করিবে। আমার জননী তারাকে আশ্বাস দান করিবে। তিনি স্বভাবতঃ পুত্রগৃদ্ধিনী, সদয়হৃদয়া ও নিরীহস্বভাবা। স্পষ্ট দেখিতেছি, আমি এই স্থানে মরিয়াছি শুনিলে তিনি জীবন ত্যাগ করিবেন।

অঙ্গদ উক্তমাত্র বলিয়া বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন করত, ক্রন্দন করিতে করিতে ম্লান বদনে ভূমিতলে কুশোপরি উপবেশন করিলেন। তিনি ঐ স্থানে প্রায়োপবেশন করিলে পর, বানরশ্রেষ্ঠগণ, দুঃখিত হইয়া, নয়ন হইতে উষ্ণবারি নিঃসারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল। সুগ্রীবের নিন্দা ও বালীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। এবং অঙ্গদের বাক্যেরই মর্ম্ম অবগত হইয়া, অঙ্গদকে বেষ্টন করত সকলেই প্রায়োপবেশন করিতে উদ্যুক্ত হইল। অনন্তর বানরবৃষভগণ সকলে জলের তীরে গমন করিয়া আচমনপূর্ব্বক দক্ষিণাগ্র কুশের উপর পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিল। তাহারা বানরগণের শ্রেষ্ঠ,

তথাপি, মরণই আমাদিগের উচিত, বিবেচনা করিয়া মরণা-কাঙ্ক্ষায় প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক সকলে রামের বনবাস, দশরথের মৃত্যু, জনস্থানে রাক্ষসগণেরও জটায়ুর বধ, সীতার হরণ, বালীর বধ ও রামের কোপ. এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করিতে লাগিল; ইতিমধ্যে তাহাদিগের এক মহতী আশঙ্কা উপস্থিত হইল।

মেরুশৃঙ্গাকার বহুতর বানর প্রায়োপবেশন করিলে পর, উচ্চরাবী মেঘবৃন্দ দ্বারা আকাশমণ্ডলের ন্যায়, ঐ মহীধরের নির্ঝর ও গুহা সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

ঐ সকল বানর গিরির যেস্থলে প্রায়োপবেশন করিল, বল ও বিক্রমের জন্য বিখ্যাত, জটায়ুর ভ্রাতা. গৃধ্ররাজ শ্রীমান্ সম্পাতিনামক চিরজীবী বিহঙ্গম ঐ স্থানে আগমন করিল। ঐ পক্ষী মহাগিরি বিন্ধ্যের গুহা হইতে বহির্গত হইয়া, উপবিষ্ট বানরদিগকে দেখিয়া, হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিল, বিধাতা নিশ্চয়ই পৃথিবীমধ্যে প্রাণীদিগের ভক্ষ্য বিধান করিয়া রাখেন; সেই-জন্যই আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট ভক্ষ্য অনেক দিনের পর আপ-নিই উপস্থিত হইয়াছে। বানরগণ এক একটী করিয়া মরিবে, আমি এক একটি করিয়া ভক্ষণ করিব। বানরদিগকে দর্শন করিয়া পক্ষী এই কথা কহিল।

তখন ভক্ষ্যলুব্ধ পক্ষীর উক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া, অঙ্গদ নিরতি-খিন্ন হইয়া হনুমানকে কহিলেন, ঐ দেখ, সীতা সাক্ষাৎ কাল-স্বরূপ হইয়া, বানরদিগকে সংহার করিবার জন্য, এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। রামের কার্য্য করিতে পারে নাই, রাজার আজ্ঞাও প্রতিপালন করে নাই, এই জন্যই বানরগণের এই অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপত্তি অকস্মাৎ উপস্থিত হইল। বিদেহনন্দিনীর ইষ্টসাধন করিবার জন্য গৃধ্ররাজ জটায়ু যে কার্য্য করিয়াছিলেন,

তোমরা তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছ। তির্য্যক্‌যোনি পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণীই, আমাদিগের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াও রামের প্রিয়কার্য্য সাধন করে। রাম সর্ব্বাত্মা; অতএব জীবগণ স্নেহ ও দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া রামের উপকার করত পরস্পরের উপকার করিয়া থাকে। অতএব তাঁহার উপকারের জন্য আপনি আপনাকে সংহার কর। রামের যখন মত যে, ধর্ম্মজ্ঞ জটায়ু প্রাণত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রিয়সাধন করিয়াছেন, তখন আমরাও রামের জন্য পরিশ্রম করিয়া জীবন ত্যাগ করিব। আমরা বনে আগমন করিয়াছি, কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলাম না। গৃধ্ররাজ জটায়ুই সুখী; তিনি যুদ্ধে রাবণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, সুগ্রীবের ভয় হইতে মুক্তি এবং পরম গতি লাভ করিয়াছেন। জটায়ুর বিনাশ, দশরথের মৃত্যু এবং সীতার হরণ হেতুই বানরগণের প্রাণসংশয় উপস্থিত। সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের অরণ্যে নিবাস, রামের বাণে বালীর সেই বধ, রামের কোপে সেই অসংখ্য রাক্ষসের নিধন, আর কৈকেয়ীকে বরদান, এই কয় এই বিপদ উৎপাদন করিয়াছে।

দুঃখিতভাবে কথিত উক্ত বাক্য শ্রবণ এবং বানরদিগকে ভূমিপতিত দর্শন করিয়া মহামতি গৃধ্ররাজের চিত্ত সাতিশয় ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। তখন কাতর বাক্যে কহিতে আরম্ভ করিলেন,—অঙ্গদের মুখ হইতে উচ্চারিত ঐপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ডশালী ভীমনাদী গৃধ্র কহিল, কে আমার মন কম্পিত করিয়া আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ভ্রাতা জটায়ুর বধবার্ত্তা কীর্ত্তন করিতেছে? জনস্থানে কি কারণে রাক্ষস ও গৃধ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল? বহুকালের পর আজ আমি ভ্রাতার এই নাম শ্রবণ করিলাম। আমার ইচ্ছা, তোমরা আমাকে এই গিরিদুর্গ হইতে অবতারণ কর। অতি দীর্ঘকালের পর, বিক্রমে প্রশংসনীয়, গুণজ্ঞ কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রবণ করিয়া আজ আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম। অতএব বানর-

শ্রেষ্ঠগণ! জনস্থাননিবাসী ভ্রাতা জটায়ুর বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। গুরুজনপ্রিয় রাম যাঁহার জ্যেষ্ঠ প্রিয় পুত্র, আমার ভ্রাতার সখা সেই দশরথই বা কি প্রকারে প্রাণ ত্যাগ করিলেন? হে অরিন্দমগণ! সূর্য্যকিরণে পক্ষ দগ্ধ হওয়াতে, আমি গমনে অশক্ত। কিন্তু আমি এই পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করি।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

শোকে সম্পাতির স্বর ভঙ্গ হইয়াছিল; তথাপি তাহার আচরণের প্রতি সন্দিহান হইয়া, বানর যূথপতিগণ তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস করিল না। প্রায়োপবেশন কালে গৃধ্রকে দর্শন করিয়া বানরগণের মনে মহাভয় হইল, যে সে আমাদিগের সকলকেই ভক্ষণ করিবে। অথবা আমরা মরিবার জন্যই উপবেশন করিয়াছি; এ যদি আমাদিগকে ভক্ষণ করে, ভালই, আমরা সত্বর সিদ্ধি লাভ করিয়া কৃতকার্য্য হইলাম। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, বানরযূথপতিগণ সকলে মিলিয়া গৃধ্রকে গিরিশৃঙ্গ হইতে অবতারণ করিল। অনন্তর অঙ্গদ তাহাকে কহিলেন, পক্ষিন্! ঋক্ষরজ নামে এক প্রতাপশালী বানররাজ ছিলেন। সেই বানরাধিপতি আমার পিতামহ। তাঁহার দুই ধার্ম্মিক পুত্র, বালী ও সুগ্রীব, উভয়েই বিপুল বলবান্। লোক মধ্যে বিখ্যাতকর্ম্মা বালী আমার জন্মদাতা ছিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথনন্দন সসাগরা ধরার অধিপতি মহারথ রাম ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক পিতার আজ্ঞাপালনে কৃতনিশ্চয় হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা বৈদেহীর সমভিব্যাহারে দণ্ডকবনে আগমন করিয়াছেন। রাবণ বল করিয়া জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। আকাশপথে যখন হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন রামের পিতার মিত্র জটায়ু নামে গৃধ্ররাজ

বিদেহনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এবং রাবণকে বিরথ করিয়া মৈথিলীকে কিয়ৎক্ষণের জন্য থামাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, সহজেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ; রাবণ বলে তাঁহাকে সংহার করিল। এই প্রকারে বলবান্ রাবণ গৃধ্রকে সংহার করিয়াছে। রাম তাঁহার সৎকার্য্য করাতে, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর রাঘব আমার পিতৃব্য মহাত্মা সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। সেই রাঘব আমার পিতাকে সংহার করিয়াছেন। আমার পিতার সহিত সুগ্রীবের ও তাঁহার অমাত্যগণের শত্রুতা ছিল। বালীকে সংহার করিয়া রাম সুগ্রীবকে রাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন। বানরাধিপতি সুগ্রীব সেই রাম কর্ত্তৃক রাজ্যে স্থাপিত হইয়া প্রধান বানরজাতির রাজা হইয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই প্রকারে রাম কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমরা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতেছি, কিন্তু রাত্রিতে সূর্য্যপ্রভার ন্যায়, আমরা কোন স্থানেই বৈদেহীকে দেখিতে পাইতেছি না। এই রূপে অতি সাবধানে দণ্ডকারণ্য মধ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে, আমরা সহসা আচ্ছাদিত ভূবিবর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম! ময়ের মায়া দ্বারা বিনির্ম্মিত ঐ বিলমধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে, রাজা আমাদিগকে যে মাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অতিবাহিত হইয়া গেল। অতএব বানররাজের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করাতে, আমরা এই বানর সকলে ভয়ে প্রায়োপবেশন করিয়াছি। এক্ষণে সেই রাম, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ; এখন যদি আমরা তথায় গমন করি, তাহা হইলে আমাদিগের জীবন থাকিবে না।

———

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

জীবিতাশাত্যাগী বানরগণ উক্তপ্রকার কহিলে পর, গম্ভীর-কণ্ঠ গৃধ্র বানরদিগকে কহিলেন, বানরগণ! বলবান্ রাবণ যুদ্ধে সংহার করিয়াছে বলিয়া, তোমরা যাহাকে উল্লেখ করিতেছ, সেই জটায়ু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমি বৃদ্ধ, তাহাতে আবার আমার পক্ষ নাই; এইজন্যই আমাকে এ সংবাদ শ্রবণ করিয়াও সহ্য করিতে হইল। আজ ভ্রাতার বৈর নির্য্যাতন করিতে আমার সামর্থ্য নাই। পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুর বধের পর, সে এবং আমি, আমরা দুই জনে পরস্পর বিজয়াকাংক্ষী হইয়া আকাশে জ্বলমান্ রশ্মিমালী আদিত্যের নিকটে গমন করিতে লাগিলাম এবং তাঁহারে আবরণ পূর্ব্বক আকাশপথে অতিমাত্র বেগভরে স্বর্গে সমাগত হইলাম। ঐ সময়ে দিবাকর মধ্যসীমায় উপস্থিত হওয়াতে, জটায়ু তদীয় খরতর তাপে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ভ্রাতাকে সূর্য্যকিরণে নিতান্ত অবসন্ন ও একান্ত অভিভূত দর্শন করিয়া, স্নেহবশতঃ আমি পক্ষদ্বয়ে আচ্ছাদন করিলাম। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! তাহাতে আমার পক্ষদ্বয় নিঃশেষে দগ্ধ হইলে, আমি বিন্ধ্যপর্ব্বতে পতিত হইলাম। তদবধি এখানে বাস করিতেছি, ভ্রাতার কোন সম্বাদই অবগত নহি।

জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতি এইপ্রকার কহিলে, মহাপ্রাজ্ঞ যুবরাজ অঙ্গদ প্রত্যুত্তর করিলেন, যদি তুমি রামভক্ত জটায়ুর ভ্রাতা, আমি রামের যে কথা কহিলাম, তাহাতে যদি তুমি প্রকৃতপক্ষে কর্ণপাত করিয়া থাক, এবং যদি রাবণের আলয় তোমার জ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে, তাহা বলিয়া দাও। সেই অদীর্ঘদর্শী রাক্ষসাধম রাবণ নিকটে বা দূরে আছে, যদি জান, আমাদিগকে বল।

অনন্তর জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমতেজস্বী সম্পাতি বানরদিগকে অতিমাত্র হর্ষিত করিয়া, আত্মসদৃশ বাক্যে কহিলেন, বানরগণ! আমার পক্ষদ্বয় নিঃশেষে দগ্ধ ও বীর্য্য বিনষ্ট হই-

য়াছে। কেবল বাক্যমাত্রে যতদূর সাধ্য, রামের সাহায্য করিব। দেবাসুরযুদ্ধ, অমৃতমন্থন, বরুণের লোক সমুদায় এবং বিষ্ণু বামনাবতারে যে যে লোক আক্রমণ করেন, সেই সেই লোক, সমস্তই আমার বিদিত আছে। রামের এই কার্য্য অবশ্যই আমার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জরা প্রভাবে আমার তেজ নষ্ট এবং প্রাণেরও শিথিলতা হইয়াছে। দুরাত্মা রাবণ রূপযৌবনশালিনী সর্ব্বাভরণভূষিতা জানকীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, দেখিয়াছি। ভামিনী সীতা তৎকালে, রাম ও লক্ষ্মণ, বলিয়া বারম্বার চীৎকার ও হস্তপদাদি সর্ব্বশরীর পুনঃ পুনঃ কম্পিত করত অলঙ্কার সকল ছুড়িয়া ফেলিতেছিলেন। শৈলশিখরে সূর্য্যপ্রভার ন্যায় অথবা জলদগর্ভে বিদ্যুতের ন্যায়, তদীয় উৎকৃষ্ট কৌশেয় বসন শ্যামলতনু রাবণে শোভা পাইতেছিল। রামের নাম উচ্চারণ করাতে, তাঁহাকে সীতা বলিয়া বুঝিতে পারিলাম।

এক্ষণে সেই রাক্ষসের বাসস্থান বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাবণ বিশ্রবার পুত্র ও সাক্ষাৎ কুবেরের ভ্রাতা। এবং লঙ্কা নগরে অবস্থিতি করে। এখান হইতে শতযোজন অন্তরে সমুদ্র গর্ভে যে দ্বীপ আছে, বিশ্বকর্ম্মা তাহাতে রমণীয় লঙ্কানগরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জাম্বূনদময় বিচিত্র দ্বার ও কাঞ্চনবেদিসম্পন্ন সুবর্ণসবর্ণ সুবিশাল প্রাসাদপরম্পরা এবং সূর্য্যসমদ্যুতি সুবৃহৎ প্রাকার, এই সকলে ঐ লঙ্কানগরী সমন্তাৎ সমাকীর্ণ। কৌশেয়বাসিনী জনকনন্দিনী নিরতিশয় ব্যাকুলচিত্তে তথায় বাস করিতেছেন। তিনি রাবণের অন্তঃপুরে রুদ্ধ হইয়া আছেন। রাক্ষসীগণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তোমরা তথায় রাজা জনকের আত্মজা মৈথিলীকে দেখিতে পাইবে। চতুর্দ্দিকে সাগর থাকাতে, লঙ্কানগরী সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত। এখান হইতে সংপূর্ণ শতযোজন সাগরপারে গমন করিয়া, দক্ষিণকূলে উপনীত হইলে, তোমরা রাবণের দর্শন পাইবে। বানরগণ! তোমরা আর বিলম্ব না করিয়া, সত্বর

বিক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হও। আমি পক্ষবর্জ্জিত। দেখিতেছি, তোমরা নিশ্চয়ই রাবণকে দেখিয়া, ফিরিয়া আসিবে। আকাশের প্রথম পথ কুলিঙ্গগণের ও পারাবতাদি সমস্ত ধান্যজীবী পক্ষিগণের, দ্বিতীয় পথ বলিভুক্ কাক ও বৃক্ষফলাশী শুকাদি বিহঙ্গমগণের, তৃতীয় পথ ভাস, ক্রৌঞ্চ ও কুররগণের, চতুর্থ পথ শ্যেনগণের, পঞ্চম পথ গৃধ্রগণের, ষষ্ঠ পথ রূপযৌবন ও বলবীর্য্যশালী হংসগণের এবং সপ্তম বা শেষ পথ বিনতানন্দন অরুণের। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! আমরা সেই অরুণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ দেবাংশে জন্ম বলিয়া, আমাদের দিব্য জ্ঞানবল আছে।

যাহা হউক, যে মাংসাশী রাবণ আমার ভ্রাতৃহত্যারূপ গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে, ভ্রাতৃকৃত বৈরিতা লক্ষ্য করিয়া, তাহার প্রতিকার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমাদিগকে এই রূপে প্রবর্ত্তিত করিলেই আমার সেই কর্ত্তব্য সিদ্ধি হইতে পারিবে। সুপর্ণবংশে জন্ম বলিয়া, আমাদের সুপর্ণসুলভ দিব্য চক্ষু ও দিব্য বল আছে। ঐ জ্ঞানবলে আমি এখানে থাকিয়াই রাবণ ও সীতাকে সুস্পষ্ট দর্শন করিতেছি। হে বানরগণ! ঐরূপ সৌপর্ণবিদ্যাসিদ্ধিবলে ও স্বাভাবিক আহারবীর্য্যপ্রভাবে কিঞ্চিদধিক শতযোজন পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টি নিত্য প্রসারিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, স্বভাবকর্ত্তৃক আমাদের ঐরূপ দূরদৃষ্টিসম্পাদক বৃত্তি বিহিত হইয়াছে। আর, কুক্কুট প্রভৃতি চরণযোধী পক্ষিগণ স্বভাবতঃ স্বীয় আবাসবৃক্ষের মূলমাত্র দৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহাদের ঐরূপ দূরদৃষ্টিসাধক বৃত্তি বিহিত হয় নাই। এক্ষণে, লবণসাগর লঙ্ঘনের কোন উপায় দেখ। নিশ্চয়ই তোমরা জানকীকে সাক্ষাৎ করিয়া, কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতে পারিবে। অধুনা, আমি মহাত্মা স্বর্গীয় ভ্রাতার উদ্দেশে জল দান করিব। অতএব ইচ্ছা করি, তোমরা আমাকে বরুণালয় সাগরতীরে লইয়া যাও। তখন পরম তেজস্বী বানরগণ নির্দগ্ধপক্ষ সম্পাতিকে নদনদীপতি সমু-

দ্রের তীরদেশে লইয়া গেল এবং জলদানান্তে পুনরায় পক্ষশ্রেষ্ঠকে স্বস্থানে উপস্থিত করিয়া দিল। তৎকালে সীতার সংবাদ পাইয়া, তাহারা হর্ষাবিষ্ট হইল।

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর বানরগণ সম্পাতির মুখে এই অমৃতাস্বাদ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরস্পর হৃষ্টচিত্তে তাহার অনুবাদ করিতে লাগিল। বানরশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ সমুদায় বানরের সহিত ভূতল হইতে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া, গৃধ্ররাজ সম্পাতিকে কহিলেন, সীতা কোথায় আছেন, কে তাঁহাকে দেখিয়াছে, এবং কেইবা তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, আপনি সমস্ত সবিশেষ কহিয়া, বানরদিগকে রক্ষা করুন। কোন্ ব্যক্তি রাম ও লক্ষ্মণের পরিত্যক্ত বজ্রবেগনিপতিত শর সকলের বিক্রমচিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়াছে?

বানরগণ প্রায়োপবেশনসংকল্প পরিত্যাগ করিয়া, সীতার কথা শুনিতে নিতান্ত নিবিষ্টচিত্ত হইলে, সম্পাতি পুনরায় তাহাদের সকলকে আশ্বাসিত করিয়া, প্রীতিভরে কহিলেন, আমি সীতাহরণঘটনা স্বয়ং যেমন শুনিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি আমাকে উহা বলিয়াছে এবং সেই আয়তলোচনা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাও শুন। আমার বৃদ্ধকাল উপস্থিত এবং বল ও পরাক্রমও ক্ষয় পাইয়াছে। এই অবস্থায় বহুকাল এই বহুযোজনব্যাপ্ত দুর্গম পর্ব্বতে পড়িয়া আছি। পতগেশ্বর সুপার্শ্ব আমার পুত্র। সেই সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকিয়া, যথাকালে আহার প্রদান দ্বারা আমার ভরণ পোষণ করিতেছে। কিন্তু গন্ধর্ব্বগণের কাম, ভুজঙ্গগণের কোপ, মৃগগণের ভয় এবং আমাদের ক্ষুধা স্বভাবতই তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। কোন সময় আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, আহারের জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিলাম। মদীয় পুত্র আহার সংগ্রহার্থ সূর্য্যোদয় সময়ে

প্রস্থান করিল। কিন্তু কোনরূপ খাদ্য আহরণ না করিয়াই, সায়ংকালে সমাগত হইল। আহার না পাওয়াতে, আমি নানা প্রকার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া, সেই প্রীতিবর্দ্ধন পুত্রকে নিরতিশয় ব্যথিত করিলাম। তাহাতে, সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, যথাতত্ত্ব বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিল, তাত! আমি আহারার্থী হইয়া, যথাকালে আকাশে উড্ডয়ন পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতের দ্বার আবরণ করিয়া রহিলাম। সাগরান্তরচারী সহস্র সহস্র প্রাণী যে পথে গমনাগমন করে, আমি একাকী সেই পথ রোধ করিবার জন্য, অবাঙ্‌মুখে উল্লিখিত দ্বারে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে তথায় অবলোকন করিলাম, ভিন্নাঞ্জনচয়প্রখ্য কোন ব্যক্তি উদয়কালীন সূর্য্যসমপ্রভাশালিনী কোন রমণীকে গ্রহণ করিয়া গমন করিতেছে। আমি তাহাদের দুই জনকে দেখিয়া, আপনার আহারার্থ গ্রহণ করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলাম। তাহাতে, ঐ ব্যক্তি বিনয় সহকারে সান্ত্বনাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক, পথ ছাড়িয়া দাও, এই প্রকার প্রার্থনা করিল। যাহারা সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করে, সংসারে কুত্রাপি তাহাদের বিপক্ষ নাই। এমন কি, নীচজাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও কেহ তাহাদিগকে প্রহার করে না, আমার ন্যায় উচ্চবংশীয় ব্যক্তি-গণের কথা কি বলিব? সুতরাং আমি ছাড়িয়া দিলে, ঐ ব্যক্তি বেগভরে স্বীয় তেজে গগনমণ্ডল যেন সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রস্থান করিল। তাহার প্রস্থানানন্তর খেচর প্রাণিগণ অভিগমন পূর্ব্বক আমার সভাজন করিতে লাগিল। এবং মহর্ষিগণ আমাকে কহিলেন, সীতা তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াও যে জীবিত রহিলেন, তুমি ভক্ষণ করিলে না, ইহা নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। আর, ঐ পুরুষও সীতার সহিত নির্ব্বিঘ্নে গমন করিল, অতএব তুমি অসংশয়ে স্বস্তিলাভ কর। পরমশোভন ঐ মহা-সিদ্ধ পুরুষ এইপ্রকার কহিয়া, পরে আমার গোচর করিলেন যে, ঐ ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণ এবং ঐ স্ত্রী রামের পত্নী জনক-

মুর্চ্ছিতা। তখন আমি উৎসুক হইয়া, রামদয়িতা সীতার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপণ করিয়া রহিলাম। তাঁহার আভরণ ও কৌশেয় বসন ভ্রষ্ট এবং কেশপাশ বিগলিত হইয়াছিল। তিনি শোকবেগে অতি ক্ষুব্ধ হইয়া, তদবস্থায়, রাম লক্ষ্মণের নাম করত, তারস্বরে রোদন করিতেছিলেন। তাত! বাক্যবিদ্বরিষ্ঠ সুপার্শ্ব এই-রূপে আমার নিকট সমুদায় ঘটনা আমূলতঃ বর্ণন করিল। কিন্তু তাহার মুখে সবিশেষ সমস্ত শুনিয়াও, পরাক্রম প্রকাশে আমার কোনরূপ প্রবৃত্তি হইল না। যাহার পক্ষ নাই, সেই পক্ষী কি কখন কোনরূপ কার্য্য করিতে পারে? তথাপি বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা যে উপকার সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার অনুসরণ-ক্রমে আমি যাহা করিতে পারিব, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাতে তোমাদের পুরুষকারের বিশিষ্টরূপ অবলম্বন সংঘটিত হইবে। ফলতঃ, রামের এই কার্য্য উপলক্ষে বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা তোমাদের সকলেরই প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। ঐরূপ প্রিয়ানুষ্ঠান আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তোম-রাও বিহিত বিধানে এবিষয়ে যত্নশীল হও। দেখ, তোমরা সকলেই অনন্যসাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট, নিরতিশয় বলশালী ও উন্নত-মনস্ক, দেবগণও সহজে তোমাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারেন না। এবং কপিরাজ সুগ্রীব স্বয়ং তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়া-ছেন। আর, বিধাতা রাম লক্ষ্মণের যে কঙ্কপত্রভূষণ শর সকল বিধান করিয়াছেন, তৎসমস্ত, তিন লোকেরও পরিত্রাণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ। রাবণ নিশ্চয়ই যথাসম্ভব তেজ ও বলবিশিষ্ট; কিন্তু তোমরা যেরূপ কার্য্যশক্তিবিশিষ্ট, তাহাতে কোন কার্য্যই তোমাদের সাধ্যাতীত নহে। অতএব আর কালবিলম্বে প্রয়ো-জন নাই। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক, যাহা করিতে হইবে, তাহার অবধারণ করিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। দেখ, তোমাদের ন্যায় বুদ্ধিমানেরা কখন কর্ত্তব্যবিষয়ে আলস্য করেন না।

ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর গৃধ্ররাজ সম্পাতি স্নান ও তর্পণ সমাধা করিলে, যূথপতি বানরগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া, সেই রমণীয় পর্ব্বতে উপবেশন করিল। তখন অঙ্গদ সমুদায় বানরগণে পরিবৃত হইয়া, তাঁহার নিকটে আসীন হইলে, সম্পাতি প্রোক্ত-পূর্ব্ব ঋষিবাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া, সহর্ষে পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, তোমরা সকল বানরে নিঃশব্দে ও একাগ্রভাবে শ্রবণ কর; মৈথিলীর বিষয় যেরূপে অবগত হইয়াছি, যথাযথ কীর্ত্তন করিব। হে অনঘ! পূর্ব্বে সূর্য্যতাপে সর্ব্বশরীর পরিব্যাপ্ত ও তদীয় কিরণে পক্ষদ্বয় নিঃশেষে দগ্ধ হইলে, আমি এই বিন্ধ্যশিখরে পতিত হইলাম। তৎকালে আমার চেতনাদি কিছুই রহিল না। এইরূপে ছয় রাত্রি অতীত হইলে, ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ হইল। তখনও আমি নিরতিশয় আর্ত্তভাবাপন্ন। ঐ অবস্থায় সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কিছুই আমার জ্ঞানগোচর হইল না। অনন্তর সরিৎ, সরোবর, শৈল, সাগর, অরণ্য ও প্রদেশ সকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, চতুর্দ্দিকে হর্ষাবিষ্ট বিহঙ্গমগণে সমাকীর্ণ, কন্দর ও কূটসমূহে অলঙ্কৃত এবং দক্ষিণসাগরের উপকূলে অধিষ্ঠিত এই গিরিবরকে বিন্ধ্যাচল বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। এই পর্ব্বতে সুরগণেরও সুপূজিত পরম পবিত্র এক আশ্রম ছিল। নিশাকর নামে ঋষি ঐ আশ্রমে কঠোর তপস্যা করিতেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি স্বর্গে গমন করিলে, তদবধি এই পর্ব্বতে একাকী বাস করিতে করিতে আমার আট হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে।

ঋষির তপশ্চরণ সময়ে আমি বিষম বিন্ধ্যশিখর হইতে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে অবতরণ পূর্ব্বক তীক্ষাগ্র দর্ভসমূহে আচ্ছন্ন বসুমতীতে পুনরায় কষ্টসহে সমাগত হইলাম। এবং ঋষিকে দেখিবার অভিলাষে কোনরূপে তাঁহার সকাশে গমন করিলাম।

জটায়ু ও আমি পূর্ব্বে অনেকবার তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম। তদীয় আশ্রমপদসান্নিধ্যে সর্ব্বদা সুগন্ধি সমীরণ সঞ্চরিত হইত। কোন বৃক্ষই কুসুমহীন বা ফলহীন লক্ষিত হইত না। যাহা হউক, আমি ঐরূপে পবিত্র আশ্রমে গমন ও বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া, ভগবান্ নিশাকরের দর্শনাভিলাষে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দূর হইতে অবলোকন করিলাম, ভগবান্ নিশাকর স্নান করিয়া উত্তর মুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহার তেজোরাশি জ্বলিতেছে এবং তাঁহাকে কোন রূপে ধর্ষিত করাও সহজ নহে। প্রাণিগণ যেমন দাতার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ধাবমান হয়, সেইরূপ সিংহ, ব্যাঘ্র, ঋক্ষ, সৃমর ও নানাজাতীয় সরীসৃপ সকল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। অনন্তর নরপতি স্বগৃহে প্রবেশ করিলে, অমাত্য সহিত সমুদায় বল যেমন প্রস্থান করে, তেমনি তিনি আশ্রমে উপনীত হইলেন, দেখিয়া ঐ সকল প্রাণী স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। পরে মহর্ষি আমাকে দেখিয়া, তুষ্ট হইয়া, আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। পুনরায় মুহূর্ত্তমধ্যে নির্গত হইয়া, আমার আগমনপ্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, সৌম্য! তোমার রোম সকলের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, দেখিয়া তোমায় চিনিতে পারি নাই। দেখ, তোমার পক্ষযুগল যেন অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে, শরীরও শুষ্ক ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে; প্রাণ কথঞ্চিৎ তাহাতে অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ব্বে আমি তোমাদের দুই ভ্রাতাকে দেখিয়াছিলাম। তোমরা দুইজনেই কামরূপী ও গৃধ্রগণের রাজা এবং দুই জনেই বায়ুর ন্যায় বেগবিশিষ্ট। হে সম্পাতি! এখন জানিলাম, ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে তুমি জ্যেষ্ঠ। তোমরা তৎকালে মানুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া, আমার পাদবন্দনা করিয়াছিলে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমার কিপ্রকার ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে; কিরূপে পক্ষদ্বয় পতিত হইল, এবং কোন্ ব্যক্তিই বা এইপ্রকার দণ্ডবিধান করিয়াছে, সমুদায় কীর্ত্তন কর।

একষষ্টিতম সর্গ।

তখন আমি, দর্পবশতঃ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধরূপ যে দারুণ দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এবং সূর্য্যের যে অনুগমন করিয়াছিলাম, তৎসমস্ত যথাযথ মুনির নিকট নিবেদন করিয়া কহিলাম, ভগবন্! ইন্দ্রের অশনির আঘাতে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহাতে আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। বিশেষতঃ, অনুচিত কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য যে লজ্জা হইয়াছে, তজ্জন্য আমার অন্তঃকরণও আকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই উভয় কারণে আমি কথা কহিতে পারিতেছি না। আমি এবং জটায়ু দুই জনে পরস্পর স্পর্দ্ধাপ্রযুক্ত ইন্দ্রজয়গর্ব্বে হতজ্ঞান ও পরাক্রমপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, সুদূরবর্ত্তী আকাশে উৎপতিত হইলাম। কৈলাসশিখরে যে সকল ঋষি বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের সমক্ষে উভয়ে এইরূপ পণ বদ্ধ করিলাম, যে যাবৎ অস্তগিরি সূর্য্যের অনুগমন করিব। এইরূপে প্রতিজ্ঞান্তে উভয়ে আকাশে উড্ডীন হইয়া, তথা হইতে পৃথ্বীতলে রথচক্রপ্রমাণ পৃথক্ পৃথক্ নগর সমস্ত অবলোকন করিলাম। কোথাও বাদিত্রনির্ঘোষ ও কোথাও ভূষণনিস্বন শ্রবণ করিলাম, স্থলবিশেষে শত শত অঙ্গনা রক্তবস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক গান করিতেছে, দেখিতে পাইলাম। এই রূপে আমরা আকাশে উৎপতিত হইয়া, অতি সত্বর আদিত্যের স্থানে সমাগত হইলাম। তথা হইতে পৃথ্বীতলস্থ বনরাজি শাদ্বলক্ষেত্রবৎ লক্ষিত হইতে লাগিল; পর্ব্বতসমূহপরিবৃত ভূভাগ সমস্ত উপলখণ্ডে আচ্ছাদিতবৎ দৃশ্য হইতে লাগিল; সরিৎসমূহে সমাকীর্ণ প্রদেশ সকল সূত্রবেষ্টিতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল; এবং মনে হইতে লাগিল, হিমালয়, বিন্ধ্য ও মহাগিরি মেরু এই সকল প্রকাণ্ড পর্ব্বত ভূতলে যেন জলাশয়মধ্যে হস্তিযূথের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৎকালে আমাদের অতিশয় ঘর্ম্ম, অতিশয় শ্রম এবং অতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইল। অনন্তর আমি মোহ

ও দারুণ মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইলাম। তখন যাম্য, আগ্নেয়ী বারুণী কোন দিকই আর জানিতে পারিলাম না। এই সমস্ত লোক যেন যুগান্তে অমারস্ত হইয়া, সংবর্ত্তক অনলে দগ্ধ ও বিনষ্ট হইয়াছে, বোধ হইল। এই সকলে, আমার অন্তঃকরণ একান্ত অভিভূত হইয়া উঠিল এবং দর্শনাশ্রয় চক্ষু সৌরতেজে প্রতিহত হইলে, দর্শনশক্তিও বিলুপ্তপ্রায় হইল। তখন আমি যত্নাতিশয় সহকারে সূর্য্যের প্রতি মন ও চক্ষু উভয়ই সন্নিহিত করিয়া, পুনর্ব্বার যত্নাতিশয়সহকারে সূর্য্যকে অবলোকন করিলাম। এবং তাঁহাকে আকারে পৃথ্বীতুল্য বোধ হইতে লাগিল।

ঐ সময় জটায়ু আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই পৃথিবীতে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে আমিও তৎক্ষণাৎ জটায়ুর রক্ষণার্থ পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশ হইতে পতিত হইলাম। এবং জটায়ুকে পক্ষদ্বয়ে আচ্ছাদন করিয়া, দাহ হইতে রক্ষা করিলাম। আকাশ হইতে পতনসময়ে প্রমাদবশতঃ আমার পক্ষদ্বয় নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া গেল। আমার অনুমান হয়, জটায়ু জনস্থানে পতিত হইলেন। আমি কিন্তু দগ্ধপক্ষ ও জড়ীকৃত হইয়া, বিন্ধ্য পর্ব্বতে পতিত হইলাম। তৎকালে, রাজ্যহীন, ভ্রাতৃহীন, পক্ষহীন ও বিক্রমহীন হওয়াতে, পর্ব্বতশিখর হইতে পতিত হইয়া, সর্ব্বথা মরণেরই অভিলাষ হইল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

মুনিশ্রেষ্ঠকে এইপ্রকার নিবেদন করিয়া, অতিশয় দুঃখ হওয়াতে, আমি রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর ভগবান মহর্ষি মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া কহিলেন, পুনর্ব্বার তোমার অনন্তর পক্ষ ও প্রপক্ষ সমুৎপন্ন হইবে। এবং বলবিক্রম, প্রাণ ও দর্শনশক্তি, এ সকলও পূর্ব্বের ন্যায় হইবে। আমি পুরাণে শ্রবণ এবং তপোবলে দর্শন করিয়া, বিদিত হইয়াছি, ভবিষ্যতে

এক সুমহৎ কার্য্য সংঘটিত হইবে। ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন দশরথ নামে কোন ব্যক্তি রাজা হইবেন। তাঁহার রাম নামে পরম তেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। সত্যপরাক্রম রাম পিতাকর্ত্তৃক অরণ্যবাসে নিযুক্ত হইয়া, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত বনগামী হইবেন। সুরাসুরগণের অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণ নামে পিশাচর জনস্থানে সমাগত হইয়া, তদীয় ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিবে। এবং তাঁহাকে আবাসে লইয়া গিয়া, নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য ও অভিলষিত অন্যান্য দ্রব্য প্রদান দ্বারা প্রলোভন প্রদর্শন করিবে। কিন্তু রামবিরহে দুঃখনিমগ্না মহাভাগা যশস্বিনী সীতা অনশনব্রত অবলম্বন করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, গোপনে সীতাকে পরমান্ন প্রদান করিবেন। ঐ অন্ন অমৃততুল্য এবং দেবগণেরও দুর্লভ। অন্ন উপস্থিত হইলে, বাস্তবিক ইন্দ্র ইহা প্রদান করিয়াছেন, পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইয়া, জানকী উহার অগ্রভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক, রামের উদ্দেশে ভূতলে নির্ব্বপন করিবেন। এবং কহিবেন, যদি আমার ভর্ত্তা বা দেবর লক্ষ্মণ বাঁচিয়া থাকেন, অথবা যদি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সকল অবস্থাতেই এই অন্ন তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হউক।

হে বিহঙ্গম! রামদূত বানরগণ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, লঙ্কায় যাইবার জন্য এখানে আগমন করিবে। তুমি তাহাদিগকে সীতার কথা বলিবে। কোন রূপে অন্যত্র গমন করিও না। আর, এইপ্রকার অবস্থাতে কোথায়ই বা যাইবে। দেশকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাক। পুনরায় নবীন পক্ষ প্রাপ্ত হইবে। আমি আজই তোমায় পক্ষবিশিষ্ট করিয়া দিতে পারি। কিন্তু তোমায় এখানে থাকিয়া, লোকের হিতানুষ্ঠান করিতে হইবে। ফলতঃ, তোমাকে নিশ্চয়ই রাজপুত্র রামলক্ষ্মণের কার্য্য করিতে হইবে। পরস্ত গৌরবাস্পদ ব্রাহ্মণ ঋষিগণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র, ইহাদেরও ঐ কার্য্যে সবিশেষ সম্বন্ধ আছে। আর, আমারও

রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে দেখিতে ইচ্ছা আছে। চিরকাল আর এই প্রাণধারণে অভিলাষ নাই; কলেবর পরিহার করিব।

মিক্তত্ত্বার্থদর্শী মহর্ষি তৎকালে আমারে এইপ্রকার কহিয়াছিলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

বাক্যবিশারদ মহর্ষি এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ বাক্যপ্রয়োগ পূর্ব্বক আমার প্রশংসা ও আমন্ত্রণ করিয়া, স্বীয় আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। আমিও বিন্ধ্যপর্ব্বতের কন্দর হইতে শনৈঃ শনৈঃ বিনিঃসৃত হইয়া, তদীয় শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক তোমাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অদ্য কিঞ্চিদধিক অষ্টসহস্র বর্ষ অতীত হইল, দেশকাল প্রতীক্ষা করিয়া আছি। ঋষি যাহা বলিয়াছেন, সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। এক দিনের জন্যও বিস্মৃত হই নাই। মহর্ষি নিশাকর মহাপ্রস্থান বিধানে স্বর্গে গমন করাতে, মনে নানাপ্রকার বিতর্ক উঠিয়া, সন্তাপে দগ্ধ হইতেছি। সময়ে সময়ে মরিবার জন্য সংকল্প করিয়া থাকি। কিন্তু ঋষির কথা সকল তৎকালে স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে, তাহাতে বিনিবৃত্ত হই। মহর্ষি আমার প্রাণধারণে যে বুদ্ধিদান করিয়া গিয়াছেন, সেই বুদ্ধিই, প্রজ্বলিত পাবকশিখা অন্ধকারের ন্যায়, আমার সকল দুঃখ অপনীত করে।

যাহা হউক, আমি দুরাত্মা রাবণের বীর্য্যবত্তা বিশেষ বিদিত আছি। সেই জন্য পুত্রকে অনুযোগ বাক্যে কহিলাম, রাম লক্ষ্মণের সীতাবিয়োগ ঘটিয়াছে এবং সীতা সাক্ষাতে বিলাপ করিতেছেন, শুনিয়াও তুমি কিজন্য তাঁহার উদ্ধার করিলে না? অতএব দশরথের প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহার যে প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য, তুমি তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছ।

একত্রে মিলিত বানরগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া, এইপ্রকার

কহিতে কহিতেই, তৎক্ষণাৎ তাঁহার পক্ষদ্বয় সকলের সমক্ষে পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি আপনার কলেবর পুনরায় সমুদ্‌ভিত অরুণবর্ণপত্রবিশিষ্ট পক্ষদ্বয়ে অলঙ্কৃত দর্শন করিয়া, অতুল হর্ষ লাভ করত বানরদিগকে কহিলেন, অমিততেজা রাজর্ষি নিশাকরের প্রসাদে সূর্য্যকিরণে নির্দ্দগ্ধপক্ষদ্বয় পুনরায় উদ্ভিন্ন হইল। এবং যৌবনসময়ে আমার যে বল, পৌরুষ ও পরাক্রম ছিল, অদ্য তাহাও প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নপর হও, সীতাকে প্রাপ্ত হইবে। আমার এই পক্ষলাভ তোমাদের সিদ্ধির প্রতি প্রত্যয়কারক। পতগোত্তম বিহঙ্গম সম্পাতি বানরদের সকলকে এইপ্রকার কহিয়া, গতিপরীক্ষা মানসে গিরিশৃঙ্গ হইতে আকাশে উৎপতিত হইলেন। বানরগণও তাঁহার সেই বাক্যে প্রতিসংহৃষ্ট মানসে যথাবিধানে বিক্রম প্রকাশ পুরঃসর সীতান্বেষণ অভ্যুদয় সাধনে উন্মুখ হইল। তাহারা সকলেই পবনসমানগতিবিশিষ্ট এবং সকলেই বানরগণের শ্রেষ্ঠ। পৌরুষপ্রকাশের কাল প্রাপ্ত হওয়াতে, জনকসুতা সীতার অন্বেষণে উন্মুখ হইয়া, অভিজিৎনামক নক্ষত্রের সম্মুখীন দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিল।

—•:•—

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

সিংহবিক্রমশালী বানরগণ গৃধ্ররাজের বাক্য শ্রবণ করত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া, প্রীতি সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। রাবণের বিনাশ ও গৃহ সম্বন্ধে সম্পাতির বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণ আনন্দিত হইল এবং সীতা দর্শনে অভিলাষী হইয়া সাগরতীরে গমন করিল। ভীমবিক্রম প্লবঙ্গম সকলে ঐ প্রদেশে গমন করিয়া দেখিল, যেন অখিল প্রকাণ্ড চন্দ্রসূর্য্যাদি লোকসমূহের প্রতিবিম্ব পতিত রহিয়াছে। দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর ভাগে উপস্থিত হইয়া মহাবল বানর বীরগণ স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিল। দেখিল, সাগর কোথাও যেন

বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আবার কোথাও যেন নৃত্য করিতেছে। কোথাও পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ সকল সমুত্থিত হইয়া আছে। কোথাও পাতালতলবাসী দানবেরা গণে পর্য্যাকুল হইয়াছে। এতাদৃশ লোমাঞ্চকর সাগর দর্শন করিয়া বানর সৈন্যগণ অবসন্ন বসিয়া পড়িল। আকাশের ন্যায় দুস্তর সাগর অবলোকন করিয়া বানরগণ একত্র উপবেশন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, কর্ত্তব্য কি।

সাগর দর্শন হেতু সেনাকে বিষণ্ণ দেখিয়া, বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ ভীত বানরদিগকে আশ্বাস দান করিতে লাগিলেন, মনোমধ্যে বিষাদকে স্থান দান করিও না। বিষাদ অতি দূষণীয়। ক্রুদ্ধ সর্প যেমন বালককে, বিষাদ তেমনি পুরুষকে নাশ করে। বিক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি বিষাদকে প্রশ্রয় দান করে, তাহার তেজ হ্রাস হয়, সুতরাং তাহার পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না।

উক্ত প্রকারে বানরগণের ঐ রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর, অঙ্গদ পুনর্ব্বার বৃদ্ধ বৃদ্ধ বানরদিগের সহিত, একত্রিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বানরবাহিনী অঙ্গদের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন দেববাহিনী পুরন্দরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বালীর পুত্র, এবং হনুমান্ ব্যতীত অন্য কেই বা ঐ বানরবাহিনীকে বশীভূত রাখিতে পারিত?

অনন্তর শ্রীমান্ অঙ্গদ ঐ সকল বানরবৃদ্ধ ও সৈন্যের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়া যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, একণে কোন্ মহাতেজা সাগর লঙ্ঘন করিবেন, কে অরিন্দম সুগ্রীবকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিবেন? কোন্ বানর বীর শত যোজন লঙ্ঘন করিবেন? কোন্ কপি এই সমস্ত যূথপতিদিগকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিবেন? কাহার প্রসাদে আমরা কৃতকার্য্য হইয়া, এই স্থান হইতে প্রতিগমন দ্বারা, পুত্র কলত্র

বর্জন করিয়া সুখী হইব? কাহার প্রসাদে আমরা সকল বানর হৃষ্ট হইয়া মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের নিকট গমন করিতে পারিব? আপনাদিগের মধ্যে যদি কোন বানর সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি এক্ষণে আমাদিগকে সত্বর পুণ্যা-বহা অভয়দক্ষিণা দান করুন।

অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহই কোন কথা কহিল না। তৎকালে বানরী সেনার সকলে যেন জড়ের ন্যায় হইল। বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ ঐ সকল বানরকে পুনর্ব্বার বলিলেন, আপনারা সকলেই বলবান্দিগের শ্রেষ্ঠ এবং দৃঢ়বিক্রমশালী; নিষ্কলঙ্ক কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বত্রই পূজিত হইয়া থাকেন। আপনাদিগের কাহারই কখন কোথাও গমনের ব্যাঘাত হইবে না। বানরশ্রেষ্ঠগণ! লম্ফনবিষয়ে আপনাদিগের যাঁহার যাদৃশী শক্তি ব্যক্ত করুন।

পঞ্চষষ্টি সর্গ।

অঙ্গদের বাক্যশ্রবণান্তর গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ ও দ্বিবিদ এবং জাম্ববান্ ও সুষেণ উল্লম্ফন বিষয়ে স্ব স্ব যোগ্যতা যথাক্রমে বলিতে আরম্ভ করিল। গজ বলিল, আমি দশ যোজন লম্ফন করিতে পারি। গবাক্ষ কহিল, আমি বিংশতি যোজন যাইতে পারি। শরভ বানরদিগকে বলিল, বানরগণ! আমি ত্রিংশৎ যোজন গমন করিব। ঋষভ বানর বানরদিগকে কহিল, আমি নিঃসন্দেহ চত্বারিংশৎ যোজন যাইতে পারিব। মহাতেজা গন্ধমাদন বানরদিগকে বলিল, আমি পঞ্চাশৎ যোজন যাইব, ইহাতে সন্দেহ নাই। মৈন্দ বানর বানরদিগকে কহিল, আমি ঊর্দ্ধ সংখ্যা ষষ্টি যোজন লম্ফন করিতে সাহসী হইতে পারি। অনন্তর মহাতেজা দ্বিবিদ প্রত্যুত্তর করিল, আমি সপ্ততি যোজন গমন করিতে

পারিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাতেজা বানরশ্রেষ্ঠ বলবান্ সুষেণ কহিল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অশীতি যোজন যাইব।

উহারা এইপ্রকার বলিলে পর, বৃদ্ধতম জাম্ববান্, সকলের কথা গ্রাহ্য করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে গমন বিষয়ে আমাদিগেরও কিঞ্চিৎ পরাক্রম ছিল, কিন্তু এক্ষণে আমরা বয়সের পারে উপস্থিত হইয়াছি। তথাপি, যখন এতাদৃশ কার্য্য উপস্থিত, তখন উহা উপেক্ষা করা উচিত হয় না। বানররাজ এবং রাম উভয়েই নিশ্চয় করিয়াছেন, আমাদিগের দ্বারাই এই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যতদূর গমন করিতে পারি, বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি নবতি যোজন গমন করিতে পারিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাম্ববান্ ঐ সকল বানরশ্রেষ্ঠদিগকে আরও কহিলেন, আমার গতিশক্তি এতাবৎ মাত্রই ছিল না। পূর্ব্বকালে বলির যজ্ঞে, ত্রিবিক্রম সনাতন বিষ্ণু যখন পাদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমি তখন তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। সেই আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি; লম্ফনবিষয়ে আমার শক্তি মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। যৌবন কালে আমার বল অতি অধিক ও অতুল ছিল। সংপ্রতি নিজ সামর্থ্য দ্বারা এতাবৎ মাত্র গমন করিতে পারিব। কিন্তু ইহাতে উপস্থিত কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।

অনন্তর প্রাজ্ঞ অঙ্গদ মহাকপি জাম্ববানের কথা মান্য করিয়া, সমর্থযুক্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি এই অতিদূর শত যোজন যাইতে পারিব, কিন্তু প্রত্যাগমন করিতে শক্ত হইব কি না, নিশ্চয় বলিতে পারি না।

বাক্যপণ্ডিত জাম্ববান্ বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদকে কহিলেন, হে ঋক্ষবানরশ্রেষ্ঠ! গমনবিষয়ে তোমার যে সামর্থ্য, আমি তাহা জানি। তুমি শতসহস্র যোজনও অনায়াসে যাইতে পার; কিন্তু এ রীতি নহে। তুমি শত সহস্র যোজন গমন করিয়া

ফিরিয়া আসিতেও পার। কিন্তু বৎস! আমার মতে স্বামী প্রেরণই করিবেন; তাঁহাকে কখন প্রেরণ করা যায় না। হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি যখন আমাদিগের প্রভুত্বপদে অধিষ্ঠিত, তখন আমাদিগের কলত্র স্বরূপ। অধিনায়ক সৈন্যের কলত্র; হে পরন্তপ! লোকরীতিই এই। হে অরিন্দম! উদ্দিষ্ট কার্য্যসিদ্ধির মূলই তুমি; অতএব বৎস! তুমি কলত্রের ন্যায় সর্ব্বদা প্রতিপাল্য। কার্য্যসিদ্ধির মূল রক্ষণীয়, কার্য্যবেত্তাদিগের নীতিই এই। কার্য্যের মূল বর্ত্তমান থাকিলেই, কার্য্যের অঙ্গভূত যাবতীয় ফলোৎপত্তি সিদ্ধ হয়। বর্ত্তমান কার্য্যে অবিতথবিক্রমশালী তুমিই আমাদিগের সাধন, এবং বুদ্ধি ও বিক্রমসম্পন্ন হেতু। হে কপিশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের প্রভু এবং প্রভুপুত্রও তুমি। তোমাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা কার্য্যসাধন করিতে পারিব।

মহাপ্রাজ্ঞ জাম্ববান্ উক্তবাক্য বলিলে পর, বালিপুত্র মহাকপি অঙ্গদ প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি যদি না যাইলাম, অন্য বানরও কেহ যাইল না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের আবার প্রায়োপবেশন করা কর্ত্তব্য। সেই ধীমান্ বানরপতির আজ্ঞা সম্পাদন না করিয়া, তথায় গমন করিলেও প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা দেখি না। বানররাজের প্রসাদও যেমন অসীম, কোপও তেমনি। তাঁহার আজ্ঞা অতিক্রম করিয়া গমন করিলে, বিনাশ হইবে। অতএব উপস্থিত কার্য্যের যাহাতে অন্যথাপরিণাম না হয়, সে বিষয়ে আপনারই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। আপনি সমস্ত কার্য্যগতিই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অঙ্গদ উক্ত বাক্য বলিলে পর, প্লবগশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ অঙ্গদকে প্রত্যুত্তর করিলেন, বীর! তোমার বর্ত্তমান কার্য্যের কোন ত্রুটিই হইবে না। যে ব্যক্তি কার্য্য সাধন করিতে পারিবে, আমি তাহাকে প্রেরণ করিতেছি।

অনন্তর শূরপ্রবীর জাম্ববান্ বানরপ্রবীর হনূমানকেই উত্তে-

জিত করিতে লাগিলেন। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ অন্য এক নির্জ্জন স্থানে বিশ্বস্তচিত্তে সুখে উপবেশন করিয়াছিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনেক শতসহস্র বানর সৈনিককে বিষণ্ণ দর্শন করিয়াই জাম্ববান্ হনুমানকে কহিলেন, বানরজাতির বীর সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হনুমন্! কিনিমিত্ত এক দিকে বসিয়া আছ, কোন কথাই কহিতেছ না। হনুমন্! তুমি তেজ ও বলে বানররাজ সুগ্রীবের এবং রাম লক্ষ্মণেরও সমান। কাশ্যপের পুত্র বিনতা-নন্দন মহাবল গরুড় যেমন পক্ষিদিগের মধ্যে, তুমি তেমনি বানরদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত। আমি অনেক বার দেখিয়াছি, সেই মহাবল মহাবাহু পক্ষী সাগর হইতে সর্প উত্তোলন করিয়াছে। তাহার দুই পক্ষের যে বল, তোমার ভুজদ্বয়েও সেই বীর্য্য ও বল। তোমার বিক্রম এবং তেজও তাহার অপেক্ষা ন্যূন নহে। হে বানরশ্রেষ্ঠ! তোমার বল বুদ্ধি তেজ, ও প্রাণবল সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষাই অতিরিক্ত; তথাপি তুমি আপনাকে সজ্জিত করিতেছ না কেন। অপ্সরঃপ্রধানা বিখ্যাত অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলা কেশরী বানরের পত্নী অঞ্জনানামে পরিচিত হইয়াছেন। পুঞ্জিকাস্থলা ত্রিলোকেই বিখ্যাত; জগতে তাঁহার ন্যায় রূপবতীও আর নাই। বৎস! সেই কামরূপিণী অভিশাপ-বশতঃ বানরযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি বানররাজ মহাত্মা কুঞ্জরের দুহিতা। রূপযৌবনশালিনী একদা মানুষী-দেহ ধারণ করিয়া ক্ষৌম বসন পরিধান পূর্ব্বক বিচিত্র মাল্যা-ভরণে ভূষিত হইয়া, বর্ষাজলদসংকাশ পর্ব্বতের শিখরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। পর্ব্বতের শিখরে স্থিতি কালে, পবন অল্পে অল্পে সেই বিশালাক্ষীর রক্তপ্রান্ত সুন্দর পীত বসন হরণ করি-লেন। হরণ করিয়া তাঁহার পরস্পরসংশ্লিষ্ট দুই সুগোল ঊরু,

অন্যোন্যাস্থিলিত দুই পীন পয়োধর, এবং সুগঠিত সুন্দর বদন দেখিতে পাইলেন। যশস্বিনীর পতনোন্মুখ নিতম্ব ও ক্ষীণ কটি-দেশ এবং তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দর্শন করিয়াই পবন কামে মোহিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মন্মথের আবেশ হইল। এই অবস্থায় মারুত দীর্ঘভুজযুগল দ্বারা অনিন্দিতাকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার গর্ভে রেতঃসেক করিলেন। সচ্চরিত্রা অঞ্জনা ঐ সময়েই চকিত হইয়া কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি আমার একপত্নীকব্রত ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক হইল। অঞ্জনার বাক্য শ্রবণ করিয়া মারুত প্রত্যুত্তর করিলেন, চারুনিতম্বিনী! আমি তোমার অনিষ্ট করিতেছি না, তুমি মনোমধ্যে ভয় করিও না। হে যশ-স্বিনি! আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মানসে তোমায় সম্ভোগ করিয়াছি; অতএব তোমার বীর্য্যবান্ ও বুদ্ধিমান্ এক পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র মহাপ্রাণ, মহাতেজা, মহাবল, পরা-ক্রমশালী এবং লঙ্ঘন ও প্লবন বিষয়ে আমার সমান হইবে।

হে মহাভুজ মহাকপে! তোমার জননী উক্ত বাক্য শ্রবণ করত তুষ্ট হইয়া ঐ পর্ব্বতের গুহাতে তোমাকে প্রসব করিলেন। অনন্তর সূর্য্য উদিত হইলেন। তুমি বালক, মহারণ্য মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া ফল মনে করিয়া লইবার জন্য লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গগনে উত্থিত হইলে। হে মহাকপে! তিন শত যোজন পর্য্যন্ত উঠিয়া, তাঁহার তেজে নিরতিশয় বিদ্ধ হইলে, তথাপি বিষণ্ণ হইলে না। অনন্তর তোমাকে শীঘ্র বেগে অন্তরীক্ষে উঠিতে দেখিয়া, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক তোমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন শৈলাগ্রশিখরে পতিত হইয়া তোমার বাম হনু ভগ্ন হইল, তাহা হইতেই তোমার হনুমান্ নাম হইয়াছে। সে যাহা হউক, তোমাকে নিহত দর্শন করিয়া, স্বয়ং গন্ধবহ প্রভঞ্জন বায়ু নিরতি ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিলোক মধ্যে আর বহিলেন না। ত্রিলোক ক্ষুভিত হওয়াতে, দেবতা সকলে চঞ্চল হইলেন। এবং ভুবনেশ্বরগণ ক্রুদ্ধ পবনকে প্রসাদন

করিতে লাগিলেন। পবন প্রসন্ন হইলে পর ব্রহ্মা তোমাকে বর দিলেন, শস্ত্রে তোমার প্রাণ নাশ হইবে না; এবং সমরে তোমার বিক্রম অব্যর্থ হইবে। বজ্রপাত ও গিরিপৃষ্ঠে পতন হইতেও তোমার কোন ব্যথা হইল না দেখিয়া, ইন্দ্রও মনোমধ্যে তুষ্ট হইয়া তোমাকে শ্রেষ্ঠ বরদান করিলেন, আপনার ইচ্ছায় তোমার মৃত্যু হইবে। সমর্থ! তুমি কেশরীর সেই ভীমবিক্রমশালী ক্ষেত্রজ পুত্র, এবং পবনের ঔরস পুত্র; তেজেও পবনেরই সমান। বৎস! তুমি বায়ু পুত্র; প্লবগতি বিষয়ে তাঁহারই তুল্য। আজ আমাদিগের প্রাণ বিগত হইয়াছে, এক্ষণে তুমিই আমাদিগের প্রাণ। তুমি দ্বিতীয় বানররাজ সুগ্রীবের ন্যায় দক্ষতা ও বিক্রম সম্পন্ন। বৎস! ত্রিবিক্রমাবতার সময়ে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমি একবিংশতিবার পর্ব্বত ও কাননের সহিত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। যে সমস্ত মন্থন করিয়া অমৃত উৎপাদিত হইবে, অমৃতমন্থনকালে আমরা দেবগণের আজ্ঞাক্রমে সেই সমস্ত ওষধি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তখন আমাদিগের প্রভূত বল ছিল। সেই আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি; আমার পরাক্রম হীন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান কালে আমাদিগের মধ্যে তুমিই সর্ব্বগুণান্বিত। অতএব বিক্রমসম্পন্ন হইয়া আপনাকে বর্দ্ধিত কর। এই সমগ্র বানরী সেনা তোমার বীর্য্য দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। হে বানরসিংহ! উঠ; মহাসাগর লঙ্ঘন কর। হনূমন্! তোমার সমুদ্রলঙ্ঘন কেবল আমাদিগের সকল প্রাণীরই উপকারার্থ হইবে। হনূমন্! বানরগণ সকলেই বিষন্ন হইয়াছে, তথাপি তুমি উপেক্ষা করিতেছ কেন। হে মহাবাহো! বিষ্ণু যেমন ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, তুমি তেমনি আকাশে উৎপতিত হও।

নিজবেগ বিষয়ে বিশ্বস্ত পবনাত্মজ কপি প্লবগশ্রেষ্ঠ জাম্ববান কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া, বানর বীরবাহিনীকে আনন্দিত করিয়া, রূপ বৃদ্ধি করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

শত যোজন লঙ্ঘন করিবার জন্য বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্‌কে রূপ বৃদ্ধি করিতে ও সহসা বেগে পরিপূর্ণ হইতে দর্শন করিয়া, বানরগণ তৎক্ষণমাত্রে বিষাদ পরিহার পূর্ব্বক হর্ষযুক্ত হইয়া শান্ত ও মহাবল হনূমানের স্তব করিতে আরম্ভ করিল। লোক সমস্ত যেমন উদ্‌যোগী ত্রিবিক্রম নারায়ণকে দেখিয়া, তাহারা সকলে তেমনি হনূমানের সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিয়া আনন্দিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারা স্তব করিতে থাকিলে, মহাবল হনূমান্ হর্ষে বল অবলম্বন পূর্ব্বক লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া বর্দ্ধিত হইলেন। বৃদ্ধ বানর শ্রেষ্ঠগণের স্তব শ্রবণ করিতে করিতে হনূমান্ যখন তেজে স্ফীত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার রূপ অতি অদ্ভুত হইয়া উঠিল। বিস্তৃত গিরিগুহা মধ্যে সিংহ যেমন স্ফীত হয়, মারুতের ঔরস পুত্র তেমনি বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ধীমান্ যখন বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেন, তখন তাঁহার বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত মেঘ তুল্য মুখ নির্ধূম পাবকের ন্যায় প্রকাশিত হইল। লোমাঞ্চিতকলেবর হনূমান বানরগণের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া, বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, আকাশসঞ্চারী যে পবনদেব আছেন; তিনি বলবান্; পর্ব্বত সকল বিদারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। আমি সেই শীঘ্রগামী দ্রুতবেগশালী মহাত্মা পবনের ঔরস পুত্র; এবং প্লবগমন বিষয়ে তাঁহারই তুল্য। যে সুমেরু আকাশতল যেন বিলিখন করিতেছে, আমি, মধ্যে কোন স্থানে বিশ্রাম না করিয়া, সেই বিস্তীর্ণ মেরু সহস্রবার প্রদক্ষিণ করিতে উৎসাহ করিতে পারি। আমি বাহুবেগ দ্বারা সাগর সঞ্চালন করিয়া পর্ব্বতময় ও নদীর সহিত সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করিতে সমর্থ হইতে পারি। আমার উরু ও জঙ্ঘার বেগে উৎপীড়িত হইলে, বরুণালয় সাগর হইতে মহাগ্রাহ সকল উত্থিত হইতে

থাকিবে। সর্পভোজী পক্ষিরাজ বিনতানন্দন গরুড় আকাশে উড্ডীন হইলে, আমি তাঁহাকে সহস্রবার প্রদক্ষিণ করিতে পারি। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! অলন্ত মরীচিমালী উদয় পর্ব্বত হইতে যাত্রা করিলে পর, তিনি অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই, আমি অতি ভয়ানক বেগে গিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া, পৃথিবীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, ভূমি স্পর্শ না করিয়া যাহার তাহার নিকট গমন করিতে পারি। এবং আকাশচারী যাবতীয় গ্রহনক্ষত্র-দিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি। বানরগণ! আমি উল্লম্ফন করিবার সময় সাগর সকল শোষণ, পৃথিবী বিদারণ এবং পর্ব্বত সকল চূর্ণ করিব। লঙ্ঘন করিতে করিতে মহাবেগে মহার্ণব এবং বিবিধ লতা ও বৃক্ষের পুষ্প সকল আকর্ষণ করিব। আকাশপথে গমন কালে ঐ সমস্ত আমার অনুগমন করিবে। তাহাতে আকাশে আমার পথ ছায়াপথের ন্যায় হইবে। আমি আকাশে উত্থিত হইয়া উর্দ্ধগমন করিতে থাকিলে, বানরগণ! এককালে সকল প্রাণীই আমাকে দেখিতে পাইবে। আমি যখন শূন্য আবরণ করিয়া, আকাশ যেন গ্রাস করিয়া গমন করিব, প্লবঙ্গমগণ! তখন তোমরা আমাকে মহামেরু সমান দর্শন করিবে। আমি একাগ্রচিত্তে আকাশপথে গমন করিতে করিতে মেঘ সকল উড়াইয়া দিব; পর্ব্বত সকল কম্পিত করিব; সাগর শোষণ করিব। এ সকল বিষয়ে গরু-ড়ের, আমার, আর মারুতেরই শক্তি আছে। আমি দ্রুতগতিতে গমন করিলে, পক্ষিরাজ গরুড়, কি মহাবল মারুত ভিন্ন আমার অনুগমন করে, আমি দেখিতেছি না, যে ঐরূপ অন্য কোন ব্যক্তি জন্মিয়াছে। মেঘ হইতে উত্থিত বিদ্যুতের ন্যায় আমি এক নিমেষের মধ্যেই নিরালম্ব গগন বেগে উত্তীর্ণ হইব। সাগর-লঙ্ঘনের সময় আমার রূপ, ত্রিলোক আক্রমণকারী বিষ্ণুর তিন পাদের ন্যায় হইবে। আমি বুঝিয়া দেখিতেছি, আর আমার মনের চেষ্টাও সেই, যে, আমি জানকীর দর্শন পাইব। বানরগণ!

তোমরা আমোদ করিতে থাক। আমি বেগে মারুত ও গরুড়ের সমান, আমার নিশ্চয় এই যে, আমি অযুত যোজন লঙ্ঘন করিতে পারি। বজ্রধারী ইন্দ্রের বা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার হস্ত হইতে বিক্রমপ্রয়োগপূর্ব্বক অমৃত আকর্ষণ করিয়া এখনই এই স্থানে আনয়ন করিতে পারি। লঙ্কাও উৎপাটন করিয়া আনিতে পারি। আমার বিবেচনা এই।

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ উক্তপ্রকার গর্জ্জন করিতে থাকিলে, বানরগণ সকলে আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। তাঁহার সেই জ্ঞাতিগণের শোকনাশক বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋক্ষশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে কেশরীর পুত্র পবনাত্মজ বেগবৎ বৎস হনুমন্! তোমা হইতে জ্ঞাতিগণের শোকনাশ হইল। তোমার কল্যাণপ্রার্থী বানরমুখ্যেরা একাগ্রচিত্তে তোমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলানুষ্ঠান করিবে। ঋষিগণের প্রসাদে, বৃদ্ধবানরদিগের আশীর্ব্বাদে এবং গুরুগণের প্রসাদে তুমি মহাসাগর উত্তীর্ণ হও। তুমি যত দিন না আগমন কর, আমরা ততদিন একপদে দণ্ডায়মান থাকিব। যাবতীয় বানরের জীবন এখন তোমার গমনের উপরই নির্ভর করিতেছে।

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সমস্ত বানরকে কহিলেন, লঙ্ঘনের সময় ও আমার বেগ ধারণ করে, পৃথিবীতে এরূপ কেহই নাই। শিলাসঙ্ঘাতসম্পন্ন এই মহেন্দ্র পর্ব্বতের মহৎ শিখর সকল অচল। আমি মহেন্দ্রের এই সকল নানাদ্রুমব্যাপ্ত ধাতুসমূহসম্পন্ন শিখরের উপর হইতে বেগ অবলম্বন করিব। এই স্থান হইতে শতযোজন লঙ্ঘন করিবার সময় এই সকল শিখর আমার বেগ ধারণ করিবে।

অনন্তর মারুতসদৃশ মারুতাত্মজ শত্রুমর্দ্দন হনুমান নানাবিধ পুষ্পে সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতপ্রধান মহেন্দ্র পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। মৃগগণ ঐ পর্ব্বতের তৃণ ভক্ষণ করিয়া বিচরণ

করিতেছে। বিবিধ লতা ও কুসুম উহাতে নিবিড় ভাবে বর্দ্ধিত এবং নিত্য পুষ্পশালী বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র ও মত্ত মাতঙ্গ সকল বসতি করিয়া আছে। পক্ষী সকল মত্ত হইয়া শব্দ করিতেছে, এবং শত শত নির্ঝর পতিত হইতেছে। মহেন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী মহাত্মা বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান ঐ মহেন্দ্র পর্ব্বতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৃঙ্গ দ্বারা আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যখন বাহুযুগল দ্বারা পর্ব্বত ধারণ করিলেন, তখন ঐ মহাপর্ব্বত সিংহাক্রান্ত মত্ত বারণের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। শিলা সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল এবং তাহা হইতে জল উত্থিত হইতে লাগিল। মৃগ ও মাতঙ্গ সকল বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। মহাবৃক্ষ সকল কম্পিত [illegible] লাগিল। পান ও সংসর্গে অত্যাসক্ত বহুতর গন্ধর্ব্বমিথুন, [illegible] সমূহ তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ উৎপতনপূর্ব্বক [illegible] করিল। মহোরগগণ [illegible] ও শিলা [illegible]

ন্যায়, ..
[illegible] মহানুভাব,
[illegible] বিষয়ে আত্মসমাধান ও সন্নিবেশ [illegible]
[illegible] একাই স্মরণ করিতে লাগিলেন।

—:*:—

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত।